ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

সিডনি শেলডনের

দ্য টাইডস অব মেমোরি

কাহিনীবিন্যাস • টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর • অনীশ দাস অপু





কিছু গোপনীয়তা রয়েছে যেগুলো কবরে নিয়ে যেতে হয়...

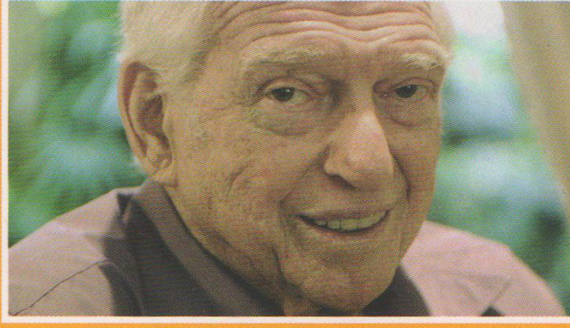
ডি ভিরি পরিবারকে ওপর থেকে দেখলে মনে হয় এদের সব আছে। আলেক্সিয়া ডি ভিরি সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে— ধনবতী, প্রচণ্ড প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, নিজের সুখী পরিবারের ওপর যার রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। লন্ডনের প্রাসাদ, অক্সফোর্ড শায়ারের কান্ট্রি হাউজ এবং একটি গ্ল্যামারাস দ্বীপে ছুটি কাটানো নিবাস— এ তিনটি জায়গার মধ্যে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের ছড়াছড়ি থাকলেও আলেক্সিয়াকে সবসময়ই কয়েকটি মুখ দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাড়া করে ফেরে...

যৌবনে একটি ভুল করেছিলেন তিনি। আর সেই ভুলটির মাশুল দিতে হচ্ছে এখন। ডি ভিরি পরিবারের সবকিছু পেয়েও এখন তা হারাবার উপক্রম হয়েছে। তাঁরা কতদিন সত্যের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবেন?

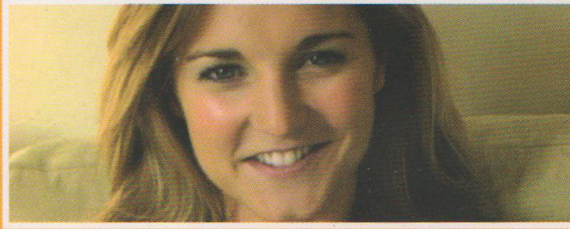
প্রিয় মানুষটিকে রক্ষার জন্য আপনি কতদূর যেতে পারবেন?

'ডেইলি টেলিগ্রাফ' বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ''এর চেয়ে দুর্দান্ত সাসপেন্স আর কী হতে পারে?''

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ



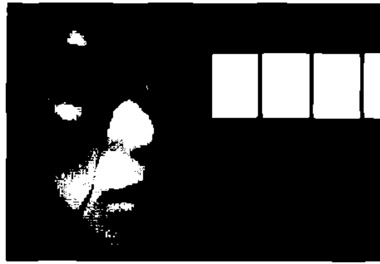
বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন, প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।



টিলি ব্যাগশ-এর পুরো নাম মাটিলডা এমিলি এন. ব্যাগশ, জন্ম ১৯৭৩ সালের ১২ জুন, ইংল্যান্ডে। তিনি একজন ব্রিটিশ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং সাতটি বইয়ের লেখক। তাঁর প্রথম বই *Adored* প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে, তারপর তিনি *Showdown* (২০০৬), *Do Not Disturb* (২০০৮), *Flawless* (২০০৯), *Scandalous* (২০১০), *Fame* (২০১১), *Temptation* (২০১২) রচনা করেন। তবে টিলি লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন থ্রিলার কিং সিডনি শেলডনের আউটলাইন অবলম্বনে *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*, *আফটার দ্য ডার্কনেস*, *অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক*, *দ্য টাইডস অব মেমোরি* ও *ইফ টুমরো কামস*-এর সিকুয়েল *চেজিং টুমরো* লিখে। কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবে শেলডনের বইগুলোতে টিলি'র নাম গেলেও এর মধ্যে কয়েকটি কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে কোন কোন বই তিনি নিজে লিখেছেন তা মূল বইতে উল্লেখ না থাকায় কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবেই তাঁর নাম লেখা হলো।

টিলি ব্যাগশ বিবাহিতা। তাঁর স্বামী রবিন নাইটস একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। টিলি *দ্য সানডে টাইমস* এবং *দ্য ডেইলি মেইল*-এর নিয়মিত প্রদায়ক। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এর বাড়িতে। তিনি তিন সন্তানের জননী।

ISBN 978 984 91219 7 8



দ্য টাইডস অব মেমোরি

ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

সিডনি শেলডনের দ্য টাইডস অব মেমোরি

কাহিনীবিন্যাস • টিলি ব্যাগশ

রূ পা ন্ত র · অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয়কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৮৭৪৫৬৬০৯৮

বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম্পিউটার
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : ডা. সুনীল দাস

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

THE TIDES OF MEMORY by **Anish Das Apu**
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1Ka, Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone : 9573769, 01711 664970
e-mail anindya.prokash@yahoo.com

Sale Center : 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd Floor)
Dhaka-1100 Phone : 712 4403, 01874566098

First Published : February 2016

Price : 500.00
US $ 30

ISBN : 978 984 91220 4 3

লেখকের উৎসর্গ

For Heather Harty
With love

অনুবাদকের উৎসর্গ

উৎপল চক্রবর্তী (সুমন)

অনেক আগে সে আমাকে অনুরোধ করেছিল আমি যেন তাকে সিডনি শেলডনের একটি বই উৎসর্গ করি। কিন্তু আমি কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। টিলি ব্যাগশ'র কোন বই সে পড়েছে কিনা জানি না। তবে নিশ্চিত এ বইটি পড়লে সে তার প্রিয় লেখক সিডনি শেলডনের বইয়ের মতোই রোমাঞ্চকর একটি আমেজ পাবে। এবং ভালও লাগবে নিশ্চয়ই!

অনুবাদকের অনুভূতি

টিলি ব্যাগশ তাঁর প্রিয় লেখক সিডনি শেলডনের গল্পের আউটলাইন নিয়ে এ পর্যন্ত যে ক'টি রোমাঞ্চোপন্যাস রচনা করেছেন তার সবক'টিই ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা পেয়েছে। আর আমাদের দেশের শেলডনভক্তরা মিস টিলির এ বইগুলো খুব পছন্দ করেছেন।

তারা অনেকেই আমাকে ফোন করে কিংবা মেসেজ পাঠিয়ে তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। আমি নিজেও এই তরুণী থ্রিলার লেখিকাটির উপন্যাসগুলো অনুবাদ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছি। এবারে সে আনন্দের সঙ্গে নতুন আরেকটি মাত্রা যোগ হলো– *দ্য টাইডস অব মেমোরি*। এ একটি আশ্চর্য গতিশীল থ্রিলার উপন্যাস। পাঠককে বরাবরের মতোই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে এবং সবশেষে শেলডনীয় যে চমকটি থাকে তা সত্যি বিস্ময়কর! আমার কাছে *দ্য টাইডস অব মেমোরি* দারুণ লেগেছে। আশা করি পাঠক আপনাকেও মুগ্ধ করবেন মিস টিলি ব্যাগশ।...অপেক্ষা করুন মিস ব্যাগশ খুব শীঘ্রি আপনাদের কাছে আবার হাজির হচ্ছেন তাঁর লেটেস্ট সিডনি শেলডন উপন্যাস *চেজিং টুমরো* নিয়ে। এটি সিডনি শেলডনের সেই অবিশ্বাস্য রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চোপন্যাস *ইফ টুমরো কামস*'র চমকপ্রদ সিক্যুয়েল। বইটি আমি অনুবাদ শুরু করে দিয়েছি এবং আশা করছি এই বইমেলায় আপনাদেরকে উপহার দিতে পারব টিলি ব্যাগশ'র লেটেস্ট থ্রিলার চেজিং টুমরো।

অনীশ দাস অপু
২০.১২.২০১৬

পূর্বাভাস

'আর কিছু, হোম সেক্রেটারি?'

হাসলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। *হোম সেক্রেটারি*। নিঃসন্দেহে ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে সুন্দর দু'টি শব্দ। *প্রাইম মিনিস্টার*-এর পরে, অবশ্যই। টরি পার্টির নবতম তারকাটি আপন মনে হাসলেন। *একেকবারে একেকটি পদক্ষেপ, আলেক্সিয়া।*

'না, ধন্যবাদ, এডোয়ার্ড। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে ডাকব।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়, একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা এবং ওয়েস্টমিনিস্টার পলিটিকাল এস্টাবলিশমেন্টের অন্যতম স্তম্ভ। ম্যানিং দেশলাই কাঠির মতো লম্বা, ধূসর এবং খাড়া। আসন্ন দিনগুলোতে স্যার এডোয়ার্ড হতে চলেছেন আলেক্সিয়া ডি ভিরির সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ওকে তিনি পরামর্শ দেবেন, সতর্ক করবেন এবং হোম অফিস রাজনীতির গোলক ধাঁধায় তাকে দক্ষতার সঙ্গে গাইডেন্স করবেন। তবে এ মুহূর্তে, চাকরির প্রথম দিককার কয়েকটি ঘণ্টা একটু একা থাকতে চান আলেক্সিয়া ডি ভিরি। বিজয়ের মিষ্টি আনন্দটুকু কোনো দর্শক ছাড়াই উপভোগ করতে চাইছেন তিনি। বসে বসে অনুভব করবেন ক্ষমতার রোমাঞ্চ।

শত হলেও তিনি এটা অর্জন করেছেন।

নিজের ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্সিয়া, তাঁর নতুন অফিসে পায়চারি করতে লাগলেন। প্যালেস অব ওয়েস্টমিনিস্টারের একটি সুউচ্চ গথিক টাওয়ারের চূড়োয় তাঁর প্রকাণ্ড অফিস কক্ষ। এটির ইন্টেরিয়র ডিজাইন 'ফ্যাবুলাস' না বলে 'ফাংশনাল' বলাই ভালো। ম্যাচ করা একজোড়া বাদামী সোফা রয়েছে ঘরের এক কোণে *(এগুলোকে সবার আগে দূর করতে হবে)*, অপরপ্রান্তে সাধারণ চেহারার একখানা টেবিল এবং চেয়ার আর একটি বইয়ের আলমারি বোঝাই ধুলো পড়া, অপঠিত রাজনৈতিক ইতিহাসের ভারী ভারী সব গ্রন্থ। তবে বাইরের দৃশ্য একবার দেখলে আর এদিকে নজর যায় না। শুধু দৃষ্টিনন্দন বললে কম বলা হবে। মেঝে থেকে ছাদ অবধি ফিট করা জানালাগুলো দিয়ে লন্ডনের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে। পুবে ক্যানারি হোয়ার্ক টাওয়ার থেকে পশ্চিমে চেলসিয়া। এসব দৃশ্য শুধুমাত্র একটি জিনিসের কথাই বলে।

ক্ষমতা।

আর এ ক্ষমতা এখন পুরোটাই তাঁর হাতে।

আমি গ্রেট বৃটেনের হোম সেক্রেটারি। হার ম্যাজেস্টির সরকারের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কিন্তু এটা ঘটল কীভাবে? একজন জুনিয়র প্রিজন মিনিস্টার এবং অত্যন্ত অজনপ্রিয় একজন মানুষ কী করে অন্য সিনিয়রদেরকে ডিঙিয়ে এত বড় পদটি হাতে পেলেন? ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বেচারী কেভিন লোমাস নিশ্চয় রাগে তার দাগ পড়া হলুদ দাঁত খিঁচোচ্ছে। ভাবতে মজাই লাগল আলেক্সিয়া ডি ভিরির।

যত্তসব পুরানো ফসিল। একসময় আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছিল। এখন কার হাসি কে হাসে?

আলেক্সিয়াকে সাংবাদিকরা বিদ্রুপ করত তিনি ধনী, অ্যারিসটোক্রেটিক এবং সাধারণ ভোটারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে, ট্যাবলয়েডগুলো তাঁকে সম্বোধন করেছে নতুন লৌহ মানবী হিসেবে। আলেক্সিয়ার সাজা হয়েছে কিন্তু তাঁর রিফর্ম বিল হাউজের এমপিরা সমর্থন করতে চাননি তাঁকে 'আবেগহীন' এবং 'নির্দয়' আখ্যা দিয়ে। আমেরিকায় কোনো জামিন নেই, ওটা একটা অসভ্য দেশ যেখানে এখনও কার্যকর রয়েছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ওরা এখানে উড়ে আসতে পারবে না, এই সভ্য গ্রেট বৃটেনে।

ওরা অন্তত: তাই বলেছে। কিন্তু যখন ধাক্কা খেল তখন সবাই বিলে ভোট দিল।

কাপুরুষ। কাপুরুষ আর ভণ্ডের দল।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি জানেন বিলটি তাঁকে কতটা অজনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর কলিগ এবং মিডিয়ার কাছে, স্বল্প আয়ের মানুষদের কাছে। তাই সবার মতোই তিনিও চমকে গিয়েছিলেন যখন প্রাইম মিনিস্টার হেনরী হুইটম্যান ওকে তাঁর হোম সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিলেন। তবে এসব নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তাভাবনাও করেননি। হেনরী হুইটম্যান তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন, দিনের শেষে সেটাই আসল কথা।

একটি বাক্স খুলে কয়েকটি পারিবারিক ছবি বের করলেন আলেক্সিয়া। তিনি তাঁর কর্ম এবং পারিবারিক জীবন সবসময় আলাদা রাখেন, তবে আজকাল সবাই এত পরিবারপ্রেমী হয়ে পড়ছে যে সন্তানের ছবি টেবিলে সাজিয়ে রাখা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ছবিতে তাঁর মেয়েরা আছে। রক্সি, বয়স আঠেরো, সোনালি চুলের মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হাসছে। আলেক্সিয়া এ হাসিটি যে কী মিস করছেন! তবে ছবিটি তোলা হয়েছিল দুর্ঘটনার আগে।

দুর্ঘটনা। আলেক্সিয়া ডি ভিরি তাঁর মেয়ের আত্মহত্যার চেষ্টা মোটেই মেনে নিতে পারেননি। তিনতলা থেকে লাফ মেরে সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে রক্সি। এখন তাকে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। আলেক্সিয়া ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁর কথা হলো যা বলার সোজাসুজি বলো। কিন্তু আলেক্সিয়ার স্বামী টেডি সবসময় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতেন। *প্রিয় টেডি, নরমসরম একটা মানুষ।*

মেয়ের পাশে স্বামীর ছবিটি রেখে মৃদু হাসলেন আলেক্সিয়া। কারও চিত্ত জয় করার ক্ষমতা নেই, ভুঁড়িঅলা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ টেডি, মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে, লাল টুকটুকে দুই গাল। টেডি ডি ভিরি আহ্লাদী ভল্লুকের মতো হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে।

ওকে ছাড়া আমার জীবনটা একদম ভিন্নরকম হতো। আমি যে ওর কাছে কত ঋণী, কত ঋণী!

নিজের সৌভাগ্যের জন্য আলেক্সিয়া শুধু টেডির কাছেই কৃতজ্ঞ নন, রয়েছেন আরও কয়েকজন মানুষ। আছেন হেনরী হুইটম্যান, নতুন টরি প্রধানমন্ত্রী এবং আলেক্সিয়ার স্বেচ্ছা নিয়োজিত রাজনৈতিক গুরু। এছাড়াও আরেকজন আছে। এখান থেকে দূরে, অনেক দূরে। ভালো একজন মানুষ। ওই মানুষটি ওকে অনেক সাহায্য করেছে।

তবে ওই লোকটির কথা এখন ভাববেন না তিনি। আজ নয়।

আজ বিজয় এবং আনন্দ উপভোগের দিন। এখন দুঃখ বা আফসোস করার সময় নয়।

তিন নম্বর ছবিটি আলেক্সিয়ার ছেলে মাইকেলের। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে একটি ছেলে। একমাথা কালো কোঁকড়ানো কেশ, সেলেট-ধূসর চক্ষু এবং মুখে এমন দুষ্ট মিষ্টি হাসি, দূর থেকে দেখলেও গলে যায় নারী-হৃদয়। মাঝে মাঝে আলেক্সিয়ার মনে হয় মাইকেলই একমাত্র ব্যক্তি যাকে তিনি কোনো শর্ত বা স্বার্থ ছাড়াই ভালোবেসেছেন। রব্রিও এ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তবে তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল, ওই দূষিত রক্ত তাদের সম্পর্কটাকে এমন বিষিয়ে দিয়েছে যে এ আর ঠিক হওয়ার নয়।

ছবির পরে চোখ বুলালেন অভিনন্দন কার্ডের ওপর। দুইদিন আগে হোম সেক্রেটারির পদে আলেক্সিয়ার আকস্মিক ঘোষণার পরে ওঁর নামে শত শত কংগ্রাচুলেশন কার্ড আসতে শুরু করে। বেশিরভাগই অনুল্লেখ্য, কর্পোরেট অফিস কিংবা লবিয়িস্টরা পাঠিয়েছে। কার্ডে শ্যাম্পেনের খোলা বোতল কিংবা সরাটে ফুলের ছবি। তবে একটি কার্ড ওঁর নজর কাড়ল। ব্যাকগ্রাউণ্ডে স্টার অ্যান্ড স্ট্রাইকস, সোনার জলে কার্ডের গায়ে লেখা You Rock! ভেতরে লিখেছে,

অভিনন্দন, ডার্লিং আলেক্সিয়া! তোমাকে নিয়ে খুব উত্তেজিত এবং গর্বিত হয়ে আছি। অনেক অনেক ভালোবাসা। লুসি!!!

হাসলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। তাঁর বান্ধবীর সংখ্যা হাতেগোনা–অবশ্য তাঁর বন্ধুর সংখ্যাই খুব কম– তবে লুসি এদের সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। মার্থা'স ভাইনইয়ার্ডে ওঁর পড়শী ছিল মেয়েটি। ওখানে আলেক্সিয়ার একটি সামার হোম আছে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পড়ার সময় এ দ্বীপটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। লুসি মেয়ার ওর প্রায় বোনের মতো হয়ে উঠেছিল। খুব ভালো মেয়ে। সংসারী, গোছানো স্বভাব এবং শিশুসুলভ। লুসি মেয়ারের সঙ্গে আলেক্সিয়া ডি ভিরির অনেক কিছুই মিল নেই। তবু

দু'জনে দারুণ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। দু'জনে মার্থা'স ভাইনইয়ার্ড দ্বীপে গরমের ছুটি কাটিয়েছেন মজা করে, আলেক্সিয়ার উন্মাদ রাজনৈতিক জীবনের নানান উত্থান-পতনে লুসিকে তিনি পাশে পেয়েছেন।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টেমস নদীর দিকে তাকালেন আলেক্সিয়া। এখান থেকে নদীটিকে শান্ত এবং রাজকীয় মনে হয়, রূপোর একটি ফিতা সাপের মতো একেবেঁকে চলে গেছে শহরের মাঝ দিয়ে। কিন্তু এ নদীর নীচে স্রোত বড়ই ভয়ংকর, জানেন আলেক্সিয়া। এমনকী এখনও, ওই উনষাট বছর বয়সে, ক্যানিয়ারের শীর্ষে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। তিনি নার্ভাস ভঙ্গিতে নিজের বিয়ের আংটিটি ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

কত সহজভাবে সবকিছু ধুয়েমুছে যায়। ক্ষমতা, সুখ, এমনকী জীবনও। শুধু একটি মুহূর্তের দরকার হয়, অরক্ষিত একটি ক্ষণ, তারপরই সব গেল।

ঝনঝন শব্দে তাঁর ফোন বেজে উঠল।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, হোম সেক্রেটারি। কিন্তু টেন ডাউনিং স্ট্রিটের ফোন এসেছে এক নম্বর লাইনে। প্রাইম মিনিস্টারের ফোনটি কি ধরবেন?'

মাথায় একটা ঝাঁকি দিলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি, ভূতগুলোকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছেন।

'অবশ্যই, এডোয়ার্ড। ওনার লাইনটা দিন।'

নদীর দক্ষিণে, আলেক্সিয়া ডি ভিরির প্রাসাদোপম ওয়েস্টমিনিস্টার অফিস থেকে এক মাইলের কম দূরত্বে, ম্যাগিস ক্যাফেতে ডিম আর বিনসের প্লেট নিয়ে বসে আছে গিলবার্ট ড্রেক। ক্যাব ড্রাইভার আর কনস্ট্রাকশন শ্রমিকদের প্রিয় জায়গা ম্যাগি'র ক্যাফে। তারা কাজে যাওয়ার পথে এখানে নাশতা খায়। গিলবার্ট এখানে নিয়মিত আসে। বেশিরভাগ সকালে তাকে হাসিখুশি চেহারায় দেখা যায়, সবার সঙ্গে হাই-হ্যালো করছে। তবে আজ সে কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খবরের কাগজের একটি লেখার দিকে। যেন ভূত দেখছে। হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরল গিলবার্ট।

এ হতে পারে না।

এ কী করে হয়?

কিন্তু ওই তো ওকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আলেক্সিয়া ডি ভিরি মাগী ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করছে। যতদিন বেঁচে থাকবে এ চেহারা জীবনেও ভুলবে না গিলবার্ট ড্রেক। ওই অহংকারী উঁচু চোয়াল, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সামান্য বাঁকা হয়ে থাকা ঠোঁট, নীল চোখে শীতল, ইস্পাতসম চাউনি, যা একইসঙ্গে পুতুলের মতো সুন্দর এবং হৃদয়হীন ও ফাঁকা। ছবির নিচে ক্যাপশন বলছে

ব্রিটেনের নতুন হোম সেক্রেটারি কাজ শুরু করছেন।

লেখাটা পড়াটাই একটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, যেন সদ্য সেরে যাওয়া ক্ষতকে আবার খুঁচিয়ে তোলা। তবু জোর করে পড়ল গিলবার্ট ড্রেক।

মিডিয়াসহ অনেককেই বিস্মিত করে দিয়ে জুনিয়র প্রিজন মিনিস্টার আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে গতকাল নতুন হোম সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হেনরী হুইটম্যান মিসেস ডি ভিরিকে একজন 'তারকা' এবং 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব' হিসেবে তাঁর নতুন কেবিনেটে বর্ণনা করেছেন। কেভিন লোমাক্স, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সেক্রেটারি অব স্টেট, তিনি হোম অফিস থেকে হামফ্রে ক্রু পদত্যাগ করার পরে তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, সাংবাদিকদের বলেছেন তিনি মিসেস ডি ভিরির নিয়োগের কথা শুনে আনন্দিত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য *'অত্যন্ত আগ্রহ' নিয়ে অপেক্ষা করছেন।*

প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে খবরের কাগজ বন্ধ করল গিলবার্ট।

গিলবার্টের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সঞ্জয় প্যাটেল ওই মাগীর কারণে মারা গেছে। সঞ্জয়, যে স্কুল জীবনে দুষ্ট ছাত্রদের কবল থেকে সবসময় রক্ষা করত গিলবার্টকে, পেকহ্যাম পাবলিক হাউজিং প্রজেক্টে সে সাহায্য করত ওকে, সেই সঞ্জয় যে পরিবারের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যোগানোর জন্য সারাজীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে, যে প্রবল হতাশার মধ্যেও মুখে ধরে রাখত হাসি, সেই সঞ্জয় যাকে শয়তানী করে পুলিশ জেলে ঢুকিয়ে দেয়। তার দোষ সে নাকি তার এক কাজিনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সেই সঞ্জয় এখন আর নেই। অথচ ওই মাগী নেকড়ে আলেক্সিয়া ডি ভিরি মজা করে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করছে।

এ সহ্য করা যায় না। গিলবার্ট ড্রেক এটা সহ্য করবে না।

নীতিবানরা তখনই খুশি হবে যখন তারা প্রতিশোধ নিতে পারবে, যখন দুষ্টের রক্তে তাদের পা ভিজে যাবে।

ম্যাগি, ক্যাফের মোটাসোটা মালকিন এসে গিলবার্টের চায়ের মগ ভরে দিল। 'খাও, গিল। তোমার ডিম তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

তার কথা শুনতে পেল না গিলবার্ট ড্রেক।

সে শুধু শুনতে পাচ্ছে তার বন্ধু সঞ্জয় প্যাটেল তাকে কাতর অনুরোধ করছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

শার্লট হুইটম্যান, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী, বিছানায় কাত হয়ে ঘুমোন, একটা হাত রাখলেন তাঁর স্বামীর বুকে। ভোর চারটা বাজে কিন্তু হেনরী এখনও জেগে আছেন, ছাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের জন্য অপেক্ষা করছে কয়েদী।

'কী হয়েছে, হেনরী?'

হেনরী হুইটম্যান স্ত্রীর হাতের ওপর হাত রাখলেন।

'কিছু হয়নি। আসলে ঘুম আসছে না। তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত।'

‘সমস্যা হলে তুমি তো আমাকে বলো, বলো না?’

‘ডার্লিং। শার্লট,’ স্ত্রীক কাছে টেনে নিলেন হেনরী। ‘আমি প্রধানমন্ত্রী। আমার জীবনে সমস্যা ছাড়া তো অন্য কিছু নেই।’

‘আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমি সত্যিকারের কোনো সমস্যার কথা বলছি। যেটা তুমি সামাল দিতে পারছ না।’

‘আমি ঠিক আছি, ডার্লিং, সত্যি বলছি। নাও, এখন ঘুমোও।’

একটু পরেই ঘুমিয়ে গেলেন শার্লট হুইটম্যান। হেনরী তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, স্ত্রীর একটা কথা মনে বাজছে।

যেটা তুমি সামাল দিতে পারছ না...

আলেক্সিয়া ডি ভিরির ছবি প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নানাজনে নানান কথা বলছে। তবে কেউ কিছুই জানে না। শুধু হেনরী হুইটম্যানই আসল ব্যাপারটি জানেন। এবং এ সত্য তিনি কোনোদিন ফাঁস করবেন না।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি কি একটা সমস্যা যা তিনি সামাল দিতে পারছেন না? হেনরী হুইটম্যান আন্তরিকভাবে আশা করছেন তা যেন না হয়। যদিও সবদিক থেকেই এখন দেরি হয়ে গেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়ে গেছে। চুক্তিপত্র হয়ে গেছে।

ভোর পর্যন্ত জেগেই রইলেন ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী। কারণ কিছুতেই তাঁর ঘুম আসছিল না।

দুষ্টদের ঘুম আসে না।

প্রথম খণ্ড

এক

কেনেবাঙ্কপোর্ট, মেইন

১৯৭৩

বিল হ্যামলিন দেখছে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরা সাতটি ছোট ছেলে পানিতে হুটোপুটি করছে, সাঁতার কাটছে। দেখে তার বেশ ভালো লাগছে। ক্যাম্প উইলিয়ামসে গরমের ছুটি কাটাতে শুধু বাচ্চারাই ভালবাসে না, অনেকেই পছন্দ করে।

এ চাকরিটি পেয়ে গেছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে বিলি। ক্যাম্প কাউন্সিলরের অধিকাংশ আইভি লিগের পোলাপান। এখানে বেশিরভাগ বড়লোকের সুশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আসে। বিলি হ্যামলিন এদের সঙ্গে যায় না। তার বাবা একজন কাঠ মিস্ত্রি। সে গত ফল-এ ক্যাম্প উইলিয়ামসে কয়েকটি নতুন কেবিন বানিয়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে তার ছেলে এখানে একটি কাজ পেয়ে গেছে।

'ওখানে নানানরকম মানুষ দেখবি তুই,' জেফ হ্যামলিন বলেছে বিলিকে। 'সব ধনী মানুষের সন্তান। ওরা তোকে সাহায্য করতে পারবে। তোকে নেটওয়ার্কের কাজ পেতেই হবে।'

নেটওয়ার্কিংয়ে অগাধ বিশ্বাস বিলির বাবার। কে জানে কীভাবে তার মাথায় এ চিন্তা ঢুকেছে যে ব্যাংকারদের বখে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে তার অযোগ্য, একেবারেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ছেলেটা যদি একটু মেলামেশা করতে পারে তাহলে তার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বিলি কিন্তু তার বাবাকে এসব ব্যাপারে কখনোই কিছু বলেনি। দিনে সে সাগর সৈকতে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, ঘুরে বেড়ায়। আর রাতের বেলা ক্যাম্প উইলিয়ামসে মদ, গাঁজার মচ্ছব শুরু হয়ে যায়। উনিশ বছর বয়সী বিলি হ্যামলিনের আর কোনো যোগ্যতা না থাকুক, কীভাবে পার্টি দিতে হয় তা খুব ভালো জানে।

'বিলি! বিলি! এসো আমাদের সঙ্গে পোথাম খেলবে!'

ওকে হাত তুলে ডাকছে গ্রেডন হ্যামন্ড। গ্রেডনের বয়স সাত, তার ওপরের পার্টির পাঁচটি দাঁত নেই। গ্রেডন বড় হলে হ্যামন্ড ব্যাংকের বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক হবে। এটি একটি বুটিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যার অর্থসম্পদ আফ্রিকান অনেক ছোট দেশের চেয়েও বেশি।

'গ্রেডন, বিলিকে ডেকো না। এখন ওর ডিউটি অফ। আমি তোমার সঙ্গে পোথাম

(মরা মানুষের মতো পড়ে থাকার খেলা) খেলব।' বলল টনি গিলেত্তি।

ক্যাম্প উইলিয়ামস কাউন্সেলরদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সেক্সি চেহারা টনির। সে গ্রেডনদের দলটির তত্ত্বাবধান করছে। টনি ছুটে গেল সাগরে, পরনে সাদা বিকিনি পানিতে ভিজে সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে, ফুটিয়ে তুলেছে ভরাট শরীরী সম্পদ। ওকে দেখে যৌন উত্তেজনা বোধ করল বিলি। সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

ক্যাম্পের অন্যান্য ছেলেদের মতো বিলিও মনে মনে কামনা করে টনি গিলেত্তিকে। এবং পছন্দও করে। ওরা একবার একসঙ্গে শুয়েছিল, ক্যাম্পের প্রথম রাতটিতেই, যদিও অভিজ্ঞতাটি আবার সঞ্চয় করার জন্য টনিকে বলার সাহস পায়নি সে তবে জানে সময়টা খুব উপভোগ করেছিল টনি এবং সে-ও বিলিকে পছন্দ করে। তার মতো টনিও একজন বহিরাগত। তবে সে শ্রমিকের মেয়ে নয়। তার বুড়ো বাবা ইস্টার্ন সী বোর্ডে কয়েকটি চালু ইলেকট্রনিক্স আউটলেটের মালিক। তবে টনি ওয়েলেসলি কিংবা ভাসার থেকে আসা কোনো ছাত্রী নয়। সে বেপরোয়া স্বভাবের একটি মেয়ে, রোমাঞ্চপ্রিয়। কানেক্টিকাটে কোকেন সেবন এবং তার সঙ্গে মানায় না এমন সব লাভারের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতিতে টনি একবার প্রায় ফেঁসে যাচ্ছিল। তার জেল হয়ে যাচ্ছিল। শেষে তার বাবা ওয়াল্টার গিলেত্তি বিচারককে ঘুষ দিয়ে এবং স্থানীয় কান্ট্রি ক্লাবে নতুন বার ও ওয়েটরুমের জন্য সাত অংকের টাকা অনুদান দিয়ে সেবারে মেয়েকে রক্ষা করেন। টনি তার পড়শীর অত্যন্ত দামী একটি সোনার ঘড়ি চুরি করে তার বয়ফ্রেন্ডকে দিয়েছিল। গিলেত্তি দম্পতি শেষ আশ্রয় হিসেবে তাদের মেয়েকে ক্যাম্প উইলিয়ামসে নিয়ে এসেছেন এ আশায় যে তার সঙ্গে হার্ভার্ড ডিগ্রিপ্রাপ্ত, অভিজাত এবং ভদ্র কোনো শ্বেতাঙ্গ ছেলের বিয়ে দেবেন।

টনি তার বাপ-মায়ের কথা অর্ধেক রেখেছে। সে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি হার্ভার্ড গ্রাজুয়েটের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছে। তারপর তার চোখ পড়েছে চার্লস ব্রেমার মার্ফির ওপর। বিলির চোখে চার্লস হলো এখানকার সকলের চেয়ে সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে হ্যান্ডসাম এবং সবচেয়ে খেয়ালী যুবক। চার্লস আজ তার বাবা-মা'র সঙ্গে ইয়টে চড়ে ঘুরতে গেছে। ব্রেমার মার্ফিরা পথ চলতে গিয়ে ইস্ট হ্যাম্পটনে যাত্রা বিরতি দিয়েছেন এবং মিসেস ব্রেমার, যিনি ক্যাম্প উইলিয়ামস চালান, চার্লসকে আজ ছুটি দিয়েছেন। বুড়ি ব্রেমার যেভাবে ধনীদের বাচ্চাগুলোকে তোয়াজ করেন তা সত্যি বিরক্তিকর। তবে এতে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। টনি গিলেত্তির সঙ্গে একটু ইটিশপিটিশ করার সুযোগ পেয়েছে বিলি। ওকে যদি পটিয়ে আরেকবার বিছানায় নেয়া যায় তো কেল্লা ফতে।

বিলি জানে ওর একটা ভালো সুযোগ এসেছে। টনির যৌনক্ষুধা প্রবল। কয়েক দিন আগেই সে চার্লসের সামনে বিলির সঙ্গে ফ্লার্ট করছিল স্রেফ ওর বয়ফ্রেন্ডের হিংসা ধরানোর জন্য। এতে কাজও হয়েছিল। পরে বিলি শুনেছে চার্লস ব্রেমার মার্ফি নাকি

তার সম্পর্কে কাসান্ড্রা ড্রেটনের কাছে খোঁজখবর করছিল। বিলি এই মেয়েটির সঙ্গে একবার শুয়েছে।

'হ্যামলিন ছোড়াটার মধ্যে মেয়েরা কী পায়?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাসান্ড্রার কাছে জানতে চেয়েছে চার্লস।

কাসান্ড্রা জবাবে মিষ্টি করে হেসেছে। 'তুমি জবাবটা ইঙ্গিতে নাকি ফুটে পেতে চাও?'

'ও একটা ছাতার কাঠমিস্ত্রি, ফর গডস শেক! ' রাগে তোতলায় চার্লস।

'যীশুও তাই ছিলেন, ডার্লিং। এতে রাগ করার কিছু নেই। আর তুমি বোধহয় জানো না ওর বাবা কাঠ মিস্ত্রির কাজ করেন, ও নয়। বিলি শুধু ফাকিং করে। এবং ও কাজটা পারেও দারুণ।'

কাসান্ড্রা ড্রেটন বিলির এত প্রশংসা করছে শুনে ঈর্ষাবশত:ই হয়তো টনি গিলেত্তি ওকে দ্বিতীয়বার সিডিউস করার সুযোগ দেবে। সে বিলিকে যত খেলাচ্ছে, তার প্রতি বিলির কামনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টনির মতো মেয়ে বিলি দ্বিতীয়টি দেখেনি। সে বিছানায় শুধু জংলী বিল্লিই নয়, সে খুব মজা করতে পারে, স্মার্ট, যে কাউকে অনুকরণ করায় তার তুলনা হয় না এবং সে জাত অভিনেত্রী। সে মিসেস ব্রেমারকে এমন দারুণ ভেংচাতে পারে, তার সঙ্গী কাউন্সিলররা হাসতে হাসতে খুন হয়ে যায়। চার্লস ব্রেমার মার্ফির কাছে টনি গিলেত্তি হলো একটি ট্রফি, একটি খেলনা যাকে নিয়ে গরমের ছুটিটা উপভোগ করা যায়। কিন্তু বিলি হ্যামলিনের কাছে টনি সবকিছু। কারও কাছে স্বীকার করেনি তবে বিলি টনির প্রেমে দিওয়ানা হয়ে আছে। সে টনিকে আবার সিডিউস করতে চায় না, ওকে বিয়ে করতে চায়।

পানিতে বিলিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল টনি। কী চমৎকার সুগঠিত শরীর ছেলেটার! বিলি যখন সাঁতার কাটে, ওর প্রশস্ত পিঠে কিলবিল করতে থাকে পেশী, শক্তিশালী হাতজোড়া নিপুণ দক্ষতায় যেন জোড়া তরবারির মতো পানি কেটে এগিয়ে যেতে থাকে। মুগ্ধ চোখে তাই দেখে টনি। চার্লস ব্রেমার মার্ফি দেখতে সুদর্শন তবে বিলির মতো রগরগে সংবেদনশীলতা তার ভেতরে নেই, অনুপস্থিত ওই জানোয়ারসুলভ চুম্বকশক্তি এবং শিকারী সুলভ ইরোটিক ক্ষুধা যা বিলির চামড়া ফুঁড়ে ঘামের মতো বেরোয়।

চার্লসের যা আছে তা হলো কানাডা সাইজের একটি ট্রাস্ট ফান্ড। দিন যত গড়াচ্ছে টনি গিলেত্তির জন্য ততই সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে সে আসলে কী বেশি চায়; প্রেমের দেবতা আডোনিস নাকি ক্যাম্প উইলিয়ামস?

গত রাতে চার্লস যখন তার সঙ্গে প্রেম করছিল, মনে মনে বিলিকেই কল্পনা করছিল টনি। কাশ্মিরি কম্বলের ওপর শুয়ে চার্লস ওর ওপরে উঠে ওকে গুঁতোচ্ছিল সে সঙ্গে

তারস্বরে বাজছিল টড রুনড গ্রেনের গান 'হ্যালো, ইটস মি,' চার্লসই জোর করে তার পোর্টেবল আট-ট্রাকের যন্ত্রটি নিয়ে এসেছিল 'গান শুনতে শুনতে প্রেম করার মুড আসে' এ কথা বলে। টনি তখন ভাবছিল গায়ের ওপর চার্লস না থেকে যদি বিলি থাকত, ওকে পেশীবহুল উরু দিয়ে জড়িয়ে ধরত, কতই না মজা হতো। চার্লস যদি প্রেম করার সময় গান বাজনার আয়োজন করতে থাকে তাহলে শেষতক ওকে ছেড়েই দিতে হবে টনির। সিংহীর পক্ষে যেমন নিরামিশাষী হওয়া সম্ভব নয় টনি গিলেত্তিও ওকে তৃপ্তি দিতে পারে না এরকম প্রেমিকের সঙ্গে ঝুলে থাকতে আগ্রহী নয়। বিলি দারুণ খেলতে পারে। টনির দরকার তাজা মাংস।

'এসো, টনি। তুমি পোথাম (মরা মানুষ) হও। বলটা পারলে ধরো তো!'

গ্রেডন হ্যামন্ড বেজার মুখে তাকিয়ে আছে টনির দিকে। সে নিকোলাস হ্যান্ডমেয়ারের কাঁধ জড়িয়ে রেখেছে। এ আরেক সাত বছর বয়সী ধনী শিশু। মেইনে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিকোলাস। কালো চুলের গ্রেডন আর দেব শিশুদের মতো সোনালি চুলের নিকোলাস সম্ভবত: ক্যাম্প উইলিয়ামসে টনি গিলেত্তির সবচেয়ে প্রিয় দুই বাচ্চা। মন্দ মেয়ে হিসেবে অনেকে টনিকে জানলেও সে অত্যন্ত জনপ্রিয় কাউন্সেলর এবং তার মাতৃভাব অতিশয় প্রবল ও খাঁটি। তার নিজের মা টনির বাবার টাকা দিয়ে শপিং করতে এবং দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে এতই পছন্দ করেন যে, টনিকে পৃথিবীতে আনার জন্য ওর বাবাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হলেও টনি কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসে। গুল্টু টাইপের বাচ্চাগুলোকে সে খুব আদরও করে।

আজ হ্যাংওভারে ভুগছিল টনি, একটু কোকেন সেবন না করলেই আর চলছিল না কিন্তু বাচ্চাগুলো ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে যখন ওকে ডাকছিল, সব ভুলে ওদের কাছে চলে এসেছে সে।

'আমি চেষ্টা করছি, গ্রেডন, ঠিকাছে?' চেহারাটা একটু রাগী রাগী করার চেষ্টা করল টনি। 'আবার বল ছোড়ো।'

'আমি একটু সাহায্য করি।'

বিলি হ্যামলিন চলে এসেছে ওর পাশে, সোনালি চুলের মাথা নিয়ে ভোঁদড়ের মতো ভুস করে ভেসে উঠেছে স্ফটিকস্বচ্ছ পানিতে। গ্রেডন এবং নিকোলাসকে দুই কোলে তুলে নিল ও, ওরা মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসছে। ওদেরকে অগভীর পানিতে ছুড়ে দিল বিলি। অন্য ছেলেগুলোকে আলাদা করে দুটো দল বানিয়ে ফেলল। তারপর শুরু করে দিল খেলা। একটু পরে টনি সাঁতরে এল ওর কাছে, বল নেয়ার ছলে নগ্ন বাহু ঘষে দিল বিলির হাতের সঙ্গে। ছোট্ট এই শারীরিক সংস্পর্শটুকুই বিদ্যুৎ তৈরি করল বিলির দেহে।

'ধন্যবাদ,' হাসল টনি। 'কিন্তু তুমি চলে যেতে পারো। সারা সপ্তাহে তো মাত্র আধাবেলা অবসর পাও। এ সময়টুকু নিশ্চয় আমার বাচ্চাদের পেছনে নষ্ট করতে চাও

না।'

'তা বটে,' টনির বুকের দিকে নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে বিলি। 'এসো একটা চুক্তি করি।'

'চুক্তি?'

'শিওর। আমি পনের মিনিটের মধ্যে তোমাকে একটি তাজা মুক্তো খুঁজে দিতে পারি তাহলে কাল রাতটা তুমি আমার সঙ্গে কাটাবে।'

হেসে উঠল টনি, ওর প্রতি টনির এই মনোযোগ উপভোগ করছে। 'তুমি গত মাসে মাত্র তিনটে মুক্তো পেয়েছ। পনের মিনিটের মধ্যে একটা মুক্তো পাবার কোনো চান্সই নেই।'

'তা বটে। বেহুদা চেষ্টা। সো হোয়াই নট শেক অন দা ডিল?'

'ইউ নো হোয়াই নট?'

টনি হার্বার লেনে তাকাল, ওখানে ব্রেমার মার্ফিদের ইয়ট সেলেস্টি দুপুরের রোদে চলাচল করছে।

'ওহ, কামন, একটু ছাড় দাও না,' ওকে টিজ করল বিলি।

'তুমি জানো ও তোমাকে বোর করে তোলে। তাছাড়া, তুমি তো বললেই পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি কোন মুক্তো খুঁজে পাব না।'

'যদি পাও?'

টনির কোমর জড়িয়ে ধরল বিলি। ওকে টেনে নিয়ে এল কাছে। এত কাছে যে দু'জনের ঠোঁট প্রায় ঘষা খাওয়ার অবস্থা। 'যদি পাই তো বলতে হবে ভাগ্য আমার ভালো। আমরা তাহলে একত্রিত হতে পারব। ডিল?'

মুচকি হাসল টনি। 'ওকে, ডিল। তবে মুক্তোর সাইজটা কমপক্ষে মটরশুঁটির মতো হতে হবে।'

'মটরশুঁটি? ওহ, কামন নাউ। এ তো অসম্ভব।'

'আমার মটরশুঁটিই চাই। এখন ভালো। এখন আমাকে পোথাম খেলতে হবে।'

বিলি সাঁতার কেটে গভীর পানিতে চলে এল। ছুরিটা জলদস্যুদের তরবারির মতো দাঁতের সারির ফাঁকে কামড়ে ধরে ডাইভ দিল। বেশ কয়েকবারই ডুব দিল ও। প্রতি বারই বড় বড় ঝিনুক নিয়ে এল। কিন্তু ঝিনুক কাটার পরে ভেতরে কিছুই পেল না। হতাশ হয়ে আবারও ডুব দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সাগর তীরে ভিড় জমে গেল। সবাই এসেছে বিলির ঝিনুক তোলা দেখতে। ছেলেটা দারুণ সাঁতার জানে। আর যেভাবে ডাইভ মেরে মেরে ঝিনুক তুলছে তা দেখার মতোই দৃশ্য বটে।

টনি গিলেত্তি ভাবছিল ও খুব মজার মানুষ। তবে বড্ড মাথা পাগলা। সে ঘুরে, বিলিকে আগ্রাহ্য করে ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মন দিল।

দুই

চার্লস ব্রেমার মার্ফির মুড বেশ ভালো। সে কিছুক্ষণ আগে তার বাবা-মা'র ইয়টে বসে তাজা মেইন লবস্টার রোল খেয়েছে, সে সঙ্গে গিলেছে বেশ কয়েক গ্লাস সুস্বাদু পানীয় চ্যাবলিস। ওর বাবা ওর মাসিক মাসোহারা বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। এবং টনি রাজি হয়েছে আজ রাতে তার কিনে দেয়া স্যাটিনের ক্রচলেস প্যান্টি পরে তার সঙ্গে বিছানায় যেতে। সকাল থেকে যতবার কথাটা মনে পড়েছে, যৌন উত্তেজনা অনুভব করেছে চার্লস।

ওপরের ডেকে লাউঞ্জ চেয়ারে বসে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল সে। *হ্যামলিন ছোড়ার প্রতি টনির মোহ কাটাতেই হবে। ছোকরা টনির পেছনে ছোঁকছোঁক করছে। সবাই টনির পেছনে ছোঁক ছোঁক করে। তবে ছোড়াটা আমার জন্য কোনো হুমকি নয়। টনি ওকে চিনে ফেলেছে এবং আর পাত্তাও দিচ্ছে না।*

টনির এখন সৈকতে থাকার কথা। তার দলের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে হয়তো বালুর প্রাসাদ তৈরি করছে।

ওকে একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাক। চার্লস হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল। *ওর জন্য চকোলেট নিয়ে যাব। তাহলে খুব খুশি হবে মেয়েটা। তাহলে আরও আনন্দ নিয়ে আজ রাতে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।*

একজন ডেক হ্যান্ডকে তুড়ি বাজিয়ে ডাকল অধৈর্য চার্লস।

'জলদি আমার জন্য একটা টেনডার (ছোট শিপ) রেডি করো। আমি তীরে যাব।'

পোথাম খেলে ক্লান্ত বাচ্চারা এখন অগভীর পানিতে কাঁকড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। সৈকত থেকে লোকজনের সম্মিলিত আঁতকে ওঠার শব্দে ঘুরে তাকাল টনি।

ওহ মাই গড! ইডিয়ট!

সাঁতার কাটার নির্ধারিত স্থান এবং হারবার লেনগুলোকে যে ব্যারিয়ার আলাদা করে রেখেছে বিলি ওই জায়গা ছাড়িয়ে চলে গেছে। উপকূলের ধারে তিনটে বড় বড় ইয়ট নোঙর করে আছে, আর সৈকত এবং ওগুলোর মাঝখানে ছোট ছোট বেশ কিছু বোট দেখা যাচ্ছে। এত অসংখ্য জলযানের মাঝে একাকী একজন সাঁতারুকে কেউ খেয়ালই করবে না। ওখানে মুক্তোর খোঁজে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক।

টনি উন্মত্তের মতো হাত নাড়তে লাগল বিলিকে উদ্দেশ্য করে, ওকে ইশারায় ডাকছে। 'ফিরে এসো!' চিৎকার দিল সে।

'ওখানে গেলে মারা পড়বে তো!'

বিলি কানের কাছে হাত এনে ভঙ্গি করল যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বাচ্চাগুলোকে তীরের ধারে রেখে টনি খানিকটা সামনে এগুলো সাঁতার কেটে। 'ফিরে এসো! তুমি কোনো বোটের গায়ে বাড়ি খাবে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল টনি। সবচেয়ে কাছের ইয়টটি ওর কাছ থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ দূরে।

'কিছু হবে না,' চেঁচিয়ে বলল সে টনিকে।

'অবশ্যই হবে। গাধামি কোরো না!'

'আর দুটো ডাইভ।'

'বিলি, না!'

কিন্তু টনির মানা শুনল না বিলি। পায়ে স্বচ্ছন্দ লাথি মেরে আবার ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল সে। সৈকতের লোকজন কেউ বিস্ময়সূচক শব্দ করল কেউ বা হাততালি দিল।

ঠোঁট কামড়াল টনি। উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন পানির ওপর আবার ভেসে উঠবে বিলি। দশ সেকেণ্ড চলে গেল, কুড়ি সেকেণ্ড, তারপর ত্রিশ।

ওহ, যীশাস, কী হলো? ও কি মাথায় বাড়ি খেয়েছে? বোকার মতো বাজি ধরে ওকে উৎসাহিত করা মোটেই উচিত হয়নি আমার। জানি তো ও কতটা বেপরোয়া স্বভাবের। আমার মতো।

হঠাৎ ভুস করে ঢেউয়ের ওপর মাথা তুলল বিলি, যেন একটি ডলফিন খেলাচ্ছলে অপ্রত্যাশিতভাবে ভেসে উঠেছে সাগরে, হাতে প্রকাণ্ড একটি ঝিনুক। সৈকতের দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। বিলি ঝিনুক কেটে মুক্তো বের করতেই দর্শককুল হাততালি দিল। তবে বিষণ্ণভঙ্গিতে টনির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

'বড্ড ছোট। আমার প্রিন্সেসের মটরদানার সমান মুক্তো চাই।'

'দরকার নেই,' রেগে গেছে টনি। খেলাটা এখন আর মজা করার পর্যায়ে নেই। সৈকতের নির্বোধগুলো কি দেখতে পাচ্ছে না কতটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিলি।

'চলে এসো, বিলি। নইলে আমি কিন্তু খুব রাগ করব।'

মাথা নাড়ল বিলি। 'আরও দুই মিনিট বাকি আছে!'

তারপর বুক ভরে দম নিয়ে আবার পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'টেনডার আমাকে চালাতে দিন, স্যার। আপনি আরাম করে বসুন।'

ডেনিয়েল গ্রে একজন অভিজ্ঞ ক্রুম্যান, গত কুড়ি বছর ধরে সে ধনী মানুষদের

ইয়টে কাজ করেছে। এ পর্যন্ত যেসব পরিবারের সঙ্গে কাজ করেছে ডেনিয়েল, ব্রেমার দম্পতি তাদের চেয়ে ভালোও নয়, খারাপও নয়। তবে তাদের ছেলেটা, চার্লস, বড়ই দাম্ভিক প্রকৃতির। মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে, সে, সেলেস্টির মতো অত্যন্ত দামী ইয়টের মূল্যবান টেনডারের হুইল এর হাতে তুলে দেয়া মোটেই উচিত হবে না।

'আমি আরামেই আছি, ধন্যবাদ,' জড়ানো গলায় বলল চার্লস ব্রেমার মার্ফি। 'আমার জন্য স্ট্রবেরী এবং শ্যাম্পেন নিয়ে এসো আর মাকে বোলো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

শালা মাথামোটা। চড়ায় গিয়ে যদি না আটকায় তো আমার নাম বদলে ফেলব, মনে মনে বলল ডেনিয়েল গ্রে। টেনডারটা তারপর মেরামত করতে ওর বাবার পকেট খালি হয়ে যাবে।

এবারে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পরে সারফেসে উঠে এল বিলি। সে এখনও ব্যাপারটাকে জোক হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং কোনোরকম বিরতি না দিয়ে আবারও ডুব দিল।

রাগের চোটে ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল টনি। ওর সঙ্গে সে আর বিছানায় যাচ্ছে না তা বিলি যতবড় মুক্তোই পাক না কেন। সাঁতার কেটে বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসছে, চোখের কোণায় কী যেন ধরা পড়ল। ওটা একটা রো বোট, ছোটখাট, পুরানো আমলের আদলে কাঠের তৈরি। *'শিপিং লেনে ওটা কী করছে?*

রো বোট নিয়ে মাত্র ভাবছিল টনি এমন সময় দুটো টেনডারকে দেখতে পেল ও, একটা পানিতে অচঞ্চল ভঙ্গিতে ভাসছে, অপরটি কয়েক সেকেণ্ড পরে ওটার পেছন থেকে উদয় হলো, প্রবল ঢেউ এবং গর্জন তুলে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে আসতে লাগল তীর অভিমুখে। প্রথম টেনডারটা কাঠের জলযানটি দেখতে পেয়ে ওটাকে এড়িয়ে যেতে দিক পরিবর্তন করল। কিন্তু দ্বিতীয় টেনডারটি বিপদ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় বলে মনে হলো।

'বোট!' দ্বিতীয় টেনডারের উদ্দেশে পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগল টনি। সে এখন অগভীর পানিতে চলে এসেছে, হাত নাড়তে নাড়তে লম্পঝম্প দিতে লাগল 'বোট!'

সোনালি চুলের ঝিলিক আর চেনা সাদা বিকিনিটি দেখতে পেল চার্লস ব্রেমার মার্ফি।

টনি তাকে লক্ষ করে হাত নাড়ছে।

'হেই, বেব!' চার্লসও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল, টনিকে মুগ্ধ করতে গতি বাড়িয়ে দিল তবে জলযান জোরে ছোটার কারণে ভারসাম্য রক্ষা করতে হুইল চেপে ধরে রাখতে হলো ওকে। *চ্যাবলিসটা বোধহয় একটু বেশিই গিলে ফেলেছি,* ভাবল চার্লস। আমি তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।'

চার্লসের বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল যে সৈকতের লোকজনও তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ছে। ওরা কি আগে কখনও ইয়ট টেনডার দেখেনি? নাকি সেলেস্টি'র মতো শক্তিশালী টেনডার কোনোদিন চোখে পড়েনি?

ও যখন রো বোটটা দেখতে পেল, এবং বুঝতে পারল বিপদ, সংঘর্ষ থেকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দূরে সে তখন। দুই টিনেজার তাদের বোটে ভয়ে-আতংকে কুঁকড়ে গেল। টেনডার ওদের দিকে ভয়ংকর গতিতে ছুটে যাচ্ছে, ছেলে দুটোর মুখ আতংকে সাদা হয়ে যেতে দেখল চার্লস। ওর পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। এত কাছে এসে পড়েছে যে ওদের চোখের মনি উল্টে যাওয়ার দৃশ্যটিও পরিষ্কার দেখতে পেল চার্লস। 'যীশাস ক্রাইস্ট!' সে হুইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দুই লাইফ গার্ড একে অন্যের দিকে তাকাল।

'হলি শিট।'

'ও নির্ঘাত ওদেরকে হিট করবে, তাই না?'

ওরা ফ্লোট নিয়ে লাফিয়ে পড়ল পানিতে।

ভয়ে বিস্ফারিত চোখে টনি দেখছে দ্বিতীয় টেনডারটি সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে রো বোটের দিকে। ওটা কাছিয়ে আসতে হিম হয়ে গেল টনির বুক। *'ওটা... চার্লস নাকি? ও এখানে কী করছে?'*

মুখ হাঁ করল টনি। চিৎকার দেবে। সাবধান করবে চার্লসকে। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো রা বেরুল না। বিলিকে নিয়ে চেঁচামেচি করতে গিয়ে গলাটা একদম বসে গেছে। ও তখন ভীতিকর উপসংহারটি উপলব্ধি করল : *রো বোটের ছেলে দুটো নির্ঘাৎ মারা যাবে।*

ঢেউয়ের অনেক নীচে, গভীরে বিলি হ্যামলিন বালু থেকে পঞ্চম ঝিনুকটি তুলে নিল। এ গভীরতায় পানি বেশ ঠাণ্ডা, এবং শান্তিময় ঢেউ ভেদ করে আসা সূর্যরশ্মি এখানে অপূর্ব একটি নিসর্গ তৈরি করেছে, সমুদ্র গর্ভে কী সুন্দর নাচছে ছায়াগুলো।

মটরদানা সাইজের মুক্তো খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে টনি এবং তীরের দর্শকদেরকে ডাইভিংয়ের কারিশমা দেখাতে বেশ মজাই পাচ্ছে বিলি। পানি যেন ওর ঘরবাড়ি, সাগরে নামলে নিজেকে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী মনে হয়। বাস্তব পৃথিবীতে সে চার্লস ব্রেমার মার্ফির তুলনায় কিছু না হতে পারে তবে এখানে, সাগরের বুনো স্বাধীনতার মাঝে সে রাজা।

ঝিনুকটি শক্ত করে মুঠোয় পুরে আলো লক্ষ করে ওপর দিকে সাঁতার কেটে উঠতে লাগল বিলি।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান দিকে হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে চোখ বুজে ফেলল চার্লস ব্রেমার মার্ফি। এমন জোরে মোড় ঘুরল টেনডার যে প্রায় উল্টে যাওয়ার জোগাড়।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে ও কানে। ছেলেগুলো আংতকে চিল্লাচ্ছে নাকি সে নিজে? লবণাক্ত পানির প্রচণ্ড ঝাপটা খেল সে নাকে মুখে। এখনও ভয়ংকর গতিতে ছুটে চলেছে টেনডার।

এমন দ্রুত সব ঘটল কী করে, আনন্দ থেকে বিপর্যয়?

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও তার মনে কত ফূর্তি ছিল। আর এখন...

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে, প্রচণ্ড সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হলো চার্লস ব্রেমার মার্ফি।

সাগরতীরের দর্শকরা হাঁ হয়ে দেখল টেনডারটি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ডান দিকে ঘুরে গেছে, শিপিং লেনের আরও ভেতরে প্রবেশ করেছে।

টেনডারের পেছনে ফেনিল জলরেখা এতটাই উঁচু এবং এমনভাবে পানি ছিটাচ্ছে যে প্রথমে বোঝাই গেল না রো বোটের ভাগ্যে কী ঘটছে। অবশেষে ওটার দেখা মিলল। ঢেউয়ের তালে প্রবল দুলছে তবে অক্ষতই রয়েছে। ছেলে দুটি বোটের ভেতরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাগলের মতো হাত নাড়ছে।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দর্শক লাফঝাঁপ দিতে লাগল, খুশিতে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল।

ওরা পেরেছে। মুখোমুখি সংঘর্ষটি এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ আর্তনাদ করে উঠল।

'সাঁতারু!'

টনি গিলেত্তি যেন পুরো ঘটনাটি স্লো মোশনে ঘটতে দেখল।

দেখল চার্লস শেষ মুহূর্তে গতি পরিবর্তন করে সরে গেছে, কয়েক ইঞ্চির জন্য রো বোটের সঙ্গে তার টেনডার বাড়ি খায়নি। এক সেকেণ্ডের জন্য ও স্বস্তিবোধ করল। তবে পরক্ষণে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক বিলিকে দেখে। সে টর্নেডোর মতো লাফিয়ে উঠেছে সারফেসে, ঠিক টেনডারের চলার পথে। চার্লস যদি ওকে দেখেও থাকে, থামবার কোনো উপায়ই নেই।

শেষ যে দৃশ্যটি দেখল টনি তা হলো বিলির সুদর্শন মুখে প্রবল বিস্ময় এবং ভয়ের চিহ্ন। পরমুহূর্তে টেনডারটি ওর সামনে থেকে মুছে ফেলল দৃশ্যটি।

সৈকতে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল চার্লস, থেমে গেল টেনডার।

তবে বিলি হ্যামলিনের কোনো চিহ্ন নেই।

তিন

চার্লস ব্রেমার মার্ফি হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে। টেনডারের পেছনে, একটি বেঞ্চে বসে কাঁপছে সে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। সাগরের পানি এখন শান্ত, রূপোর মতো চকচকে, কাচের মতো স্বচ্ছ।

লাইফ গার্ডরা বিলির খোঁজে চারদিক চষে বেড়াচ্ছে, সারফেসের নিচে ডুব দিচ্ছে।

কিন্তু পাচ্ছে না কিছুই।

সৈকতে মানুষজনের চোখে অশ্রু। রো বোটের ছেলে দুটো নিরাপদেই নেমে এসেছে তীরে। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাদেরকেও হতভম্ব করে তুলেছে, বেঁচে থাকার আনন্দে কাঁদছে তারা। টনির দলের ছোট বাচ্চাগুলো গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে পানিতে, বড়দের ভয় তাদের মাঝেও সংক্রামিত হয়েছে।

পুরোপুরি বিমূঢ় অবস্থায় বাচ্চাগুলোর কাছে সাঁতার কেটে ফিরে এল টনি। কেউ নিশ্চয় সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল, এ কারণে চারদিক থেকে ছুটে এসেছে কোস্ট গার্ড অফিসাররা, উপকূলে নোঙর করা অন্যান্য ইয়টের টেনডারগুলোও চলে এসেছে।

'টনি?' ভয়ে কাঁপতে থাকা গ্রেডন হ্যামন্ড জড়িয়ে ধরল টনির পা।

'এখন না, গ্রেডন,' বিড়বিড় করল টনি, তার চোখে এখনও সেঁটে রয়েছে বিলিকে শেষ যে জায়গাটায় দেখেছিল সেখানটায়।

ও মরে যেতে পারে না। ও ওখানে কয়েক সেকেণ্ড আগেও ছিল। আমার জন্য বোকামো করছিল বলে ও যেন মরে না যায়, প্লিজ, গড।

টনি?

গ্রেডনকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল টনি এমন সময় ওটা দেখতে পেল সে। যেখানে বিলি ডুবে গিয়েছিল সেই পয়েন্ট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে তাকিয়ে ছিল ও, দেখল ওখানে সারফেসে এক সাঁতারু ভেসে উঠেছে।

'ওই যে!' লাইফগার্ডদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিল টনি, হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাত ছুড়ছে। 'ওই যে ওখানে!'

ওর চিৎকার-চেঁচামেচি না করলেও চলত কারণ একটি রেসক্যু বোট বিলিকে দেখতে পেয়েছে এবং ওকে পানি থেকে তুলেও নিল। নিজের স্পিডবোট থেকে দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল চার্লস ব্রেমার মার্ফি।

অবশেষে অবসান ঘটল। দুঃস্বপ্নের শেষ হলো।

এক মিনিটও লাগল না, বিলিকে নিয়ে আসা হলো সৈকতে, তাকে এক ডাক্তার মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিল। ব্যথা সত্বেও দাঁত বের করে হাসছিল বিলি। অনেকেই এগিয়ে এল তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এবং বলল সে বিরাট ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছে।

'সবই ওর জন্য সম্ভব হয়েছে,' টনিকে দেখিয়ে বলল বিলি। টনি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ছোট বিকিনিতে অ্যামাজনের দেবীর মতো লাগছে টনিকে, লম্বা, ভেজা চুল উড়ছে বাতাসে। 'আমার প্রিন্সেসের একটি মটর দানার দরকার ছিল। তো আমি কী করব? ওর ইচ্ছাই তো আমার জন্য হুকুম।'

তবে রোমান্টিক মুডে নেই টনি।

'ইউ গড ড্যাম ফুল!' বিলিকে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তুমি মারা যেতে পারতে! আমি ভেবেছি তুমি ডুবে মরেছ!'

'তুমি কি আমাকে মিস করছিলে?' মজা করল বিলি।

'ফাজলামি রাখো। ওখানে যা ঘটেছে তা ছেলে খেলা ছিল না, বিলি। বেচারী চার্লস মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। সে ভেবেছে তোমাকে বুঝি হিট করেছে। আমরা সবাই তাই ভেবেছি।'

'বেচারী' চার্লস?' এবারে বিলির রেগে যাওয়ার পালা। 'ওই মাথামোটাটা উন্মাদের মতো বোট চালাচ্ছিল। দেখনি আরেকটু হলেই রো বোটের ছেলেগুলো বোটসহ টুকরো টুকরো হয়ে যেত?'

'ওদের লনের মধ্যে আসাই উচিত হয়নি,' বলল টনি। 'এবং তুমিও।'

টনির পেছন পেছন গ্রেডন হ্যামন্ডও পানি থেকে উঠে এসেছে। সে উঁ উঁ শব্দ করছে আর টনির পা ধরে টানাটানি করছে।

'গ্রেডন, প্লিজ!' ধমক দিল টনি। 'আমি বিলির সঙ্গে কথা বলছি।'

'কিন্তু আমার কথাটাও জরুরী।' আর্তনাদ করে উঠল গ্রেডন।

'গো অ্যাহেড,' তেতো গলায় বলল বিলি। 'বুঝতেই পারছি আমাকে নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। যাও, গ্রেডনকে সান্ত্বনা দাও গে। তারচেয়েও ভালো চার্লসের কাছে চলে যাও। সেই তো এখানকার আসল ড্রিম।'

'ফর গডস শেক, বিলি, চার্লসকে নিয়ে আমি মোটেই কিছু ভাবছি না। আমি যদি তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাই না করতাম তাহলে কি এত রেগে যেতাম? আমি ভেবেছিলাম... ভেবেছিলাম তোমাকে বুঝি আমি হারিয়েছি।'

টনি গিলেত্তি নিজেই অবাক হয়ে গেল দেখে সে কেঁদে ফেলেছে।

বিলি হ্যামলিন ওকে জড়িয়ে ধরল। 'অ্যাই,' নরম গলায় ফিসফিস করল ও। 'কেঁদো না। আমি দুঃখিত তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। প্লিজ, কেঁদো না।'

'টনিইইইইইই!' প্রলম্বিত সুরে হাহাকার করে উঠল গ্রেডন হ্যামন্ড। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিলির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল টনি।

'কী হয়েছে, গ্রেডন, সোনা?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

ছোট্ট বাচ্চাটা ওর দিকে মুখ তুলে চাইল, ওর নিচের ঠোঁটটি কাঁপছে।

'নিকোলাস।'

'নিকোলাস? নিকোলাস হ্যান্ডিমেয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেডন।

'ওর কী হয়েছে?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল গ্রেডন হ্যামন্ড।

'ও ভেসে গেছে। তুমি যখন বিলির দিকে তাকিয়েছিলে তখন পানিতে ভেসে গিয়েছে নিকোলাস। আর ফিরে আসেনি।'

চার

সৈকত থেকে পৌনে এক মাইল দূরে ক্যাম্প উইলিয়ামস, বালুময় একটি পথের ধারে জন্মে আছে কাটা ঝোপঝাড়, তার মাঝ দিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলেছে টনি। কাঁটার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ওর পা কিন্তু ওদিকে কোনো লক্ষ নেই মেয়েটির। ব্যথা বিস্মৃত হয়েছে সে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা বাচ্চাগুলোর চিৎকার চেঁচামেচিও যেন কানে যাচ্ছে না।

'মাই গড। কী হয়েছে তোমার? জামাকাপড় পরতে ভুলে গেছ?'

মেরি লু পার্কার, পরনে আদি ও অকৃত্রিম খাটি শর্টস ইউনিফর্ম, সাদা কলারঅলা শার্ট, পায়ে জুতো, বিতৃষ্ণ চোখে টনির আপাদমস্তক দেখল। টনির বিকিনি এতই ছোট যে শরীরের প্রায় সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। মেরি লু ভেবে পায় না চার্লস ব্রেমার মার্ফি টনি গিলেত্তির মধ্যে এমন কী মধু পেয়েছে।

'তুমি কি নিকোলাসকে দেখেছ? নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ার?'

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল টনি। মেরি লুইস টনির সঙ্গের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল। ওরা সবাই গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে। যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছে সবাই। 'ও কি এখানে এসেছে?'

'না।'

আর্তনাদ করে উঠল টনি।

'মানে আমি জানি না,' দ্রুত শুধরে নিল মেরি। 'আমি ওকে দেখিনি। তবে অন্যদেরকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখি।'

ক্যাম্প উইলিয়ামস ফ্যাকাল্টির অন্যান্য কাউন্সিলররা একে একে তাদের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। কেউ নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারকে দেখেনি। তবে টনির এত আতংকিত হওয়া উচিত হচ্ছে না।

ও নিশ্চয় পানি থেকে উঠে পড়েছিল।

ছোট ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে এরকম পালিয়ে যায়।

ও হয়তো বেশিদূর যেতে পারেনি।

বেশ কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যে ভার্সিটি সাঁতার তারকা ডন শোটও রয়েছে, সৈকতে রওনা হলো উদ্ধারকাজে সাহায্য করতে। বিলি হ্যামলিন এবং চার্লস ব্রেমার মার্ফি গেছে কোস্টগার্ডদের সঙ্গে। টনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছিল।

টনি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল, ওদেরকে চলে যেতে দেখছে। কী করবে ভেবে না পেয়ে অন্য ছেলেদেরকে নিয়ে সে ক্যাম্পে ঢুকল। ওদেরকে শুকনো কাপড় দিল এবং ওদের জন্য কিছু খাবার তৈরি করতে লাগল। মেরি লু পার্কার এসে দেখে টনি অন্যমনস্কভাবে শসা কাটছে, তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। 'নাও, আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি,' সদয় গলায় বলল মেরি লু। সে টনি গিলেত্তিকে পছন্দ করে না তবে সবাই জানে নিকোলাসকে কী দারুণ ভালোবাসে টনি। ওর চোখে ফুটে আছে শোক। 'তুমি যাও। একটু ফ্রেশ হও গে। তুমি গোসল করতে করতে ও হয়তো এসে পড়বে। এতক্ষণে বোধহয় ওর খিদেও পেয়ে গেছে।'

নিজের কেবিনে ফিরে এল টনি, মেরি লু'র কথা বিশ্বাস করার চেষ্টা করছে।

ও যে কোনো সময় ফিরে আসবে।

হয়তো এতক্ষণে ওর খিদে পেয়ে গেছে।

তবে অন্য আরেকটি চিন্তা, ভয়ংকর একটি ভাবনা অশুভভাবে ঝুলে আছে ওর সচেতন মনের কোণে, ভেতরে সেঁধুতে চাইছে। টনি জোর করে চিন্তাটা দূর করে দিল। প্রথমে রো বোটের ছেলেগুলো তারপর বিলি। এখন নিকোলাস। আজকের দুপুরটা ওর ওপর কখনও আতংক কখনও স্বস্তির রোলার কোস্টার চালিয়ে দিচ্ছে। তবে এর অবসান ঘটবে সুন্দরভাবে। ঘটতেই হবে।

নিকোলাসকে দেখলেই জড়িয়ে ধরবে টনি, চুমো খাবে, বলবে বিলির কারণে নিকোলাসের দিকে তার মনোযোগ ছিল না বলে সে খুবই দুঃখিত। কাল তারা দু'জনে মিলে কাঁকড়া ধরতে যাবে, খেলবে পোথাম। বালু দিয়ে শহর বানাবে। কাল টনি মোটেও ক্লান্ত থাকবে না, হ্যাংওভারে ডুববে না, প্রেমিকদের কথাও ভাববে না। সে কাল শুধু শিশুদের সঙ্গেই থাকবে, বিশেষ করে নিকোলাসের সঙ্গে। সে একশোভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

ওর কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল টনি।

সৈকতের রাস্তা ধরে ছেলেগুলো একের পর এক ফিরে আসছে। মাথা নিচু করে নীরবে হাঁটছে। টনি ওদেরকে দেখছে, তার অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে, শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পাচ্ছিল না।

কয়েক বছর বাদে ওই মুখগুলো সে স্বপ্নে দেখবে।

চার্লস ব্রেমার মার্ফি, ওইদিন পর্যন্ত যে ছিল তার প্রেমিক, মুখখানা রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে এবং ভুতুড়ে।

ডন শোট, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে হাঁটছে।

এবং ওদের পেছনে বিলি হ্যামলিন, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চক্ষু।

শোঁ শোঁ শোঁ। ঢেউয়ের গর্জন।

বিলির কোলে ঝুলছে ছেলেটার লাশ।

পাঁচ

'যা বলার সোজাসুজি বলবে, কোনো লুকোছাপা করবে না। তোমরা কখন টের পেলে যে নিকোলাস নিখোঁজ?'

মিসেস মার্থা ক্রেমার তাঁর ক্ষুদ্র এবং উজ্জ্বল চোখ জোড়া টনি গিলেত্তির ওপর থেকে সরিয়ে স্থাপন করলেন বিলি হ্যামলিনের ওপর। দুই তরুণ-তরুণীই ভয়ে থরহরিকম্প।

মার্থা ক্রেমার কুড়ি বছর ধরে ক্যাম্প উইলিয়ামস চালাচ্ছেন, প্রথমে তাঁর স্বামী জনের সঙ্গে, গত নয় বছর ধরে একাকী, বিধবা হিসেবে। এত বছরে কোনোদিনই তাঁর তত্ত্বাবধানে কখনও কোনো ছেলের সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই প্রথম একটি করুণ ঘটনা ঘটল। আর ঘটনাটি ঘটেছে কাঠমিস্ত্রির ছেলে এবং ইলেকট্রনিক্স মিলিওনেয়ারের মেয়ের চোখের সামনে।

মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা, সুবিন্যস্ত ধূসর চুল আর চেইন দিয়ে আটকানো স্প্রিং এর চশমা চোখে মিসেস ক্রেমারকে কেনেবান্দ্রপোর্টের একটি ইন্সটিটিউশন বলে অভিহিত করা হয়। যদিও ক্ষুদ্র আকার, মৃদুভাষী এবং দাদীমা সুলভ আচরণের জন্য অনেকেই তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবসায়িক কূটকৌশলকে খাটো করে দেখে থাকে। ক্যাম্প উইলিয়ামস নিজে পুরানো আদলের পারিবারিকভাবে পরিচালিত একটি রিট্রিট হতে পারে তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে মিসেস ক্রেমার তার পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করেছেন এবং যেসব ছেলেকে এখানে ভর্তি করান তাদের যোগ্যতা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেন বলে ইস্টকোস্টে তাঁর ক্যাম্পটির খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে এলিট সামার ক্যাম্প হিসেবে। এখানে টিনেজ লেবার সস্তা, আনুষঙ্গিক খরচপত্র কম। এমনকী গত বছর ক্যাম্প নতুন করে ঘষেমেজে তকতকে করে রাখার কাজটিতেও বড় একটি ছাড় পেয়েছেন। সোজা ভাষায় বলতে গেলে মিসেস মার্থা ক্রেমার কামধেনু নামের গাইটির পিঠে বসে আছেন যেটি দোহন করে দুধের বদলে তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছেন। আর দুটো দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেমেয়ে তাঁর দুধেল গাইটিকে জবাই করেছে।

'আপনাকে তো বললামই, মিসেস ক্রেমার। আমার খিঁচুনি হয়েছিল। টনি আমার সেবা করছিল। আমরা ভেবেছি বাচ্চারা সবাই সৈকতে আছে। এমন সময় গ্রেডন এসে বলে নিকোলাসকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কথা বলছে বিলি হ্যামলিন। আর মেয়েটা, গিলেস্তি, যাকে সবাই বাচাল প্রকৃতির বলেই জানে, একদম চুপ হয়ে আছে। শকের কারণে? নাকি কিছু বলছে না এই ভেবে যে পরে তার কথার জের ধরে যদি তাকে দোষারোপ করা হয়? মেয়েটার চাউনিতে এমন কিছু আছে যে অস্বস্তি বোধ করছেন মিসেস ক্রেমার। *ও কিছু ভাবছে, প্রগলভা মেয়েটা কোনো মতলব আঁটছে।*

টনি এবং বিলি দু'জনেই পোশাক বদলে নিয়েছে। টনি পরেছে বেলবটম এবং রোলিং স্টোনস টি-শার্ট। টনির পরনে মেঝে পর্যন্ত ঝুলে থাকা টাসল দেয়া স্কার্ট এবং টার্টলনেক সুয়েটার, তার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি তাতে ঢেকে আছে। তবে এত ভদ্র পোশাকে থিওডর গিলেস্তির দোষ না মানা মেয়েটিকে ঠিক মানাচ্ছে না। মার্থা ক্রেমারের চোখ আরও সরু হয়ে এল।

'এবং তুমি সাথে সাথে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলে?'

'অবশ্যই। কোস্টগার্ডরা সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটে চলে আসে। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে লেগে যাই এবং টনি এখানে চলে আসে যদি...'

বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে দিল বিলি। তাকাল টনির দিকে। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মিস গিলেস্তি? তুমি কিছু বলবে না?'

'আমার কিছু বলার থাকলে আমি আগেই বলতাম, ঠিকাছে?' র‍্যাটল স্নেকের মতো ফুঁসে উঠল টনি।

'যা ঘটেছে বিলি তো আপনাকে বললই। আপনি খামোকা আমাদেরকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন কেন?'

'তোমাদেরকে খামোকা যন্ত্রণা দিচ্ছি?' পাঁচ ফুট শরীর নিয়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলেন মার্থা ক্রেমার। বেয়াদব মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে। 'মিস গিলেস্তি, একটা বাচ্চা মারা গেছে। ডুবে মরেছে। বুঝতে পারছ তুমি? পুলিশ আসবে, ছেলেটার পরিবারও রওনা হয়ে গেছে। ঠিক কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে এবং কে এর জন্য দায়ী না জানা পর্যন্ত ওরা তোমাদেরকে মহা যন্ত্রণা দিতেই থাকবে।'

'কেউ দায়ী নয়,' মৃদু গলায় বলল টনি। 'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

একটি ভুরু তুললেন মিসেস ক্রেমার। 'তাই কী? দেখা যাক, পুলিশ তোমার সঙ্গে একমত হতে পারে কিনা।'

মিসেস ক্রেমারের অফিস থেকে বেরিয়েই ভেঙে পড়ল টনি, হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বিলির বুকে এলিয়ে গেল।

'বলো এটা একটা স্বপ্ন। একটা দু:স্বপ্ন। বলো আমি ঘুম থেকে জেগে উঠব।'

'শ্‌শ্‌শ্‌' ওকে জড়িয়ে ধরল বিলি। ওকে জড়িয়ে ধরে থাকতে কী যে ভালো লাগছে। এখানে আর 'বেচারী চার্লস' নেই। আছে শুধু সে আর টনি। 'তুমি যা বলেছ

তা-ই ঠিক। ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

'কিন্তু বেচারী নিকোলাস!' হাহাকার করে উঠল টনি। 'ও কত না ভয় পেয়েছিল! ও নিশ্চয় আমার জন্য চিৎকার করে কাঁদছিল। আমাকে বাঁচাতে বলছিল। আমি কিছুতেই এ চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।'

'এ নিয়ে এত চিন্তা কোরো না, টনি। নিজেকে এত টর্চার কোরো না।'

'ও নিশ্চয় আমার নাম ধরে ডাকছিল। সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করছিল। ওহ গড, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এ আমি কী করলাম? ওকে একা রেখে আসা আমার মোটেই উচিত হয়নি।'

নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের লাশের ছবিটি মাথা থেকে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল বিলি। তীর থেকে অল্প দূরে একটি পাহাড়ি খাড়ির মধ্যে ওকে উবু হয়ে ভাসতে দেখে সে। বিলি ওর মুখে মুখ ঢুকিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। ডাক্তাররা নিকোলাসকে বালুর ওপর শুইয়ে ঝাড়া কুড়ি মিনিট চেস্ট কমপ্রেশনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনো লাভ হয়নি।

টনি বলল, 'ওরা আমাকে নির্ঘাৎ জেলে পাঠাবে, তুমি জানো।'

'অবশ্যই ওরা তোমাকে জেলে পাঠাবে না,' জোর দিয়ে বলল বিলি।

'অবশ্যই পাঠাবে,' টনি ওর হাত মোচড়াল। 'আমার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দুটো কেস আছে।'

'বলো কী!'

'একটা জালিয়াতি, অন্যটা চুরি,' ব্যাখ্যা দিল টনি। 'ওহ মাই গড, ওরা যদি আমার ড্রাগ টেস্ট করে? নিশ্চয় করবে না? আমার রক্তে নির্ঘাত কোকেনের আলামত পেয়ে যাবে। এবং গাঁজা। ওহ বিলি। ওরা আমাকে জেলে ঢোকাবেই।'

'শান্ত হও। কেউ তোমাকে জেলে ঢোকাবে না। আমি তা হতে দেব না।'

নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করার একটা সুযোগ পেয়ে বেশ জাহির করছে বিলি। টনি গিলেত্তির ওকে এখন প্রয়োজন বুঝতে পেরে ব্যাপারটা উপভোগ করছে। এরকমই হওয়ার কথা ছিল। ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়া। চার্লস ক্রেমার মার্ফি কোনোভাবেই টনির যোগ্য নয়। সে কোনো পুরুষের মধ্যেই পড়ে না। সে, বিলি হ্যামলিন, টনিকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

সে টনির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় মেইন পুলিশ স্কোয়াডের দুটো গাড়ি এসে থামল নুড়ি বেছানো পথে, ক্যাম্প উইলিয়ামসের লবির সামনে। তিনজন লোক নামল গাড়ি থেকে, দু'জনের পরনে ইউনিফর্ম, অপরজনের গায়ে কালো সুট এবং উইং কলার শার্ট। মিসেস ক্রেমার দ্রুত বেরিয়ে এলেন তাদেরকে স্বাগত জানাতে। তাঁর চেহারা থমথম করছে।

টনিকে কাছে টেনে নিল বিলি, নাকে ওর গায়ের সেন্টের গন্ধ পেল। সে টনির কানে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা আমাদেরকে আলাদা করে ফেলবে। দু'জনের গল্প

মিলিয়ে দেখবে। মিসেস ক্রেমারকে যে কথাগুলো বলেছ ঠিক সেগুলোই বলবে ওদেরকে। বলবে ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। আর যা-ই করো ভুলেও ড্রাগসের কথা মুখে এনো না।'

করুণ মুখে মাথা দোলাল টনি। তার মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে সে ভেঙে পড়বে। মিসেস ক্রেমার পুলিশ নিয়ে ইতিমধ্যে ওদের দিকে আসতে শুরু করেছেন।

'চিন্তা কোরো না,' বলল বিলি। 'তোমার কোনো বিপদ হবে না। শুধু আমার ওপর ভরসা রাখো।'

ছয়

কয়েক ঘণ্টা পরে, বাচ্চাগুলোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ক্যাম্প উইলিয়ামসের কাউন্সেলররা একটি বড় ক্যাফেটেরিয়া স্টাইলের টেবিল দখল করল। তারা একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তারা সবাই দেখেছে অ্যাম্বুলেন্স এসে ছোট্ট নিকোলাস হ্যাণ্ডমেয়ারের লাশ নিয়ে গেছে। কয়েকটি মেয়ে কান্নাকাটিও করেছে।

মেরি লু পার্কার জিজ্ঞেস করল, 'টনি আর বিলির কপালে কী আছে বলে তোমাদের ধারণা?'

প্লেটের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া একটি হট ডগ ঠেলে দিল ডন শোট। 'ওদের কিছুই হবে না। কারণ ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল সকলেই। তারপর নীরবতা ভেঙে একজন কথা বলল যা সবাই মনে মনে ভাবছিল।

'তোমরা যে যা-ই বলো ওদের কারও না কারও লক্ষ করা উচিত ছিল যে গ্রুপে নিকোলাস নেই।'

'বললাম না ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।' চেঁচিয়ে উঠল ডন। এত জোরে ঘুসি মেরে বসল টেবিলে যে ওটা কেঁপে উঠল। 'ওরকম ঘটনা আমাদের যে কারও ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।'

ডন নিকোলাসের লাশ তুলে নিয়ে ক্যাম্পে আসে। তার বয়স মাত্র কুড়ি। স্বভাবতই গোটা ঘটনা ওকে দারুণ ধাক্কা দিয়েছে।

'একে অন্যের ওপর দোষ চাপানো উচিত হচ্ছে না।'

'আমি কারও ওপর দোষ চাপাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি–'

'না, কিছু বলতে হবে না। তুমি কী জানো, মিয়া? তুমি তো আর ওখানে ছিলে না।'

এই বুঝি একটা মারামারি বেঁধে যায় আশংকা করে চার্লস ব্রেমার মার্ফি তার বন্ধুর হাত ধরে ওখান থেকে টেনে নিয়ে এল। 'ইটস অলরাইট, ডন, চলো। একটু হাওয়া বাতাস খেয়ে আসি।

ওরা চলে যাওয়ার পরে ওয়েলেসলি মেয়েদের দলের অ্যানি ফিল্ডিং কথা বলে উঠল, 'ইটস নট অলরাইট। ছেলেটা মারা গেছ। ওর ওপর নজর রাখলে শান্ত, অগভীর

পানিতে ওর এভাবে ডুবে মরার কথা নয়। নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটাকে খেয়াল করেনি কেউ।'

'বিলির মনোযোগ অন্যদিকে চলে যাওয়ার কারণ আমি জানি,' মন্তব্য করল একটি ছেলে। 'এর জন্য দায়ী ওই টনি। সে শরীর দেখানো বিকিনি পরে এসেছিল। ওই পোশাকটাই ছিল বিলির জন্য আমন্ত্রণ।'

'আমরা টনি গিলেত্তিকে নিয়ে কথা বলছি,' নাক গলাল মেরি লু পার্কার। 'ওর আমন্ত্রণের দরকার হয় না। ও হলো আগে আসলে আগে পাবেন টাইপের মেয়ে।'

সবাই হেসে উঠল।

'শ্‌শ্‌শ্‌,' বাধা দিল অ্যানি কিল্ডিং, জানালার কাচে চেপে আছে মুখ। 'ওরা বেরিয়ে আসছে।'

প্রশাসনিক অফিসের দরজা খোলা। ভেতরে টনি আর বিলি। ওদেরকে গত তিন ঘণ্টা ধরে টানা জেরা করেছে পুলিশ। টনি প্রথমে উদয় হলো, এক উর্দিধারী পুলিশের কাঁধে হেলান দিয়ে আছে। এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে তরুণ পুলিশটি এত সুন্দরী একটি মেয়েকে কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করতে পেরে বেজায় খুশি। সে টনিকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার কেবিনে।

'ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে না ওর ওপর দিয়ে খুব একটা ধকল গেছে,' বিদ্রুপের গলায় বলল মেরি লু পার্কার।

একটু পরে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বিলি হ্যামলিন। তার এক পাশে সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দা কর্মকর্তাটি, অপরপাশে ইউনিফর্মধারী টহলদার পুলিশ। মাথা নিচু করে স্কোয়াড কারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিলি। পেছনের সিটে উঠে বসেছে, ক্যাফেটেরিয়ার দলটি দেখতে পেল ওর পেছনে রূপোর ধাতব কী একটা ঝিকিয়ে উঠল।

'ওরা ওকে হাতকড়া পরিয়েছে!' আঁতকে উঠল অ্যানি ফিল্ডিং। 'ওহ্ মাই গুডনেস। ওকে কি গ্রেপ্তার করেছে?'

'ওকে নিশ্চয় জামাই আদর করতে এস অ্যান্ড এম এভাবে নিয়ে যাচ্ছে না,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল একটি ছেলে।

সত্য এটাই, ক্যাম্প উইলিয়ামসের ছেলেরা বিলি হ্যামলিনকে তেমন পছন্দ করে না। ছুতারের পুত্র মেয়ে মহলে এত জনপ্রিয় সেটা ওদের সহ্য হয় না। মেয়েরা বিলির সুদর্শন চেহারা এবং মজা করার বৈশিষ্ট্যগুলো পছন্দ করলেও ওকে তারা বহিরাগত হিসেবেই দেখে, নিজেদের সমান ভাবে না।

'তোমরা জানালায় হাঁসের মতো উঁকিঝুকি মেরে কী দেখছ, অ্যাঁ?' ঘরের মধ্যে এয়ার রেইড সাইরেনের মতো আছড়ে পড়ল মার্থা ক্রেমারের কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠস্বর। সবাই লাফিয়ে উঠল।

'তোমাদের সবারই তো কাল কাজ আছে।'

'জ্বি, মিসেস ক্রেমার।'

'আর অন্য বাচ্চাগুলোর নিরাপত্তার খাতিরে ক্যাম্প রুটিন অনুসরণ করে চলা খুবই জরুরী।'

শুধু মেরি লু পার্কার সাহস করে বলল, 'কিন্তু মিসেস ক্রেমার, বিলি হ্যামলিন–'

'– ওকে নিয়ে গসিপ করলে তাতে ওর কোনো সাহায্য হবে না,' ওকে বাধা দিলেন বৃদ্ধা। 'আশাকরি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে না একটি বাচ্চা মারা গেছে। এটা কোনো বিনোদনের বিষয় নয়, মিস পার্কার। এটি একটি ট্রাজেডি। এখন সবাই যে যার কেবিনে ফিরে যাও। রাত এগারোটায় কিন্তু নিভে যাবে বাতি।'

সাত

টনি গিলেস্তিকে ঘিরে রেখেছে পানি। সমুদ্রের নোনা জল। কুচকুচে কালো এবং ঠাণ্ডা, ওর জামা-কাপড় ভিজে সপসপে। সেঁটে রয়েছে শরীরের সঙ্গে সামুদ্রিক আগাছার মতো। ধীরে ধীরে ওকে চেপে ধরছে। *আমি একটা গুহার মধ্যে।* পানি প্রবাহ বাড়ছে, মন্থর তবে নিশ্চিত গতিতে উঁচু হয়ে উঠছে, প্রতিটি ঢেউ আগেরটির চেয়ে আকারে বড়। শোঁ শোঁ শোঁ।

দেয়ালের গায়ে অন্ধের মতো খামচাচ্ছে টনি, গুহা মুখ খুঁজছে, বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তাটির সন্ধান করছে। এখানে ও এল কেমন করে? কেউ কি ওকে এখানে শাস্তি দিতে নিয়ে এসেছে? মনে পড়ছে না টনির। কিন্তু ভেতরে ঢোকার যখন রাস্তা আছে, বেরুবার পথও রয়েছে নিশ্চয়। সেই পথটি ওকে খুঁজে বের করতে হবে, দ্রুত।

পানি ওর কাঁধ তক পৌঁছে গেছে।

এবারে কান।

বাঁচাও!

দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল টনির চিৎকার। কেউ ওর চিৎকার শুনল না। কেউ সাড়া দিল না।

পানি ওর মুখে ঢুকে গেছে। লবণাক্ত। বন্ধ হয়ে আসছে দম। ওর ফুসফুসে প্রবেশ করছে পানি, বের করে দিচ্ছে সমস্ত বাতাস, ধীর গতিতে ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না টনি!

দয়া করে কেউ আমাকে বাঁচাও!

'মিস টনি! মিস টনি! কী হয়েছে?'

বিছানায় উঠে বসল টনি, হাঁসফাঁস করছে বাতাসের জন্য। বিস্ফারিত চোখে সম্পূর্ণ আতংক... নাইট ড্রেস ভিজে গেছে ঘামে। 'কারমেন?'

গিলেস্তির স্প্যানিশ হাউজকীপার মাথা দোলাল। 'সি, মিস টনি। আপনি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলেন। সব ঠিক আছে।'

আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল টনি।

ও তাহলে স্বপ্ন দেখছিল।

ও ডুবে যাচ্ছিল না।

ও ক্যাম্প উইলিয়ামসে নেই।

ও নিজের বেডরুমে, নিউজার্সিতে ওদের বাড়িতে আছে।

কিন্তু কারমেন ভুল বলেছে। সব ঠিক নেই।

হত্যার দায়ে বিচার হবে বিলি হ্যামলিনের।

গোটা ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর। এতটাই হাস্যকর যে টনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একদিন সে শুনতে পাবে এটি একটি মস্ত ভুল বুঝতে পেরে অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে। বিলি গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ পায়নি টনি তবে ক্যাম্প উইলিয়ামস কী ঘটেছিল তা দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে পেরেছে ও সহজেই।

বিলি নিশ্চয় পুলিশদেরকে বলেছিল অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সময় সে নিকোলাস এবং অন্য ছেলেগুলোর দেখভাল করছিল, টনি নয়। সে এও বলেছে সে ড্রাগ নেয় যাতে পুলিশ টনিকে হয়রানি করতে না পারে। কারণ বিলি জানত টনির বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই পুলিশি অভিযোগ রয়েছে। এ কারণেই বিলি সেদিন টনিকে জোর দিয়ে বলেছিল তাকে কিছু ভাবতে হবে না, সে নিজে সবকিছু সামলে নেবে।

টনি প্রথম দিকে এতটাই স্বস্তি অনুভব করছিল যে বিলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে গিয়েছিল মন। এর আগে আর কেউ তার বিপদে এভাবে এগিয়ে আসেনি। ছেলেরা সবসময় তার সঙ্গে শুতে চেয়েছে কিন্তু কেউ ওকে ভালোবাসেনি, ওর প্রতি খেয়াল রাখেনি যেটা বিলি করেছে। তবে রোমান্টিক এ চিন্তা ভাবনা শীঘ্রি ভয়ংকর তিক্ততায় পরিণত হয়। মাদকাসক্তির অভিযোগ হ্যান্ডেমেয়ার পরিবারকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ করে তোলে, তাদের ছেলের মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করার জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা বিলির বিরুদ্ধে চার্জ নিতে চাপ প্রয়োগ করেন।

নিকোলাসের বাবা একজন সিনেটর এবং মেইনের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি। সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ার বিলি হ্যামলিনের মাথাটি শলাকায় বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে চেয়েছেন। এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে হাত করার মতো ক্ষমতার অধিকারী তিনি। টনিকে বাঁচাতে বিলি যে সাদা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল দ্রুতই তা জাতীয় খবরে পরিণত হয় এবং টনির স্বস্তি মুছে গিয়ে সেখানে ভর করে ভয়, নিয়মিত গা শিউরানো আতংক।

আমেরিকার সকলেই হ্যান্ডে মেয়ার পরিবারের শোকের প্রতি সহানুভূতিশীল। একটি সন্তান হারানো খুবই বেদনাদায়ক। আর সেখানে যদি একমাত্র সন্তানকে হারাতে হয়, যার বয়স মাত্র সাত বছর, এরচেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে। এ বেদনা সত্যি সহ্য করা যায় না। আর এ কেমন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে মাদকাসক্ত একটি কিশোরের ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়?

রাতারাতি বিলি হ্যামলিনের সুদর্শন, উনিশ বছর বয়সী মুখখানা প্রতিটি নিউজ চ্যানেল এবং প্রতিটি খবরের কাগজে দেখা যেতে লাগল একটি স্বার্থপর, আত্মসুখপ্রিয় জেনারেশনের প্রতিভূ হিসেবে। এটা ঠিক যে সে হ্যান্ডেমেয়ারদের ছেলেকে হত্যা করেনি। সবাই জানে আদালতে মামলা উঠলে এটি আর ধোপে টিকবে না। ট্রায়ালের

দুই সপ্তাহ আগে *নিউজউইক* বিলির বিচার নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখল।

তারা লম্বা চুল, খালি গায়ের বিলির ছবির পাশে স্কুল ড্রেস পরা নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের ছবি দিয়ে দুই শব্দের একটি হেডলাইন লিখল:

কী ঘটল

মেইনের চিলড্রেন সামার ক্যাম্পে কী ঘটেছে তা নিয়ে তারা প্রশ্ন করেনি। তাদের প্রশ্ন ছিল আমেরিকান তারুণ্যের কী ঘটল। প্রশ্ন করেছে জাতির নৈতিকতার কী হলো?

অক্টোবরে বিলি হ্যামলিনের বিচার শুরু হবে। যতই কাছিয়ে আসছে দিন, টনি গিলেত্তির বুক ততই শুকিয়ে যাচ্ছে ভয়ে। সে এখনও জানে না তাকে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকা হবে কিনা। আর ডাকা হলে কী বলবে। ও জানে ওকে এগিয়ে যেতে হবে সামনে, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে হবে সে-ই নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যুর জন্য দায়ী, বেচারী বিলি হ্যামলিন নয়। কিন্তু যতবারই ও ফোন তুলেছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে আসল সত্যটি জানিয়ে দেবে বলে, কিছু বলার সাহসে কুলোয়নি। বিলির যে সাহস আছে তার সিকিভাগ নেই টনির। সে কোনোভাবেই কিছু বলতে পারছে না।

এদিকে দিন দিন স্বপ্নটা ওকে আরও বেশি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

টনি ওর স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে চায়, নিজের অপরাধ এবং কষ্টের বোঝাটা কাঁধ থেকে নামাতে চায়, খোলাখুলি বলে দিতে চায় সেই ভয়ংকর দুপুরে সাগর সৈকতে কী ঘটেছিল। কিন্তু কার সঙ্গে ও কথা বলবে? ওর বান্ধবীগুলো একটাও ভালো না। টনি ক্যাম্প উইলিয়ামস থেকে আসার পরে একদিনও ওকে ফোন করেনি চার্লস ব্রেমার মার্ফি। টনির বাবা মেয়ের মানসিক অবস্থার থোড়াই কেয়ার করেন। তিনি চিন্তায় আছেন কোনো নেতিবাচক পাবলিসিটিতে তাঁর ব্যবসার না ক্ষতি হয়। ওয়াল্টার গিলেত্তি খুব দ্রুতই কাগজ থেকে টনির নাম বাদ দিতে পেরেছেন কয়েকটি মিডিয়া আউটলেট এবং টিভি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আদালত থেকে আগেই ইনজাংশন জারীর ব্যবস্থা করে। তারপর থেকে টনি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে রয়েছে। টনির মা সান্ড্রা যথারীতি ব্যস্ত তাঁর শপিং, বান্ধবীদের নিয়ে ব্রিজ খেলা নিয়ে। তিনি টনির কাছে কোনোদিনই জানতে চাননি সেদিন সৈকতে কী ঘটেছিল কিংবা তার মানসিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নামল টনি। ঢুকল বাথরুমে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল।

তুমি নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার কৃতকর্মের সমস্ত দায়ভার বিলি হ্যামলিন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তুমিই এ জন্য দায়ী।

তুমি একটা কাপুরুষ এবং মিথ্যাবাদী, একদিন এ কথা সবাই জেনে যাবে।

আর ছয়দিন পরে শুরু হবে ট্রায়াল।

আট

'আমাকে কেমন লাগছে?'

বাবার দিকে ঘুরল বিলি হ্যামলিন। ছয় ফুট বাই আট ফুট সেলে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে ডার্ক উলের ব্রুকস ব্রাদার্স সুট এবং টাই, সদ্য ছাঁটা সোনালি চুলে তাকে মার্ডার ট্রায়ালের অভিযুক্তের চেয়ে তরুণ অ্যাটর্নির মতো লাগছে দেখতে।

'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে, বেটা। স্মার্ট। সিরিয়াস। তুমি এই বিপদ নিশ্চয় কাটিয়ে উঠবে।'

গত তিনটে মাস জ্যান্ত নরকে কেটেছে কুইন্সের ছুতোর মিস্ত্রি জেফ হ্যামলিনের জীবন। তার ছেলেকে নিয়ে পাড়াপড়শীরা নানান বাজে কথা বলেছে। চার্চে প্রার্থনা করার সময় মহিলারা তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সেন্ট লুকস প্রেস বাইটেরিয়ান চার্চে গত পনের বছর ধরে নিয়মিত প্রার্থনা করেছে সে এবং বিলি। এসবই সহ্য করেছে জেফ। কিন্তু তার প্রিয় পুত্রটিকে নিয়ে জাতীয় টেলিভিশনে যখন অচেনা মানুষজন চরিত্র হননের চেষ্টায় মেতে উঠেছে, তাকে দানব, শয়তান এবং খুনে বলে অভিহিত করেছে, তখন জেফের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ট্রায়ালটি নিজেই পরিণত হয়েছে এক প্যারোডিতে– কেউই, এমন কী হ্যান্ডেমেয়ারদের মনে পর্যন্ত সন্দেহ রয়েছে বিলি হয়তো মার্ডার চার্জ থেকে খালাস পেতে পারে– তবে ছেলেটি খালাস পাক বা না পাক, গোটা দেশ সারা জীবন মনে রাখবে জেফ হ্যামলিনের ছেলে মাদকাসক্ত এবং তার কারণে একটি নিষ্পাপ ছেলে পানিতে ডুবে মরেছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বিলি কোনো অপরাধ না করেই মানুষের গালমন্দ খাচ্ছে। বিলির সম্পর্কে যেসব গল্প রটনা করা হয়েছে তা কেউ কনুইতে কামড় দিয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না জেফ হ্যামলিন।

'ও ওরকম ছেলেই নয়,' জেফ বলেছে বিলির আইনজীবী লেসলি লসকে। সে রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত ডিফেন্ডার। তারা দু'জন বসে আছে মেহনের আলফ্রেড শহরে একেবারেই সাদামাটা একটি ভবনের জানালাবিহীন বাক্সের মতো কক্ষে। এটাই লসের অফিস। এটি আদালত থেকে অল্প কয়েক ব্লক দূরে। 'ও মেয়েটিকে বাঁচাতে চাইছে।'

জেফ হ্যামলিনের দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল লেসলি লস। সত্য হলো কে বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানে ছিল সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের জীবনে যা ঘটেছে তা ছিল স্রেফ দুর্ঘটনা। পৃথিবীর যে কোনো জুরিই তা বুঝতে

পারবেন। তবে লেসলি লস এ কেসটার ব্যাপারে আগ্রহী।

'আপনার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ?'

'ধারণা নয়। আমি জানি এটাই ঠিক। আমি আমার ছেলেকে চিনি। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন ধরে ফেলতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'আপনি কি জানেন বিলি মদ খায়, মি. হ্যামলিন?'

'না,' স্বীকার গেল জেফ। 'মানে মাঝে মাঝে ও বিয়ার খেত বলেই জানতাম।'

'আপনি কি জানেন তার মারিজুয়ানার অভ্যাস আছে?'

'না?'

'কিংবা সে আরও হার্ড ড্রাগস ব্যবহার করে, কোকেন, অ্যামফেটামিন।'

'না, আমি জানতাম না। তবে–'

'নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যুর দিন এসব জিনিস বিলির রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়েছে।'

'জানি। এবং কীভাবে ধরা পড়ল?' শরীরে দু'পাশে সজোরে হাত ছুড়ল জেফ হ্যামলিন। 'কারণ বিলি পুলিশকে তার রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছিল। নিজেকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতেই সে এ কাণ্ড করে।'

গলা খাঁকারি দিল লেসসি লস। 'আমি বলছি না যে বিলি অপরাধী। পুরো ট্রায়ালটি হচ্ছে সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ারের প্রতিহিংসার কারণে এবং গোটা বিশ্ব তা জানে।

'হুঁ।'

'আমি বলতে চাইছি, মি. হ্যামলিন, আমাদের বাচ্চারা যখন তেরো বছরে পড়ে, আমরা আসলে ওদেরকে ঠিক বুঝতে পারি না। যদিও ভাবি ওদেরকে বুঝতে পারি। বিলি এখন যা করতে পারে তা হলো অন্যদের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে পারে, নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করতে পারে। সে মাদক নেয়ার কথা স্বীকার করেছে, স্বীকার করেছে ও একটা ভুল করেছে। এতেই সে খুনি হয়ে গেল না।'

দুশ্চিন্তার ছাপ জেফ হ্যামলিনের চোখে মুখে। 'বিলি একটি ভালো ছেলে।

'জানি আমি,' নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল লেসলি লস। 'এবং এ কারণেই এ মামলায় আমরা জিতে যাব। তাছাড়া প্রসিকিউশনের কাছে শক্ত কোনো প্রমাণও নেই। খবরের কাগজগুলো বিলিকে খুব হেয় করেছে। জুরিরা যখন দেখবেন আসলে বিলি কীরকম, ওকে যেরকম দানব রূপে চিত্রিত করা হয়েছে সে তা নয় উপলব্ধি করবেন তখন তাঁরা ওকে খালাস করে দেবেন।'

'কিন্তু বিলির মানসম্মানের যে ক্ষতি হলো তার কী হবে? তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'

'একেকবারে একটি করে পা ফেলতে হবে, মি. হ্যামলিন,' মৃদু গলায় বলল

লেসলি লস। 'আগে আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসুন। ওর বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জগুলো যখন উঠে যাবে, তখন আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবব।'

আইনজীবীর কথায় সান্ত্বনা খুঁজে পেল জেফ হ্যামলিন। সে লেদ মেশিন এবং ওয়ার্কবেঞ্চ নিয়ে ভালো কাজ জানে তবে জুরির মন কীভাবে জয় করতে হয় কিংবা হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ক্ষমতা কীভাবে প্রদান করা হয় সে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞানই নেই। নাম 'লস' হলেও লেসলি লস বিলির পরিবর্তনের সম্ভাবনাহীন কেসের চেয়েও কঠিন অনেক মামলায় লড়াই করে জিতেছে।

এক প্রিজন অফিসার দোরগোড়ায় হাজির হলো। 'যাবার সময় হলো।'

হাসল বিলি। তাকে এমন হাসিখুশি এবং আত্মবিশ্বাসী লাগছে যে জেফ হ্যামিলটন নিজেও একটু রিল্যাক্স বোধ করছে।

'গুডলাক, সন।'

'থ্যাংকস, ড্যাড। আমার ওটার দরকার নেই।'

জেলখানা থেকে কোর্ট হাউজ খুব একটা দূরে নয়। প্রিজন ভ্যানের পেছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিল বিলি হ্যামলিন।

সে উত্তেজিত হয়ে আছে শুধু এ জন্য নয় যে সে মুক্তি পাবে বলে ভাবছে।

আর ঘণ্টাখানেক পরেই আবার টনিকে দেখতে পাব আমি। আমাকে দেখে ও খুব খুশি হবে। কৃতজ্ঞ হবে। সবকিছু চুকেবুকে গেলে আমি ওকে বলব আমাকে বিয়ে করার জন্য।

বিলি ভাবছিল টনিকে এখন কেমন লাগবে দেখতে। হয়তো একটু অন্যরকম। অবশ্য ও যদি সামারের পরে চুল কেটে থাকে কিংবা একটু ওজন কমিয়ে থাকে। অবশ্য এসবের ওর দরকার নেই। টনি গিলেত্তি আগে যেরকম ছিল সেরকম থাকলেই চলবে।

বিচারের অপেক্ষায় যখন কারাগারে দিন গুজরান করছে বিলি ওইসময় টনি ওকে দু'লাইনের একটি চিঠি দিয়েছিল। বিলি আরও চিঠি আশা করেছিল কিন্তু টনি ওর ওই চিঠিতেই আভাস দিয়েছিল এখন যে পরিবেশে সে আছে, তাতে বিলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা তার জন্য কঠিনই হবে। বিশেষ করে চিঠি লিখতে বেশ ভয় পাচ্ছিল টনি। বিলি ওর অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

ও আর চিঠি লিখতে পারেনি তো কী হয়েছে? শীঘ্রি এ দু:স্বপ্নের অবসান ঘটবে এবং আমরা একত্রে আমাদের জীবন শুরু করতে পারব।

বিলি বেশ চমকেই গিয়েছিল ওর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে শুনে। যা করেছে তারজন্য বিলির কোনো আফসোস নেই। সে নিজে জেলে যাচ্ছে বলে মোটেই ভয় পায়নি। তার চিন্তা ছিল টনিকে নিয়ে। টনির আগের যা রেকর্ড, ওকে যদি ট্রায়ালে যেতে হতো তাহলে যে কোনো কিছু ঘটতে পারত। বিলি জানে গণমাধ্যম তার

বিরুদ্ধে লেগেছে– গত কয়েক মাসে টিভি দেখার সুযোগ সে পায়নি। তবে কারাগারের এক প্রহরী ওকে *নিউজউইক* পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখিয়েছিল। তাতেই সে বুঝতে পেরেছে সংবাদ মাধ্যম তার ওপর কেমন ক্ষেপেছে। তবে তার বাপের মতো নিজের মানসম্মান নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই বিলির।

ট্রায়াল একবার শেষ হয়ে গেলে লোকে সবকথা ভুলে যাবে। তাছাড়া তারা যখন দেখবে আসলে আমি কী, বুঝতে পারবে আমি কোন দানব নই।

সে বয়সে তরুণ, নিরপরাধ এবং তাকে একটি অসাধারণ মেয়ে ভালোবাসে। একদিন সে এবং টনি যখন এ সময়টি নিয়ে আলোচনা করবে তখন ওই উন্মাদনা নিয়ে দু'জনে হাসাহাসি করবে।

প্রিজন ভ্যান ঘটরঘটর শব্দে এগিয়ে চলল।

নয়

আলফ্রেড শহরের ডাউনটাউনে, ইয়র্ক কাউন্টি কোর্ট হাউজে বিলি হ্যামলিনের বিচার হবে। সুপিরিয়র কোর্ট জাজ ডেভন উইলিয়ামস দুই নাম্বার কোর্টে বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন। এটি কলোনিয়াল আদলে তৈরি একটি ভবনের সামনের সুপ্রশস্ত কক্ষ। ঘরটির জানালাগুলো পুরানো ফ্যাশনের, বাইরে কিংবা ভেতর থেকে খোলা যায় কাঠের বেঞ্চি এবং আঠের শতকের অরিজিনাল নকশা কাটা কাঠের মেঝে, প্রতিদিন ঘষামাজার কারণে ঝকঝক তকতক করছে।

টনি গিলেত্তি তার বাবা মাকে নিয়ে কোর্ট হাউজে উপস্থিত হলো। কোর্টের বাইরে দর্শক এবং সাংবাদিকদের ভিড়।

'কত লোক এসেছে দেখো,' মার কানে কানে নার্ভাস গলায় ফিসফিস করল টনি। 'আলফ্রেড শহরের একটি হোটেলও বোধ হয় খালি নেই।'

সপরিবারে ভবনে প্রবেশ করার সময় ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে গেল ডিওর স্কার্ট পরিহিত সান্ড্রা গিলেত্তি। এনবিসি নিউজ ক্যামেরা সরাসরি তাকে ধরল। সান্ড্রা যদি স্থানীয় ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে সস্তা কোনো ড্রেস কিনত, এ মুহূর্তে সে লজ্জায় মরে যেত।

'মামলাটা দেখছি অনেকেরই আগ্রহ তৈরি করেছে,' টনিকে সে-ও ফিসফিস করে বলল।

যেভাবে কুকুরের মলমূত্র আকৃষ্ট করে মাছিদেরকে, তিক্ত মনে ভাবল টনি।

রেগে আছে বলে ভয়টা চলে গেছে ওর। প্রসিকিউশন ওকে সাক্ষী হিসেবে ডেকেছে। মাত্র ক'দিন আগে সে নোটিশ পেয়েছে। তার বাবা তো খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

'এসব ঝামেলা থেকে ওকে বাইরে রাখা যায় না?'

ওয়াল্টার গিলেত্তি জিজ্ঞেস করেছেন লরেন্স ম্যাকগিকে। ইনি ম্যানহাটানের নামীদামী উকিল, টনির বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য তাঁকে ভাড়া করা হয়েছে। 'এত সংক্ষিপ্ত নোটিশের মধ্যে ও তো প্রস্তুত হওয়ারই সময় পাবে না।'

লরেন্স ম্যাকগি ব্যাখ্যা করেছেন টনিকে কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে না। 'ওকে শুধু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্য কথাটি বললেই হবে। কেউ ওর এভিডেন্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। টনির এবং হ্যামলিনের পুলিশি স্টেটমেন্টই কেবল গণনার মধ্যে

ধরা হবে।'

তবে লরেন্স ম্যাকলি আসল সত্যটি জানেন না। জানে না পুলিশ কিংবা টনির বাবা-মা অথবা অন্য কেউ, শুধু টনি নিজে এবং বিলি ছাড়া। যদি শপথ নেয়ার পরে বিলি তার গল্পটা ভিন্নভাবে বলে? উকিল টনিকে কাঠগড়ায় ক্রস এক্সামিনের সময় তার কাছ থেকে আসল সত্যটি বের করে নেয়? বিলি কি জানে প্রসিকিউশন টনিকে সাক্ষী হিসেবে ডেকেছে? বিলির বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার কারণে ও কি টনিকে ঘৃণা করবে, ও কি আদৌ চাইবে টনি এরকম কিছু করুক? বিলির মুখখানার কথা ভেবে ধুকপুক করতে থাকে টনির বুক, ঘামে ভিজে যায় হাতের তালু। গ্রেডন গেমন্ড ওর দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যখন বলছিল, 'নিকোলাস নেই,' তখন যেমন ভয় পেয়েছিল টনি, এখন আবার সেরকম ভয় লাগছে তার।

'ওওও, দ্যাখো, ওরা নিশ্চয় ছেলেটির বাবা মা,' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল সান্ড্রা গিলেত্তি যেন কোনো সেলিব্রিটিকে দেখতে পেয়েছে।

ঘুরল টনি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কিছু একটা যেন দংশন করল ওকে। হ্যান্ডে মেয়ারদের ছবি এর আগেও টিভির খবরে দেখেছে কিন্তু বাস্তবে যা দেখছে তার জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। রুথ হ্যান্ডেমেয়ার, নিকোলাসের মা, অবিকল তাঁর ছেলের মতো দেখতে, চেহারায় এতটাই মিল যে বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। নিকোলাসের মতোই বড়বড় বাদামী চোখ তাঁর, একই রঙের সোনালি চুল। পার্থক্য শুধু নিকোলাসের চাউনিতে খেলা করত দুষ্টুমি আর মায়ের চোখে প্রবল শোক। স্বামী এবং মেয়েকে নিয়ে এসেছেন রুথ, নিজের জন্য নির্ধারিত আসনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ওপর থেকে এক লহমার জন্যও নজর সরিয়ে নিতে পারল না টনি।

সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ার বয়সে স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়, বাহান্ন-তেপ্পান্ন তো হবেই, মাথায় ছোট করে ছাঁটা ধূসর চুল, মুখখানা যেন গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরি। তার গভীর নীল চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে রাগ, তবে এটি নিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, সংকল্পবদ্ধ রাগ, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষের দুর্বার ক্রোধ। সিনেটর হ্যান্ডে মেয়ার আহত বাঘের মতো অসার গর্জন ছাড়েন না। তাঁর শিরায় শিরায় জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন, তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে তিনি সুচিন্তিতভাবে এবং সুকৌশলে আইনের ফাঁদে ফেলেছেন। কোর্টরুমটি যেন তাঁর কর্তৃত্বাধীন এমনভাবে চারপাশে চোখ বুলিয়ে তাঁর নজর এসে স্থির হলো বিলির উকিল লেসলি লসের ওপর। অস্বস্তি বোধ করে অন্যদিকে তাকাল আইনজীবী। টনিকে আতংকিত করে দিয়ে এরপর ওর দিকে চাইলেন সিনেটর। পাথর হয়ে গেল টনি, ভয়ে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল।

উনি কি আমার চোখের অপরাধবোধ দেখতে পাচ্ছেন?

তিনি কি সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছেন?

তবে বিলি হ্যামলিন যখন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল, সিনেটরের সমস্ত মনোযোগ তার ওপর কেন্দ্রীভূত হলো। তিনি এমন প্রবল ঘৃণা নিয়ে কটমট করে ওর দিকে

তাকিয়ে থাকলেন যার কোনো তুলনা হয় না।

সিনেটরের ভয়ংকর ভ্রুকুটি বিলির আত্মা যদি কাঁপিয়ে দিয়েও থাকে, আচরণে তার প্রকাশ ঘটল না। বদলে সে কক্ষটিতে টনিকে খুঁজে বেড়াল এবং যখন ওকে দেখতে পেল মুখে ফুটে উঠল চওড়া হাসি। সেই ছেলেমানুষী, হৃদয় উজাড় করা হাসি যা ক্যাম্পে দেখেছিল টনি। ওর ভেতরের উজ্জীবিত নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে টনিও ফিরিয়ে দিল হাসি।

এটি আইনি আদালত, মনে মনে বলল ও। সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ারের শোক করার অধিকার রয়েছে, তবে বিলি কাউকে হত্যা করেনি। জুরিরা ব্যাপারটি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

সোনার কাফলিংক ধরে অস্থিরভাবে মোচড়াচ্ছে লেসলি লস। সুন্দরী প্রসিকিউশন সাক্ষীকে দেখে স্নেহকাতর কুকুরছানার মতো তার মক্কেলের হাসি দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। একটি বাচ্চা ছেলে ডুবে মারা গেছে। অপরাধী হোক বা না হোক, বিলি হ্যামলিনের উচিত চেহারা কঠিন করে রাখা যাতে সবাই বুঝতে পারে সে বিষয়টি সিরিয়াসভাবে নিয়েছে।

চোখের কোন দিয়ে লেসলি লস দেখতে পেল সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ারের প্রশস্ত কাঁধজোড়া শক্ত হয়ে আছে। তাঁর গোটা শরীর যেন পাকিয়ে আছে স্প্রিংয়ের মতো, বিলি হ্যামলিনসহ যে-ই তাকে সাহায্য করতে আসুক, তাকে ছোবল দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

মামলা নেয়ার পরে এই প্রথম লেসলি লসের মনে হলো সে অথৈ জলে পড়েছে, আঁধার দেখছে চোখে।

'অল রাইজ।'

টনির কাছে মনে হলো প্রসিডিংগুলো বিদ্যুৎ গতিতে চলছে। দু'পক্ষ যে যার ওপেনিং আর্গুমেন্ট দিতে না দিতেই কাঠগড়ায় তার ডাক পড়ল।

'মিস গিলেত্তি, আপনি সৈকতে বিচারাধীন বিবাদীর সঙ্গে সেদিন বিকেলে সৈকতে ছিলেন। উইলিয়াম হ্যামলিনকে কি বিহ্বলচিত্ত বলে মনে হয়েছিল?'

'আ... আমি জানি না। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

এমন নার্ভাস হয়ে আছে টনি, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। গোটা কক্ষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভুল করে যদি সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ার কিংবা বিলির সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে যায় সেইভয়ে সে মেঝের দিকে একঠায় তাকিয়ে রয়েছে।

'আপনার মনে পড়ছে না?'

অবশ্যই আমার মনে পড়ছে। আমার সবকিছু মনে আছে। রোয়িং বোট, চার্লস প্রায় খুন করে ফেলছিল ছেলে দুটিকে, বিলি মুক্তো খুঁজতে সাগরে ডুব দিচ্ছিল। শুধু

নিকোলাস ছাড়া আর সবার কথা আমার মনে আছে। ওর কথা মনে নেই কারণ ওর দিকে আমি লক্ষ রাখতে পারিনি। আমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

'না।'

'অন্য সাক্ষীরা নিশ্চিত করেছেন সেদিন দুপুরে উইলিয়াম হ্যামলিন ঝিনুকের খোঁজে বারবার সাগরে ডুব দিচ্ছিল। এবং সেটা আপনার জন্য। এখন মনে পড়ে?'

টনি নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, ওকে আমি ডাইভ দিতে দেখেছিলাম।'

'একদল বাচ্চা ছেলের দেখভালের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সে ওই কাজ করছিল?'

টনি অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'জোরে বলুন দয়া করে, মিস গিলেত্তি। ওইদিন ছেলেদের সাঁতার কাটতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূল দায়িত্ব আপনার ছিল। কিন্তু আপনি বিবাদীর কাঁধে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। কথা কি ঠিক?'

না। বিলি কোনো চার্জে ছিল না। আমি ছিলাম। দোষটা আমার।

'জ্বি, কথা ঠিক।'

'জানতে পারি কেন?'

মুখ তুলে চাইল টনি। আতংকিত। কিছু না ভেবেই ও বিলির দিকে তাকাল যেন ওর সাহায্য চাইছে। *আমি কী বলব?'*

'আমি দুঃখিত,' মুখ লাল হয়ে গেছে টনির। 'কী কেন?'

'আপনি কেন দায়িত্ব হস্তান্তর করতে গেলেন, মিস গিলেত্তি?'

ভয়ংকর একটি মুহূর্তের জন্য টনির মস্তিষ্ক যেন একদম খালি হয়ে গেল। 'কারণ...'

শব্দটি দোদুল্যমান লাশের মতো বাতাসে ঝুলে রইল।

গোটা ঘর নীরব। মনে হলো এ নীরবতা অসীম। অবশেষে রা ফুটল টনির মুখে, 'কারণ আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। তার আগের রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি এবং আমি... আমি চাইনি পুরোপুরি সুস্থবোধ না করে বাচ্চাগুলোকে সৈকতে নিয়ে যেতে।'

ও আবার তাকাল বিলির দিকে। বিলি মৃদু মাথা ঝাঁকাল যেন বলতে চাইল *ওয়েল ডান। ভালোই জবাব দিয়েছ।*

'ধন্যবাদ, মিসেস গিলেত্তি। আপাততঃ আর কোনো প্রশ্ন নয়।'

দশ

প্রসিকিউশন কেস এগিয়ে চলল। বিলি বেশির ভাগ সময় তাকিয়ে রইল টনির দিকে।

ওকে আগেরবারের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে। বিচার শেষে আমরা ওয়েস্ট কোস্ট চলে যাব। ওখানে কোথাও নতুনভাবে শুরু করব জীবন।

বিলির খুব ইচ্ছে করছে টনির সঙ্গে কথা বলে। ওকে ঘাবড়ে না যেতে পরামর্শ দেবে, আশ্বাস দেবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বেচারী মেয়েটার মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে যেন ওকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হবে। ও ভয় পেয়েছে বলে বিলির খুব খারাপ লাগছে। আসলে এত ভীত হওয়ার কিছু নেই।

বিলি জানে সে খালাস পেয়ে যাবে। লেসলি, তার আইনজীবী, এ কথা হাজারবার বলেছে তাকে। সে কিংবা টনি নিকোলাসের ওপর লক্ষ রাখছিল কিনা অবশেষে এ বিষয়টি তেমন প্রাধান্য পাবে না। যা ঘটেছে তা স্রেফ দুর্ঘটনা। কেউ কাউকে হত্যা করেনি। ওটা একটা ভুল ছিল, মারাত্মক, ট্রাজিক মিসটেক।

তবে একটি বিষয় বিলিকে বিব্রত করছে তা হলো ওর বিরুদ্ধে মাদক নেয়ার সাক্ষী দিতে এসেছে অনেকেই। হ্যাঁ, সে কয়েকবার গাঁজা খেয়েছে বটে কিন্তু কাঠগড়ার 'এক্সপার্টরা এ সামান্য বিষয়টিকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন বিলি একটা ঘোর মাদকাসক্ত। আর লেসলি এদের অভিযোগের বিরুদ্ধেও এ পর্যন্ত কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

একই বিষয় ভাবাচ্ছে জেফ হ্যামলিনকেও। সে প্রথম বিরতিতেই ছেলের উকিলকে টেনে নিয়ে গেল একপাশে।

'ওই ড্রাগ কাউন্সেলর ব্যাটা তো বিলিকে মহা মাদকাসক্ত বানিয়ে দিল। আপনি কিছু বললেন না যে?'

'কারণ ড্রাগস একটা ডিস্ট্রাকশন, মি. হ্যামলিন। মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা। আ সাইড শো। আমরা ওতে নাক গলাব না।'

'কিন্তু জুরিরা নিশ্চয় নাক গলাবেন। ফোরম্যানের চেহারাটা দেখেছেন আপনি?' আপত্তি করল জেফ হ্যামলিন। 'আর পেছনে বসা ওই মধ্যবয়স্কা মহিলা? পারলে সে কোর্টরুমের মধ্যেই বিলির কল্লা কেটে ফেলে।'

'বিলির মাদক গ্রহণ কিংবা অন্য কিছুর এ কেসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

'প্রসিকিউশন নিশ্চয় ভাবছে সম্পর্ক আছে।'

'এর কারণ তাদের হাতে কোনো কেসই নেই।' দৃঢ় গলায় বলল লেসলি লস। 'কাল যখন বিলির ডিফেন্স শুরু হবে তখন আমি ব্যাপারটি প্রমাণ করে দেব। দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না, মি. হ্যামলিন। আমি জানি আমি কী করছি।'

কেস খাড়া করতে প্রসিকিউশন আরও দুটো দিন সময় নিল। এর মধ্যে বিলি হ্যামলিনের চারিত্রিক যত দোষ খুঁজে বের করা হলো। ক্যাম্প উইলিয়ামসের অনেক মেয়ে অশ্রুসজল চোখে স্বীকার করল ছুতোর মিস্ত্রির ছেলেটির চেহারা দেখে পাগল হয়ে তারা তার সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল। বিলি আসলে উচ্ছৃংখল প্রকৃতির, নারী নির্বাচনে তার কোনো বাছবিচার নেই। টনি গিলেত্তির সাক্ষ্য যে সেদিন ছেলেগুলোর দায়িত্বে দিল বিলি, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসকে যথেষ্টই প্রমাণ এনে দিল যে ওটা ছিল অনিচ্ছার মানুষ হত্যা। তবে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার প্রমাণ করতে তাদের আরও তথ্য দরকার ছিল। অবহেলা এবং অনিষ্ট সাধনের প্রমাণও তাদের প্রয়োজন।

'বিবাদী পক্ষ আহ্বান করছে চার্লস ব্রেমার মার্ফিকে।'

বিলি অবাক চোখে তাকাল তার উকিলের দিকে। *এরকম কোনো কথা কি হয়েছিল ওদের?* চার্লস তো বিলির কখনও বন্ধু ছিল না।

'মি. ব্রেমার মার্ফি, নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ার যেদিন দুপুরে মারা যায় সেদিন আপনি সৈকতে উপস্থিত ছিলেন, তাই না?'

'ছিলাম,' সিরিয়াস চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল চার্লস। নিখুঁত ছাঁটের হ্যালাটন সুট, হালকা হলুদ সিল্কের টাই, মাথার একপাশে নিপাট করে আঁচড়ানো চুল, কনিষ্ঠা আঙুলে ঝলকানো গ্রটন আংটি, সবমিলিয়ে তাকে বেশ সুদর্শন, সৌম্য এবং রক্ষণশীল মনে হচ্ছে– তার মধ্যে সব আছে যা বিশ্বাস উৎপাদন করতে সাহায্য করবে কিন্তু বিলি হ্যামলিনের মধ্যে এসব অনুপস্থিত।

'আপনার যা যা মনে আছে আমাদেরকে বলুন।'

গভীর দম নিল চার্লস। 'আমি সেদিন আমার বাবা-মা'র সঙ্গে ইয়টে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আমি কয়েক গ্লাস ওয়াইন পান করি এবং একটা টেনডার নিয়ে সৈকতে রওনা হয়ে যাই। ওটা একটা নির্বোধের মতো কাজ হয়ে গিয়েছিল।'

টনি জুরিদের চেহারা লক্ষ করছে। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে চার্লসের কথা শুনছেন। চার্লস স্বীকার করেছে সে সেদিন মদ খেয়েছে তবু জুরিদের কোনো বিকার নেই। বরং তাঁরা যেন ব্যাপারটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছেন। অথচ বিলির মাদক গ্রহণের কথা শুনে তাঁদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল ঘৃণা। মদপান কি সামাজিকভাবে স্বীকৃত? নাকি চার্লস শিক্ষিত, বড়লোক বলে তাকে ছাড় দেয়া হচ্ছে?

বলে চলল চার্লস। 'আমি খুব জোরে টেনডারটি চালাচ্ছিলাম এমন সময় ঠিক সামনে একটি রো বোট দেখতে পাই, শিপিং লেনের ভেতরে। আমি বোটটাকে এড়িয়ে

যেতে আমার বোটের নাক ঘুরিয়ে ফেলি। তখন বিলির গায়ে গিয়ে বাড়ি লাগে। ভাগ্য ভালো মাথায় লাগেনি। তাহলে ও হয়তো মরেই যেত। ওর কাঁধে বাড়ি লেগেছিল। আমি এতদূরে কোনো সাঁতারুকে আশা করিনি।'

'ওই সময় বাচ্চাগুলো কোথায় ছিল?'

'সৈকতে, খেলা করছিল,' জবাব দিল চার্লস।

আশ্চর্য, মনে মনে বলল টনি। *শিপিং লেনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার পরেও ও অতদূর থেকে কী করে বাচ্চাগুলোকে লক্ষ করল!*

'নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ার কি ওদের সঙ্গে ছিল?'

'আমার মনে হয় ছিল। হ্যাঁ। সাতটি ছেলে ছিল ওখানে। নিকোলাস নিশ্চয় ওদের মধ্যে ছিল।'

আদালত কক্ষে বিস্ময় ধ্বনি উঠল। হ্যান্ডেমেয়ার দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। নিকোলাসের বড় বোন, সুন্দরী, কালো চুলের এক সদ্য কিশোরী, তার মায়ের হাত চেপে ধরল। নিকোলাস যদি দুপুরের ওই সময়টাতেও নিরাপদে এবং বেঁচে ছিল, তার যা ঘটেছিল তা নিশ্চয় খুব দ্রুত ঘটেছে। হয়তো বিলি হ্যামলিন সৈকতে যখন চিকিৎসা নিচ্ছিল তখন করুণ ঘটনাটি ঘটেছে।

'তাহলে আপনার স্মৃতি বলছে বিলি হ্যামলিনের তত্ত্বাবধানে বাচ্চাগুলো নিরাপদেই ছিল, অন্ততঃ আপনার স্পিড বোটে বিলি আহত হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'জ্বি।'

'ধন্যবাদ, মি. ব্রেমার মার্ফি। এবার কোনো প্রশ্ন নয়।'

শূন্যে উল্লাসের ঘুসি মারার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল জেফ হ্যামলিন। বুড়ো লেসলি তাহলে সত্যি জানে সে কী করছে।

'আপনাকে আমার কয়েকটি প্রশ্ন করার আছে, মি. ব্রেমার মার্ফি,' সিধে হলেন প্রসিকিউটর। 'শুনেছি আপনি এবং মিস গিলেত্তি এসব ঘটনার সময় ডেটিং করতেন। কথা কি সত্য?'

'সত্য।' চার্লসকে হতবুদ্ধি দেখাল। এ মামলার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছে না।

'ক্যাম্প উইলিয়ামসের অন্যান্য কাউন্সেলররা সাক্ষী দিয়েছে যে মিস গিলেত্তির সঙ্গে নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। কথা কি সত্য?'

'সবগুলো ছেলেই টনিকে খুব পছন্দ করত।'

'কিন্তু বিশেষ করে নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ার?'

চার্লসের কপালের ভাঁজ গভীর হলো। 'আমার তা-ই ধারণা।

হ্যাঁ। সে টনিকে ছোট ছোট প্রেমের কবিতা লিখত। ভারী মজার কবিতা।'

টনি এতজোরে তার উরুতে নখ বসিয়ে দিল যে বেরিয়ে এল রক্ত। সে

নিকোলাসের কবিতার কথা মনে করতে চায় না। নিকোলাস কবিতাগুলো ওর কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিত। ওই স্মৃতি মনে করলে টনির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

'মি. ব্রেমার মার্ফি, মিস গিলেস্তির প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে উইলিয়াম হ্যামলিনকে কি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হতো?'

'ঠিক বুঝলাম না?'

'মি. হ্যামলিন আপনার গার্লফ্রেন্ডের প্রতি অনুরক্ত জেনে কি আপনি উদ্বিগ্ন ছিলেন?'

'না, ঠিক উদ্বিগ্ন ছিলাম না।'

'তাই নাকি? আপনি জানতেন না ওরা দু'জনে একসঙ্গে ঘুমিয়েছে?'

এ প্রশ্নে কোর্টের সবাই বেশ বিরক্ত হলেন।

'জানতাম। কিন্তু ওটা ছিল এক রাত্রির সম্পর্ক। ওতে কিছু আসে যায় না। ওটা কিছু না।'

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে চার্লসের দিকে তাকাল বিলি। হারামজাদার কতবড় সাহস বলে তার এবং টনির সম্পর্ক কিছু না? রাগে মুঠো চাপল বিলি, দেখলে মনে হয় বিস্ফোরিত হবে। তবে নিজেকে শান্ত রাখল ও।

'তাহলে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না?' বলে চললেন প্রসিকিউটর।

'না।'

'এমনকি বিলি হ্যামলিন আপনাকে জীবনের হুমকি দেয়ার পরেও?'

গভীর ঘুম থেকে যেন একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠলেন জুরিগণ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল টনির। কাঠগড়া থেকে উদ্বেগ নিয়ে তার বাবার দিকে তাকাল বিলি।

'ক্যাম্প উইলিয়ামসের আরও অনেক কাউন্সেলর বিবৃতি দিয়েছে নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যুর আগের রাতে, বিলি হ্যামলিন এক ক্যাম্প পার্টিতে উচ্চস্বরে মিস গিলেস্তির প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং হুমকি দেয় তাদের দু'জনের মাঝে কেউ নাক গলালে তাকে হত্যা করবে। সেই কেউ'র মধ্যে আপনিও তো আছেন, নাকি?'

'বিলি আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে নি,' বলল চার্লস।

'সে তখন মাতাল ছিল।'

'তাতো বটেই,' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বিরতি দিলেন প্রসিকিউটর।

'আদালত তো শুনলেনই। তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি মি. ব্রেমার মার্ফি মি. হ্যামলিন আপনাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলেছিল। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি মিস গিলেস্তিকে যে-ই ভালবাসত না কেন তার প্রতি ভয়ংকর ঈর্ষাকাতর ছিল উইলিয়াম হ্যামলিন। সে স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের রাগ এবং আবেগ লুকিয়ে

রাখতে পারত তবে ড্রাগ নেয়ার পরে সে স্বমূর্তি ধারণ করত।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল লেসলি লস। 'অবজেকশন! অবজেকশন!

বিচারক হাত নেড়ে তাকে পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গি করলেন। ঘরের বাকি সবার মতো তিনিও দেখতে চাইছিলেন ঘটনা প্রবাহ কোনদিকে গড়ায়।

'আই শ্যাল অ্যালাউ ইট।'

প্রসিকিউটর বলে চললেন, 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি যে মি. হ্যামলিনের ঈর্ষাপরায়ণতা এমনই ভয়ংকর যে একটি ছোট ছেলে যে মিস গিলেত্তিকে ভালবাসত সেটাও সে সহ্য করতে পারত না।'

চার্লস ব্রেমার মার্ফির চেহারায় ফুটল বেদনা, তারপর টনিকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'এটা সত্যি হতেও পারে।'

কী? অবশ্যই এটা সত্যি নয়!

'বিলি নিকোলাসকে হয়তো অপছন্দ করত।'

'নিশ্চয় করত! উইলিয়াম হ্যামলিনের প্যারানয়েড, মাদকাসক্ত মনে নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ার নিছক একটি নিষ্পাপ, সাত বছরের শিশু ছিল না, ছিল কি? সে ছিল একটি হুমকি। আপনার মতো।'

'হতে পারে।' মাথা দোলাল চার্লস।

'এমন হুমকি যা শেষ করে দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাকে ধ্বংস করো। নিশ্চিহ্ন করে দাও।'

'আই হোপ নট,' শিউরে উঠল চার্লস যেন এমন কথা জীবনে শোনেনি। 'গুড গড, আই হোপ নট।'

বাস্টার্ড! ভাবছে টনি, বিলি জীবনেও নিকোলাসকে আঘাত করত না এবং চার্লস সেটা ভালো করেই জানে। বিলি আমাকে ভালোবাসে বলে চার্লস হারামীটা এখন শোধ নিচ্ছে।

'বিলি ভালো ছেলে,' ছুরিতে শান দিচ্ছে চার্লস। 'তবে ক্যাম্প উইলিয়ামস ওকে অথৈ জলে ফেলে দিয়েছিল।'

'সেটা কীভাবে?'

'নানানভাবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগতভাবে। সত্য হলো ওর জন্য আমার মায়া হয়। আমাদের সবারই হতো। তাকে বাদ দিয়ে টনি যে আমাকে পছন্দ করত এটাই ও সহ্য করতে পারেনি।'

আর সহ্য হলো না বিলির।

'মিথ্যুক!' চিৎকার দিল ও। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, কপাল এবং ঘাড়ের শিরাগুলো এমন ফুলে উঠেছে যেন এখনই ছিঁড়ে যাবে। 'টনি আমাকে ভালোবাসে। এবং আমি ওকে ভালবাসি।'

এ কথায় জুরিদের কোনো ভাবান্তর হলো না। বিলিকে তাদের মনে হচ্ছে একটা

উন্মাদের মতো, আউলা ঝাউলা চুল, উন্মত্তের মতো ছোড়াছুড়ি করছে হাত, টনির প্রতি তার অবসেশন জ্বলজ্বল করছে চোখে। টনির কান্না পেয়ে গেল। চার্লস ওকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল এবং বিলি সরাসরি সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। এবং তার সঙ্গে তার আইনজীবীও ডোবাল।

'এবং এরকম কাণ্ড মি. হ্যামলিন এখন করছেন কোনো মাদক গ্রহণ ছাড়াই, জনান্তিকে বললেন প্রসিকিউটর, যেন জুরিদের মনের কথাগুলোই প্রকাশ করলেন। 'ধন্যবাদ, মি. ব্রেমার মার্ফি। আর কোনো প্রশ্ন নয়।'

পরবর্তী দুটো দিন গেল ড্যামেজ কন্ট্রোলের পেছনে।

লেসলি লস বেশ কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে এল যারা বিলির সচ্চরিত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এদের মধ্যে আছেন বিলির শিক্ষক, কোচ, পড়শী। তাঁরা বললেন বিলি এমনই একটি ছেলে যে কোনোদিন একটি মাছিও মারেনি।

জেফ হ্যামলিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাইল কিন্তু মানা করল লেসলি লস।

'আপনি বড্ড ইমোশনাল। তাতে কোনো লাভ হবে না।'

'তাহলে বিলিকে স্বপক্ষে কিছু বলার সুযোগ দিন। ও লোককে বলুক আসলে ও কেমন ছেলে।'

শুরুতে তেমনই পরিকল্পনা ছিল– বিলি নিজেই হবে তার গোপন অস্ত্র, সুদর্শন চেহারা এবং প্রকৃতিদত্ত বিনয় দিয়ে সে মানুষের মন জয় করে নেবে। কিন্তু চার্লস ব্রেমার মার্ফির সাক্ষের পরে সে সুযোগটা অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

'বিলি এখন যত কম কথা বলবে ততই মঙ্গল,' বলল লেসলি।

'আমরা এখন থেকে শুধু ফ্যাক্টসের ওপর ফোকাস করব।'

আদালত কক্ষে লেসলি লস তার ভাষণ শেষ করল এই কথা ক'টি বলে:

'বিলি হ্যামলিন খুনী নয়। নয় কোনো দানব। সে একটি স্বাভাবিক কিশোর এবং পিতার আদরের সন্তান। একটি পরিবারের ট্রাজেডি যেন দুটি পরিবারের ট্রাজেডিতে পরিণত না হয়।'

কথা শেষ করে নিজের আসনে বসেছে আইনজীবী, লক্ষ্য করল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ার। উল স্যুটের নিচে গায়ের চামড়া কেমন শিরশিরিয়ে উঠল লেসলি লসের।

রাতের জন্য মুলতবি রইল আদালত। কোর্ট রুমের বাইরে তাঁর উকিলের সঙ্গে কথা বললেন ওয়াস্টার গিলেত্তি।

'অবস্থা কী বুঝছেন?'

'খালাস হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নেই। ছেলেটা নিজের আবেগ চেপে রাখতে পারেনি তবে প্রসিকিউশন কিছু প্রমাণও করতে পারেনি।'

কয়েক হাত দূরেই ছিল টনি। কথাগুলো শুনে তার খুশি আর ধরে না। তার বাবা পয়সা দিয়ে সেরা উকিল ভাড়া করেছেন। ফলে মুক্তমানব হবে বিলি। বেরিয়ে আসার পরে টনিকে অবশ্য ওর সঙ্গে বিয়েশাদীর মতো ফালতু জিনিস নিয়ে কথা বলতে হবে। টনি বিলিকে খুব পছন্দ করে। বিলির কাছে তার অনেক ঋণ। তবে এখনই বিয়ে করার মতো পাগলামিতে যেতে চাইছে না টনি।

ওর বাবা এখনও কথা বলছেন।

'গুড,' ওয়াল্টার গিলেত্তির কণ্ঠ কর্তৃত্ব ব্যঞ্জনার সুরে গমগম করছে।

'যদি কাজ হয়ে যায় তো আমি আজ রাতেই চলে যেতে চাই। এ সার্কাস থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাব ততই ভালো।'

'আমি যেতে পারব না, ড্যাডি,' বলল টনি। 'আমি রায় না শুনে কোথাও যাচ্ছি না। বিলির আমাকে এখানে দরকার।'

ঝট করে মেয়ের দিকে ফিরলেন ওয়াল্টার গিলেত্তি, যেন এখনই ছোবল দেবে সাপ। 'বিলি হ্যামলিনের কী দরকার না দরকার তার আমি থোড়াই কেয়ার করি। যখন বলেছি তখন যাবোই,' গাঁক গাঁক করে উঠলেন তিনি।

তবে শেষ পর্যন্ত আলফ্রেডে আরেকটি রাত্তির থেকেই যেতে হলো গিলেত্তিদের।

ওয়াল্টার গিলেত্তি চিন্তা করে দেখেছেন একটা রাত না থাকলে তাঁর বাণিজ্যের জন্য বরং তা ক্ষতিকরই হবে।

এগারো

সুপিরিয়র কোর্ট জাস্টিস ডেভন উইলিয়ামস আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনের জনসমুদ্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। বিচারপতি মহোদয় বছর কয়েক আগে সত্তুর ছাড়িয়েছেন, বিশাল শরীর, মুখে চমৎকার করে ছাঁটা সাদা দাড়ি এবং বরফ সাদা থোকা থোকা চুলের গোছা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে তাঁর চাঁদির টাক। জাজ উইলিয়ামস বহু কঠিন কঠিন মামলার বিচার করেছেন। চুরি। হামলা। অগ্নিসংযোগ, হত্যা। তবে খুব কম কেসই এটির মতো মর্মবিদারক ছিল। কিংবা বলা যায় সবশেষে একটি ব্যর্থ মামলা।

নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যু ছিল একটি শোকাতুর ঘটনা। তবে বিচারপতি উইলিয়ামস জানেন এর মধ্যে কোনো হত্যাকাণ্ডের বিষয় নেই। এটি জনতার ক্রোধ আর রোগীর একটি উদাহরণ মাত্র যাকে উসকে দিয়েছে একটি পরিবারের ব্যক্তিগত শোক যা লোকের সাধারণ বিচার বুদ্ধিকে ঢেকে ফেলেছে। সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ার একটি মাথা চেয়েছেন– বলা উচিত হ্যামলিন ছেলেটির কাটা মুণ্ডু– এখানে সত্যের ধার কে ধারে? আবেগ তিরোহিত হওয়ার পরে, এ মামলায় যা প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠবে– সব মামলাতেই তাই– তা হলো আইন। আর আইনের বক্তব্য এখানে পরিষ্কার : বিলি হ্যামলিন যদি হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে জাজ ডেভন উইলিয়ামসও বানরের চাচা।

অবশ্যই আইনকে বিমূর্ত হিসেবে নেয়া চলবে না। আইনকে ব্যাখ্যা করবেন বারোজন জুরি। জাজ উইলিয়ামস এই নরনারীদের ওপর চোখ বুলালেন। সাধারণ সব নারী-পুরুষ দশজন শ্বেতাঙ্গ, দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ, বেশিরভাগ মধ্যবয়সী, বেশিরভাগ মোটাসোটা, আমেরিকান জনগণের একটি স্ন্যাপশট। তবে আজ এই সাধারণ মানুষগুলিই অসাধারণ একটি দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন।

এমনিতে জাজ উইলিয়ামস জুরিদের রায় নিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করার চ্যালেঞ্জটি বেশ উপভোগ করেন। অমুক জুরি তমুক সাক্ষী কিংবা অমুক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন তা নিয়ে তিনি ভাবেন। কে আবেগী আর কে যৌক্তিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তা নিয়ে চিন্তা করেন। ভাবেন কার প্রেজুডিস কিংবা ব্যক্তিত্বের জয় হবে। তবে আজ যখন তিনি ফোরম্যানকে আহ্বান জানালেন কোর্টের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য, তিনি প্রতিদিনকার উত্তেজনা কিংবা টেনশন কিছুই অনুভব

করলেন না, বরং গভীর বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল।

ছোট্ট একটি ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। কোনো কিছুর বিনিময়ে তাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। মার্ডার ট্রায়ালের কুরুচিপূর্ণ একটি দৃশ্যের আজ অবসান ঘটবে। বলে দেয়া যায় মুদ্রার কোন্ পিঠটি পড়তে যাচ্ছে।

'আপনারা কি ভারডিক্টে পৌঁছেছেন?'

'জ্বি, ইয়োর অনার।'

রুথ হ্যান্ডেমেয়ার তাঁর মেয়ের হাত জোরে চেপে ধরে রেখেছেন। টেনশনের চোটে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি টের পাচ্ছেন তাঁর পাশে বসা স্বামী প্রবরটির শরীরের ক্রোধ এবং ঘৃণা স্প্রিংয়ের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে। এ ক্রোধ কীভাবে প্রশমিত করবেন কিংবা স্বামীকে সান্ত্বনা জানাবেন বুঝতে পারছেন না রুথ। আদরের ছেলের মৃত্যুর পরে দুঃখ শোকের বিশাল সাগর তাদেরকে একে অপরের কাছ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

কিশোরী মেয়েটিও তার মা'র হাত চেপে ধরল।

'যাই ঘটুক না কেন, মাম্মি, আমরা সবসময় ওকে ভালবাসব।'

উদগত কান্না বহুকষ্টে ঠেকিয়ে রাখলেন রুথ।

জেফ হ্যামলিন তার ডান দিকে তাকাল। লেসলি লস তাকে সাহস যোগানোর হাসি দিল।

সব ঠিক হয়ে যাবে, এ নিয়ে শতবার মনে মনে কথাটি বলল জেফ। বিলিকে তার ক্যাম্প উইলিয়ামসে পাঠানোই উচিত হয়নি। এজন্য নিজেকে দোষী ভাবছে সে। সে ভেবেছিল ওখানকার বড়লোক, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাতির করে বিলিটা যদি কিছু করতে পারে। বুড়ি মিসেস ক্রেমার, গিলেত্তি মেয়েটার পরিবার, এমনকী হ্যান্ডেমেয়াররাও সব শিয়ালের আসলে এক রা! তারা একটি শিশুর মৃত্যুর জন্য বলি দিতে একটি পাঠা খুঁজছিল। আর বলির পাঁঠা হিসেবে ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে ছাড়া উত্তম কী হতে পারে?

বিলি আজ কাঠগড়ায় কারণ সে ওদের সমাজের কেউ নয়।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চোখ ভরা ভালোবাসা নিয়ে টনি গিলেত্তির দিকে তাকিয়ে আছে বিলি হ্যামলিন।

আজ রাতে সে মুক্ত মানবে পরিণত হবে।

আজ রাতে সবকিছু শুরু হবে।

টনির পেটের ভেতরটা কেমন মোচড় খাচ্ছে। বিলি তার জন্য যা যা করেছে ভাবতে গিয়ে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হচ্ছে তার মন। তবে বিলি ওর দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে,

টনির গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে।

ওর সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার। আমরা একসঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব এ ধারণাটা ওর মাথা থেকে দূর না করে দিয়ে এখান থেকে আমি যেতে পারব না।

বেচারী নিকোলাস হ্যান্ডেমেয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলি হ্যামলিনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে টনি। বিলিকে এখন আর তার আকর্ষণীয় মনে হয় না, তাকে দেখে উত্তেজনাও বোধ করে না। এখন থেকে টনি বিলির মতোই সেই দিনটির আতংক এবং যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। এর থেকে ফিরবার উপায় নেই।

কক্ষের টেনশন যেন পাওয়ার ড্রিলের মতো কেটে দিল বিচারপতি ডেভন উইলিয়ামসের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার চার্জে আপনারা বিবাদীকে কীভাবে দেখছেন?'

চোখ বুজল বিলি হ্যামলিন। অবশেষে সবকিছুর অবসান ঘটবে।

'অপরাধী।'

বারো

করিডোর ধরে ছুটল টনি, দ্রুততর হয়ে উঠল পদক্ষেপ। ওর বাবা ওকে ফিরে আসার জন্য ডাকাডাকি করছেন কিন্তু ও শুনল না।

আমার বিলির সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বলতে হবে আমি দুঃখিত।

জুরিরা কী করে ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন? এ অসম্ভব। হাস্যকর। বিচারকও নিশ্চয় তাই ভেবেছেন। তিনি যখন শাস্তি ঘোষণা করছিলেন তখন তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটি বোঝা যাচ্ছিল কুড়ি বছর, প্যারোলে পনেরো বছর, সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তি, তবু এটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই বটে।

'সরি, মিস,' ওর কোর্ট অফিসার সেলে ঢোকার রাস্তায় ওর পথ আটকে দাঁড়াল। 'এখানে শুধু অফিশিয়াল ভিজিটররাই যেতে পারবেন।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে ওর দেখা করা দরকার।'

'তাতো বটেই।'

কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই বিলির বাবা এসে ঝপাৎ করে ওর কাঁধ চেপে ধরল, দেয়ালের গায়ে এত জোরে ঠেসে ধরল বাড়ির চোটে ফুসফুস থেকে মস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল টনির।

'তুমিই দায়ী, তাই না? হ্যাঁ, তুমিই। তোমার জন্যেই আজ আমার ছেলের এমন দশা বড়লোকের বখাটে মেয়ে কোথাকার?

'আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও।'

এই প্রথম ওর বাবাকে দেখে খুশি হলো টনি। ওয়াল্টার গিলেত্তি হালকাপাতলা মানুষ তবে তাঁর শরীর দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কর্তৃত্ব।

'বুঝতে পারছি আপনি আপসেট,' তিনি বললেন জেফ হ্যামলিনকে। 'কিন্তু এর সঙ্গে টনির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ঠিকই বলেছেন,' চোখে পানি নিয়ে পিছিয়ে গেল জেফ হ্যামলিন। 'আপনার মেয়ের গুয়ে তো গন্ধ নেই। ওরা আমার বিলিকে কুড়ি বছরের জেল দিয়েছে। কুড়ি বছর!'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়াল্টার গিলেত্তি। 'ভদ্রভাবে থাকলে পনেরো বছরের মধ্যেই সে ছাড়া পেয়ে যাবে।'

ধনী মানুষটির নির্লিপ্তভাবে যেন আগুনে ঘি পড়ল। ভয়ংকর গর্জন ছেড়ে, মুঠো

পাকিয়ে ওয়াল্টার গিলেত্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জেফ হ্যামলিন। দুই যুদ্ধমান পুরুষকে ছাড়িয়ে দেয়ার বৃথাই চেষ্টা করল পুলিশের লোকজন। সুযোগটা কাজে লাগাল টনি। তীর বেগে সিড়ি টপকে ছুটল সেলের দিকে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। দরজার কাছে আরেক পুলিশ এসে খপ করে ধরে ফেলল তাকে।

'তুমি এখানে কী মনে করে এলে, ইয়াং লেডি? অনুমতি ছাড়া এখানে প্রবেশ নিষেধ।'

'ওকে ছেড়ে দাও, ফ্রাংক। ছেলেটা ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।'

ভোজবাজির মতো উদয় হলো লেসলি লস। তার মুখ রক্তশূন্য এবং গম্ভীর। বিচারের রায় তাকেও ভীষণ নাড়া দিয়েছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দোরগোড়া ছেড়ে সরে দাঁড়াল গার্ড।

'ধন্যবাদ,' টনি বলল বিলির আইনজীবীকে।

'প্লিজ। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।'

'দোষটা আপনার নয়, আপনিও জানেন।'

'আমারই দোষ,' মৃদু গলায় বলল লস।

টনিকে ঘরে ঢুকতে দেখামাত্র উদ্ভাসিত হলো বিলির চেহারা।

'থ্যাংক গড। ভেবেছি ওরা বুঝি তোমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

ওই যে সে। ওর টনি। তার হেলেন অব ট্রয়। সাদামাটা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ক্রিম সিল্কের শিফট ড্রেস পরনে, পায়ে নীচু হিলের জুতো, গায়ে কাশ্মিরী কার্ডিগানে ওকে একটু বড়বড় লাগছে তবে পোশাকটি নিঃশব্দে চিৎকার করে জানান দিচ্ছে টনি বড়লোকের মেয়ে। আর পোশাকের নিচের শরীরী সম্পদের নগ্ন সংবেদনশীলতা কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

ধাতব খন্ডের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয় চুম্বক, কিংবা আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পোকা সেভাবে টনির দিকে এগিয়ে গেল বিলি। 'হাই।'

টনি ওকে আলিঙ্গন করল। জড়িয়ে ধরে থাকল শক্ত করে। ওর চক্ষু থেকে ঝরে পড়া অপরাধবোধের তপ্ত অশ্রু বিলির শার্টের কলার এবং ঘাড় ভিজিয়ে দিল। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, বিলি।'

'তুমি দুঃখিত হবে কেন?' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল বিলি, টনির সামনে সাহসী আচরণ করবে ঠিক করেছে। 'সিদ্ধান্তটি আমার ছিল, তোমার নয়।'

'কিন্তু বিলি, কুড়ি বছর।'

'পনেরো।' ওকে শুধরে দিল বিলি। 'প্যারোলসহ।'

'কিন্তু তুমি তো কোনো দোষ করনি।'

'তুমিও করনি।'

'বিলি, কামন। আমি দোষ করেছিলাম। তুমি জানো আমিই দোষী। আমরা

দু'জনেই জানি। নিকোলাস আমার দলে ছিল।'

এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, টনি। দুর্ঘটনা। কথাটা ভুলে যেয়ো না। 'ওর গায়ের গন্ধ চুরি করছে বিলি। কী মিষ্টি লেবুর সুবাস ওর শরীর জুড়ে। ওকে ওর চাই-ই চাই। ওপরে ওপরে সাহস দেখালেও ভেতরে ভয়ে মরে যাচ্ছে বিলি।

ভয় পাচ্ছে জেলখানার, ভয় পাচ্ছে টনি ছাড়া ভবিষ্যৎ দিনগুলোর কথা চিন্তা করে। ওকে মরিয়ার মতো কাছে টেনে নিল বিলি, উন্মত্তের মতো চুমু খেতে থাকল, খাদ্যের সন্ধানে ক্ষুধার্ত মুরগির মতো নিজের জিভ জোর করে ঢুকিয়ে দিল ওর মুখের মধ্যে।

টনি কেমন শিঁটিয়ে গেল। ভয় পাচ্ছে সে।

'কামন,' ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ও। 'এখন এসবের সময় নয়।'

'আমরা আর সময় পাবো না। আমাকে ওরা যে কোনো সময় এসে নিয়ে যাবে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে জানো?'

'স্টেট প্রিজনে, কিছুদিনের জন্য। ওটা ওয়ারেনে না কোথায় যেন,' হেসে উঠল বিলি তবে ফাঁকা শোনাল হাসি। 'আমার উকিল বলেছে আমাকে যেন অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় সে সেই চেষ্টা করবে। আমার বাবার জন্য এতদূরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হয়ে যাবে।'

'তাতো বটেই,' ভাঙা গলায় বলল টনি। বিলির বদলে ওকে যদি জেলে যেতে হতো ওর বাবা কি আসতেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে? *সন্দেহ আছে আমার।* তবে টনি এখানে ওদের বাবাদের নিয়ে কথা বলতে আসেনি। বিলিকে সে সত্যি কথাটা জানাবে। ওদের মধ্যেকার কিছু ভুল ধারণা ভেঙে দেবে। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কীভাবে যে শুরু করবে বুঝতে পারছে না টনি।

'শোনো, বিলি,' নার্ভাস সুরে শুরু করল ও। 'তোমার কাছে আমার এত ঋণ যে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ বলো?'

বিলি আবার টনির দিকে সেই স্নেহকাতর কুকুরছানার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন এটি একটি সিনেমা কিংবা নাটক, যে কোনো মুহূর্তে ওরা মঞ্চ থেকে নেমে ফিরে যাবে বাস্তবে। এবং নিকোলাস বেঁচে উঠবে এবং বিলিকে জেলে যেতে হবে না এবং ওরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

ওহ্ যীশাস। ভয় পেয়ে গেল টনি। *ও কি সত্যি ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসবে নাকি?*

'বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে, টনি। বলো তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

টনি কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু বাধা পেল বিলির কথায়।

'আমি জানি তুমি কী ভাবছ। তবে পনেরো বছর না-ও লাগতে পারে। লেসলি আপিল করবে। আমরা এমনকী একটি মিস ট্রায়ালও পেয়ে যেতে পারি।'

'কীসের ভিত্তিতে?'

'তা জানি না।'

নিকোলাসের মৃত্যুর পরে এই প্রথম বিলি হ্যামলিনের মুখ থেকে নকল সাহস আর পৌরুষত্বের মুখোশটা খসে পড়ে যেতে দেখল টনি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভীত, আতংকিত একটি কিশোরকেই কেবল দেখতে পাচ্ছে ও। ত্রস্ত। একাকী। তার মতোই যে চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে।

'কিন্তু লেসলি বলেছে এটা সম্ভব এবং আমি কয়েক বছরের মধ্যে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। তারপর আমরা বিয়ে করতে পারব।'

হঠাৎ থেমে গেল বিলি। ও কি টনির চোখমুখ দেখে বুঝতে পেরেছে মেয়েটা কীরকম ভয়ার্ত হয়ে আছে? নিবেদিত প্রাণ গার্লফ্রেন্ডের ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করল টনি। বিলি যদি একটা ফ্যান্টাসি নিয়ে জেলের দু:স্বপ্নময় জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকার ভরসা পায় টনির কি তাকে এটুকু সাহায্য অন্তত: করা উচিত নয়?

'প্লিজ টনি,' বিলির চোখের দু:সহ যাতনা সহ্য করা সত্যি কঠিন। 'প্লিজ, হ্যাঁ বলো।'

নিজেকে বাধা দেয়ার আগেই মুখ থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে এল টনির। 'হ্যাঁ। আই মিন অবকোর্স। অবকোর্স ইয়েস। আমি আসলে এই মুহূর্তে কোনো প্রস্তাব পাব কল্পনাও করিনি তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বিয়ে করব, বিলি।'

'আমি জেল থেকে বের হওয়া মাত্র?'

'তুমি জেল থেকে বের হওয়া মাত্র।'

স্বস্তিতে ফুঁপিয়ে উঠল বিলি। 'আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, টনি।' ওকে আবার কাছে টেনে নিল, বাচ্চারা যেভাবে টেডি বিয়ারকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখে, ওভাবে ধরে রাখল।

গার্ডরা এসে উদয় হলো। 'যাওয়ার সময় হলো।'

'জানি শুনতে অবাকই লাগবে,' টনির কানে ফিসফিস করল বিলি। 'তবে মন থেকে বলছি। এই মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত। ধন্যবাদ।'

'আমারও,' বলল টনি। 'সাহস হারিও না,' গার্ডরা বিলিকে নিয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে যোগ করল ও।

সেলের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল টনি। তারপর ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। কেঁদে উঠল হুঁ হুঁ করে।

জানে এ জীবনে আর বিলির সঙ্গে তার দেখা হবে না।

বিচারের রায় ঘোষণার তিনদিন বাদে ওয়াশিংটনে চলে এল লেসলি লস। রাত সোয়া ন'টার সময় আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারেজে সে এসে হাজির হলো। এসময়ই তার এখানে থাকবার কথা।

লেসলি ভাবছিল তার মক্কেল কোনো কুরিয়ারকে তার কাছে পাঠাবেন। অপরিচিত কেউ এসে টাকাটা দিয়ে যাবে। বদলে সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল ক্লায়েন্ট নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তাঁর উপস্থিতিতে গর্ব অনুভব করল লস। নিজেকেও তার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

'দুই লাখ ডলার আছে এখানে। যেভাবে কথা হয়েছিল।'

লিংকন টাউন কারের ঝাপসা কাচের জানালা নামিয়ে লেসলির হাতে তিনি একটি মোটা খাম ধরিয়ে দিলেন। 'আপনি ভালোই করেছেন।'

'আমি জানি আমি কী করছিলাম। আপনার জুরিদের সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন আমারটা আমি খুব ভালো জানি।'

'তাতো বটেই। আমি তো ভেবেছিলাম ওরা ওকে খালাস করে দেবে। কিন্তু আপনি চমৎকারভাবে সব ম্যানেজ করেছেন।'

হাসল লেসলি, সসেজের মতো হাত দিয়ে লোভীর মতো ধরে রেখেছে হাতের প্যাকেট।

'আপনার আরও বেশি আস্থা থাকা দরকার, সিনেটর।'

হাসলেন সিনেটর হ্যাভেমেয়ার। 'হয়তো তাই, মি. লস। আমারও আরও বেশি আস্থা থাকা উচিত ছিল।'

বিলি হ্যামলিনের উকিল দেখল অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লিংকন।

দ্বিতীয় খণ্ড

তের

অক্সফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড, বর্তমান সময়

'ওহ্, মাইকেল! ওহ্, মাইকেল! আই লাফ য়ু, আই লাফ য়ু সো মাচ! প্লিজ ডোন্ট স্টপ!'

প্রাচীন স্পোর্টস কার এমজি কনভারটিবলের পেছনের আসনে অস্বস্তিকর পজিশনে থাকা মাইকেল ডি ভিরি ভাবছিল *মেয়েরা এ কথা বলে কেন? 'ডোন্ট স্টপ' এমন বিশেষ সময়ে কি কেউ থেমে যেতে পারে, নিশ্চয় কিছু কিছু পুরুষ থেমে যায় নইলে মেয়েরা এ কথা বলত না।* মাইকেলের মনোযোগ অন্যদিকে প্রবাহিত হওয়ার কারণে তার পুরুষাঙ্গ প্রায় নেতিয়ে যেতে লাগল। তবে যখন একবার শুরু করেছে আর থামাথামি নেই। লেংকা, তার লেটেস্ট বিজয়, মাইকেল কী করবে তা ও কী জানে?

'তুমি থেমে গেলে কেন?' ভর্ৎসনা করল লেংকা।

'বিরতি দিয়েছি, ডার্লিং। বিরতি।'

এখন বিকেল সোয়া চারটা। মে মাসের এক চমৎকার বিকেল। মাইকেল ডি ভিরির দেরী হয়ে গেছে। এক ঘণ্টা আগেই ডিডকট রেলওয়ে ষ্টেশনে লেংকাকে পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে ফুরফুরে হাওয়া আর লেংকার অসম্ভব খাটো মার্ক জ্যাকবস মিনি স্কার্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা পেলব বাদামী উরু জোড়া মাইকেলের রক্তে বান ডাকিয়েছে। তাই সে রাস্তার এক নির্জন কোনে গাড়ি থামিয়ে লেংকার ওপর চড়াও হয়েছে। লেংকাও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছে।

ঠোঁট ফোলাল লেংকা। 'আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না?'

'অবশ্যই ভালো লাগে, ডার্লিং।'

'কিন্তু তুমি আমাকে আর ভালোবাস না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল ডি ভিরি। খেলাটা আর চালিয়ে যেতে পারবে না সে। অফ হয়ে গেছে মুড। জিনস পরে নিয়ে সে চালু করে দিল ইঞ্জিন।

'লেংকা, তুমি একটি অ্যাঞ্জেল। তুমি তা জানো। কিন্তু আজ যদি মায়ের ডিনারে দেরি করে যাই সে আমার ওল দুটো কেটে নিয়ে ফ্রাই করে ফেলবে। এ চিন্তা করেই আমার মুড চলে গেছে।'

জ্বলন্ত চোখে মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি আসলে আমার সঙ্গে মিশতে লজ্জা পাও। তাই তুমি তোমার মা'র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে

দাওনি।'

'বাজে কথা বলো না, ডার্লিং,' মিথ্যা বলল মাইকেল, আড়চোখে একবার তাকাল লেংকার আন্ডারওয়ার বের করা স্কার্ট আর অতি ছোট PETA শার্টের নিচে লাফাতে থাকা ইমপ-ল্যান্ট করা বড়বড় দুই বক্ষের দিকে। 'মা তোমাকে দেখলে খুব পছন্দ করবে। তবে আজ রাতে তোমাকে মা'র কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছি না।'

দশ মিনিট বাদে লেংকাকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাইকেল ডি ভিরি এবং নিজের সেলফোন থেকে মেয়েটার কন্টাক্ট নাম্বার হাসিমুখে মুছে ফেলল।

সেক্সি তবে একে সামাল দেয়ার অনেক হ্যাপা।

এমনিতেই মাইকেল নানান ঝামেলায় আছে। ওর মাকে যেদিন হোম সেক্রেটারির পদে নিয়োগ দেয়া হলো ওই সপ্তাহেই অক্সফোর্ড ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মাইকেল। সিদ্ধান্ত নেয় বলাটা ভুল হলো আসলে সে অক্সফোর্ড ছেড়েই দিয়েছে। আজ সকালে সে তার শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করেছে এবং চ্যাপেল কোয়াডে তার চমৎকার গোছানো কক্ষটি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বিদায় নিয়েছে। ওখানে আর ফিরে যাবে না। মাইকেল ঠিক করেছে এ সুখবরটি সে আজ রাতে তার বাবা-মাকে জানাবে।

খবর শুনে দু'জনেরই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। পত্রিকায় নিশ্চয় খবর ছাপবে HOME SECRETARY'S SON FLEES BALLIOL TO BECOME PROFESSIONAL PARTY ANIMAL *ডেইলি মেইল* পত্রিকা সবসময় 'Flee' শব্দটি ব্যবহার করে। নেতিবাচক কাভারেজ সহ্য করতে পারে না মাইকেল। কিন্তু ওর কিছু করারও নেই। ও গতবছর ওর বেস্ট ফ্রেন্ড টমি লিওনের সঙ্গে একটি ইভেন্ট কোম্পানি খুলেছে। দু'জনে মিলে বেশ ভালোই পয়সা কামাচ্ছে। ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং মাইকেল ডি ভিরি এখান থেকেই সাফল্যের গন্ধ পাচ্ছে। এখন টিএস এলিয়টের সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় নেই।

ওর মা'র চেয়ে বাবা রাগ করবেন বেশি। টিডি ডি ভিরি নিজেই একজন বালিওল ম্যান, তার বাবা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের মতো। দাদীমার কবর অপবিত্র করা, কিংবা নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করা অথবা (অকল্পনীয়) সে লেবার পার্টিতে যোগ দেয়ার কথা বলার চেয়েও তার বাবার চোখে অপরাধ অক্সফোর্ড থেকে মাইকেল ডি ভিরি ড্রপ আউট করেছে।

আজকের ডিনারে সুকৌশলে কথাটি বলতে হবে ওকে। তার পক্ষে শুধুমাত্র থাকতে পারে ওর বোন রক্সি।

রক্সি এবং তার বাবা কিংমেয়ারের লাইব্রেরি ঘরে বসে তাস খেলছিল। ডি ভিরিদের পূর্বপুরুষদের এ অট্টালিকা উত্তর অক্সফোর্ডশায়ারে। রক্সির অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে

সে চিনতলায় বেডরুমে থাকছে। টেডির পুরানো স্টাডিরুমটিকে সুইট বাথরুমে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। ফলে ফরমাল ড্রইংরুমটি চলে গেছে দোতলায়। ওখান থেকে পার্ক দেখা যায়। তবে লাইব্রেরিটি সুপ্রশস্ত, লাল দেয়ালের ঘর, তাতে রয়েছে কালো চামড়ার রুস্টারফিল্ড সোফা, দেয়ালে ঝুলছে শিকারের ছবি, আছে বেশ বড় একটি ফায়ারপ্লেস। এ ঘরটির কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। রক্সির এ ঘরটি খুব পছন্দ। এটির কোনো বদল ঘটানো হয়নি বলে নয়, ওর বাবার সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে পারে বলে।

'ডিনারের আগে একটি চমৎকার ড্রাই শেরি পান করলে কেমন হয়,' চেয়ারে হেলান দিয়ে পা জোড়া সামনে মেলে দিলেন টেডি। তাসখেলা শেষ হয়েছে। যথারীতি এবারেও তিনি মেয়ের কাছে হেরেছেন। টেডি তাসখেলায় কখনোই জিততে পারেন না। হারবেন জেনেও খেলেন কারণ মেয়ের সঙ্গের লোভ।

টেডির পরনে গায়ে বেগুনি রঙের সজ্জা ও মোটা সুতিকাপড় দিয়ে তৈরি প্যান্ট। এরকম প্যান্ট তিনি শীত-গ্রীষ্ম, রোদ-বৃষ্টি সবসময়ই পরে থাকেন। দোতলায় তাঁর ড্রেসিং রুমে এ ধরনের শ'খানেক প্যান্ট রয়েছে টেডির।

'তোমার মা এখুনি এসে পড়বে,' মেয়েকে বললেন তিনি,

রক্সিকে মনে না করিয়ে দিলেও চলত। সে নিজের হুইল চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিয়ে বার-এ চলে এল বাপের জন্য ড্রিংক বানাতে। ডিনারের আগে খুব কমই মদ্য পান করে রক্সি তবে আজ রাতে সে একটু ব্যতিক্রম করল। একটির বদলে দুটি টাম্বলারে ভরল হালকা হলুদ রঙের মানজানিল্লা। মাকে আজ ওর সহ্য করা কঠিন হবে। কারণ বিজয়ের আনন্দে আজ সে অহংকারে ফেটে পড়বে। *হোম সেক্রেটারি*। শব্দ দুটো যেন রক্সির গলার মধ্যে আঠার মতো লেগে রয়েছে। ওর মা এ পদটি পেল কী করে? রক্সি যেভাবে তার মাকে দেখতে পায় অন্যরা কেন সেভাবে দেখতে পায় না? আজকের ডিনারে, নিজের শোতে বিজয়িনী তারকার মতো আচরণ থাকবে ওর মায়ের। আত্মতৃপ্ত এবং অসহনীয়। কিন্তু মা তো সবসময় এরকমই ছিল নয় কি?

একটা সময় ছিল, অনেক অনেক দিন আগে, রোজান ডি ভিরি তার মাকে ভালবাসত। হ্যাঁ, আলেক্সিয়া সর্বদাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মকেন্দ্রিক এবং দূরের মানুষ ছিলেন যেটা বাচ্চাদের মায়েরা সাধারণত হয় না। তবু তখন সুখেই দিন কাটত রক্সির। মার্থাস পাইনইয়ার্ডের সৈকতে গরমের লম্বা ছুটিগুলো একসঙ্গে কেটে যেত, ওরা পিকনিক করত, বামন-পরীর খেলা খেলত। ক্রিসমাসের সময় কিংসমেয়ারে আলেক্সিয়া কত না আদর করতেন তাঁর মেয়েকে। গাছ ডেকোরেশন করতেন। বাগানে দৌড় প্রতিযোগিতা হতো এবং সামঞ্জস্যবিহীন হলেও, আলেক্সিয়া কিন্তু বেশ ভালো রান্না করতে পারতেন- বিশেষ করে ব্ল্যাকবেরী জ্যাম।

তারপর কৈশোরে পা দিল রক্সি এবং সবকিছু কেমন বদলে গেল। এবং প্রথম থেকেই শুরু হয়ে গেল মা-মেয়ের লড়াই। রাজনীতি থেকে সঙ্গীত, ফ্যাশন থেকে ধর্ম

সবকিছু নিয়েই কথা কাটাকাটি চলল। কোন বই দেখে রক্সি তার চুলের রঙ ঠিক করবে তার ওপরেও হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন আলেক্সিয়া।

আলেক্সিয়া যৌবনে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তবে রক্সি দিন দিন সুন্দরী হয়ে উঠছিল বলে তিনি ঈর্ষাবোধ করছিলেন। সে সুইমিংপুল থেকে বিকিনি পরে উঠে এলে আলেক্সিয়া ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন তার মধ্যে প্রশংসা নেই আছে প্রবল ঈর্ষা।

রক্সি যখন তার ছেলে বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে আসতে শুরু করল তখন অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। আলেক্সিয়া কথায় কথায় মেয়েকে অপমান করতে লাগলেন। সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছেন, তিনি এমন একটা মন্তব্য করে বসলেন রক্সি সম্পর্কে, অপমানে মেয়ের মুখ লাল হয়ে গেল। আর ডাইনিং টেবিলে তো সবসময়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তিনি দ্য গ্রেট আলেক্সিয়া ডি ভিরি, সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং এজন্য কাউকে কথা বলতে না দিয়ে সারাক্ষণ নিজেই বকবক করেন। তাঁর চোখে রক্সির প্রতিটি বয়ফ্রেন্ড অতি বাজে, তিনি এমনভাবে ছেলেগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করেন যেন তুলে ফেলেন ছালচামড়া। এদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ক্যারিয়ার নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুই তাঁর তীব্র সমালোচনার তীর থেকে রেহাই পায় না। রক্সি তখন ভাবে– *গড, আমার মাটা যে কী ভণ্ড!*

রক্সির বাবা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মেয়ের ডেটিং বিষয়ে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন না। এতে আলেক্সিয়া খুবই ক্ষুব্ধ হন।

'তুমি কিছু বলছ না যে টেডি?' হুংকার ছাড়েন তিনি। 'আমি জানি তুমি এসব প্রশ্রয় দেবে না। তাহলে মুখে কিছু বলো না কেন?'

কিন্তু টেডি এসবের মধ্যে একদমই নাক গলান না। তিনি বরং শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেন।

তবে শান্তি চলে গেল যেদিন রোজানে ডি ভিরি সাক্ষাৎ করল এন্ড্রু বিসলের সঙ্গে। এবং সেদিন সবকিছু বদলেও গেল।

এন্ড্রু বিসলিকে রক্সির টেনিস কোচ হিসেবে হায়ার করা হয়েছিল।

সে হয়ে ওঠে রক্সির জীবনের প্রেম।

রক্সি মনপ্রাণ উজাড় করে ভালবাসত এন্ড্রুকে কিন্তু তার মা তাদের সুখ ধ্বংস করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এন্ড্রুকে মূল্যহীন এবং অর্থলোভী সম্বোধন করে আলেক্সিয়া তাকে রক্সির জীবন থেকে সরিয়ে দেন। দুর্বল টেডি সেদিন স্ত্রীর মুখের ওপর কোনো কথাই বলতে পারেননি। এন্ড্রু অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেলে রক্সির বুক ভেঙে খানখান হয়ে যায়। প্রচণ্ড হতাশায় সে কিংসমেয়ারে নিজের বেডরুমের জানালা দিয়ে লাফ মারে। ষাট ফুট উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে সে মারা যেতে পারত। তবে মন্দ ভাগ্যই বলতে হবে, ওই পতন থেকে প্রাণে বেঁচে যায় রক্সি কিন্তু পা ভেঙে সারাজীবনের জন্য হুইলচেয়ার হয়ে ওঠে তার সঙ্গী, তাকে বাকি জীবনের জন্য মা বাবার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

সে আর চাইলেই মা'র কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না, খোঁড়া হয়ে আলেক্সিয়ার ছায়াতলে বাস করতে হবে।

তাকে আর ঈর্ষা করার মতো কিছু রইল না তার মায়ের। আলেক্সিয়া ডি ভিরি নিশ্চিন্ত হলেন তিনিই সেরা সুন্দরী।

রক্সির অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে কিংসমেয়ারে কখনও খোলামেলা কথা হয়নি, টেডি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সত্যকে অস্বীকার করে গোপন শোকটা বুকের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলেন।

রক্সিও ওভাবেই বাঁচতে পারত। সে তার বাবাকে ভালোবাসে। তবে যে ব্যাপারটি সে মোটেই সহ্য করতে পারে না তা হলো যা ঘটেছে সেজন্য তার মাকে কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। তিনি কোনো মর্মপীড়াও অনুভব করেননি। আলেক্সিয়া ডি ভিরি এখনও সুখী দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করছেন, ব্যক্তিগতভাবে সফল, এখনও তিনি বিখ্যাত তাঁর সৌন্দর্য এবং মস্তিষ্কের জন্য। রক্সি ভাবেইনি তার মা হোম সেক্রেটারি হবেন। এটি তাঁর পাওনা ছিল না বলেই সে কেমন অসুস্থবোধ করতে থাকে।

'চিয়ার্স,' টেডির গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাস ঠেকায় গম্ভীর রক্সি মৃদু ঠন শব্দ তুলে।

'অ্যান্ড টু ইউ, মাই ডার্লিং। জানি আজকের সন্ধ্যাটির জন্য তুমি প্রতীক্ষা করে নেই। তবে অন্তত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভদ্র ব্যবহার কোরো। হোম সেক্রেটারি হওয়া তো আর যেমন তেমন কথা নয়, তুমি জানো।'

'জানি, ড্যাডি।'

গিলবার্ট ডেক গ্রাম্য ছোট গির্জটির সামনের বেঞ্চির ধারে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল।

সে সঠিক পথে আছে জেনেও ভয় লাগছে। তার মতো সাদাসিধে, সামান্য একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারীর বিরুদ্ধে কী করে প্রতিশোধ নেবে?

সাহসের জন্য প্রার্থনা করল সে। বাইবেলের একটি স্তোত্র মনে মনে পাঠ করল।

শক্তিশালী এবং সাহসী হও, ভীত কিংবা কম্পিত হইও না, কারণ তোমার সঙ্গে তোমার প্রভু আছেন। তিনি তোমাকে ব্যর্থ করিবেন না কিংবা পরিত্যাগ করিবেন না।

সঞ্জয় প্যাটেল ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাকে সবাই ত্যাগ করেছিল। তার বন্ধুবান্ধব, আদালত এবং সেই শয়তানী আলেক্সিয়া ডি ভিরি।

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত গির্জায় বসে প্রার্থনা করে গেল গিলবার্ট ড্রেক। তারপর সে ঘোমটাঅলা জ্যাকেটের চেইন টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাতের অন্ধকারে।

চৌদ্দ

প্রার্থনা করছেন টেডি, চুপচাপ তাই শুনছেন আলেক্সিয়া, বিয়ের পরে স্বামীর নিত্যদিনের এ প্রার্থনা বিরক্ত করে তুলত তাঁকে। তাদের কেউই নিয়মিত ধর্মকর্ম করেন না তাহলে কেন এই ভড়ং? তবে সময়ের সঙ্গে টেডির এই খেয়ালীপনাটুকু মেনে নিয়েছেন তিনি। যখন তাঁর জীবনে ঝড় এসেছিল, আলেক্সিয়া ডি ভিরির স্বামী খাড়া প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন সেই ঝড়ের সামনে, তাঁকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে যান তিনি। খুব কম রাজনীতিবিদই এরকম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

'ওয়েল,' টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে মহানুভব ভঙ্গিতে হাসলেন আলেক্সিয়া। 'সবগুলো রান্নাই দারুণ হয়েছে। অ্যানা যথারীতি নিজেকে আবার ছাড়িয়ে গেছে।'

'ঠিকই বলেছ, ডার্লিং,' জিভে জল আনা রোস্ট বিফ, ফ্রেশ টমেটো অ্যান্ড ব্যাসিক সালাদা এবং ঘরে তৈরি রুটির ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে স্ত্রীর গণ্ডদেশ চুম্বন করলেন টেডি ডি ভিরি। 'হোম সেক্রেটারি! মাই গুডনেস,' এর মানে হলো তোমাকে আমরা এবারও কম কাছে পাব।'

'আশা করি,' বিড়বিড় করল রেক্সি।

'কী জানো, বাদামী রঙটাতে তোমাকে একদমই মানায় না, সোনা,' রক্সির নেকস্ট ড্রেসের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন আলেক্সিয়া। আজকের বিজয় কেউ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, বিশেষ করে তাঁর বখে যাওয়া স্বার্থপর মেয়েটি তো নয়ই। 'তোমাকে একেবারেই খ্যাত লাগছে। পরের বারে ঝলমলে কোনো রঙের ড্রেস পোরো। তাতে যদি চেহারাটা একটু খোলতাই লাগে।'

রাগ এবং অপমানে মুখ রাঙা হয়ে গেল রোক্সির কিন্তু কিছু বলল না সে।

ঝগড়া বন্ধ করতে মাইকেল ডি ভিরি তার হাতের গ্লাস উঁচু করে ধরল।

'কংগ্রাচুলেশন্স, হোম সেক্রেটারি!'

সামনে ঝুঁকে পাহাড় প্রমাণ গরুর গোশতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। খালি পেটে কখনও খারাপ খবর দিতে নেই।

'ধন্যবাদ, ডার্লিং' আলেক্সিয়া হাসলেন তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে।

'ইউ আর সুইট।'

'ওরা তোমাকে দায়িত্বটা দিয়ে দিল বলে অবাক হইনি? মানে ব্যাপারটা আকস্মিক ঘটল কিনা।'

'বোকার মতো কথা বলো না,' অনুগতের সুরে বললেন টেডি।

'তোমার মা কাজটির জন্য যোগ্য বলেই পদটি পেয়েছেন। কারাগার সংস্করণে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যাপক।'

'ইউ আর সুইট, ডার্লিং, তবে মাইকেল ঠিক কথাই বলেছে। আমি নিজেও কম অবাক হইনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অবশ্য আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া খুবই ভালো...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাটা তুমি আমাদেরকে হাজারবার বলেছ,' খেঁকিয়ে উঠল রক্সি।

'তবে এত বড় প্রমোশন হতে তা ভাবতেই পারিনি,' মেয়ের কথায় পাত্তা না দিয়ে বলে চললেন আলেক্সিয়া।

'অন্য কেউও ভাবেনি। এর ফলে পার্টিতে কেউ কেউ অসন্তুষ্টও হয়েছে তা আমি জানি। তবে সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য দেশের সেবা করার সুযোগ পেলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

আর সহ্য করতে পারল না রক্সি। সে তার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল মায়ের সঙ্গে লাগবে না। কিন্তু মা দেশ সেবার কথা বলছে? উফ, অসহ্য।

'ওহ্, প্লিজ, মা। দেশ সেবার ব্যাপারটি অন্তত: এর মধ্যে টেনে এনো না। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই তুমি কাজটা পেয়েছ। পার্সোনাল অ্যামবিশন। আমরা সাংবাদিক নই, আমরা তোমার পরিবার। অন্যদের কাছে মিথ্য বলতে হয় বলে আমাদের কাছেও তোমাকে মিথ্য কথা বলতে হবে না।'

তিরষ্কার করলেন টেডি। 'রক্সি, লাভ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো।'

রাগে আলেক্সিয়ার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো? ব্যস, এটুকু বলেই টেডি খালাস? সে কেন তার মেয়েকে কঠোর শাসন করে না? রক্সিকে এত পুতুপুতু করার কী দরকার মেয়েটা তার হুইল চেয়ারকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাবলেই আলেক্সিয়ার গায়ে যেন জলবিছুটির ঘষা লাগে।

মাইকেল আমতা আমতা করে বলল, 'আ... আমি একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো না যে তুমি একটি সুন্দরী মেয়ে পেয়েছ এবং তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?' ঠাট্টা করলেন টেডি। 'আমাদের মধ্যে কিন্তু কথা হয়েছিল অক্সফোর্ডের পড়াশোনা শেষ না করা পর্যন্ত কোনো বিয়েশাদি নয়।'

'না, বিয়ের কথা বলছি না আমি,' বলল মাইকেল। 'আমি আসলে বলতে চাইছি আ...ইয়ে... অক্সফোর্ডের পড়াশোনা আমার শেষ।'

সবাই চুপ হয়ে গেলেন। ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা।

'পড়াশোনা শেষ মানে, মাইকেল? তুমি তো শুরুই করলে মাত্র।'

শোকাতুর চোখে তার মায়ের দিকে তাকাল মাইকেল। 'ইউনিভার্সিটি আমার জন্য নয়, মা, সত্যি।'

'তোমার জন্য নয়? কেন নয়?'

'সত্যি বলব? আমি বোরড হয়ে গেছি।'

'বোরড?' বিস্ফোরিত হলেন টেডি। 'বালিওলে? হাস্যকর কথা বোলো না।'

মাইকেল হাল চালিয়ে গেল। 'কিংসমেয়ার ইভেন্টসের কথা মনে আছে, গত বছর টমির সঙ্গে যে কোম্পানিটি চালু করেছিলাম।'

টমি লিওন মাইকেলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনের পরিচয় প্রেপ স্কুলে। তারপর থেকে সে সখ্য এখনও চলছে।

'নট রিয়েলি।'

'ইয়েস, ইউ ডু। গত বছর সেইন্ট ট্রপেজে এক রাশানের ইয়টে তার ত্রিশতম জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করেছিলাম মনে নেই?'

'অল্প অল্প মনে আছে,' আলেক্সিয়া তাকালেন টেডির দিকে। তাঁর সর্বদা হাসি-হাসি মুখখানা থমথম করছে।

'ওয়েল, এনিওয়ে, আমরা ওই পার্টি থেকে বিশ হাজার ডলার কামাই করি, শুধু আমরা দু'জনে' গর্বের সুর মাইকেলের কণ্ঠে। 'তারপর থেকে কর্পোরেট ইভেন্ট বার মিজভাস থেকে অনেক অফার আসছে।'

'বার মিজভাস!' আর্তনাদ করে উঠলেন টেডি ডি ভিরি।

'তুমি একজন ডি ভিরি, ফর গডস শেক, তুমি অক্সফোর্ডে পড়ছ। তুমি নিশ্চয় আশা করছ না তেরো বছর বয়সী ইহুদি বালকদের জন্মদিন পালনের জন্য সমস্ত বইপত্র ছুড়ে ফেলে দেবে আর আমি এবং তোমার মা বসে বসে তাই দেখব।

'ওদের বাবা মায়েরা আমাদের ক্লায়েন্ট,' বলল মাইকেল।

'আর ওদেরকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরো না। একজন ইহুদি মা তার খুদে স্যামুয়েলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে পাঁচ লাখ পাউন্ড খরচ করেছে।'

'পাঁচ লাখ পাউণ্ড?' সংখ্যাটা শুনে টেডি পর্যন্ত চমকে গেলেন।

'সুযোগটার কথা একবার ভাবো, ড্যাডি।' মাইকেলের ধূসর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'টমি এবং আমি মিলে এক রাতেই আশি থেকে একশো হাজার পাউণ্ড কামাতে পারব।'

'হ্যাঁ, এবং বালিওল ছেড়ে দিয়ে তুমি কয়েক বছরের মধ্যে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছ তাইতো? দুঃখিত। তুমি যা ভাবছ তা হওয়ার নয়।'

'ঠিক আছে, আমি দুঃখিত, ড্যাড। তবে এখন আর তোমার কিছু করার নেই। আমি আজ সকালেই আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমার ঘরের চাবিটাবি সব বুঝিয়ে দিয়েছি।'

'তুমি কী করেছ?' টেডির চিৎকার কিংসমেয়ার গেস্টহাউজ থেকেও শোনা গেল। রক্সি এর ভেতরে নাক গলানোর চেষ্টা করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল এরা একে অন্যের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে।

চোখ বুজলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। তাঁর সেলিব্রেশন ডিনারটাই মাটি। এ অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করল বাটলার বেইলি। আলেক্সিয়ার কাঁধে টোকা দিল সে।

'খাওয়ার সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ম্যাম। গেটে এক লোক এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

গত বছরের বিবাহ বার্ষিকীতে টেডির কাছ থেকে পাওয়া কার্টিয়ার ঘড়িটির দিকে তাকালেন আলেক্সিয়া। ন'টা বেজে গেছে। 'এত রাতে তো কারও আসার কথা নয়।

'কে?'

'মুশকিল তো সেখানেই। লোকটা নিজের নাম বলতে চাইছে না এবং অস্বাভাবিক আচরণ করছে। জেনিংস বুঝতে পারছে না কী করবে।

ন্যাপকিন নামিয়ে রাখলেন আলেক্সিয়া। 'ঠিক আছে আমি আসছি।'

পনের

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কিংস মেয়ারের দারোয়ানের কাজ করছে আলফ্রেড জেনিংস। বয়স তার সত্তর, কানে প্রায় শোনেই না, সারাক্ষণ ধুকুর পুকুর করছে হৃৎপিণ্ড, নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে তার ওপর খুব একটা ভরসা করা চলে না। একে নিয়ে মাইকেল খুব হাসাহাসি করে। তবে আলেক্সিয়া এখন হোম সেক্রেটারি বলে তাঁর সিকিউরিটি আর হাসির পাত্র থাকতে পারে না। প্রিজন মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক শত্রু বানিয়েছেন তিনি, এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত বিপজ্জনক, অন্যরা ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন। সঞ্জয় প্যাটেল নামে এক ভারতীয়ের শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হলে সে ওয়ার্মউড স্ক্রাবস কারাগারে আত্মহত্যা করে। এর অনেক গলাবাজ এবং অভব্য বন্ধুবান্ধব বা সমর্থক ছিল। আলেক্সিয়া ডি ভিরি সহজে ভয় পান না তবে অপ্রত্যাশিত 'দর্শনার্থী' এলে সাহসের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতেও যান না।

কিংস মেয়ার গেস্ট হাউজটির নীচতলায় রয়েছে অফিস কাম সিটিং রুম এবং ওপর তলায় সিঙ্গেল বেডরুম ও বাথরুম। জেনিংস এটিকে বেশ আরামদায়ক করে বানিয়েছে। তার প্লাগ লাগানো বয়লার আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য খুবই দুঃখিত, ম্যাম,' আলেক্সিয়াকে আসতে দেখে সে কম্পিত, ভীরু গলায় বলল। 'বিশেষ করে ডিনারের মাঝখানে। লোকটা চলে গেছে।'

'ঠিক আছে, আলফ্রেড। বেটার সেফ দ্যান সরি। ক্যামেরা কি অন করা ছিল?'

'ও, হ্যাঁ, ম্যাডাম,' বলল বুড়ো। 'মি. ডি ভিরি তো সবসময়ই ক্যামেরা অন করে রাখতে বলেন।'

'বেশ। আমি একবার টেপটি দেখবো।'

ডিনার পর্ব শেষ। টেডি রাগ করে চলে গেছেন। মাইকেল এবং রক্সি শুধু কিচেনে, চা বানাচ্ছে।

'ওয়েল,' সকৌতুকে বলল মাইকেল, 'সবকিছু তো ভালোয় ভালোয় শেষ হলো। ড্যাডকে খুব বেশি রাগতে দেখলাম না।'

'তুমি কী আশা করেছিলে?' ভর্ৎসনার সুরে বলল রক্সি। সে তার ভাইকে খুবই ভালবাসে। সবাই মাইকেলকে পছন্দ করে তার দুষ্টু মিষ্টি স্বভাব, আন্তরিকতা এবং

রসিকতার জন্য। ওকে পছন্দ না করে পারাই যায় না। তবে বাবাকে আপসেট দেখে মন খারাপ হয়েছে রক্সির। 'তুমি জানো ড্যাডির কাছে বালিওল কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'জানি। কিন্তু ড্যাডিকে তো আর ওখানে পড়তে হবে না, তাই না? পড়াশোনা করতে হবে আমাকে।'

'আর মাত্র দু'বছর বাকি ছিল।'

'জানি আমি, রক্স। কিন্তু আমি বড্ড বোর হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আসলে লেকচার ফেকচার শোনা আর সারাদিন লাইব্রেরিতে বসে থাকার মতো ছেলে নই।' মাইকেল টেবিলে দুড়ুম করে মাথা দিয়ে বাড়ি মারল।

'রিয়েলি? ইউ ডোন্ট সে,' ঠাট্টার ভঙ্গিতে একটি ভুরু তুলল রক্সি।

'হা হা। আমি সিরিয়াস। টমির সঙ্গে এ বিজনেসটা চালিয়ে যেতে পারলে আমি খুব ভালো করব। ড্যাড একজন এন্ট্রারপ্রেনার।'

'খুব একটা নয়।'

'ঠিক আছে, সে অন্তত: একজন ব্যবসায়ী তো বটে। ড্যাড নিশ্চয় আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।'

'ড্যাড বুঝতে পারবেন না যে তা নয়। তিনি চান না তুমি কোনো ভুল কর। দ্যাটস অল।'

'ইয়াহ্, ওয়েল। আমি কোনো ভুল করব না। মা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। মা জানে নিজের পথ আমার নিজেকেই খুঁজতে হবে।'

'আলেক্সিয়ার ধারণা তোমার মলদ্বার দিয়ে সূর্য বিকিরণ হয় এবং সবসময় হচ্ছে।' ঠাণ্ডা গলায় বলল রক্সি। 'তুমি যদি বলো কাশ্মীর পর্বতমালায় মুসলিম ব্রাদারহুডের কোনো ট্রেনিং ক্যাম্পে যাবে, সে তোমাকে সাপোর্ট দেবে।'

মাইকেলের কপালে ভাঁজ পড়ল। মা'র নাম ধরে ডাকাটা সে মোটেই পছন্দ করে না। মা-মেয়ের দ্বন্দ্বের কথা সবাই জানে তবু মুখে এভাবে অসম্মান ঠিক মেনে নেয়া যায় না।

'মা আমাদের দু'জনকেই ভালোবাসেন, রক্স।'

চোখের মনি ঘোরাল রক্সি।

'তাতো বাসেই।'

'তবে মা'র ভালোবাসার প্রকাশটি ঘটে একটু অদ্ভুতভাবে।'

আলেক্সিয়াকে স্টাডি রুমে পেলেন টেডি। বসে আছেন ডেস্কে, সামনে খালি জলের গ্লাস, শূন্য দৃষ্টি চোখে। আঙুলের ওয়েডিং রিংটি ধরে বারবার ঘোরাচ্ছেন।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'উমম? ও হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।'

জোর করে হাসি ফোটালেন তিনি। রাজনৈতিক লেবাসের নিচে আলেক্সিয়াকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে লক্ষ করলেন টেডি। আলেক্সিয়ার চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়সে তার সঙ্গে পরিচয় টেডির। কাডোগান স্ট্রীটের ছোট একটি চ্যাপেলে তারা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ওই সময় আলেক্সিয়ার ত্রিশ ছুঁইছুই। সত্তর দশকের ক্ল্যাসিক সুন্দরীদের মতো ছিল তাঁর চেহারা। চমৎকার ছিপছিপে, লম্বা, দীর্ঘ পদযুগল, মাথা ভর্তি সিংহের কেশরসম সোনালি চুল, হাঁটার সময় ধুমকেতুর লেজের মতো ঢেউ খেলে থাকত। তবে তখন থেকেই তিনি প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং লন্ডনের প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচনের সময় খুব দ্রুত বদলে ফেলেন নিজেকে। চুল কেটে ফেলেন, পোশাক আশাক হয়ে ওঠে অধিকতর শালীন।

আলেক্সিয়া সংসদ সদস্য হওয়ার কয়েক বছর আগে মিসেস থ্যাচার নেতা নির্বাচিত হন তবে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টিতে নারীদের স্থান খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের। একজন ব্রিটিশ অ্যারিস্টোক্রেটিক বিয়ে করার সুফল নিশ্চয় ভোগ করেছেন আলেক্সিয়া। টেডি তাঁর সদস্যপদ ছেড়ে দেন যাতে তাঁর তরুণী স্ত্রী কমন্সে একটি জায়গা পেতে পারেন। আর আলেক্সিয়া ডি ভিরি টাইটেলটি ত্যাগ করেননি এবং ভিরিরা স্মরণাতীতকাল থেকে টরি এস্টাবলিশমেন্টের একটি অংশ।

টেডি নির্বোধ নন। তিনি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সচেতন ছিলেন যে তাঁর নাম, তাঁর অর্থ এবং তাঁর পারিবারিক যোগাযোগই ছিল তাঁর প্রতি বুদ্ধিমতী এবং অপূর্ব সুন্দরী বধূটির আকর্ষণের অন্যতম একটি অংশ। তবে তিনি আলেক্সিয়াকে খুব পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন এবং নিজের ক্যারিয়ারের অনেক কিছুই বউয়ের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। দু'জনের পরিচয়ের আগে, টেডি ডি ভিরির জীবন ছিল রাজকীয়, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল হাতের মুঠোয় তবে একই সঙ্গে তা ছিল একঘেয়ে এবং নীরস। আলেক্সিয়া পার্কারের সঙ্গে বিয়ের পরে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ, রোমাঞ্চকর।

ডেস্কে বসে আছেন আলেক্সিয়া, তার অবয়বের প্রতিটি ইঞ্চি দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্ষমতা, সক্ষমতা এবং সফলতা। ডেনিয়েল গানভিলের অত্যন্ত দামী সুট পরনে তাঁর, আঙুল, কান এবং গলায় ঝিলিক দিচ্ছে বহুমূল্য হীরের গহনা, টেডি ডি ভিরির স্ত্রীকে দেখলেই লোকে বুঝতে পারে ইনি অসামান্যা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দারুণ গর্ব অনুভব করলেন টেডি।

হোম সেক্রেটারি। বিশাল একটি ব্যাপার।

আমরা পেরেছি, ডার্লিং। সবার অনুমান ভুল প্রমাণ করে দিয়েছি।

তবে ডি ভিরি পরিবারে সবাই যে সুখে আছে এমন নয়। টেডি ভালো করেই জানেন আলেক্সিয়া এবং রক্সির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বোধকরি কোনোদিনই মিটবে না,

যেভাবে কোনোদিন ঠিক হবে না তাঁর প্রিয় মেয়েটির পা। এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বহু আগে, রক্সি তখন কৈশোরে পা দিয়েছে, তবে বিসলি ছেলেটার ঘটনা পরিস্থিতি খুবই খারাপ করে দেয়। আলেক্সিয়া ওরকম আবেগপ্রবণ মা নন যে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলবেন, 'যা গেছে গেছে।' টেডি এও জানেন আলেক্সিয়াই অতিরিক্ত আদর দিয়ে মাইকেলের মাথা নষ্ট করেছেন। অথচ রোজানকে তাঁর এ আদরটা দেয়া উচিত ছিল। মাঝে মাঝে এ কথা ভাবলে খুব রাগ লাগে টেডির তবে তিনি তাঁর স্ত্রীকেও বুঝতে পারেন। এবং বুঝতে পারেন বলে গর্বও করেন। তাঁরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তিনি এবং আলেক্সিয়া। তিনি স্ত্রীকে বড্ড ভালবাসেন।

'তোমাকে ডিনারে মিস করেছি।'

'তাই কি? দেখে তো মনে হলো না।'

আলেক্সিয়ার পেছনে এসে দাঁড়ালেন টেডি, তাঁর কাঁধ ঘষতে লাগলেন। 'পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার জন্য আমি দুঃখিত। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'গেটে কারা যেন এসে আমাকে খুঁজছিল। জেনিংসের পছন্দ হয়নি লোকগুলোকে। তবে আমি ওখানে যাবার আগেই লোকগুলো চলে যায়।'

খেঁকিয়ে উঠলেন টেডি। 'এই পাগল ছাগল লোকগুলো সারাক্ষণ তোমার পেছনে লেগেই আছে। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয় আমার।'

'ওরা পাগল-ছাগল ছিল কিনা জানি না। কোনো সাংবাদিক বা অন্য কেউ হতে পারে।'

'টেপ দেখেছ?'

'না। সিসিটিভিতে সমস্যা।'

'আবার?'

'মনে হয়।'

'ফর গডস শেক। ওই সিস্টেমটার সমস্যা কী? এমআই ফাইভকে বলো এসবের ওপর নজর দিতে। এখন তুমি দেশের হোমড়াচোমড়া মানুষ।'

সিধে হলেন আলেক্সিয়া। টেডিকে চুমু খেলেন। 'রিল্যাক্স ডার্লিং, ও কিছু নয়। আমার প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি আমাকে দেয়া হবে। তবে আমরা নিশ্চয় কয়েদীদের মতো বাস করতে চাই না?'

'অবশ্যই না।'

'গুড, দেন। এখন বলো মাইকেল বালিওল কেন ছাড়ল।'

টেডি হাত তুললেন স্ত্রীকে থামানোর জন্য। কথা বলার সময় মাঝপথে আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে বাধা দেয়ার হিম্মত খুব কম মানুষই রাখেন। টেডি তাদের একজন।

'অবশ্যই না,' দৃঢ় গলায় বললেন তিনি। 'আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজ রাতে আর কোনো কথা হবে না। আজ রাতটা তোমার। চলো শুতে যাই। আজ সারাদিন অফিসে কী কী করলে সব শুনব, হোম সেক্রেটারি।' তিনি স্ত্রীর নিতম্বে

খেলাচ্ছলে চাপ দিলেন।

হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তবে চলো শুতেই যাই।'

এবারই প্রথম নয় যে তিনি তার ভাগ্য দেবতাকে এ বলে ধন্যবাদ দিলেন এমন চমৎকার, সাপোর্টিভ একজন স্বামী পেয়েছেন।

শুধু যদি ওকে মিথ্যা কথাটা বলতে না হতো।

সিসিটিভির ফুটেজ তেমন পরিষ্কার ছিল না। তবে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল।

আগামীকাল তিনি টেপটি এডোয়ার্ড ম্যানিংকে দেখাবেন।

এডোয়ার্ড জানেন কী করতে হবে।

ষোলো

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন।

'টেবিলের ওপর মাথা রাখো, ইউ লিটল বিচ!'

হাউজ অব কমন্সে বসে সেক্স করলে সবসময়ই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর তরুণ সার্ভিস স্টাফকে নিয়ে এখানে বসে এসব অবৈধ কাজকাম করার মজাই আলাদা। রাতে চাইনিজ ডিপ্লোমেটিক পার্টির সম্মানে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। তারা বিদায় নিতেই স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং দরজা বন্ধ করে হামলে পড়েছেন বাইশ বছরের রোমানিয়ানটির ওপর।

'পা ফাঁক করো।'

টেবিলের ওপর রাখা চমৎকার ওয়াটারফোর্ড ক্রিস্টাল ওয়াইন গবলিটগুলো ধাক্কার চোটে বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের ট্রাউজার্স গোড়ালি পর্যন্ত নামানো তবে টাই খোলেননি তিনি, শার্টও পরনে, গদাম গদাম করে দ্রুত ধাক্কা মেরে চলেছেন।

'এত জোরে না, এডোয়ার্ড, প্লিজ! লাগছে তো!'

'স্যার এডোয়ার্ড বলো, মাই ডিয়ার। আর আমি তো চাই-ই ব্যথা পাও। ওতেই তো মজা।'

তরুণ রোমানিয়ানকে টেবিলে আরও জোরে ঠেসে ধরে এডোয়ার্ড পালিশ করা কাঠের ওপর উঠে এলেন, বাইশ বছরের লাভারের নরম শরীরে কোলা ব্যাঙের মতো মেলে দিলেন নিজেকে। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং নিজের যৌবন হারিয়েছেন অনেক আগেই এবং এ জন্য এখন তাঁর আফশোসও নেই। তবে তাজা মাংসের প্রতি তাঁর এখনও প্রবল লোভ বিশেষ করে যদি তা মাগনা পাওয়া যায়। ধাক্কা লেগে ক্রিস্টালের একটি গ্লাস নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে পরে সশব্দে চৌচির হলো। তারপর আরেকটি।

অঙ্গচালনা দ্রুততর করলেন স্যার এডোয়ার্ড। এখন সকাল, দরজাও বন্ধ তবে চান না কেউ তাদেরকে বিরক্ত করুক।

অবশেষে সুখের আতিশয্যে গুঙিয়ে উঠলেন এডোয়ার্ড, তাঁর বীর্যস্খলন হলো। রোমানিয়ানের মসৃণ, নগ্ন নিতম্বে সমস্ত রস ঢেলে দিলেন তিনি। তারপর ট্রাউজার্স টেনে নিলেন কোমরে, আঁচড়ে নিলেন চুল, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন টেবিলের ওপর

হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যুবকটির দিকে।

'আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে না, সের্গেই। স্টুয়ার্ডরা এসে সাফ করে দেবে।'

সের্গেই মিলেস্কু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বুড়ো লোকটার দিকে। সে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে ভীষণ ঘৃণা করে। তবে নিজের ওপর তার আরও বেশি ঘৃণা হচ্ছে সে নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বলে। ইংরেজটা তার সঙ্গে যা করেছে, তা খুবই জঘন্য একটা কাজ, যন্ত্রণাদায়ক এবং লজ্জাকর। তবে সের্গেই তার যন্ত্রণাদানকারীর মতোই মজা পেয়েছে।

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের কাছে সে শুধু সেক্সের জন্য আসেনি। ম্যানিং একজন প্রভাবশালী মানুষ, তাঁর নানান জায়গায় যোগাযোগ রয়েছে। তিনি ধনী, এতই ধনী যা সের্গেই মিলেস্কুর কল্পনাতেও নেই। গত ছয় মাস ধরে ম্যানিং সের্গেইয়ের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে আসছেন, সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে, যে অপমান তাকে সহ্য করতে হচ্ছে তার শোধ সে অবশ্যই নেবে।

'এখানে এসো।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাঁর কুকুরকে আদর করার মতো সের্গেইর চুল হাত বুলিয়ে ঠিকঠাক করে দিলেন। বুড়োর হাড্ডিসার আঙুল ছুঁয়ে গেল সের্গেইর মসৃণ গালে।

'তুমি মজা পেয়েছ, পাওনি?'

মাথা ঝাঁকাল সের্গেই। 'পেয়েছি। কিন্তু সবসময় এখানেই কেন করতে হবে? এটা তো আমার কাজের জায়গা। মাঝে মাঝে তোমার বাড়ি যেতে পারি না? নিজেকে আমার মনে হয়...'

'কী মনে হয়?' গরগর করে উঠলেন স্যার এডোয়ার্ড, তাঁর হাত পৌঁছাল ছেলেটার লৌহ কঠিন দণ্ডে।

'তুমি জানো কী মনে হয়,' গুঙিয়ে উঠল সের্গেই। 'বেশ্যা।'

'ওহ্, বাট মাই ডিয়ার বয়, দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট অব দ্য ম্যাটার। তুমি আমার ছোট্ট বেশ্যা।'

আমি তোমাকে ঘৃণা করি, মনে মনে বলল সের্গেই, প্রেমিকের হাতের স্পর্শে মোচড় খাচ্ছে শরীর।

তার বীর্যপাত হবে হবে, এমন সময় চট করে ওকে ছেড়ে দিলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি সের্গেইকে অবাক করে দিয়ে। 'তুমি যদি খুশি হও পরেরবার আমরা আমার বাসায় বসে করব।'

আমি খুব খুশি হবো। ভীষণ।

'সত্যি?'

'সত্যি।' স্যার এডোয়ার্ড ওকে চুমু খেলেন। 'বেরুবার সময় ঘরের বাতি বন্ধ

করতে ভুলো না।'

সেদিন সকালে, বিশ্রাম নিয়ে, গোসল-টোসল সেরে, মুখে ক্লোরিন আফটার শেভ মেখে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং এসে টেবিলে বসলেন তাঁর নতুন বসের ফাইল পড়ার জন্য।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি (ওরফে পার্কার), এমপি নর্থ অক্সফোর্ডশায়ার। জন্ম ৮ এপ্রিল, ১৯৫৪, বিয়ে ১৯৮২ লর্ড এডোয়ার্ড, স্ট্যানলি, রিজমেন্ট ডি ভিরি। দুটি সন্তান, রোজান এমিলি (১৯৮৩), মাইকেল এডোয়ার্ড রিজমেন্ট (১৯৮৫)। ৬ বছর ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন। ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ছিলেন জুনিয়র মিনিস্টার ফর প্রিজনস।

আগ্রহ জন্মাবার মতো তেমন কিছুই নেই নতুন হোম সেক্রেটারির ফাইলে। আর এ ব্যাপারটি আগ্রহী করে তুলল স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে। কেউ যখন তাঁর অফিসে আসে (সকল সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তার মতোই স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংও হোম অফিসকে তাঁর বাড়ি বলে মনে করেন। মন্ত্রীরা আসে, যায় কিন্তু স্যার এডোয়ার্ড এবং তাঁর স্টাফরা চিরস্থায়ী ফিকশ্চারের মতো রয়ে যান। আসলে তাঁরাই তো দেশ চালাচ্ছেন), তাদের এমআই ফাইভের ফাইলটি ঢাউস সাইজের হয় এবং তাতে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ অনেক বিষয় লেখা থাকে। স্যার এডোয়ার্ড পাঁচজন হোম সেক্রেটারির সঙ্গে কাজ করেছেন, লেবার এবং কনজারভেটিভ পার্টি উভয়ই। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কখনও কিছু প্রমাণ করা যায়নি।

আলেক্সিয়া ডি ভিরির ফাইলটি বড্ড পাতলা, প্যামফ্লেটই বলা যায়। গত বছর তাঁর রিফর্ম বিল নিয়ে গণমাধ্যমে বেশ একটা হৈ চৈ হয়েছিল, এছাড়া মিসেস ডি ভিরি সম্পর্কে কখনও কিছু শোনা যায়নি। একজন লিবারেল এমপি'র সেক্রেটারি হিসেবে তিনি তরুণ বয়সে কাজ করেছেন। কয়েক বছর স্থানীয় রাজনীতি করেছেন। এক ধনবান ব্রিটিশ লর্ডকে বিয়ে করে সমাজের উঁচু স্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের দুটি সন্তান, এদের মধ্যে একটি বখে গেছে। (রোজান ডি ভিরি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল বলে শোনা যায়। ডি ভিরিদের নিখুঁত পরিবারে এটিই একমাত্র মশলা মাখানো খবর)। মিসেস ডি ভিরির সফল রাজনৈতিক ক্যারিয়ারটি আরও ফেঁপে ওঠে নতুন প্রধানমন্ত্রী হেনরী হুইটম্যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সুবাদে। (এ বিষয়টিও খোঁচাচ্ছে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে। প্রায় ষাট বছর বয়স্ক মিসেস ডি ভিরির সঙ্গে তরুণ, নববিবাহিত পার্টি প্রধানের মধ্যে কমন ব্যাপারটি কী রয়েছে? কোন না কোনো কানেকশন অবশ্যই আছে, খতিয়ে দেখতে হবে।)

তবে এরকম কোনো ইংগিত একেবারেই নেই যে কেন আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে প্রিজন মিনিস্টার থেকে সরাসরি হোম সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়া হলো।

আলেক্সিয়া ডি ভিরির ফাইলটি এ জন্যই চিত্তাকর্ষক যে এতে অনেক কিছু গোপন করা হয়েছে।

উনি আমার কাছে রহস্য গোপন করছেন। কিন্তু আমি ঠিকই তা খুঁজে বের করব।

এই অফিস এবং আমাদের কাজ রক্ষা করার জন্য আমার জানতে হবে উনি কে এবং এখানে কী করছেন...

'গুড মর্নিং, এডোয়ার্ড। তুমি দেখছি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছ।'

দুর্বলচিত্তের মানুষ হলে লাফিয়ে উঠত। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং শান্ত ভঙ্গিতে ফাইল বন্ধ করে ওটা চালান করে দিলেন নিজের ডেস্কের ড্রয়ারে, তাঁর বাজপাখির মতো চেহারায় ফুটল হাসি।

'একদমই নয়, হোম সেক্রেটারি। এখন প্রায় আটটা বাজে।'

তিনি তাঁর বসকে নাম ধরে এবং 'তুমি' করে বলতে বলেছেন। তবে আলেক্সিয়া নাম ধরে ডাকলেই তাঁর অস্বস্তি লাগে। হয়তো তাঁর নামের উচ্চারণটা ঠিক পছন্দ হয় না। কিংবা আলেক্সিয়া ডি ভিরি নারী বলে তাঁর আঁতে ঘা লাগে। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং এর আগেও মহিলাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তবে কোনোদিনই নিজের পছন্দে নয়। সমকামী বলেই হয়তো নারীদের সঙ্গ তাঁর পছন্দ হয় না। ঘিনঘিন করে গা।

'আমাকে তুমি আলেক্সিয়া বলে ডাকতে পার।'

'সে ঠিক আছে, হোম সেক্রেটারি। আপনাকে যেন একটু ক্লান্ত লাগছে।'

অফিসের জানালায় চট করে একবার তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিলেন। তাঁর চোখ মুখ কুঁচকে উঠল। এডোয়ার্ড ঠাট্টা করেনি। সত্যি তাঁর চোখ ফুলে আছে, ত্বক শুষ্ক, মুখের বলিরেখাগুলো কেমন বিশ্রিভাবে ফুটে আছে। অথচ সপ্তাহখানেক আগেও এতটা প্রকট লাগেনি ওগুলো। *লোকে বলে উচ্চ পদের চাপ নাকি বয়স বাড়িয়ে দেয়। হয়তো ইতিমধ্যে সে প্রক্রিয়াই শুরু হয়ে গেছে।*

'গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

'ওহ, সরি।'

'এক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু আমি গেট হাউজে আসতে আসতে দেখি সে চলে গেছে।'

ভুরু কোঁচকালেন স্যার এডোয়ার্ড। 'লোকটার পরিচয় জানেন না?'

'নাহ। তবে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।' সঞ্জয় প্যাটেলের কথা সংক্ষেপে বললেন তিনি, জানালেন প্যাটেলের মৃত্যুর পরে তাঁকে নানান হুমকি দেয়া হয়েছিল। 'টেপে লোকটার ফুটেজ আছে, যদিও কোয়ালিটি খুব খারাপ।' ব্রিফকেস থেকে একটি রূপোলি ডিস্ক বের করে ম্যানিংকে দিলেন।

'আমি এটা সরাসরি Met-এ পাঠিয়ে দেব। আসছে শুক্রবার বিকেল তিনটায় আপনার সিকিউরিটি ঢেলে সাজানো হবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন তো?'

'পারব,' রূঢ় গলায় বললেন আলেক্সিয়া।

'পুরো ব্যাপারটাই আসলে মনোযোগ নষ্ট করার একটা চেষ্টা। তবে এ নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এসো, কাজ শুরু করা যাক।'

সতের

সে তার মাথার মধ্যে কণ্ঠগুলো শুনতে পায়।

কয়েকটি কণ্ঠ সে চিনতে পারে, ভেসে আসে অতীত থেকে।

তার সেরা বন্ধু।

তার স্ত্রী। সাবেক স্ত্রী।

তার কন্যা।

তার মেয়ের কণ্ঠ সবসময় তাকে শান্ত করে তোলে, তার মুখে হাসি ফোটায়।

মাঝে মাঝে তার মনে হয় এটি প্রভুর কণ্ঠ, প্রবল ক্রোধে পূর্ণ। আবার কখনও মনে হয় এটা শয়তানের গলা; বিকৃত, অশুভ, অমানুষিক। সে শুধু নিশ্চিতভাবে এটাই জানে এটা ভয়ের কণ্ঠ। কণ্ঠটি তাকে ভয়ংকর সব কথা বলে, তার কাছ থেকে ভয়ানক সব জিনিস দাবি করে। এ কণ্ঠটি সন্তুষ্ট হতে চায়, একে মেনে চলতেই হবে। কিন্তু সে যদি ওকে দেখতেই না পায় তাহলে কণ্ঠের আদেশ কী করে মেনে চলবে?

আলেক্সিয়া ডি ভিরি সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

'আপনি কি কিছু বললেন?'

মিসেস মারজোরি ডেভিস সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর লেটেস্ট পেয়িং গেস্টকে দেখছেন। কটসউল্ডসে পঁচিশ বছর ধরে বোর্ডিং হাউস চালাচ্ছেন মিসেস ডেভিস, নানা কিসিমের অদ্ভুত সব মানুষ দেখেছেন। বাহা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একবার এক দম্পতি এসেছিল। তারা ক্রিস্টাল নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। প্রতিদিন সকালে, নাশতার সময় তারা সসেজ এবং বিনসের চারপাশে ক্রিস্টালগুলো বৃত্তকারে সাজিয়ে রাখত। এতে নাকি 'পজিটিভ এনার্জি'র বৃদ্ধি ঘটে। আরেকবার এক ফরাসী সমকামী দম্পতি ঘর ভাড়া দিতে চায়নি বাথরুমে মাকড়সা ছিল বলে। কানাডা থেকে আসা আরেক ক্রিশ্চিয়ান দম্পতি এক বসায় একেকজন চার কাপ করে ফুলক্রিম দেয়া চা গলাধকরণ করত। তবে এবারকার ভাড়াটেটি এদের সকলের চেয়ে অদ্ভুত। সে সারাক্ষণ আপনমনে কথা বলে এবং গভীর রাতে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায় আর ধর্মীয় শ্লোক আওড়াতে থাকে। আজ সকালে সে নাশতা করতে এসেছে নোংরা একটা টিশার্ট পরে, গালে গিজগিজে দাড়ি। মিসেস ডেভিস চিন্তা করছিলেন এ লোকটা বিপজ্জনক নয় তো!

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল লোকটা, 'বুঝতে পারিনি আমি জোরে কথা বলে

ফেলেছি।'

এ নির্ঘাত পাগল। মিসেস ডেভিস অস্ত্রের মতো উঁচিয়ে ধরলেন হাতের টিপট।

'আরেকটু আর্ল গ্রে দেব?'

'না, ধন্যবাদ। আপনি বিলটা দিন। আমি নাশতা খেয়েই চলে যাব।'

যাক বাবা এর কাছ থেকে তবে নিষ্কৃতি মিলছে।

'ওহহো, এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন?' বললেন মিসেস ডেভিস।

'শুনে খারাপই লাগছে। অক্সফোর্ডশায়ারে কেমন কাটল দিন?'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা, যেন বুঝতে পারেনি প্রশ্ন। 'আলেক্সিয়া ডি ভিরির সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।'

'কী বললেন?'

'বললাম হোম সেক্রেটারির সঙ্গে আমার দেখা করা প্রয়োজন।' টেবিলের ওপর মুষ্ঠাঘাত করল সে। 'সে আমাকে আশা করছে। আমরা পুরানো বন্ধু।'

পিছিয়ে গেলেন মারজোরি ডেভিস। লোকটা নাশতায় মনোনিবেশ করল। তিনি দ্রুত রিসেপশনে গিয়ে লোকটার বিল রেডি করতে লাগলেন। তার সুটকেস হলওয়েতে। সুলক্ষণ। লোকটার খাওয়া শেষ হতেই টেবিলে ফিরে এলেন মিসেস ডেভিস।

'আপনি এখন রওনা হলেই ভালো করবেন। আমি ভিসা কিংবা মাস্টারকার্ড দুটোই নিই।'

লোকটা বিল মিটিয়ে দিল, হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে নিয়ে কোনো কথা না বলে চলে গেল।

সে চলে যাওয়ার পরে ক্রেডিট কার্ডে তার স্বাক্ষরে চোখ বুলালেন মিসেস ডেভিস। কী জানি হয়তো এর নাম একদিন খবরে শুনতে পাবেন তিনি, জানবেন এ লোক সরকারের বিরুদ্ধে মস্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মি. উইলিয়াম জে. হ্যামলিন

হ্যামলিন।

নামটা মনে থাকবে মিসেস ডেভিসের।

আঠের

কারাগারের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে বিলি হ্যামলিন।

কথাটি অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। রেগুলারিটি, রুটিন, অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে সহমর্মিতা। সব কিছুই বেশ মানিয়ে নিয়েছে বিলি।

তবে প্রথম বছরটি ছিল সবচেয়ে কঠিন। ওর বাবার নিবাসের কাছাকাছি একটি ফ্যাসিলিটিতে ওকে স্থানান্তর করা হয়। বিলির দণ্ড ঘোষণার তিন মাস পরেই তার বাপ জেফ হ্যামলিন হার্ট-অ্যাটাক হয়ে মারা যায়। বিলি নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে এই বলে যে তার গ্রেপ্তার এবং মামলার কারণে তার বাবার স্বাস্থ্যহানি ঘটেনি, যদিও বুকের ভেতরে সে আসল কথাটি জানত। ভীষণ অপরাধবোধে ভুগত বিলি।

এদিকে, বিলির আইনজীবী লেক্সি লস তাকে একের পর এক মেসেজ পাঠিয়ে গেছে সে আপিলের চেষ্টা করছে। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, শেষে বছরও পেরিয়ে যায়, আপিলের জন্য আর দিন তারিখ নির্ধারণ হয় না। বিলি হাল ছেড়ে দেয় এ ভেবে তাকে পূর্ণ মেয়াদ শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

কুড়ি বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা বড়ই কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক। ভালো আচার ব্যবহারে শাস্তি কমে পনেরো বছর হওয়ার সম্ভাবনাও বিলির কাছে তেতো বড়ির মতো মনে হয়। বিলি হ্যামলিন সিদ্ধান্ত নেয় সে একটি মাত্র ইতিবাচক দিক নিয়ে ভাববে যেটি তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত   টনি গিলেত্তি।

যখন আমি জেল থেকে ছাড়া পাব, টনিকে দেখব আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এ একটি মিষ্টি, নেশার মতো কল্পনা, আর বিলি হ্যামলিন এটিকে জীবন ভেলার মতো আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

আমি যখন এখান থেকে ছাড়া পাব, নিজের শীতল, একাকী বাঙ্কে শুয়ে প্রতিরাতে ভাবে বিলি, *আমি টনির সঙ্গে প্রতি রাতে প্রেম করব, প্রতি রাতে পাঁচবার করে। হারানো সময়টা পুষিয়ে দেব।*

সে টনির পেলব, উদ্দীপক কিশোরী দেহের স্বপ্ন দেখে ঘুমিয়ে এবং তার ত্বকের গন্ধ নাকে নিয়ে জেগে ওঠে, মনে হয় বুকে যেন সোনালি মখমল চুলের আদর মাখিয়ে দিয়েছে ওর প্রেমিকা। কিন্তু বছর যায়। টনির কাছ থেকে কোনও খবর আসে না। না চিঠি, না ফোন, না কোনোরকম দর্শন– বিলি টনির এ অনুপস্থিতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন গল্প

তৈরি করে।

ওর বাবা ওকে বিলির কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না।

টনি হয়তো অনেক দূরে কোথাও ট্রেকিং-করতে গেছে আন্দেজ পর্বতমালাতেও হতে পারে- দু'জনে আবার একত্রিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ও হয়তো বিলিকে ভুলে থাকতে চাইবে।

টনি হয়তো চাকরি করছে, বিলি জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে ওরা দু'জনে মিলে যে বাড়িটি কিনবে তার জন্য টাকা জমাচ্ছে।

কিন্তু কল্পনা বা ফ্যান্টাসিগুলো দিনদিন নিজের কাছেই এমন হাস্যকর মনে হতে থাকে যে বিলি তার সম কয়েদীদের সঙ্গে টনিকে নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। বদলে সে টনিকে একটি ধাতব বাক্সে বন্দি করে রাখে, রাতের বেলা যখন সেলের বাতি নিভে যায়, ওই সময়ে গোপনে আনন্দে সে সেই বাক্সটি খোলে। এই রোমান্টিক স্বপ্নগুলো বুকে পুষে বিলি তার কারাগারের জীবন উপভোগের চেষ্টা করে, সায়েন্স এবং মেকানিক্স ক্লাসে সে হাজিরা দেয়, প্রিজন ফার্মে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এবং এগুলো করে সে আনন্দও পায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শিশু হত্যাকারীদেরকে জেলখানায় খুবই ঘৃণার চোখে দেখা হয়, ইনমেটরা তাদের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু বিলির মধ্যে এমন কিছু আছে, সারাক্ষণ হাসিখুশি ভাবের কারণেই হয়তো ওকে কেউ কিছু বলে না।

তবে কেউই বিশ্বাস করে না যে নিকোলাস হ্যাণ্ডেমেয়ারকে হত্যা করেছে বিলি। তার ট্রায়াল ছিল একটা প্যারোডি।

পনের বছর পরে, যেদিন ইস্টজার্সি স্টেট প্রিজন থেকে বেরিয়ে এল বিলি, ওকে স্বাগত জানাতে কেউ জেল গেটে অপেক্ষা করছিল না। ওর বাবা মারা গেছে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। সে কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও যোগাযোগ করল না এই ভয়ে ওরা যদি তাকে এড়িয়ে যায়।

তাই সে যে কাজটি করতে পারত সেটাই করল।

চলল টনি গিলেত্তির খোঁজে।

সে সবার আগে এল নিউ জার্সিতে টনির বাবা-মার বাড়িতে। এখানে আগে কখনও সে আসেনি তবে ঠিকানা মনে ছিল। এ বাড়ির ছবি দেখেছে বিলি *ড্রিম হোমস* পত্রিকায়।

যে চাকরানিটি দরজা খুলে দিল সে বিলির সঙ্গে সদয় আচরণই করল। তার ভাই টাইরডকে সামান্য ছিঁচকে চুরির অপরাধে আট বছর জেল খাটতে হয়েছে এবং সে জানে এতদিন কাউকে কারাগারে বন্দী থাকতে তার বুকের ভেতরটা কেমন ছারখার হয়ে যায়। তবে সে জানাল খামোকাই এতটা পথ বয়ে এসেছে বিলি।

'বুড়ো গিলেত্তি এ বাড়ি আট বছর আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমার মনিব, কার্টাররা তখন থেকে এখানে বাস করছেন।'

হতাশায় ভীষণ মুষড়ে পড়ল বিলি।

'গিলেত্তিরা কোথায় গেছে জানো?'

'না। বোধহয় নিউইয়র্কে। ব্যবসায় ধরা খেয়ে অনেক টাকা লোকসান গেছে ওয়াল্টার গিলেত্তির। পার্টনার, ব্যাংক, নানাজনের কাছে তাঁর দেনা। এ জন্যেই তিনি এ বাড়িটি বিক্রি করে দেন। খুবই বিপদের মধ্যে ছিলেন তাঁরা।'

বিলির মনে পড়ল ওয়াল্টার গিলেত্তি খুবই দুর্বিনীত এবং উদ্ধত স্বভাবের একটা লোক ছিল। ষাঁড়ের মতো গাঁকগাঁক করত। ট্রায়ালের সময় সে বিলির বাপের সঙ্গেও খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। এত বড় লোকের সঙ্গে পেরে ওঠার ক্ষমতা তার বাবার ছিল না।

খানিক খোঁজখবর এবং ওয়াল্টারের সাবেক কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেই গিলেত্তির নতুন বাড়ির ঠিকানা পেয়ে গেল বিলি। ব্রুকলিনের মধ্যবিত্ত এলাকায় একটি পরিষ্কার ও ছিমছাম বাড়িতে গিলেত্তিরা থাকেন। তবে এখানে আসার পরে বিলির মনে হলো আবারও খামোকা সময় নষ্ট করেছে সে। নোংরা, মখমলের লেইজার সুট পরা এক বিগতযৌবনা নারী দোর খুলল।

'কী চাই?'

পরক্ষণে তার চোখ সরু হয়ে এল এবং সে আঁতকে উঠল।

'বিলি হ্যামলিন? তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে?' বিলি বুঝতে পারল এ মহিলা টনির মা।

'সান্ড্রা?'

'তোমার কাছে আমি মিসেস গিলেত্তি, খোকা।'

যীশাস ক্রাইস্ট, মনে মনে বলল বিলি। একে দেখে মনে হয় ত্রিশ বছর বেড়ে গেছে বয়স। কিংবা তারচেয়েও বেশি। 'আ-আমি টনিকে খুঁজছিলাম,' তোতলাল বিলি। মহিলা তাকে নার্ভাস করে দিয়েছে।

'টনি চলে গেছে খোকা। আর ফিরে আসবে না,' ঘরঘরে গলায় বলে উঠল মহিলা। তার গলার স্বর শুনে মনে হয় বুকে কফ জমেছে। শ্বাসকষ্টে ভুগছে।

ভয়ংকর একটি মুহূর্তের জন্য বিলির মনে হলো মহিলা বলছে মারা গেছে টনি। তবে ব্যাখ্যা দিল সান্ড্রা গিলেত্তি ট্রায়ালের কিছুদিন পরে টনি চলে যায়, শীতল গলায় জানায় বাবা-মা'র সঙ্গে সে আর সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোধ করছে না এবং সে নতুন জীবন শুরু করেছে।

'কোনো ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করল না,' হাঁপানি রোগীর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বৃদ্ধা। 'কুড়িটা বছর ওকে লালন-পালন করলাম। সেই স্নেহ-ভালোবাসার বিন্দুমাত্র দাম না দিয়ে একদিন বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে ওয়াল্টার এবং আমি তার কাছ থেকে একটা খবর পর্যন্ত পাইনি।'

বিলির মনে পড়ল সেই যাদুর সামারের কথা যখন টনির সঙ্গে সে তার বাবা-মাকে

নিয়ে গল্প করত।

টনি বলেছিল বাবা-মা'র স্নেহ বা আদর সে জীবনে পায়নি। টনির জন্য তার খুব মায়া হলো। কৃতজ্ঞবোধ করল নিজের বাবার প্রতি যার সঙ্গে তার উষ্ণ এবং হৃদ্য সম্পর্ক ছিল।

মিসেস গিলেত্তি বলে চললেন, 'তুমি বোধহয় জানো ওয়াল্টার সব খুইয়েছে। এখানে আসার কয়েক মাস পরেই স্ট্রোক হয়ে মারা যায় ও। আমার জন্য একটা কানাকড়িও রেখে যায়নি। কুত্তার বাচ্চা।'

বিলি ঘরের ভেতরে তাকাল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সান্ড্রা গিলেত্তি বলল, 'আমার মেয়ে তার বাপের ফিউনারেলে পর্যন্ত আসেনি। কুত্তি একটা।'

প্রবল হতাশ মনে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল বিলি। কারাগারে তবু ও একটা ফ্যান্টাসি নিয়ে বেঁচে থাকত। স্বপ্নের ছোট বাক্সটি ওকে সামনের দিনগুলোর জন্য টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন সে স্বপ্নও উড়ে গেল, তার জীবনের অন্যান্য সবকিছুর মতো ধ্বংস হয়ে গেল।

তবে শুধু তার নিজের জীবন নয়, গিলেত্তিরাও সবকিছু হারিয়েছে। কেনেবাঙ্কপোর্টের ওই ভয়ংকর গ্রীষ্মের সঙ্গে জড়িত সবার জীবনেই বোধকরি অভিশাপ নেমে এসেছে। বিলিকে জেলে যেতে হয়েছে তবে সবাই-ই কমবেশি শাস্তি ভোগ করেছে। সবাই যে যার মতো কর্মফল পেয়েছে। হ্যান্ডেমেয়ার পরিবারের কথা স্মরণ করতে চাইল না বিলি। তাদের পুত্রশোক হয়তো কোনোদিনই যাবে না। তারাও কি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে? ট্রায়ালের পরে এদের কী হয়েছে জানে না বিলি। তার জেলবাস কি সিনেটর হ্যান্ডেমেয়ারকে শাস্তি দিয়েছিল? বিলির তা মনে হয় না।

পরবর্তী কয়েক মাস বিলি অবিরাম টনি গিলেত্তির সন্ধান করে চলল। এ যেন প্রজাপতি ধরার জাল দিয়ে ভূত পাকড়ানোর প্রচেষ্টা। ওর বাবা ওর জন্যে যে সামান্য অর্থকড়ি রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকে এক হাজার ডলার দিয়ে একজন গোয়েন্দাও ভাড়া করল বিলি। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। টনির বিরক্ত ডাইনি মায়ের কথাই ঠিক।

চলে গেছে টনি। আর সে ফিরে আসবে না।'

কয়েক মাস বাদে বিলি হ্যামলিন টের পেল তার ভেতরে যে আবেগটি গড়ে উঠেছিল তার নাম স্বস্তি। সে স্বপ্ন দেখা বাদ দিয়েছে এবং বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছে সে তার ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করেনি। বরং মনে হয়েছে মস্ত একটা বোঝা যেন নেমে গেছে কাঁধ থেকে।

জেল থেকে বেরিয়ে বিলি হ্যামলিন মুক্ত মানব হতে পারেনি। তবে টনি গিলেত্তির আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত মানব বলে মনে হচ্ছে। অন্তত: নিজের মতো করে একটা জীবন সে শুরু করতে পারবে।

মেকানিক হিসেবে জেলখানায় ভালই কাজ শিখেছিল বিলি। জেফ হ্যামলিনের রেখে যাওয়া শেষ অর্থ সে ব্যয় করল একটি বাজি ধরে। কুইন্সে পার্টনারশিপে সে দোকান দিল হাই স্কুল জীবনের বন্ধু মাইলো বেটসের সঙ্গে। টিভিতে বিলির ট্রায়াল দেখেছে মাইলো। তার খুব খারাপ লাগত বন্ধুটির জন্য। হ্যামলিনদের পুরানো পড়শী হিসেবে এখনও আছে সে, বিয়ে করেছে বেটসি নামে মিষ্টি চেহারার একটি স্থানীয় মেয়েকে। তাদের তিনটি বাচ্চা। বেটস পরিবার তাদের ডানার নিচে ডেকে নিল বিলি হ্যামলিনকে। তাদের বন্ধুত্বই বিলির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

বেটসি বেটসই বিলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল স্যালি ডাফিল্ডের। স্যালি পরে বিলির বউ হয়। প্রথম দর্শনেও দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে ফেলে। স্যালির মাথাভর্তি লাল চুল, আশ্চর্য বরফ নীল চোখ এবং গায়ের ত্বক পুরানো আমলের পোর্সেলিন পুতুলের মতো চকচকে। তার কোমর সরু, বক্ষদুটি বড়সড়, প্রাণ খুলে হাহা করে হাসতে জানে। সে দয়ালু, মাতৃসুলভ আচরণ, লিগাল সেক্রেটারির কাজ করে। বিলি তার প্রেমে না পড়লেও তাকে খুব পছন্দ করে এবং সে সন্তানের বাপ হতে চায়। স্যালিও তাই। তো অপেক্ষা করার কোনো কারণই ছিল না।

বিয়ের প্রথম পাঁচটি বছর বেশ সুখেই অতিবাহিত হলো। বিলি এবং স্যালি দু'জনেই খুব ব্যস্ত। বিলি ঢুকেছে গাড়ি মেরামতি ব্যবসায় আর স্যালির ব্যস্ততা তাদের শিশু কন্যা জেনিফারকে নিয়ে। জেনি হ্যামলিন বাবা-মা দু'জনেরই চোখের মনি। সে মোটাসোটা, গোলগাল, গায়ে সবসময় ট্যালকম পাউডার মাখা থাকে, কেউ তাকে আদর করলে বা তার দিকে তাকিয়ে হাসলে সে খুশিতে কুঁইকুঁই শব্দ করে। বিলির মনে একটাই দুঃখ তার বাবা জেফ দেখে যেতে পারল না তার নাতনীকে এবং সুখী পুত্রকে যে এখন থিতু হয়ে বসেছে। জেনি হ্যামলিন দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল শক্তপোক্ত, সুন্দরী এবং খুবই রসিক মেয়ে হিসেবে। তার প্রতি তার বাবা-মা'র ভালোবাসাও তত বৃদ্ধি পেল।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিলি এবং স্যালির পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা কোনোদিনই ছিল না, সম্পর্কটা বন্ধুত্বের বেশিও রূপ নেয়নি। এ সম্পর্কটাও ধীরে ধীরে ফিকে হতে লাগল। স্যালি কাজে যোগদানের পরে তার এক সহকর্মীর প্রেমে পড়ে গেল। এই পরকীয়া মোটেই প্রভাবিত করল না বিলিকে। যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষ ঘুমাচ্ছে অথচ তা তুমি মোটেই আমলে নিচ্ছ না তখন বুঝতেই হবে কোথাও একটা ভজকট আছে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। হ্যামলিন দম্পতির ডিভোর্স হয়ে গেল।

কয়েক বছর পরে বিলি যখন তার মেয়ের কাছে আন্তরিকভাবে জানতে চাইল তাদের ছাড়াছাড়ি তাকে প্রভাবিত করেছে কিনা, বারো বছরের জেনি হ্যামলিন তার বাবার চোখে চোখ রেখে নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল:

'বাবা, আমি ডিম আলাদা হওয়াকে আরও বেশি আবেগ দিয়ে দেখেছি।'

তার মা যখন তাকে একই প্রশ্ন করল, জেনি উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আঁতকে ওঠার ভান করল, মুখে হাত চাপা দিল।

'কী? তুমি বলতে চাইছ তোমরা ডিভোর্স্ করেছ?'

সত্য হলো এই, জেনি হ্যামলিন সুখী, নিরাপদ, প্রাণবন্ত একটি মেয়ে। তার মা আরেকটি বিয়ে করল, তবে বিলি ওপথে পা বাড়াল না। সে তার ব্যবসা, বন্ধু মাইলো এবং ইয়াংকি স্টেডিয়ামে খেলা দেখা নিয়েই দিব্যি সুখে দিন কাটাতে থাকল।

এমন সময় কণ্ঠগুলোর উৎপাত শুরু হলো।

শুরুটা হলো স্বল্প ডিপ্রেশন আকারে। বিলি এবং মাইলোর ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না, তারপর একদিন পড়েই গেল। দেনার বোঝা বাড়ছে, স্যালির উপার্জন নেই যে ক্ষতি সামাল দেবে। মাইলো এবং বেটসি বেটসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এ ব্যাপারটি খুব আঘাত করল বিলিকে। সে ওদের মধ্যে নাক গলায়নি তবে ওর মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়া যেন কেমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সে মদ্যপান শুরু করল। প্রথমে স্বল্প মাত্রায় তারপর দেদারসে।

মাইলো বেটস শহর ছেড়ে চলে গেল। সমস্ত দেনা এসে চাপল বিলির ঘাড়ে। বিলি নিজেকে বোঝাল মাইলোকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে।

সে পুলিশকে বলল, 'ও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। মাইলো অন্তত নয়। সে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওরা ওকে অপহরণ করেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।'

যখন জিজ্ঞেস করা হলো 'ওরা' কারা, বিলি হ্যামলিন জবাবে শুধু বলতে পারল 'কণ্ঠগুলো।' একটা দুষ্ট কণ্ঠ বিলিকে বলেছে 'ওরা' মাইলো বেটসকে কিডন্যাপ করেছে। বিলি তার কাল্পনিক গল্প ফাঁদল। বলল কীভাবে অচেনা কতগুলো লোক বেটসকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে। সে পুলিশি তদন্তের দাবি জানাল।

সাবেক স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে স্যালি সমাজকর্মীদেরকে ফোন করল। তারা বলল বিলি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী, তার জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হলো। ওষুধ সেবনের পরে তার অবস্থার খানিক উন্নতি ঘটল তবে ওষুধ না খেলেই অবস্থার অবনতি হলো। আরও খারাপের দিকে মোড় নিল।

মাঝে মাঝে বিলি কয়েক মাসের জন্য উধাও হয়ে যায় তার রহস্যময় ভ্রমণে। কাউকে জানায় না সে কোথায় যাচ্ছে। ফিরে আসার পরেও কাউকে বলে না কোথায় গিয়েছিল। 'কণ্ঠ' তাকে বলে দেয় কোথায় যেতে হবে এবং বিলি আতংক নিয়ে তার নির্দেশ মেনে চলে। কেউ জানে না এসব ভ্রমণে কোত্থেকে টাকা জোগাড় করে বিলি, বিলির নিজেরও বোধকরি এ ব্যাপারে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। সে বলে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাকি রহস্যময়ভাবে টাকা জমা হয়। স্যালি এবং জেনি তাকে সাহায্য করতে চায় কিন্তু বিলি কোনো সাহায্য নিতে রাজি নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস 'কণ্ঠটি' তাকে যা করতে বলে সে যদি তা না করে, তাহলে তার জীবনে ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

মাঝে মাঝে সে বিশেষ কিছু মানুষের দিকে একঠায় তাকিয়ে থাকে। এদের অনেকেই স্থানীয় পড়শী। বিলির ধারণা এরা বিপদের মধ্যে রয়েছে। অন্যান্যরা পাবলিক ফিগার। বেসবল খেলোয়াড়। রাজনীতিবিদ। অভিনেতা।

অতি সম্প্রতি বিলি হ্যামলিন নতুন ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি আলেক্সিয়া ডি ভিরির প্রতি অবসেশড হয়ে পড়েছে। টাইম ম্যাগাজিন আলেক্সিয়াকে নিয়ে ছবিসহ একটি লেখা ছেপেছিল। সেই ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিলি। কম্পিউটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদটির ব্যাকগ্রাউন্ডের খোঁজে।

'ওঁকে আমার সাবধান করে দিতে হবে,' বিলি তার মেয়ে জেনিকে বলল।

'কী নিয়ে সাবধান করবে, বাবা?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনি। 'তুমি তো এই মহিলাকে চেনোই না।'

'সেটা কোনো ব্যাপার না।'

'কিন্তু বাবা...'

'উনি গভীর বিপদে আছেন। কণ্ঠটি তাই বলল। আমার তাঁকে সাবধান করতে হবে। আমি ইংল্যান্ড যাব।'

বিলি যে সত্যি ইংল্যান্ডে যাবে এ কথা জেনিসহ কেউই তখন বিশ্বাস করেনি।

উনিশ

টেডি ডি ভিরি কিংসমেয়ারের কিচেনে ঢুকলেন চোখমুখ শুকনো করে।

'কী হয়েছে, ড্যাডি?' জিজ্ঞেস করল রক্সি। 'গ্রানির মতো করে বলতে হয় তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এক শিলিং হারিয়েছি, পেয়েছি ছয় পেন্স।'

হাসলেন না টেডি। 'ডেনিকে দেখেছ?'

ডেনি পরিবারের প্রাচীন এক সদস্য, ড্যাকসহুনড কুকুর, তার আইকিউ একটা বাধা কপির সমান। খাটো পায়ের খুদে এই সারমেয়টিকে ডি ভিরি পরিবারের সবাই খুব ভালোবাসে। বিশেষ করে টেডি।

'সকাল বেলায় হাঁটতে গিয়ে ওকে ডাকাডাকি করলাম। এল না। ওকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে কোথাও,' বলল রক্সি। 'কিংবা গেম-কিপারের কটেজেও চলে যেতে পারে সসেজের লোভে। খুঁজে দেখব?'

'দেখবে? দেখতে পারো। তবে ওর জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।'

আধঘণ্টা পরে রক্সিও চিন্তিত হয়ে পড়ল। গোটা বাড়ি দু'বার খুঁজেছে ওরা, কোনো জায়গায়ই বাদ দেয়নি। কোনো সন্দেহ নেই চলে গেছে কুকুরটা।

'মা ওকে ভুল করে নিয়ে যায়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রক্সি। আজ সকালে লন্ডন গেছেন আলেক্সিয়া। 'একবার ফোন করবে?'

'ফোন করেছিলাম। বলল ও ওর বাস্কেট চেক করেনি তবে ডেনিকে কোথাও দেখেছে বলেও মনে করতে পারল না। ডেনি নিশ্চয় বাড়ির বার হয়নি।'

'ইয়োর লর্ডশিপ।'

আলফ্রেড জেনিংস ঢুকল কিচেনের দরজা দিয়ে। টেডি ডি ভিরি তাঁর টাইটেল বিসর্জন দিয়েছেন আরও এক দশক আগে, যখন আলেক্সিয়া প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন করেন, তবে ডি ভিরিকে 'লর্ডশিপ' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন করতেই পারে না আলফ্রেড। এ অভ্যাস যেন তার মজ্জায় ঢুকে গেছে।

'ওকে পেলে?' আশার আলো জ্বলে উঠল টেডির অবয়বে।

বৃদ্ধ দারোয়ান নিজের পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'জ্বি, ইয়োর লর্ডশিপ। ওকে খুঁজে পেয়েছি।'

আলেক্সিয়া ডি ভিরি ফ্রেটের চাদরটা টেনে নিয়ে বিছানায় এলিয়ে দিলেন গা। সারাদিন বেশ খাটুনি গেছে– হোম সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পাবার পরে প্রতিটি দিনই প্রচুর খাটাখাটুনি করতে হচ্ছে– এ মুহূর্তে নগ্ন পায়ে ইজিপশিয়ান কটনের মোলায়েম স্পর্শ ভারী সুখকর লাগছিল। আলেক্সিয়া সাধারণত টার্নবুল অ্যান্ড আশার পাজামা পরে ঘুমান তবে লন্ডনে গত তিনদিন ধরে খুব গরম পড়েছে এবং ডি ভিরিদের চেইনি ওয়াক হাউজে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।

টেডি আজ কিংসমেয়ার থেকে ফোন করেছিলেন। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তিনটে মেসেজ পাঠিয়েছেন তবে টেডিকে ফোন করার জন্য একটা মুহূর্ত ফুরসত পাননি আলেক্সিয়া। তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন এমন সময় ওটা বেজে উঠল।

'ডার্লিং, আমি খুব দুঃখিত। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এখানে কী রকম কাজের চাপ। দুটো সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে, আমার প্রথম ফুল কেবিনেট মিটিং। আমি–'

'আলেক্সিয়া। একটা ঘটনা ঘটেছে।'

টেডির গলার স্বরে সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন আলেক্সিয়া।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। *অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? মাইকেল, রক্সি।*

'কেউ কুকুরটাকে বিষ খাইয়েছে।'

মুহূর্তের জন্য স্বস্তি বোধ করলেন আলেক্সিয়া। *ওহ, ডেনি।*

ছেলেমেয়েদের কিছু হয়নি। তবে পরক্ষণে টেডির বলা কথাটার মাজেজা উপলব্ধি করে তিনি একটা ধাক্কা খেলেন।

'বিষ খাইয়েছে? ইচ্ছাকৃত ভাবে?'

'আমি জানিনা। মালীদের কেউ ইঁদুর মারার ওষুধ বের করেছে বলে স্বীকার করছে না। আর পশু চিকিৎসক বলছেন ওর পেট ভর্তি এই বিষে।'

'পেট ভর্তি বিষ? ও কি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, ও মারা গেছে! আর এ কথাটাই সারাদিন ধরে তোমাকে বলার চেষ্টা করছি আমি।'

আলেক্সিয়া টের পেলেন টেডির গলা কাঁপছে। তিনি কুকুরটাকে খুব ভালবাসতেন। হঠাৎ ভয় লাগল আলেক্সিয়ার। রহস্যময় ফোন। ডেনির মৃত্যু। দুটির মধ্যে হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি থাকে? এ কী ধরনের সাইকোপ্যাথ যে একটি মিষ্টি কুকুরকে হত্যা করতে পারে?'

স্বামীকে কিছুক্ষণ সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ফোন রেখে দিলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। তবে সঙ্গে সঙ্গেই ওটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তাঁর শাশুড়ি যেন ফোন না করেন। ডোয়েগার লেডি ডি ভিরির বয়স ছিয়ানব্বই, পুরোপুরি বধির, তাই বলে ফোনে কথা বলায় তাঁর উৎসাহে কমতি নেই। তিনি ফোনে তাঁর পুত্রবধূকে চিৎকার করে রান্নার রেসিপি বলেন

যদিও আলেক্সিয়া জন্মের পর থেকে জীবনেও কিছু রান্না করেননি আর এখন দেশ চালানোর দায়িত্ব পাবার পরে এসবের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রশ্নই নেই। তাঁর শাশুড়ি ফোন করেই শুরু করেন, 'টেডি বাইম মাছের ঝাল খেতে খুব পছন্দ করে। তোমার হাতের কাছে কাগজ কলম আছে তো?'

তবে টেডির মা ফোন করেননি। লাইনে মৃদু ক্লিক শব্দে আলেক্সিয়া বুঝতে পারলেন এটি একটি লং ডিসটেন্স কল। যদিও অপরপ্রান্তে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

'হ্যালো?' মাঝে মাঝে লাইনে দেরীতে গলা শোনা যায়, যদি ইউএস থেকে ফোন আসে। 'লুসি, তুমি?'

লুসি মেয়ার, মার্থাস ভাইনইয়ার্ডে আলেক্সিয়ার গ্রীষ্মকালীন পড়শী, এ সময়ে তাঁকে ও ছাড়া আর কেইবা ফোন করতে পারে? ছুটির দিনগুলোতে লুসি তাঁকে ফোন করে, রাজনীতির বাইরে শান্তিময় সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে।

'লুস, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আবার ট্রাই করো।'

কিন্তু লুসি মেয়ার নয়, ভেসে এল নীচু কণ্ঠের একটি ঘড়ঘড়ে গলা। 'দিন আসছে। সেইদিন যেদিন প্রভুর ক্রোধ তোমার ওপর আছড়ে পড়বে।'

বিকৃত কণ্ঠের লোকটা ভয় দেখাতে চাইছে। তার গলা শুনে সত্যি ভয় পেলেন আলেক্সিয়া। শক্ত করে চেপে ধরলেন হ্যান্ডসেট।

'কে?'

'তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ। তোমাকে আমি অন্ধ মানুষের মতো অসহায় করে দেব।'

'আমি জানতে চাইছি কে আপনি?'

'তোমার রক্ত গড়িয়ে পড়বে ধুলায় এবং তোমার দেহ পচতে থাকবে জমিনে। খুনী মাগী।'

কেটে গেল লাইন। আলেক্সিয়া ফোন নামিয়ে রাখলেন। ভয়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলেন।

চোখ বুজলেন তিনি। অফিসের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যটি ভেসে উঠল মনছবিতে: রূপোর মতো চকচকে টেমস নদীর ভয়ংকর স্রোত ফণা তুলে তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে, তাঁকে দু'টুকরো করে ফেলছে।

কেউ আমাকে ঘৃণা করে।

পানির স্রোত ক্রমে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল।

কুড়ি

আলেক্সিয়া ডি ভিরি তাঁর ডেস্কে অধৈর্য ভঙ্গিতে একটি মন্টব্লাঙ্ক সিলভার ফাউন্টেন পেন ঠুকছেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিয়র মেট্রোপলিটান পুলিশ অফিসারের আসার কথা বেলা তিনটার সময়। কিন্তু তিনি এখনও পৌছাননি। আর মিটিংয়ে দেরি করা মোটেই পছন্দ করেন না আলেক্সিয়া।

রাজনীতিতে তাঁর প্রথম বস ছিলেন কদর্য চরিত্রের এক লিবারেল এমপি। নাম ক্লাইভ লিনস্টার। তবে তিনি ভীষণ সময়ানুবর্তিতা মেনে চলতেন এবং এ শিক্ষাটা আলেক্সিয়া ধরে রেখেছেন সারা জীবন। *তবে ক্লাইভ ছিল একটা অ্যাসহোল!* মনে মনে বললেন তিনি। ক্লাইভের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবনটাই বদলে দিয়েছেন আলেক্সিয়া। তবে ক্লাইভ নিজেই ছিলেন একটি হরর বিশেষ। মধ্য চল্লিশ, বিবাহিত ক্লাইভ লিনস্টার ছিলেন বেঁটেখাটো, টাক মাথা, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ ছুটত। আলেক্সিয়া পার্কারের (তখন এ নামটিই ছিল তাঁর) কাছে অবাক লাগত তাঁর বস কীভাবে শুধুমাত্র একজন নারী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

'ক্ষমতা হলো এক অবিশ্বাস্য অমৃত,' দুপুরের পেটপুজো সেরে আলেক্সিয়ার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বলছিলেন ক্লাইভ। এক মাস পরেই বোঝা হয়ে গিয়েছিল তার যে ধরনের ব্যক্তিগত সহকারীর প্রয়োজন, আলেক্সিয়া তার সঙ্গে যায় না। 'ছেলেটার জন্য প্রস্তুতি না থাকলে তুমি কখনও ওয়েস্টমিনস্টারে এগোতে পারবে না।' আলেক্সিয়া তাঁর জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, দাঁতমুখ খিঁচালেন ক্লাইভ।

'অন্তত: আমি 'ওয়েস্টমিনিস্টার' শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি আপনি তো তাও পারেন না।'

উল্টো খেঁকিয়ে উঠেছেন আলেক্সিয়া, 'আর খেলার সবরকম ইচ্ছেই আমার আছে। শুধু আপনার সঙ্গে নয়।'

লিনস্টারের অফিস থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসার সময় আলেক্সিয়া ভেবেছিলেন খুব দ্রুত আরেকটি চাকরি পেয়ে যাবেন। বদলে পরবর্তী ছ'টা মাস তাঁকে কাটাতে হলো হাফমুন স্ট্রীটের জোন অ্যান্ড হর্সেস বারের পেছনে।

'কোন এমপিই আমার কাছে ভিড়বে না,' নালিশের সুরে তিনি কথাটা বলছিলেন

তাঁর এক নিয়মিত খদ্দের, তরুণ ফিনান্সিয়াল এডোয়ার্ড ডি ভিরিকে। 'যেন আমার প্লেগ হয়েছে। ওই হারামজাদা লিনস্টার নিশ্চয় সবার কানে বিষ ঢেলেছে।'

'তুমি চাইলে কার্লটন ক্লাবের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি। দেখি যদি ওখানে কোনো কাজটাজ থাকে।'

'আপনি কার্লটনের সদস্য?' ওই প্রথম আলেক্সিয়া বুঝতে পারেন এডোয়ার্ড ডি ভিরির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মানুষজনের চিন-পরিচয় রয়েছে। সেন্ট জেমসের কার্লটন ক্লাব খুবই নামদামী ক্লাব। এটি টরি পার্টি সদস্যদের ক্লাব। সকল হবু কনজারভেটিভ রাজনীতিবিদদের মতো আলেক্সিয়াও ওখানে প্রবেশের সুযোগ পেলে নিজের আত্মা বিক্রি করে দিতে রাজি। তবে ওখানে কোনো নারীর প্রবেশাধিকার নেই। থাকলেও অচেনা কোনো বারমেইডের চাকরি হওয়ার সুযোগই নেই।

দুই রাত পরে বারে ফিরলেন এডোয়ার্ড ডি ভিরি।

'কোনো খবর আছে?'

'আছে।'

'কী খবর?' আলেক্সিয়া বারের ওপর ঝুঁকে এলেন, তাঁর কাস্টমারকে নিজের অনিন্দ্য সুন্দর বক্ষ দেখার সুযোগ করে দিলেন। 'আমাকে রহস্যের মধ্যে রাখবেন না।'

'দুটো শর্তে তোমাকে বলতে পারি।'

'শর্ত?' আলেক্সিয়ার কপালে কুঞ্চন।

'আসলে তিনটে শর্ত।'

'তিনটে?'

'তিনটে।'

'শর্তগুলো কী?'

'প্রথম শর্ত হলো বার্তাবাহককে গালিগালাজ করা চলবে না।'

'*শিট*, ভাবলেন আলেক্সিয়া। *ও নিশ্চয় কোনো দুসংবাদ নিয়ে এসেছে।*

'আমি তা কখনোই করব না। বলে যান।'

'আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলা যাবে না। এডোয়ার্ড শুনতে ভালো লাগে না। টেডি নামে ডাকতে হবে। তুমি বলতে হবে।'

হাসলেন আলেক্সিয়া। 'ঠিক আছে, টেডি। আর তিন নম্বরটা?'

'তিন নম্বর হলো শুক্রবার রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যেতে হবে।'

একটু চিন্তা করলেন আলেক্সিয়া। ফ্রান্সেসকো নামে রয়াল ব্যালের এক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে শুক্রবার রাতে তাঁর ডেট আছে। আলেক্সিয়ার সমকামী সহকর্মীরা তাঁকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল।

'তুমি ভাগ্যবতী,' কোচ অ্যান্ড হর্সেসের মালিক নির্লজ্জভাবে ফ্রান্সেসকোর নিম্নাঙ্গের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিল। আলেক্সিয়া তাকে নৃত্যশিল্পীটির ছবি দেখিয়েছিল।

'প্রথম দর্শনেই প্রেম!' খিকখিক হেসেছে বার ম্যানেজার স্টেফানি।

নৃত্যশিল্পীর তুলনায় এডোয়ার্ড ডি ভিরি টেডি স্কুল বালক মাত্র। লাল ফুলো ফুলো গাল, মেয়েদের সঙ্গে তেমন মিশতে জানেন না। টেডি ব্রিটিশ উচ্চবিত্ত পরিবারের আদর্শ রূপ তবে তাও খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলেন না। আলেক্সিয়াকে ডেটে যেতে বলতে তাঁকে রীতিমতো সাহস সঞ্চার করতে হয়েছে। যদিও মানুষটা বেশ ফানি টাইপের। এবং তিনি কার্লটন ক্লাবের সদস্য। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তিনি জানেন আলেক্সিয়াকে কেন ওয়েস্টমিনিস্টারের সংসদ সদস্যরা কালো তালিকাভুক্ত করে রেখেছেন। আলেক্সিয়া তাঁর সঙ্গে ডিনারে যেতে রাজি না হলে তিনি ওঁর কাছে এ রহস্য ভাঙবেন না।

'ঠিক আছে। বেশ। আমি তোমার সঙ্গে ডিনারে যাব।'

'শুক্রবার।'

'হ্যাঁ, শুক্রবার। এখন দয়া করে বলো তুমি কী শুনেছ?'

গভীর দম নিলেন টেডি ডি ভিরি।

'ক্লাইভ লিনস্টার গোটা হাউজ অব কমন্সে বলে বেরিয়েছে তুমি তার সঙ্গে শুয়েছ এবং তাকে নাকি অতিষ্ঠ করে দিয়েছ।'

'আমি...তাকে...' রাগের চোটে কথা জড়িয়ে গেল আলেক্সিয়ার। 'ফাক! হাউ ডেয়ার হি! মিথ্যাবাদী শয়তান...'

'আমি তোমাকে সাতটার সময় এসে নিয়ে যাব,' হাসলেন টেডি। 'আমরা রুলসে যাব।'

একুশ

রুলসের মতো রেস্টুরেন্টে আলেক্সিয়া কখনও যাননি। লন্ডনে আসার পরে মাঝেমধ্যে দামী দামী রেস্টুরেন্টে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে শ্যাম্পেন এবং ঝিনুক পরিবেশন করা হয়, যেখানে আত্মশ্লাঘায় আক্রান্ত মেইতির ডি'রা তাদের ধনবান ক্লায়েন্টদেরকেও সেরা টেবিলটি দেয়ার অস্বীকৃতি জানানোর সাহস রাখে।

রুলস অবশ্য এগুলো থেকে আলাদা। হ্যাঁ, এটি বেশ দামী রেস্টুরেন্ট বটে তবে এদের মেনু বোর্ডিং স্কুলের লাঞ্চ বোর্ডের মতো: স্পটেড ডিক, জাগড হেয়ার, স্টেক অ্যান্ড কিডনি পুডিং, জ্যাম রলি পলি। ওয়েটারদের সকলেই পুরুষ এবং দেখলে মনে হয় তারা যেন ডিকেন্সের উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে। পরনে লম্বা কালো অ্যাপ্রন, গায়ে কড়া মারের ইস্ত্রি করা শার্ট। এ জায়গাটির সবকিছু, অতিরিক্ত সিদ্ধ হওয়া তরকারি থেকে শুরু করে কাঠের চকচকে মেঝের মোমগন্ধ, দেয়ালের কাট গ্লাসের প্রতিফলন ইত্যাদিতে মিশে রয়েছে বাকিংহাম প্যালেসের মতো উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ আভিজাত্য।

আলেক্সিয়া রেস্টুরেন্টটির দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র দুটি জিনিস বুঝতে পারলেন।

এক তিনি এখানে বসার যোগ্যতা রাখেন না।

দুই টেডি ডি ভিরি এ জায়গাটির জন্য উপযুক্ত।

'তুমি নিশ্চয় ওই ফালতু ব্যাপারটা নিয়ে এখন বিচলিত নও?' খুব নিচু গলায় বললেন টেডি।'

'না, আমি বিচলিত নই,' আলেক্সিয়াও ফিসফিস করলেন, 'তবে আমি ক্রোধান্বিত। সবাই জানে কমন্সে একজন মহিলা শুধু সেক্রেটারি হিসেবেই ঢুকতে পারে। আমি ওভার কোয়ালিফাইড, তবে ওই অ্যাসহোলটার জন্য এখন আর কোনো সুযোগই পাচ্ছি না।'

মুখ টিপে হাসলেন টেডি ডি ভিরি। 'তুমি কি জানো তোমার বাচনভঙ্গি ভারী চমৎকার, আলেক্সিয়া। তোমার আসলে রাজনীতিবিদ হওয়া উচিত।'

ইয়র্কশায়ার পুডিং খেতে খেতে আলেক্সিয়া বললেন, 'একদিন হবো।'

'আজ নয় কেন? বেথনাল গ্রীন-এ একটা সিট শূন্য পড়ে আছে।'

হাসলেন আলেক্সিয়া। 'আমার জন্য নিশ্চয় পড়ে নেই।'

'থাকতেও পারে,' সিরিয়াস গলা টেডির। 'আমি কার্লটন ক্লাবে সেদিন রাতে কৌশলে কয়েকজনের মতামত জেনে নিয়েছিলাম। তারা ওই আসনটির জন্য ডিফারেন্ট কাউকে চায়। 'তরুণ এবং আরও আধুনিক কোনো মুখ।' ট্রিস্টান তাই বলছে।'

'ট্রিস্টান? ট্রিস্টান চ্যানিং?'

মাথা ঝাঁকালেন টেডি ডি ভিরি। 'আমরা ইটনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি।'

ট্রিস্টান চ্যানিং কনজারভেটিভ সেন্টার অফিস চালান। খুবই প্রভাবশালী মানুষ। 'তরুণ এবং আধুনিক এক জিনিস। তুমি কি সত্যি মনে কর আমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো মেয়ের ওই আসন পাবার সুযোগ রয়েছে?'

'কেন নয়?' কাঁধ ঝাঁকালেন টেডি। 'বিষয়টি দেখার একটিই মাত্র উপায় রয়েছে, তাই না? সেক্রেটারি পদে কাজ করার কথা ভুলে যাও। খুব খারাপ কীইবা ঘটবে?'

বিশ্বাস করা কঠিন ত্রিশ বছরেরও আগে এসব আলোচনা হয়েছিল। আর এখন তিনি হোম সেক্রেটারি। *উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার সবসময়ই ছিল। তবে টেডিই আমাকে সামনে ঠেলে নিয়ে গেছে। ও আমার ভেতরে আত্মবিশ্বাস যুগিয়ে চলছিল এবং আমার জন্য দরজাগুলো খুলে দেয়।*

'হোম সেক্রেটারি? কমিশনার গ্রান্ট এসেছেন?'

আলেক্সিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাঁর স্মৃতির সুতোটা ছিঁড়ে দিলেন। নির্দেশমাফিক তৈরি সেই থ্রি পিস সুট পরনে, খুলিতে লেপ্টে রয়েছে মসৃণভাবে আঁচড়ানো চুল, এডোয়ার্ডের গা থেকে আফটারশেভ ক্লোরিনের হালকা গন্ধ আসছে। টেডিও এটা ব্যবহার করেন।

'এত দেরি হলো কেন? সোয়া চারটার সময় আমার রাশান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার কথা। আমার একটা মুহূর্ত দম ফেলার ফুরসত নেই।'

'জানি আমি, হোম সেক্রেটারি। তবে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।'

লন্ডনে নিবাস একদল অত্যন্ত প্রভাবশালী রাশান পার্লামেন্টে আলেক্সিয়া যে নতুন রেগুলেশনের প্রস্তাব দিয়েছেন তা নিয়ে দাঁতমুখ খিঁচাচ্ছে। আলেক্সিয়ার প্রস্তাবটি ছিল সুপাররিচদের জন্য ট্যাক্সের আইনি ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করা এবং নগরীতে ছড়িয়ে পড়া রাশান অর্থকে বাধা দান। ফলে যা হয়েছে রুশ রাষ্ট্রদূত হোম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন এবং স্যার এডোয়ার্ড তার অনুমোদনও দিয়েছেন। মহা প্রভাবশালী এই রুশ গোষ্ঠীর সঙ্গে হোম অফিস কোনো বৈরী সম্পর্ক তৈরি করতে চায় না।

'হোম সেক্রেটারি, আমি ক্ষমা চাইছি। আজ সকালে বার্নলিতে একটা বড় ঝামেলা সামাল দিতে হয়েছে আমাদেরকে। ইসলামিক টেররিস্ট সেল।'

কমিশনার গ্রান্টের বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, ওভারওয়েট, চেহারাটাও অনাকর্ষণীয়,

ময়দার তালের মতো মুখ, কুতকুতে ছোট ছোট চোখ, পাতলা ঠোঁট জোড়া সারাক্ষণই জিভ বের করে ভেজাচ্ছেন। ফিটফাট এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের পাশে কোঁচকানো নাইলন শার্ট, কফির দাগ পরা শস্তা টাইব্যাক টাইতে তাঁকে খুবই বেমানান লাগছে।

আলেক্সিয়া মনে মনে বললেন *আশা করি এ লোকের আলুথালু পোশাকের মতো মনটাও বিক্ষিপ্ত নয়।*

'আমার সাবধানে থাকার প্রয়োজন রয়েছে কি?'

'রয়েছে, ম্যাম। হুমকিটাকে নিষ্ক্রিয় করা গেছে তবে আপনার অফিসকে ফুল ব্রিফিং দেয়া হয়েছে।'

'আমি ভেবেছিলাম এ মিটিংয়ের পরে আমরা সবকিছু নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করব।'

'আমার বাড়িতে মাথা পাগল কে উঁকি দিল কিংবা আজেবাজে ফোন করল তার চেয়ে নিশ্চয় টেরর থ্রেটটা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি?'

'আপনাকে তো বললামই হোম সেক্রেটারি, থ্রেটটা এখন অ্যাক্টিভ নয়। আর আপনার নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি অনুমতি দেন...'

অনুমতির তোয়াক্কা না করেই কমিশনার গ্রান্ট তাঁর ব্রিফকেস থেকে একটি ল্যাপটপ বের করে আলেক্সিয়ার ডেস্কে রাখলেন। কতগুলো ডকুমেন্ট একপাশে ঠেলে সরিয়ে তিনি সরাসরি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে চলে গেলেন।

'প্রিজনস মিনিস্টারের দায়িত্বে থাকাকালীন গত বছর আপনি যে কোনো টোরি পলিটিশিয়ানের চেয়ে অনেক বেশি হুমকি পেয়েছিলেন।' এ আমাকে ভয় পায় না, ভাবলেন আলেক্সিয়া। *ব্যাপারটি মন্দ নয়।*

'আমি দু'একজন লোককে আপসেট করে তুলেছিলাম বোধহয়।'

'এখানে আপনার নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত কতগুলো ঘটনার তালিকা রয়েছে, হোম সেক্রেটারি। প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে শুরু করে আপনাকে ডিম ছুঁড়ে মারা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ মিশ্রিত মেইল ইত্যাদি সবকিছু গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার কাজ হলো আপনাকে প্রকৃত বিপদ থেকে দূরে রাখা। ধরুন...'

'সম্মিলিত জনতার বিষাদগার?' হাসলেন আলেক্সিয়া। কমিশনারও ফিরিয়ে দিলেন হাসি।

'আমি আসলে বলতে চাইছিলাম। 'অপ্রীতিকর ঘটনা'র কথা।

'আচ্ছা। তা আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'স্যার এডোয়ার্ডের বক্তব্য অনুসারে আপনি হোম সেক্রেটারির দায়িত্ব পাবার পরে তিনটে ঘটনা ঘটেছে। একজন আপনার দেশের বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল। আপনার স্বামীর কুকুরটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে এবং আপনার লন্ডনের বাড়িতে হুমকি দিয়ে কেউ ফোন করেছিল।'

'ঠিক বলেছেন। আপনার কি মনে হয় ঘটনা তিনটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?'

'না।'

একটি ভুরু তুললেন আলেক্সিয়া। আক্ষরিক অর্থেই এ জবাবটি তিনি আশা করেননি।

'কুকুরটির মৃত্যুর সঙ্গে হয়তো কিংসমেয়ারের বাড়িতে গভীর রাতে আগন্তুক প্রবেশের চেষ্টার মিল থাকতে পারে। তবে ফোন কলের বিষয়টিকে আমরা আলাদা ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করছি। আমরা এ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তা এখানে আছে।'

মাউসে ক্লিক শব্দ তুলে কমিশনার গ্রান্ট কম্পিউটারের স্ক্রিন খুললেন। আলেক্সিয়া পর্দায় তাঁর বয়সী এক লোকের চেহারা ফুটে উঠতে দেখলেন। লোকটার মাথায় পাতলা সোনালি চুল। আশ্চর্য নীল চোখ এবং চেহারায় বিনীত এবং বিভ্রান্ত একটা ভাব।

'উইলিয়াম জেফরি হ্যামলিন। আমরা নিশ্চিত এ লোকটিই সেই রাতে কিংসমেয়ারে এসেছিল।'

বিস্মিত শোনাল আলেক্সিয়ার কণ্ঠ। 'আপনি কী করে জানেন?

'আমার টেকনিশিয়ানরা সিসিটিভির ফুটেজ নিয়ে কিছু কাজ করেছে। আমরা ফুটেজে আংশিক চেহারা পেয়েছিলাম। আপনার দারোয়ান বলল লোকটা নাকি আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলছিল। তখন আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর এফবিআইতে আমাদের বন্ধুদের কাছে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিই। আমরা ভাগ্যবান। লোকটার যদি জেল খাটার রেকর্ড না থাকত ওকে জীবনেও খুঁজে পেতাম না।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ধরনের জেল খাটার রেকর্ড?'

আলেক্সিয়া নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

'তবে শুনতে যত ভয়ানক মনে হয় ব্যাপারটি তেমন নয়। ১৯৭০-এর দশকে হ্যামলিনের তত্ত্বাবধানে একটি বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যায়। লোকটা আশির দশকের শেষের দিকে জেল থেকে ছাড়া পায়। তার বিরুদ্ধে কোনো ভায়োলেন্স কিংবা অফেন্সের অভিযোগ নেই। আমরা যা জানতে পেরেছি তাতে আমি খুবই অবাক হব যদি শুনি সে আপনাদের কুকুরকে বিষ খাইয়েছে, হোম সেক্রেটারি।'

উইলিয়াম হ্যামলিনের সদয় চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া।

'সে এখানে কী করছে?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার এডোয়ার্ড। 'মানে এ দেশে?'

'তা জানি না। হয়তো ছুটি কাটাতে এসেছে। আমরা শুধু জানি লোকটা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছে।' কমিশনার তাকালেন আলেক্সিয়ার দিকে।

'হোম সেক্রেটারি, আপনার কি কোনো ধারণা আছে এ লোকটা আপনার প্রতি আগ্রহী কেন?'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। 'একদমই ধারণা নেই।'

তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পর্দায়। মানুষটার চেহারার মধ্যে খুব দুঃখী দুঃখী একটা ভাব রয়েছে।

'উইলিয়াম হ্যামলিন নামে আপনি কাউকে চেনেনও না?'

'না।'

স্যার এডোয়ার্ড প্রশ্ন করলেন, 'এ কি বিপজ্জনক?'

'সম্ভবত নয়। বললামই তো এর বিরুদ্ধে ভায়োলেন্সের কোনো অভিযোগ নেই। তবে সিজোফ্রেনিকদের ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেয়া যায় না। আমাদের ধারণা ও এখনও এ দেশেই আছে এবং যদি থাকে ওকে খুঁজে বের করতে হবে। চেইনি ওয়াকে আপনি যে ফোন কলটি পেয়েছিলেন ওটি নিয়ে আমরা আরও বেশি চিন্তিত।'

পর্দা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। উইলিয়াম হ্যামলিন? মুখ সরে গিয়ে জায়গা দখল করল আরেক মধ্যবয়স্ক লোক। এর ষণ্ডামার্কা চেহারায় রাগ। একে দেখামাত্র চিনতে পারলেন আলেক্সিয়া। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'গিলবার্ট ড্রেক।'

'ঠিক তাই।'

উদ্বিগ্ন দেখাল স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে। 'গিলবার্ট ড্রেকটা কে?'

'ইস্ট লন্ডনের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার।' বললেন কমিশনার গ্রান্ট।

'এবং সঞ্জয় প্যাটেলের বন্ধু,' তিক্ত গলায় বললেন আলেক্সিয়া।'

'ও।'

প্যাটেলের ঘটনা জানেন স্যার এডোয়ার্ড। ব্রিটেনের সবাই জানে প্যাটেলের গল্প। এ ঘটনাটি আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে প্রিজনস মিনিস্টার হিসেবে কলংকিত করে তুলেছিল। তাঁর ক্যারিয়ারই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল।

সঞ্জয় প্যাটেলের জন্য আলেক্সিয়ার মানবিক যে সমবেদনা ছিল তা হটিয়ে নিয়ে সেখানে জায়গা করে নেয় শীতল ক্রোধ। শুধু প্যাটেলের সমর্থকরাই তাঁকে হুমকি ধামকি দেয়নি বা মারমুখী হয়ে ওঠেনি, ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো বিশেষ করে *ডেইলি মেইল* লোকটার এমন গুণকীর্তন শুরু করেছিল যেন সে গান্ধী।

'ড্রেকের ব্যাপারটি বলুন শুনি,' বললেন স্যার এডোয়ার্ড।

'মিসেস ডি ভিরিকে হুমকি দেয়ার পরে তাকে দু'বার সতর্ক করে দেয়া হয়,' বললেন কমিশনার গ্রান্ট। 'অস্ত্র রাখার অপরাধে তাকে চার মাস হাজতবাসও করতে হয়েছে।'

'এবং আপনার ধারণা গিলবার্ট ড্রেকই গত সপ্তাহে ফোন করেছিল?'

'হতেই পারে।'

'পুব লন্ডনের এক মামুলী ট্যাক্সি ড্রাইভার কী করে হোম সেক্রেটারির বাড়ির প্রাইভেট নাম্বার জোগাড় করল?'

কমিশনার গ্রান্টের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'এটি দুশ্চিন্তার বিষয় বৈকি। আমরা জানি

না ফোনটা সত্যি ড্রেকের ছিল কিনা। তবে কিছু কিছু ব্যাপার তার বিরুদ্ধে যায়। সে আগেও হুমকি দিয়েছে। কলার বাইবেল থেকে কিছু উদ্ধৃতি করে।'

মনে পড়তে গায়ে কাঁটা দিল আলেক্সিয়ার। 'ঠিক বলেছেন।'

'ড্রেক একজন গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ান। সে বাইবেলের উদৃতি দিয়ে ব্লগে প্রচুর লেখালেখি করেছে। গত মাসে তাকে দুইবার হোম সেক্রেটারির অক্সফোর্ডশায়ারের এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। মিসেস ডি ভিরির প্রতি তার আগ্রহ থেকে ধারণা করা যায় এ সবই তার কীর্তি।

আলেক্সিয়া সিধে হলেন, হেঁটে গেলেন জানালায়। ফোনের ওই বিকৃত কণ্ঠ তাঁকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। যদিও তিনি তা স্বীকার করবেন না। গিলবার্ট ড্রেকের মতো একটা ফালতু লোক তাঁকে হুমকি দিচ্ছে এ ব্যাপারটি হজম করতে খুব কষ্ট হচ্ছে, অহংবোধে লাগছে।

'আমার মনে হয় না ওটা ড্রেকের কাজ।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি কি মনে না হওয়ার কারণ?'

'আমি নিশ্চিত লং ডিসটান্স থেকে ফোনটি করা হয়েছিল। তাছাড়া গিলবার্ট ড্রেকের মতো মানুষ অত শুদ্ধভাবে কথা বলে না। সে চোয়াড়ে স্বভাবের লোক, কৌশলী নয়।'

কথাটি ভেবে দেখলেন কমিশনার গ্রান্ট। 'আপনার ধারনাই হয়তো ঠিক, হোম সেক্রেটারি। তবে প্যাটেল কেস নিয়েও আমাদের কথা বলা উচিত।'

চোখের মনি ঘোরালেন আলেক্সিয়া। 'বলা উচিত কি? সঞ্জয় প্যাটেলের নাম শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। সবার ধারণা সে সাধুসন্ত, ড্রাগ ডিলার কিংবা আদম পাচারকারী নয় যাকে ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছে।'

কমিশনার গ্রান্ট ভাবছেন *লোকে এ ভদ্রমহিলা সম্পর্কে ঠিকই বলে*। মিসেস ডি ভিরিকে তাঁর অপছন্দ হয়নি, তবে ইনি খুব কঠিন প্রকৃতির মানুষ।

'কেসটির বিষয়ে কিছু বলুন, ম্যাম। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।'

'এটি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় নয়, কমিশনার। ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস যা ঘটেছে তা হলো ম্যাটার অব পাবলিক রেকর্ড।'

'আমার ওপর নাখোশ হবেন না, হোম সেক্রেটারি। আমরা এখানে সেম টিম হিসেবে কাজ করছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলেক্সিয়া। 'বেশ। আহমেদ খান নামে এক লোককে ২০০২ সালে ডোভারে গ্রেপ্তার করা হয়। সে এ দেশে বারো জন লোক নিয়ে আসে, অবৈধ অভিবাসীদের শিপমেন্টের অংশ হিসেবে। ড্রাগস, বিশেষ করে হেরোইন পাওয়া যায় খানের গাড়িতে। জেরার সময় খান পুলিশকে বলে সে প্রাণভয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। অবশ্য এরকমটাই সবাই বলে এবং তার কাজিন সঞ্জয় প্যাটেল তাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। হেরোইনের ব্যাপারে সে কিছু জানে না বলে অস্বীকার করে।

'এ কেসে অন্যান্য শরণার্থীদের কেউই বিশেষ কোনো ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেনি। প্যাটেলের নামটিই সর্বাগ্রে ছিল এবং সে গাড়ির ড্রাইভারও নিয়োগ দিয়েছিল। প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্বীকার করে সে তার কাজিন খানকে এ দেশে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। তবে হেরোইনের ব্যাপারে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে সে। তার বিরুদ্ধে ড্রাগ স্মাগলিং এবং মানব পাচারের অভিযোগ আনা হয় এবং এতে সে দোষী বলেও প্রমাণিত হয়। বিচারক তাকে সর্বনিম্ন কারাদণ্ড দেন। সম্ভবত: বারো বছর।'

'পনেরো,' কমিশনার গ্রান্ট তাঁকে শুধরে দিলেন।

'তাই কি? আচ্ছা। তার আপিলের ব্যবস্থা করা হয় ২০০৪ সালের জুন মাসে। তবে দণ্ড দেয়ার বিষয়ে আমার প্রস্তাবিত সংশোধনটা পার্লামেন্টে পাস হয়ে গেলে প্যাটেলের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যায়।'

'পঁচিশ বছর।'

'দ্যাটস রাইট।'

'এক লাফে প্রায় দ্বিগুণ দণ্ড।'

আলেক্সিয়ার চোখ সরু হয়ে এল। 'মনে হচ্ছে আপনি ওর ব্যাপারে বেশ সহানুভূতিশীল।'

'আই ডু টু আ ডিগ্রী হোম সেক্রেটারি। সবাই আশায় বুক বাঁধতে চায়, এমনকী ক্রিমিনালরাও। আপনি আশাটা ছিনিয়ে নিলে কিছু লোক মরিয়া হয়ে উঠবেই।'

এক মুহূর্তের জন্য বাতাসে আড়ষ্ট একটা নীরবতা ঝুলে রইল। তারপর চওড়া হাসি ফুটল আলেক্সিয়ার মুখে। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছে বা একমত হচ্ছে না, নিজেদের যুক্তিতে অটল থাকছে, এ বিষয়টি তিনি উপভোগই করেন। কমিশনার গ্রান্টের যুক্তি নির্ভুল নয় জানেন আলেক্সিয়া। তবে লোকটাকে তাঁর বেশ পছন্দ হচ্ছে।

'ওয়েল,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'সঞ্জয় প্যাটেলেরও ধারণা আপনার মতোই ছিল। সে ২০০৮ সালের ক্রিসমাসে নিজের কারা প্রকোষ্ঠে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুর পর থেকে তার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে দোষ দিয়ে আসছে।'

এ জন্য আলেক্সিয়ার ভেতরে কোনো অপরাধবোধ কাজ করলে কিংবা অনুতাপ বোধ থাকলেও চেহারায় তার কোনো ছাপ নেই। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং ত্রিশ বছর ধরে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কাজ করছেন। এমন আবেগহীন নির্দয় মানুষ খুব কমই দেখেছেন।

'তাহলে আমার ধারণা কি সত্য যে সঞ্জয় প্যাটেল সবসময়ই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করত?' জিজ্ঞেস করলেন কমিশনার গ্রান্ট।

'দায়ী অপরাধীরা সবসময়ই তা করে থাকে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি।'

'তা বটে তবে প্যাটেলের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল তা কারও কারও কাছে দুর্বল বলে মনে হয়েছে।'

'কারা দুর্বল ভেবেছে? *ডেইলি মেইল?*

স্যার ম্যানিং দু'জনকে লক্ষ করছেন। মনে হচ্ছে দুই যুধ্যমান দক্ষ অসি ক্রীড়াবিদ।

'খানের বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই না প্যাটেলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়? ড্রাগসের ব্যাপারে কোনো ডিএনএ টেস্ট করা হয়নি, প্যাটেলের সঙ্গে ব্যবসা করত এমন কোনো দালালেরও খোঁজ মেলেনি।'

'জুরিরা যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আমি বা আপনি তাঁদের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার রাখি না।'

'সে আপনি ঠিকই বলেছেন, হোম সেক্রেটারি। এটি কোর্টের আপিলের বিষয়। তবে প্যাটেলের কেসে কোনো আপিল করা হয়নি।'

'না।'

'আপনার দণ্ড বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রস্তাবের কারণে?'

'সংস্কার প্রস্তাবটি বেশিরভাগ সংসদ সদস্যের ভোটে পাস হয়ে যায়, ব্রিটিশ জনগণও এতে সমর্থন জানায়, হ্যাঁ।' হাসলেন আলেক্সিয়া। 'সবকিছুর অঙ্গুলি নির্দেশ এটির প্রতি তাই না, কমিশনার?'

'আমরা শুধু বিবেচনায় রাখছি সঞ্জয় প্যাটেলের সাপোর্টাররা আপনার নিরাপত্তার জন্য জেনুইন পোটেনশিয়াল থ্রেট হতে পারে। হোম অফিস কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর হামলার হুমকি যারা দিয়েছে তাদের সঙ্গে এদেরকেও সমান রিস্ক লেভেলে রাখব।'

'ঠিক আছে,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। এটি আর মৌখিক নিপুণতার খেলায় সীমাবদ্ধ নেই। কমিশনার মন থেকেই কথাগুলো বলছেন। 'উইলিয়াম হ্যামলিনের কী হবে?'

'তার ওপরেও আমরা চোখ রাখব। হ্যামলিন এবং ড্রেক দু'জনেই ইন্টারেস্টিং চরিত্র। কোনো খবর পেলে আমরা আপনাকে জানাব।'

'অবশ্যই জানাবেন। আর ডেনিকে বিষ খাওয়ানোর বিষয়টির ওপরেও লক্ষ রাখবেন।'

এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত দেখাল কমিশনারকে। 'ডেনি?'

'আমাদের ডাকশূন্ড কুকুরটা। হয়তো ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। তবে ও আমাদের খুব প্রিয় ছিল। সত্যি কী ঘটেছে আমি জানতে চাই।'

লবিতে বসে গোপনে কমিশনার গ্রান্টের সঙ্গে কথা বলছেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

'প্যাটেলের লোকজন সত্যি বিপজ্জনক বলে আপনার মনে হয়?'

'গিলবার্ট ড্রেক সুযোগ পেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। অন্যরাও। গত বছর

উনি যেসব উড়ো চিঠি পেয়েছেন তাতে ভদ্রতা করে কিছু লেখা হয়নি। গলা কাটা হবে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়া হবে ইত্যাদি হুমকি ছিল ওইসব চিঠিতে। তবে চিঠি লেখা আর ফোনে হুমকি দেয়া দুটি আলাদা জিনিস।'

'আর আমেরিকান লোকটা?'

'সে ক্ষতিকর নয়। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, এডোয়ার্ড। অফ দ্য রেকর্ড।'

'বলুন?'

'এই কুকুরের বিষয়টি। হোম সেক্রেটারির সামনে আমি বিষয়টি তেমন পাত্তা না দেয়ার ভান করেছি। কেউই বেহুদা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তৈরি হোক চায় না। তবে বিষয়টি আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'এবং আপনি কোথাও পৌছাতে পারছেন না?'

'না। এদের পরিবার সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

'তেমন কিছু না,' সত্যি কথাই বলছেন স্যার এডোয়ার্ড। 'শুনেছি তাঁদের মেয়েকে নিয়ে তাঁরা অশান্তিতে আছেন। মাকে সে ঘৃণা করে, তবে এটি অতিরঞ্জনও হতে পারে। মেয়েটি বাড়িতেই থাকছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে থুতনি ঘষতে লাগলেন কমিশনার গ্রান্ট।

'কুকুরটাও তা-ই থাকত।'

বাইশ

সের্গেই মিলেস্কু বিছানার ওপরের বালিশগুলো ঠিকঠাক করল। শুয়ে পড়ে পরীক্ষা করল বিছানায় চিৎ হয়ে ফায়ার প্লেসের ওপরে রাখা ফ্ল্যাট স্ক্রিনের টেলিভিশনটি পরিষ্কার দেখা যায় কিনা। নাহ, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। টিভির ছবি সুন্দরভাবেই দেখা যাবে। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের বাড়িতে এই প্রথম সে সেক্স করতে চলেছে। সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সের্গেই ৬:২৩। এডোয়ার্ড শীঘ্রি চলে আসবেন, আনন্দ পাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আজ সকালে সের্গেইর হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন তিনি।

'সবকিছু রেডি করে রাখবে। আমি যেন ঘরে ঢোকামাত্র খেলা শুরু হয়ে যায়।'

একটি রাত সের্গেইর ইচ্ছেমতো চলার অনুমতি যখন দিলেন এডোয়ার্ড, ওর মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার খুব শখ ছিল সে খেলার সামগ্রী না হয়ে একজন বয়ফ্রেন্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তবে আশাটা প্রায় সে ছেড়েই দিচ্ছিল ভেবে বুড়ো হারামজাদাটা কখনও বদলাবে না। কিন্তু এডোয়ার্ড শুধু নিজের বাড়িতে সেক্স করতে রাজিই হননি, সের্গেইকে তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও দিয়েছেন। তারপর থেকে উত্তেজনায় কাঁপছে তরুণ রোমানিয়ান কী ঘটতে চলেছে ভেবে। তবে সত্যের মুহূর্তটি যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, যৌনকামনা বৃদ্ধির চেয়ে ভয়টাই বেশি জাগছে মনে।

যদি আমি সব গুবলেট করে ফেলি?

না, তা করা যাবে না। গুবলেট করা যাবে না।

এটিই হয়তো আমার একমাত্র সুযোগ।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলার শব্দ হলো, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। সের্গেই শুনতে পেল এডোয়ার্ড দুম করে তাঁর ব্রিফকেসটি ছুড়ে মেরেছেন মেঝেতে। তারপর জ্যাকেট এবং জুতো খোলার খসখস আওয়াজ।

'কোথায় তুমি?'

'এখানে।'

বেডরুমে প্রবেশ করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। সারা দেহে প্রবাহিত হলো উত্তেজনার ঢেউ। কিন্তু কতদিন পরে তাঁর একজন লাভারকে বাড়িতে ডেকে এনেছেন? কয়েক বছর তো হবেই। শেষ কবে এ কাজ করেছেন মনে পড়ছে না। সের্গেইর মতো

তাঁকে কেউ এত উত্তেজিত করতেও পারেনি। সের্গেইর ঘৃণা এবং কামনার মিশেলটাই তাঁকে উন্মাতাল করে তোলে। সের্গেই মিলেস্কুর ধারণা তার ঘৃণার ব্যাপারটি এডোয়ার্ড জানেন না। কিন্তু স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং খুব ভালোই জানেন ছেলেটি তাঁকে ঘৃণা করে।

আমি ওকে এখানে এনে বোকামো করলামনা তো? বিশেষ করে ওকে আজ নেতৃত্ব দেয়ার কথা বলে?

হয়তো বা। তবে বিপদের আশংকা আছে বলেই ব্যাপারটা এত মজার হবে।

'সুন্দর বাড়ি।'

'ধন্যবাদ।'

'জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ো।'

ঘরের চারপাশের নানান আয়োজন দেখে ইতস্তত করলেন এডোয়ার্ড। ঘরের কোনে একটি ট্রাইপডের ওপর একটি ভিডিও ক্যামেরা, ড্রেসারের মাথায় রশির একটি কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে।

'কোনো ছবি তোলা যাবে না। আমার অবস্থানে আমি কোনো–'

ভোজবাজির মতো উঠে এল চড়টা, ঠাস করে লাগল গালে।

'বললাম না জামাকাপড় খুলতে।'

কথামতো কাজ করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

ব্যাপারটি আমি উপভোগ করব।

প্রথম ত্রিশ মিনিট তিনি সত্যি উপভোগ করলেন। সের্গেই আজ্ঞাবহ এক ক্রীতদাস যেন, তবে আশ্চর্যজনকভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সে কর্তৃত্ব নিয়ে নিল। এডোয়ার্ডকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলল সে, প্রথমে কব্জিজোড়া বাঁধল, তারপর দুইপায়ের গোড়ালি একসঙ্গে। তারপর সে এডোয়ার্ডের শরীর নিয়ে এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বেশ কয়েকবারই এডোয়ার্ডের বীর্যপাত ঘটার উপক্রম হলো, কিন্তু তাঁকে শেষ মুহূর্তে থামিয়ে দিল সের্গেই। কর্তৃত্বপরায়ণ নতুন মহিলা বসের হুকুম পালন করে কঠিন একটি দিনের শেষে এই রাতের সীমাহীন আনন্দ খুবই দরকার ছিল এডোয়ার্ডের।

'শুয়ে থাকো। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব আমি।'

হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলেন স্যার এডোয়ার্ড। আশা করলেন পর্নো ছবিটি উপভোগ্য হবে। তিনি অবশ্য পর্নো ছবি দেখতে তেমন পছন্দ করেন না। তবে তরুণ প্রেমিকটির স্বার্থে ছবি দেখছেন।

ছবির শুরু খুবই সাদামাটা। এক তরুণ হিচ-হাইকার এক ট্রাক স্টপেজে একদল ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে সেক্স করে। তবে দশ মিনিট যাওয়ার পরে দৃশ্যগুলো বড্ড বেশি নৃশংস হয়ে উঠল। সহ্য করা কঠিন। ছেলেটিকে গলা টিপে ধরে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করল ওরা।

'দেখতে ভালো লাগছে না। বন্ধ করো এসব।'

ঘুরে দাঁড়াল সের্গেই। তার চোখে হিংস্র, বুনো দৃষ্টি।

এই প্রথম ভয় পেলেন এডোয়ার্ড।

'বন্ধ করব? তোমাকে যদি বন্ধ করে দিই কেমন হয় বুড়ো?'

এডোয়ার্ডের ড্রেসার থেকে একজোড়া গোটানো মোজা বের করল সের্গেই, তারপর সিভিল সার্ভেন্টের মুখে গুঁজে দিল ওগুলো। এরপর হাতের থাবার ঝাপটায় মোমবাতি নিভিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দুই আঙুলে টিপে ধরল এডোয়ার্ডের নাক।

ভয়ে শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল এডোয়ার্ডের।

ও আমাকে মেরে ফেলবে।

পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। রশির শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত করা গেল না নিজেকে। মগজে শোঁ শোঁ শব্দে বইতে শুরু করল রক্তস্রোত। মনে হলো বিস্ফোরিত হবে খুলি। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি, অ্যান্টিক মেহগনি খাটের ওপরে সাদা সিমেন্টের সিলিং কালো হয়ে আসছে। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন।

'এবার আর কথা নয়। আমরা শুধু দেখব।'

অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্যই বলতে হবে ছেলেটা তাঁর নাক ছেড়ে দিল এবং মোজার বলটি বের করে নিল মুখ থেকে। মুখ হাঁ করে বাতাস গিলতে লাগলেন এডোয়ার্ড, তাঁর চোখ ফেটে পড়তে লাগল জল।

'যীশাস!' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।' দ্যাট ওয়াজ নট ফানি। আমি ভেবেছি তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।'

সের্গেই মিলেস্কু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'হয়তো বা মেরে ফেলতাম।'

রানিং মেশিনে দৌড়াচ্ছেন হেনরী হুইটম্যান। দরদর ধারায় ঘাম বেয়ে পড়ছে পিঠ বেয়ে। তিনি খুব কঠিন ব্যায়াম করেন তবে এতে তাঁর মানসিক শ্রান্তি কমে যায়।

'প্রাইম মিনিস্টার? আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার। হোম সেক্রেটারি ফোন করেছেন।'

তাঁর সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন হেনরী।

'সে কি অপেক্ষা করতে পারবে না?'

'মনে হয় না, স্যার।'

ইতস্তত: করছেন হেনরী, সচেতন মে জয়েসের সামনে তাঁকে বোকার মতো লাগছে। *আমি প্রধানমন্ত্রী। আলেক্সিয়া ডি ভিরি আমার চাকরি করে। তবে তিনি ফোন ধরলেন।* ফোন না ধরার সাহস তাঁর নেই।

এরপর তিনি পা জোড়া ধরে না আসা পর্যন্ত রানিং মেশিনে দৌড়াতেই থাকলেন।

তবে তাঁর হতাশা গেল না। তিনি এ পরিস্থিতির মধ্যে কী করে জড়ালেন?

তারচেয়ে জরুরী বিষয় তিনি কী করে এ থেকে বেরিয়ে আসবেন?

ভয়ে চোখ বড়বড় করে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। তাঁর সামনে একটি বালিশের ওপর রান্নার কতগুলো ধারাল ছুরি।

'একেই আমি বলি প্রকৃত ভালোবাসা,' বলল সের্গেই। 'শুধু একজনের জন্য ইচ্ছাকৃত মৃত্যুই নয়, নিজেকে সে কেটেকুটে খেতে দিতে পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। তুমি কি আমার জন্য এটুকু করবে, এডি? তুমি কি আমাকে অতটা ভালবাস?'

ল্যাপটপের ছবিগুলো কোনো গ্রাফিক দৃশ্য নয়। এডোয়ার্ডকে সিএনএনের খবর দেখাচ্ছে সের্গেই। কয়েক মাস আগে এক সমকামী সাইকোপ্যাথ তার বয়ফ্রেন্ডকে হত্যা করার পরে মাংস কেটে রান্না করে খেয়ে ফেলে। এবং এটি দিয়ে সে একটি স্নাফ মুভিও তৈরি করে। গোটা ব্যাপারটিতেই বয়ফ্রেন্ডটির সম্মতি ছিল, সে মৃত্যুর আগে ধর্ষকামীতার বিপদ সম্পর্কে দার্শনিক ভঙ্গিতে একটি চিঠি লিখে যায়। তাতে প্রশ্ন তোলে কেউ যদি নিজেই খুন হতে চায় তাহলে তাকে হত্যা বলা উচিত হবে কিনা।

সের্গেইর চোখের চাউনিই আসলে ভীত করে তুলেছে এডোয়ার্ডকে। তাঁর রক্ত জমে বরফ এবং তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন।

'এখন। আমরা কোত্থেকে শুরু করব? এখান থেকে করি?'

ফল কাটার একটি ছুরি তুলে নিল সের্গেই, এডোয়ার্ডের বাম স্তনের ওপর চেপে ধরল। আর্তনাদ করে উঠলেন বৃদ্ধ।

'নাকি এখানে?' কড়ে আঙুলের কাছে ছুরিটি নিয়ে গেল সে, চামড়ায় ঠেকিয়ে ঘ্যাঁচ করে একটা টান দিল। চিৎকার দিলেন এডোয়ার্ড, ভয়ে-আতংকে তাঁর চোখের তারা স্ফীত হলো। ক্ষতটা ছোট তবে বেশ গভীর। ঝর্নার মতো রক্ত পড়ছে। লাল টকটকে হয়ে গেল বিছানার চাদর।

'অথাব এখানে?' ছুরির ডগাটি মন্থর গতিতে এডোয়ার্ডের পেটের ওপর থেকে টেনে এনে পুরুষাঙ্গের গোড়ায় ঠেকাল।

'তুমি কি ব্যাপারটা পছন্দ করবে, এডি? আমি কি এটা কেটে ফেলব?'

মৃত্যু আসছে। তিনি এখন তা জানেন। তবে মৃত্যুকে নয় তিনি ভয় পাচ্ছেন যে ভয়াবহ নির্যাতন সইতে হবে তার কথা ভেবে। তিনি শারীরিক ব্যথা একদমই সহ্য করতে পারেন না।

আমি এমন বোকামী কী করে করলাম? বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। তাও আবার কীসের জন্য? শুধু সেক্সের জন্য।

'তোমার চোখ বন্ধ করো, এডি।' কানের কাছে ফিসফিস করল সের্গেই। কাঁদতে কাঁদতে আদেশ পালন করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। টের পেলেন শীতল ফলা তার যৌনাঙ্গে চেপে ধরা হয়েছে। তিনি ভাবলেন কখন তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

'কিছু সাউন্ড এফেক্ট শোনা যাক, কী বলো?' স্যার এডোয়ার্ডের কুঁচকির ওপর ছুরি রেখে সের্গেই তাঁর মুখের বাঁধন খুলে ফেলল। 'আমি চাই তুমি আমার কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাইবে।'

'প্লিজ।' নিজের কণ্ঠস্বরটাকে ঘৃণা হলো স্যার এডোয়ার্ডের তবে এছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। 'এরকম কোরো না। তোমাকে এসব করতে হবে না। আমি একজন ধনী মানুষ। আমি... আমি তোমাকে টাকা দেব।'

'টাকা দেবে? কত টাকা দেবে?'

'তুমি যত চাইবে। যা কিছু চাইবে। শুধু টাকার অংকটা বলো।'

'টাকার অংক বলব? তুমি এখনও আমাকে তোমাকে বেশ্যা বলে ভাবছ, তাই না?' বালিশ থেকে বড় একটা ছুরি তুলে নিয়ে স্যার এডোয়ার্ডের বুকের ওপর ঘ্যাচঘ্যাচ করে দুটো ক্রসচিহ্ন এঁকে দিল সের্গেই। রক্ত হিম করা চিৎকার দিলেন বৃদ্ধ।

'না, প্লিজ। প্লিজ! তুমি বলো কী চাও। আমি দুঃখিত। শুধু বলো কী চাও, ঈশ্বরের দোহাই লাগে।'

'ঠিক আছে,' বলল সের্গেই। 'আমি কী চাই তোমাকে তা বলছি।' স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে বিস্মিত করে রোমানিয়ান নেমে পড়ল বিছানা থেকে এবং জামাকাপড় পরতে লাগল। ছুরিগুলো জড়ো করে স্যার এডোয়ার্ডের মুখের ওপর ঝাঁকাল, বুড়ো মানুষটিকে কুঁকড়ে যেতে দেখে হো হো করে হেসে উঠল তারপর ওগুলো নিয়ে অলস গতিতে ঢুকল কিচেনে।

বড় হওয়ার পরে এই প্রথম প্রার্থনা করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

দয়া করে এসবের যেন অবসান ঘটে। আমার যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করার জন্য এটা যেন ওর কোনো কৌশল না হয়।

তিনি আশা করতে চাইলেন কিন্তু নিরাশা এসে তাঁকে গ্রাস করল। তিনি বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন।

বেডরুমে ফিরে এল সের্গেই। হাসল। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংও ফিরিয়ে দিলেন হাসি।

তারপর বুঝতে পালেন ছেলেটা তাঁর পেছনে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে।

'না, প্লিজ! আমাকে মেরো না। প্লিজ! তীব্র হতাশায় নিমজ্জিত হলেন তিনি।

এগিয়ে এল সের্গেই। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।' হাসছে সে।

'গুড়ুম গুড়ুম।'

তবে সের্গেইর হাতে বন্দুক নয়, ওটা একটা আইফোন যখন বুঝতে পারলেন স্যার এডোয়ার্ড ততক্ষণে হিসু করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছেন।

'প্রথমে,' বলল সের্গেই, 'তোমার কিছু সুন্দর ছবি তুলব আমি, এডি। কাজেই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে। পারবে তো?

সজোরে মাথা ঝাঁকালেন স্যার এডোয়ার্ড।

'আমি এ ছবিগুলো আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবকে পাঠিয়ে দেব। আমার যদি কিছু হয় অথবা তোমাকে যা করতে বলব তা যদি না কর– ওরা ছবিগুলো অনলাইনে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

আবার দুলল মস্তক।

'তারপর আমার বন্ধুরা তোমাকে হত্যা করবে। তোমার লিঙ্গ কেটে নিয়ে রোজমেরী দিয়ে ঝলসে খেয়ে ফেলবে। সের্গেই মিলেস্কুর ওপরের ঠোঁট বেঁকে গেল। 'আমার কথা বিশ্বাস হয়, স্যার এডোয়ার্ড?'

'বিশ্বাস হয়,' বমি বমি ভাব নিয়েও স্বস্তি পেলেন যেন এডোয়ার্ড। 'তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তা-ই করব, সের্গেই, যা কিছু।'

'বেশ। আমার বন্ধুরা শুনলে খুশি হবে। ওরা আরও খুশি হবে যদি তুমি ওদেরকে কিছু তথ্য দাও।'

'কীসের তথ্য?'

'তোমার বসের ব্যাপারে। তবে এখন চুপ করো।' হেসে স্যার এডোয়ার্ডের ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপা দিল সের্গেই। আগে ছবি তুলি। বলো 'চীজ।'

তেইশ

লণ্ডনে ফেরার ট্রেনে বসে আছে বিলি হ্যামলিন। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। চারিদিকে জল। তার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। ডুবিয়ে মারছে। সীমাহীন এক স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। যতই সাঁতার কাটুক বিলি স্রোতের বিরুদ্ধে পেরে উঠছে না কিছুতেই।

'আপনি কি লন্ডনে ঘুরতে যাচ্ছেন?' বিলির পাশে বসা এক তরুণী মাতা ওর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল।

'আপনার আমেরিকান অ্যাকসেন্ট শুনে মনে হলো আপনি আমেরিকান। ছুটি কাটাচ্ছেন?'

মহিলা দেখতে মন্দ নয় তবে ক্লান্তি ভর করেছে তার চেহারায়। সঙ্গে দুটো ছোট বাচ্চা।

'না। আমি আলেক্সিয়া ডি ভিরির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

হেসে উঠল তরুণী মা। আচ্ছা? আমি রানির সঙ্গে দেখা করব। প্যাডিংটনে পৌঁছেই সোজা চলে যাব বাকিংহাম প্যালেসে। তাই না, খোকা?'

'আমি সিরিয়াস,' বলল বিলি। 'আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে সাবধান করে দেব।'

'সাবধান করে দেবেন? কী ব্যাপারে?'

মহিলার দিকে এমনভাবে তাকাল বিলি যেন সে একটা পাগলী। 'কণ্ঠ। আমি ওকে কণ্ঠ সম্পর্কে সতর্ক করে দেব।'

মহিলা ঘুরল, তার বাচ্চা দুটোকে কোলে টেনে নিল। সে বিলি হ্যামলিনের অপ্রকৃতিস্থ চাউনি দেখতে পেয়েছে।

'এক্সকিউজ মি,' বিলি সেলফোন চেপে ধরল কানে। ফোনটা একটু ধরি। হ্যালো।'

চোখের বদলে চোখ, বিলি। চোখের বদলে চোখ।

বিলির গলা শুকিয়ে গেল, পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করতে লাগল।

এরপরে কে মরবে?

কণ্ঠটি। ফিরে এসেছে।

বিলি অনুনয় করল, 'প্লিজ, ওকে মেরো না।'

কাকে মারব, বিলি? তোমার মেয়েকে?

'না, জেনি নয়।'

'নাকি মিসেস ডি ভিরি?'

'ওদের কাউকেই নয়।'

তুমিই ঠিক করো।

'কিন্তু ওরা দু'জনেই নিরাপরাধ। তুমি কেন এসব করছ? প্লিজ, প্লিজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

আমি তা পারব না, বিলি।

'তাহলে বলো আমাকে কী করতে হবে।'

তুমি জানো তোমাকে কী করতে হবে।

'আমার আরও সময়ের দরকার। কাজটা এত সহজ নয়। সে হোম সেক্রেটারি! এমন নয় যে রাস্তায় হাঁটছে আর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি ঠিক আছেন তো?' এক তরুণ যাত্রী বিলির গায়ে হাত রাখল। কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একইভাবে তরুণী মা-ও বিলির দিকে এভাবে তাকিয়ে ছিল।

ছেলেটা ভাবছে আমি পাগল, ভাবল বিলি। *সবাই তাই ভাবে। কেউ আমাকে বুঝতে চায় না।*

'আমি ঠিক আছি,' বলল বিলি। 'দেখতে পাচ্ছ না ফোনে কথা বলছি।'

'এখানে ফোনের নেটওয়ার্ক নেই,' যুবক সদয় গলায় বলল।

'আমরা এখন একটা টানেলের মধ্যে আছি, দেখছেন না?'

বিলি দেখল জানালার ওপাশে ভুতুড়ে অন্ধকার। সে আতংকিত হয়ে ফোনে চিৎকার করতে লাগল।

'হ্যালো? হ্যালো?'

ছেলেটা ঠিকই বলেছে। লাইন কেটে গেছে।

কণ্ঠটি আর শোনা যাচ্ছে না।

উষ্ণ হয়ে উঠছে সিলেক্ট কমিটি মিটিং।

'উইথ রেসপেক্ট, হোম সেক্রেটারি...'

'ডোন্ট টক টু মি অ্যাবাউট রেসপেক্ট, গাইলস,' কাঠখোট্টা গলায় বললেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। 'দ্যাটস দা হোল পয়েন্ট, ইজনট ইট? এ লোকগুলোর মধ্যে কোনো সম্মানবোধ নেই। আমাদের মূল্যবোধকে তারা সম্মান দেয় না, আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, নেই আমাদের পতাকার প্রতি। আর আমরা এমনই কাওয়ার্ড যে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলতেও পারি না।'

'কাওয়ার্ড?' কৃষিমন্ত্রী বিড়বিড় করলেন। 'ব্লাডি ফ্ল্যাগের জন্য ফাইট করার

ব্যাপারটা একজন মহিলা বুঝবে কী করে?'

র‍্যাটল স্নেকের মতো স্যাঁৎ করে তার দিকে ঘুরে গেলেন আলেক্সিয়া। 'কী বললে, চার্লস?'

'কিছু বলিনি।'

'না, প্লিজ। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে সবার সঙ্গে শেয়ার কর।'

ছয়জন পুরুষ টেবিল ঘিরে বসে আছেন নার্ভাস ভঙ্গিতে, স্কুল ছাত্রদের মতো যেন শিক্ষকের ধোলাই খাবেন। পার্লামেন্ট স্কোয়ারে অভিবাসী কৃষি শ্রমিকদের আন্দোলনের সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য এ মিটিং ডাকা হয়েছে। দিন দিন প্রতিবাদের ধরন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। গত সপ্তাহে দুই আলবেনিয়ান পিকেটার ইউনিয়ন জ্যাকের ওপর প্রশ্রাব করেছে। এ খবর গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়, ইমিগ্রেশন নিয়ে ডিবেট করার দাবি করা হয়। সবাই কমবেশি টেনশনে রয়েছেন তবে সবচেয়ে খিটখিটে মেজাজে আছেন হোম সেক্রেটারি। কৃষিমন্ত্রী চার্লস মোজমিকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর অণ্ডকোষ দুটি যেন কেটে ফেলা হবে। সে জন্য তাঁর চোখমুখ শুকনো।

'তোমার কি মনে হয় আমি একজন সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন, চার্লস?'

'অবশ্যই না, আলেক্সিয়া।' *আমার মনে হয় তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর মাগী এবং কেবিনেটের বাকি সবাই কতগুলো ছাগল।*

'গুড। কারণ শেষবার চেক করার সময় দেখেছি এ দেশে নারী-পুরুষের সম অধিকার রয়েছে।'

'আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট, হোম সেক্রেটারি। তবে কথা হলো আমরা কেউই এ কথা মনে করছি না যে এই দুই তরুণকে অভিযুক্ত করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'ওরা খুব গরীব,' ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি ধীরে ধীরে বললেন যেন ছোট একটি বাচ্চাকে খুব সাধারণ একটি বিষয় বোঝাচ্ছেন। 'বিশেষ করে দুর্গত।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন আলেক্সিয়া। 'ওরা ক্রিমিনাল, ওরা যে পাতে খায় সে পাতেই মল ত্যাগ করে। ওরা এই সরকারকে হাসির পাত্রে পরিণত করছে।'

ওয়াটার কুলারের কাছে হেঁটে গেলেন তিনি, প্লাস্টিক কাপে পানি ঢেলে নিয়ে পান করলেন নিজেকে শান্ত করার জন্য। জানেন তিনি ওভার অ্যাক্টিং করে ফেলেছেন। সবকিছু বড্ড বেশি ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নিচ্ছেন। গত রাতে তাঁর ঘুম হয়নি, কমিশনার গ্রান্টের সঙ্গে মিটিংয়ের পর থেকে খচড়ে ছিল মেজাজ আর এখন ছ'টি অবন্ধুসুলভ মুখ তাঁকে আরও বেশি বিরক্ত করে তুলছে।

গতকাল নিজেকে শান্ত রেখেছিলেন আলেক্সিয়া। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং এবং কমিশনারের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশিত হতে দেননি। তবে সত্য হলো এই যে

তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন। কারাগার মিনিস্টার থাকাকালীনও তাঁকে হুমকি ধামকি দেয়া হয়েছে তবে উইলিয়াম হ্যামলিনের এ ব্যাপারটি ওগুলো থেকে আলাদা। এবং ফোনের এই কণ্ঠটি।

এবং কুকুরটা। কুকুরটার জন্য তাঁর মায়া লাগছে।

স্বাভাবিক অবস্থা হলে আজকের এ মিটিং উপভোগই করতেন আলেক্সিয়া যেখানে ছ'জন পুরুষ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছেন। তাঁর প্রতি এদের ঈর্ষা এবং বৈরী আচরণ স্পষ্ট এবং এসব নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজ নিজেকে ক্লান্ত এবং ভঙ্গুর লাগছে। এ দু:স্বপ্নটি বহুদিন দেখেননি তিনি– পানিতে ডুবে যাওয়ার স্বপ্ন। কুচকুচে কালো, তীব্র স্রোত তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীচে। ফুসফুস ভরে গেছে পানিতে, তিনি নি:শ্বাস নিতে পারছেন না। ভোর চারটার সময় এ স্বপ্ন দেখে জেগে যান আলেক্সিয়া। বেচারী টেডিরও ঘুম ভেঙে যায়। স্ত্রীকে তিনি পানি খাওয়ান। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু আর ঘুম আসেনি আলেক্সিয়ার। লাল টকটকে চোখ মেলে দেখেছেন ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার দৃশ্য।

'আলেক্সিয়া? তুমি আমাদের কথা শুনছ?' ইমিগ্রেশন থিংক ট্যাংক বার্ডারস-এর গাইলস ফ্রিং ডাক দিলেন।

'সরি, গাইলস। কী বলছিলে তোমরা?'

'আমাদের একটি স্টেটমেন্ট দেয়ার দরকার, হোম সেক্রেটারি,' বিরক্ত গলায় বললেন ফ্রিং। 'আমাদের একটা ঐক্যমতে পৌছাতেই হবে।'

'ঐক্যমতে তো পৌছেছিই।'

'না, পৌছাইনি। 'বললেন ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি।

'হ্যাঁ, পৌছেছি, কেভিন। এটা আমার ডিপার্টমেন্ট। আমি মিটিং ডেকেছি। আমি অ্যাকশন কোর্স ঠিক করে দেব এবং তোমরা তাতে সম্মতি দেবে। ব্যস, মামলা খতম।'

টেবিলে বসা ছয়জন পুরুষ একে অন্যের দিকে হতাশ চাউনি বিনিময় করলেন।

'আমাদের স্টেটমেন্ট হলো সরকার গ্রেট বৃটেনে কিংবা তার জনগণের প্রতি কোনোরকম হিংসাত্মক কিংবা বিরাগমূলক আচরণ সহ্য করবে না। মি. সিলচেক এবং মি. গ্লাডমিজেকের নিয়তি নির্ধারণ করবেন আদালত। তবে হোম সেক্রেটারি নির্দেশ দিচ্ছেন এক্ষুনি পার্লামেন্ট স্কোয়ার ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া গত সপ্তাহে যারা মিছিলে অংশ নিয়েছিল তাদের ওয়ার্ক ভিসা খুব দ্রুত রিভিউ করা হবে।'

বিস্ফোরিত হলো কক্ষটি।

'এত সিরিয়াস তুমি হতে পার না, আলেক্সিয়া, ভিসা বাতিল? স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগের কী হবে?'

'ভিসা বাতিল হচ্ছে না, রিভিউ করা হবে।'

'তুমি তো লোকজনকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। তারা শান্তিময় প্রতিবাদ করছিল।'

‘পতাকা নিয়ে যা ঘটেছে তাকে শান্তিময় প্রতিবাদ বলা যায় না, কেভিন।’

‘প্রধানমন্ত্রী এটির কখনও অনুমোদন দেবেন না।’

হালকা হাসির রেখা ফুটল আলেক্সিয়ার ওষ্ঠে। ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি সত্যি তাঁর মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে।

‘তুমি দেখবে উনি ঠিকই অনুমোদন দিয়েছেন। খুব গোঁড়া কোন বিষয় না হলে হেনরীর সাপোর্ট পাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়।’

রাগে টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছুড়ে ফেরে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন কেভিন লোমাক্স।

চার্লস মোজলি বললেন, ‘হোম সেক্রেটারি, আমি পরামর্শ দেব স্টেটমেন্টের ভাষাটি একটু পরিবর্তন করার জন্য। ওটা একটু বেশি...’

‘শক্তিশালী হয়েছে?’ প্রশ্ন করলেন আলেক্সিয়া।

‘না, স্টালিনিয় ভাষা হয়ে গেছে। সোজাসুজিই বলি, এটা আমাদেরকে ভোটে জেতাতে পারবে না।’

‘আমি তোমার ধারণার সঙ্গে একমত নই।’

‘কিন্তু, আলেক্সিয়া, একটু রিজনাবল হওয়ার চেষ্টা করো। আমরা সবাই–’

‘মিটিং শেষ। গুড ডে, জেন্টলমেন।’

চব্বিশ

দশ মিনিট পরে, ডেইমলার গাড়ির পেছনের আসনে বসে জুতো খুলে ছুড়ে ফেললেন আলেক্সিয়া। ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন।

'এই লোকগুলোর সমস্যা কী, এডোয়ার্ড? সবগুলো কাপুরুষ।'

নিজের আসনে অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। তিনি আঙুলের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধেছেন, বলেছেন কিচেনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তবে সের্গেই মিলেস্কু বুকে যে ছুরির পোঁচ দিয়েছে সে জায়গাটা ড্রেসিং করতে খুব কষ্ট হয়েছে। ভীষণ ব্যথাই শুধু করছে না, সবসময় ভয় হচ্ছে না জানি ব্যাণ্ডেজ চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে শার্টে লেগে যায়। মিসেস ডি ভিরির ওপর তথ্য চেয়েছে সের্গেই। কোনো স্ক্যান্ডাল, যা প্রকাশ হলে চাকরি চলে যাবে মিসেস ডি ভিরির কিংবা তিনি বাধ্য হবেন চাকরি ছেড়ে দিতে। এডোয়ার্ড এ মুহূর্তে জানেন না এসব খবর কীভাবে জোগাড় করবেন। ফলে কোনো কিছুতে মনোযোগ দেয়া ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ছে তাঁর জন্য।

'ওরা কি ভুলে গেছে পতাকার জন্য কত মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে?'

'চার্লি মোজলে ভুলে গেছেন কিনা সে বিষয় ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে আমার,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন স্যার এডোয়ার্ড। ব্যথা অসহ্য। 'তার ছেলে তিন বছর আগে হেলমিনে মারা গেছে। রাস্তার ধারের বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় শরীর।

আঁতকে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'ওহ্ গড, তাই নাকি? জানতাম নাতো?'

'আপনার ব্রিফিং নোটসে এসব তথ্য ছিল, হোম সেক্রেটারি।'

'ছিল নাকি? যাচ্চলে। এ জন্যেই পতাকা প্রসঙ্গে অমন ইমোশনাল হয়ে উঠেছিল সে। তুমি তখন আমাকে মানা করলে না কেন, এডোয়ার্ড?'

দু'জনেই জানেন একটা স্রেফ কথার কথা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলল ডেইমলার। যে যার ব্যক্তিগত চিন্তায় ডুবে রইলেন।

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন বাইরে। তাঁকে দেখে আলেক্সিয়ার মনে হলো লোকটাকে আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি আড়ষ্ট লাগছে।

আমি একে বিশ্বাস করি না। তবে ওকে আমার দরকার আছে। এ চাকরির সাপের গর্তে টিকে থাকতে হলে একজন ভালো PPS দরকার। একসঙ্গে কাজ করার একটা

রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

'তোমার কোনো পরামর্শ আছে, এডোয়ার্ড?'

'কীসের পরামর্শ, হোম সেক্রেটারি?'

'চার্লস মোজলির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার। যে মানুষটা তার সন্তান হারিয়েছে তাকে কাপুরুষ বলা ঠিক হয়নি।'

'আমার অভিজ্ঞতা বলে, হোম সেক্রেটারি, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে।'

'ওকে কি ফোন করব?'

'আমি হলে চিঠি লিখতাম। ই-মেইল নয়, হাতে লেখা চিঠি। হাতে লেখা চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা অনেক আন্তরিক মনে হবে।'

হাসলেন আলেক্সি ডি ভিরি।

'ধন্যবাদ, এডোয়ার্ড। আমি তাই করব।'

হোম অফিসের রাগা-রাগির ঘটনা এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে জেনে গেলেন হেনরী হুইটম্যান। চার্লস মোজলি থতমত মুখে সব কথা জানালেন। প্রধানমন্ত্রী জানালেন তাঁর অনুমতি ছাড়া এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে প্রেসের জন্য প্ররোচনামূলক বিবৃতি লেখা হচ্ছে। মাত্র সপ্তাহখানেক আগে আলেক্সিয়া ডি ভিরি পার্লামেন্টে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য রাশানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অপমানসূচক মন্তব্য করেছেন। আর এখন আবার এটা।

তিনি মহাক্ষিপ্ত হলেন।

'হোম সেক্রেটারিকে কি ফোন করব, প্রাইম মিনিস্টার?' হুইটম্যানের সেক্রেটারি জয়েস আগ বাড়িয়ে জানতে চাইল। টরি পার্টিতে পুরুষ সদস্যরা যেমন আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে পছন্দ করে না, মেয়েরা আরও বেশি অপছন্দ করে তাঁকে।

'হ্যাঁ,' ইতস্তত করলেন হেনরি হুইটম্যান। 'না থাক। সেন্ট্রাল অফিসে ফোন করে জানিয়ে দাও আমি চোখ না বুলানো পর্যন্ত বা আমার অনুমতি ছাড়া কোনোরকম স্টেটমেন্ট যেন কারও কাছে রিলিজ করা না হয়।'

একটা ভুরু তুলল জয়েস। 'আপনি মিসেস ডি ভিরির সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না, স্যার? আর ইউ কোয়ায়েট শিওর?'

'আমি তো তাই বলেছি নাকি?' দাবড়ে উঠলেন হেনরি হুইটম্যান।

চলে গেল সেক্রেটারি। নাম্বার টেন অফিসে একা প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত সেল ফোন দিয়ে একটি ফোন করলেন।

'আমার ওই তথ্যটি দরকার।'

'পেয়ে যাবেন।'

'কবে? এখানে সবার কাছে আমি হাসির পত্রের পরিণত হচ্ছি। ব্যবহার করার

মতো কিছু দরকার আমার।'

'শীঘ্রি।'

'তোমার সোর্স যেন ভালো হয়।'

'আমার সোর্স নিখুঁত। সঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে। অত্যন্ত মোটিভেটেড।' লাইনে কয়েক সেকেন্ডের বিরক্তি, 'আপনি ওর ছবি দেখতে চান?'

'ছবি?' হেনরি হুইটম্যান জবাব দেয়ার আগেই তার ইন-বক্সে একটি MMS ইমেজ ফুটে উঠল। তিনি ওটা ওপেন করলেন। মনে হলো ওপেন না করলেই বুঝি ভালো হতো।

'যীশাস ক্রাইস্ট।'

কিংসক্রসে যে ঘরটি ভাড়া করেছে বিলি হ্যামলিন তা স্যাঁতস্যাঁতে এবং গুমট। ছাদ থেকে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে একটি নগ্ন বাল্ব ঝুলছে। প্লাস্টিকের জানালার খড়খড়ি ভাঙা, নোংরা, জঘন্য বিছানার চাদরে সিগারেট এবং ঘামের গন্ধ।

অবশ্য এসব গ্রাহ্য করছে না বিলি। সে চোখ বুজে শুয়ে আছে বিছানায়। টের পাচ্ছে এক ধরনের শান্তি তাকে ঘিরে আছে।

কয়েকদিনের মধ্যে তার সঙ্গে ওর দেখা হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে এসবের সমাপ্তি ঘটবে।

সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পঁচিশ

রক্সি ডি ভিরি আয়নায় নিজের নগ্ন দেহ দেখতে দেখতে ভুরু কোঁচকাল। তলপেটে সামান্য স্ফীতি তাকে বিরক্ত করে তুলেছে।

আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি। এখনই মেদ ঝরিয়ে ফেলতে না পারলে আমাকে লাগবে প্রেগনেন্ট মহিলাদের মতো।

পেটটাকে ফুলিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের মতো পোজ দেয়ার চেষ্টা করল ও। গাই'স হাসপাতালে ফিজিকাল থেরাপিস্টরা ওর জন্য বিশেষভাবে এ হুইলচেয়ারটি বানিয়েছেন। এটাতে বসে সে ঘোরাফেরা করতে তো পারেই, গোসলও করতে পারে। তবে যতবারই রক্সি হুইল চেয়ারটার দিকে তাকায় আগুন ধরে যায় মাথায়। ওর এ অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ওর মা।

'তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবে, আলাদা থাকতে পার; মেরি, রক্সির প্রধান ফিজিকাল থেরাপিস্ট কথাটা বহুবার বলেছে ওকে। 'বাড়িতে, থাকতে না চাইলে থেকো না।'

রক্সি মেরিকে বলেছে সে কিংসমেয়ারে থাকছে একমাত্র ওর বাবার কারণে। আসলে তা নয়। রক্সি বাড়িতে থাকছে ওর মাকে ঘৃণা করার জন্য। একই ছাদের নিচে আলেক্সিয়ার সঙ্গে বসবাস, রক্সি জানে, ওর মার কাছে ব্যাপারটা আরও অসহনীয়।

আমার এরকম দশা করার পরে ওই শয়তানীটার কী অধিকার আছে ড্যাডির সঙ্গে শান্তিতে থাকার?

ওর শাস্তি হওয়া উচিত। ওর যন্ত্রণা ভোগ করা দরকার।

রক্সি ওর সোনালি চুলগুলো পনিটেল করে বেঁধে গালে ব্লাশার বুলাল। যদিও ওর শরীরটা ধ্বংস হয়ে গেছে তবু ওকে দেখতে এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। পার্লমেন্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ আসছে। ডি ভিরি পরিবার যথারীতি মার্থাস ভাইনইয়ার্ডে যাবে ছুটি কাটাতে। আলেক্সিয়া প্রয়োজনে লন্ডনে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকবেন।

ওকে শায়েস্তা করার সত্যিকারের কোনো রাস্তা যদি খুঁজে পেতাম ভাবছে রক্সি। আলেক্সিয়া নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া অন্য কারও কথাই ভাবেন না। এই ক্যারিয়ারটার যদি বারোটা বাজানো যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্যি হলো, রক্সির মায়ের রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার একটি প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে।

তবু একদিন যদি...

চেইনি ওয়ালের স্টাডি রুমে বসে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের দেয়া ফাইলটা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। গতকালই মাত্র তিনি তথ্য চেয়েছিলেন, কিন্তু এডোয়ার্ড তাঁর বৈশিষ্ট্যমূলক দক্ষতায় আজ সকাল আটটার মধ্যে ফাইলটি আলেক্সিয়ার ডেস্কে হাজির করেছেন। ফাইলটি বেশ মোটাসোটা এবং বিস্তারিত তথ্যে ঠাসা।

'তুমি এসব কিছু ইউএস ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

'একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে পেয়েছি, হোম সেক্রেটারি।'

'কেউ জানে না তো যে এটি আমি চেয়েছি? কমিশনার গ্রান্টের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করনি তো?'

আত্মসম্মানে লাগল স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের। 'আপনি তো আমাকে মানা করেছিলেন, হোম সেক্রেটারি। অবশ্যই আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করিনি।'

আলেক্সিয়া ভাবলেন, *আমি বোধহয় এ লোকটিকে অবিশ্বাস করে ভুলই করেছিলাম। সে ডিপার্টমেন্টের প্রতি বিশ্বস্ত, আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে হয়তো নয়। আমাদের দু'জনের স্বার্থ যতদিন একই খাতে প্রবাহিত হবে, এডোয়ার্ডকে আমি দরকারি মিত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারব।*

'তুমি ঠিক আছ তো, এডোয়ার্ড?' রিপোর্ট একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'মনে হচ্ছে বুকে খুব ব্যথা?'

দেরিতে বুঝতে পারলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং যে তিনি আবার ক্ষতটি খামচে ধরেছেন। গতকাল তিনবার তাঁকে শার্ট বদলাতে হয়েছে, খেতে হয়েছে ইবুপ্রফেন ট্যাবলেট। সের্গেই মিলেস্কু গতরাতে এসেছিল 'প্রগ্রেস' জানতে। সে এডোয়ার্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে সেক্স করেছে। যাওয়ার আগে হুমকি দিয়েছে।

'আমার বন্ধুদের খুব বেশি ধৈর্য নেই, এডি। ওরা ফলাফল চায়।'

'কিন্তু আমি তো এখনও জানিই না কী খুঁজছি।' আকুতি করেছেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। 'আমার সময়ের দরকার। ওঁর বিশ্বাস অর্জন করা প্রয়োজন। তুমি তোমার বন্ধুদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল সের্গেই মিলেস্কু। 'সেটা আমার সমস্যা নয়। তোমার সঙ্গে শীঘ্রি আবার দেখা হবে, এডি।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাকালেন আলেক্সিয়া ডি ভিরির দিকে।

'আমার একটা মাইনর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হোম সেক্রেটারি। কাজে যাওয়ার পথে বাইক থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

শিউরে উঠলেন আলেক্সিয়া 'কবে?'

'কয়েকদিন আগে। গত সপ্তাহের শেষ দিকে।'

'কিন্তু এ কথা তুমি আগে বলনি কেন? বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও।'

'তার দরকার হবে না, হোম সেক্রেটারি।'

'সামান্য একটু কেটেছড়ে গেছে। সিরিয়াস কিছু না। আমি কাজ করতে পারব।'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। 'উহুঁ, এসব আমি শুনতে চাই না। আজ বিকেল থেকে আমি বাড়িতে বসে কাজ করব। কাজেই তোমার আর এখানে আসার দরকার নেই। বাড়ি যাও। আমার ড্রাইভার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

বাড়ির অফিসে বসে এডোয়ার্ডের দেয়া রিপোর্টে দ্বিতীয়বার চোখ বুলানোর সময় আলেক্সিয়া ভাবছিলেন তার ব্যক্তিগত সহকারীটি সত্যি বাড়ি গেছে নাকি অফিসে ফিরেছে কাজ করার জন্য। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং-এর মতো ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টরা পার্লামেন্টে ওয়ার্কঅ্যালহলিক বলে পরিচিত। এরা কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। তবে রিপোর্টে পুনর্বার চোখ বুলাতে গিয়ে শীঘ্রি তিনি এডোয়ার্ডের কথা ভুলে গেলেন।

উইলিয়াম জে হ্যামলিন সম্পর্কে বলা হয়েছে সে একজন মানসিক রোগী। তার মধ্যে ম্যাসিভ প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিকের লক্ষণ রয়েছে। সে ডেলুশন এবং হ্যালুসিনেশনে ভুগছে। সে দাবি করে সে নাকি একটি কণ্ঠ শুনতে পায় এবং কণ্ঠটি একজন নারীর। সে তার মেয়েকে নিয়ে দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সও তার বিভ্রান্তমূলক চিন্তা ভাবনাও সাইকোসিসের জন্য দায়ী।

উইলিয়াম জে হ্যামলিন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তার বিরুদ্ধে কোনো ভায়োলেন্সের অভিযোগ নেই। নিজেকে সে পরিত্যক্ত এবং মেয়েদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে মনে করে। সে শুধু ভীতিকর সব কণ্ঠ শুনতে পায়।

রিপোর্ট পড়া শেষ করে ভাবলেন *এ লোকটা আসলে কে এবং সে আমার কাছে কী চায়?*

এ ফাইল উইলিয়াম হ্যামলিনের বিষয়ে কমিশনার গ্রান্টের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করেছে। টেডি এবং আলেক্সিয়ার কুকুরকে বিষ খাওয়ায়নি হ্যামলিন। কিন্তু এ লোকটা কেন ইংল্যান্ড জুড়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় খুশি মনে আলেক্সিয়াকে সন্ধান করছে না। কমিশনার গ্রান্ট এখনও তার কোনো খোঁজ পাননি।

'সাইকিক রোগীদের নিয়ে অনেক সমস্যা। তারা কারও সাহায্য প্রার্থনা না করা পর্যন্ত কিংবা কারও দ্বারা অপমানিত না হওয়াতক তাদেরকে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। একজন ট্যুরিস্ট হিসেবে, যার ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস নম্বর নেই, নেই নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা কিংবা ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স, হ্যামলিনের অবস্থান এখানে ভূতের মতোই।' রিপোর্টের উপসংহারে লিখেছে।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি ভূত ভয় পান।

দেখা যাক স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তার বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা কতদূর বিস্তৃত করতে পারেন।

ছাব্বিশ

জেমস মার্টিন, ডাউনিং স্ট্রিটের চিফ অব কম্যুনিকেশন্স, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলেন মাথা।

হেনরি হুইটম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'অবস্থা কদ্দুর খারাপ, জেমস? সত্যি করে বলো।'

'সত্যি করে বলব, প্রাইম মিনিস্টার? অবস্থা মোটেই ভালো নয়। একে 'ডিজাস্টার'ই বলা যায়...'

দু'জনে গোল টেবিল বৈঠকে বসেছেন। সামনে আজ সকালের দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাহাড়। কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে দেয়া আলেক্সিয়া ডি ভিরির বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমে রীতিমত হুংকার তুলেছে। ডানপন্থী বৃটিশ জনতার মধ্যে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে। রেসিস্ট ভায়োলেন্সকে প্ররোচিত করেছে এ সেন্টিমেন্ট এবং এমন জনরোষ তৈরি হয়েছে যা ১৯৬০-এর দশকে ইনোচ পাওয়েলের বিখ্যাত 'রক্তের নদী' শীর্ষক বক্তৃতার পরে আর দেখা যায়নি।

'বার্নলিতে লুটপাট শুরু হয়েছে, ডোভারের একটি অভিবাসী হোল্ডিং ফ্যাসিলিটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সাউদাম্পটনের জাহাজঘাটায় হিংসাত্মক প্রতিবাদ চলছে। ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি শনিবার স্বত:স্ফূর্ত গণমিছিলের আহ্বান জানিয়েছে লণ্ডন, ম্যানচেস্টার এবং বাকিংহামে। নিজেদেরকে তারা 'রিক্লেম ব্রিটেন মুভমেন্ট' বলে পরিচয় দিচ্ছে।'

'যীশাস। খবরের কাগজগুলো কী বলছে?'

'ওসব শুনতে আপনার ভালো লাগবে না। *গার্ডিয়ান* আলেক্সিয়াকে 'বাঁধনহারা কামান' বলে অভিহিত করেছে। *টাইমস* বিস্ময় প্রকাশ করেছে হোম অফিস সত্যি সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় কিনা এবং ইত্তি মনে করে হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে ইনসাইটমেন্ট টু রেসিয়ান হেটেরেড অ্যাক্ট এর অভিযোগ আসা উচিত। *সান* পত্রিকা তো আলেক্সিয়াকে হিরো বানিয়ে দিয়েছে। আর *টেলিগ্রাফ* পত্রিকার কার্টুনটি দেখুন।'

জেমস মার্টিন তাঁর বসের হাতে কাগজটি তুলে দিলেন। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে ব্রিটানিয়ার পোশাকে সজ্জিত আলেক্সিয়া ডি ভিরি সিংহাসনে বসে আছেন, প্রধানমন্ত্রী

তাঁর পায়ের কাছে বসেছেন পোষা কুকুর হয়ে। আলেক্সিয়া হেনরিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন লেখা একটি হাড্ডি দিচ্ছেন। কার্টুনের ক্যাপশন *এটা চিবোও খোকা।*

'আমি ভেবেছিলাম আপনি ওঁকে সেন্টিমেন্টের ভাষা একটু শিথিল করতে বলবেন।'

গম্ভীর মুখে হেনরি হুইটম্যান বললেন, 'বলেছিলাম।'

'এভাবে চলতে পারে না, প্রাইম মিনিস্টার। আপনাকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেই হবে।'

'আমি আজ সকালে বার্নলিতে যাচ্ছি। তুমি সন্ধ্যা ছটায় একটা প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'পারব। তবে আজ সকালে করলেই সবচেয়ে ভালো হতো। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত করবেন হোম অফিস যেন আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে না পারে।'

গাড়িতে বসে ফোনটা নিলেন আলেক্সিয়া।

তিনি জানতেন প্রধানমন্ত্রী রাগ করবেন। কিন্তু এতটা ক্রুদ্ধ হবেন ভাবেননি।

'তোমাকে আমি বলেছিলাম, পইপই করে বলেছি স্টেটমেন্টের ভাষা যেন একটু নমনীয় হয়।'

'আমি তো ভাষা নমনীয় করেছি।'

'তুমি মাত্র একটা শব্দ বদলে দিয়েছ। তুমি কি দেখেছ ওখানে কী ঘটছে? এটি এখন অন্যতম পাবলিক অর্ডার সিচুয়েশনে পৌঁছে গেছে, আলেক্সিয়া। লোকে খুন হতে যাচ্ছে।'

'লোকে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, হেনরি,' শীতল গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'এজন্য আমি তাদেরকে দোষ দিই না। ব্রিটিশ পাবলিক একদল অভব্য অভিবাসীর আচরণে বেজায় বিক্ষুব্ধ যারা কিনা আমাদের কাছ থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা শুষে নিয়ে আমাদেরই পতাকার ওপর প্রস্রাব করে। আমি সাধারণ ভোটারদের পক্ষে কথা বলছি।'

'ছাতা করছ। তুমি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার চেষ্টা করছ। তুমি যদি তোমার কেবিনেট সহকর্মীদের সঙ্গে ক্ষমতার ধস্তাধস্তি উপভোগ করতে চাও তাহলে কাজটা গোপনে করো।'

'কিন্তু হেনরি–'

'চুপ করো।' এই প্রথম হেনরি হুইটম্যান তাঁর ওপর এমন গলা চড়ালেন। 'তুমি কোনো কথা বলবে না, বুঝতে পেরেছ? কিছু বলবে না। আমার সঙ্গে নয়, প্রেসের কাছে নয়, কারও সাথেই নয়। তুমি চুপচাপ থাকবে এবং এ ঝামেলা আমাকে মেটাতে দাও। আমার কথা বোঝা গেছে?'

চুপ করে রইলেন আলেক্সিয়া।

'তোমার কি কোনো ধারণা আছে কত মানুষ তোমার পদত্যাগ চাইছে, আলেক্সিয়া?' প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে পরিষ্কার হতাশার সুর। 'তোমার লাগাম টেনে ধরার জন্য কত লোক আমাকে চাপ দিচ্ছে, জানো?'

'জানি না,' উদ্ধত গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'এবং জানতেও চাই না। গ্রাহ্য করি না।'

'তোমার গ্রাহ্য করা উচিত। প্রয়োজনে আমি অনেকদূর যেতে পারি, তুমি জানো সে কথা, আলেক্সিয়া। মনে রেখো কথাটা।'

'আমিও পারি, হেনরি। তোমারও কথাটা মনে রাখা উচিত।'

ফোন ছেড়ে দিলেন আলেক্সিয়া। তাঁর পাশে বসা স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং লক্ষ করলেন আলেক্সিয়ার হাত কাঁপছে। ভয়ে নাকি রাগে বুঝতে পারলেন না তিনি।

'আমি কোনো সাহায্য করতে পারি, হোম সেক্রেটারি?'

'না, ধন্যবাদ, এডোয়ার্ড। আমি ঠিক আছি।'

নিঃশব্দ হয়ে রইলেন দু'জনেই। এমবাঙ্কমেন্টে ঢোকার পরে ট্রাফিক জ্যাম কমে এল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পার্লামেন্ট স্কোয়ারে পৌঁছে যাবেন।

'একটা কথা, এডোয়ার্ড। তুমি গতরাতে আমাকে যে ফাইলটি দিয়েছিলে আমাদের বন্ধু মি. হ্যামলিনের ব্যাপারে। সেই আমেরিকানটা।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের কান খাড়া হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী মিসেস ডি ভিরিকে এমন বকাবকি করলেন, এই অভিবাসী গণ্ডগোল তাঁর ক্যারিয়ারের সর্বনাশ করে দিতে পারে তবু ভদ্রমহিলা কেমন নির্বিকার থাকছেন। মনে হচ্ছে কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না।

কেন?

'তার ব্যাপারে কী, হোম সেক্রেটারি?'

'পুলিশ ওকে খুঁজে বের করতে পারেনি। তুমি যদি কোনো... বিকল্প রাস্তা বের করতে পার।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি লোকটার সন্ধান চাই।'

এক মুহূর্ত চুপ হয়ে থাকলেন স্যার এডোয়ার্ড, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না। প্রশ্নটি না করাই উচিত হবে।

'নিশ্চয়, হোম সেক্রেটারি। ধরে নিন কাজটা হয়ে গেছে। ওহ, গুডনেস।'

পার্লামেন্ট স্কোয়ারের অবস্থা ভয়াবহ। বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। আলেক্সিয়ার ছবি একদল লোক আইকনের মতো উঁচিয়ে রেখেছে, আরেক দল ছবি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। এক দলে প্রায় বেশির ভাগ পুরুষ দেখা গেল, ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান চেহারা, তারা হোম সেক্রেটারির মাথার ওপরে শয়তানের শিং এঁকে রেখেছে। ডেইমলারের কালো কাচের জানালা ভেদ করে তাদের

গালাগাল ভেসে এল। তারা আলেক্সিয়াকে 'বর্ণবাদী মাগী' বলে ইংরেজি এবং গ্লাভিক ভাষায় গাল দিচ্ছে।

'ঘোরো,' ড্রাইভারকে হিসিয়ে উঠলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

'আমার পেছনের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকব।'

'না,' দৃঢ় গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'এখানেই থামো।'

স্যার এডোয়ার্ড তাঁকে বাধা দেয়ার আগেই তিনি চট করে গাড়ির দরজা খুলে ভাইরে পা রাখলেন।

'হোম সেক্রেটারি!' পেছন থেকে হাঁক ছাড়লেন এডোয়ার্ড কিন্তু লাভ হলো না। আলেক্সিয়া বোধকরি ডাক শুনতে পাননি জনতার উন্মত্ত চেঁচামেচিতে। যেই তারা বুঝতে পারল গাড়ি থেকে কে নেমে এসেছে, নরক ভেঙে পড়ল ওখানে। তবে ভাগ্য বলতে হবে দুই পুলিশম্যান লাফিয়ে চলে এল হোম সেক্রেটারিকে রক্ষার জন্য। তাঁরা আলেক্সিয়ার দুই পাশে দাঁড়াল অবলম্বন হিসেবে যা বিপুল জনতার ঢেউয়ের তোড়ে যে কোনো সময় খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে।

ওইদিন দ্বিতীয়বারের মতো ভয় পেলেন আলেক্সিয়া। কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীর ফোন তাঁকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে যদিও ভীতিটা তিনি হেনরি হুইটম্যান কিংবা নিজের স্টাফের সামনে লুকিয়ে রেখেছেন। *কখনও নিজের দুর্বলতা দেখাবে না। কখনও পশ্চাদপসারণ করবে না।* কোনঠাসা হয়ে পড়লে আরও কঠিনভাবে লড়াই করার প্রবণতা জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে। ভেতরে ভেতরে তিনি ঠিকই উপলব্ধি করছেন ওই বিবৃতিটি দেয়া ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কথাটি তিনি কদাপি স্বীকার করবেন না, এখন তো নয়ই যখন ঝুঁকি চরমে। ডাউনিং স্ট্রিট, কেবিনেটসহ সবার সামনে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। আর এ দৃঢ়চিত্ততাই আলেক্সিয়াকে এতদূর নিয়ে এসেছে।

তবে এখনকার অবস্থা ভিন্ন। তিনি এখন শারীরিক ভীতিতে আক্রান্ত। গাড়ি থেকে হুট করে, স্রেফ আবেগের বশে নেমে পড়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। *এডোয়ার্ডের কথা শোনা উচিত ছিল আমার। পেছন দিয়ে গেলেই হতো। এ ভারী বিপজ্জনক পরিস্থিতি।*

ছবি তোলা হতে পারে জেনেই যেন তিনি ভিড়ের মধ্যে মাথা সটান রেখে এগোলেন। ভিড়ের বেশিরভাগই পুরুষ। তারা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। তাদের দুর্গন্ধযুক্ত নি:শ্বাস, ঘামের গন্ধ বাড়ি মারছে নাসারন্ধ্রে, গা গুলিয়ে উঠল আলেক্সিয়ার। তারপর, অকস্মাৎ, ভোজবাজির মতো কেউ একজন তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে নিয়ে চললল সামনে। উদ্ধারকর্তাকে দেখতে পেলেন না আলেক্সিয়া তবে বুঝাতে পারলেন তাঁকে পার্লামেন্টের প্রাইভেট মেম্বারদের প্রবেশ পথের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ও রাস্তাটিই একমাত্র নিরাপদ।

আমার নিরাপত্তাকর্মীদের কেউ নিশ্চয়। থ্যাংক গড। পরেরবার আরও সাবধান থাকব আমি।

আলেক্সিয়ার পেশীতে ঢিল পড়ল, রক্ষকর্তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন তিনি, দু'পাশের ক্রুদ্ধ জনতার মুখ অগ্রাহ্য করে শুধু সামনের দরজাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে কেটে গেছে বিপদ। পুলিশের একটি দেয়াল তাঁর পেছনে, ঠেকিয়ে রাখছে বিক্ষোভকারীদের। যে হাতটি এতক্ষণ তাঁকে ধরে রেখেছিল সে এবারে মুক্ত করল বন্ধন এবং এই প্রথমবার তাঁর রক্ষাকর্তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন আলেক্সিয়া।'

'তুমি!' আঁতকে উঠলেন আলেক্সিয়া।

'আমি?'

হাসল বিলি হ্যামলিন। তারপর সে দুটি শব্দ উচ্চারণ করল যা আর কোনোদিন শুনতে পাবেন বলে ভাবেন নি আলেক্সিয়া ডি ভিরি। শব্দ দুটি তাঁর অতীতকে সহ্য করে টেনে নিয়ে এল এবং হিম করে দিল কলজে।

'হ্যালো, টনি।'

তৃতীয় খণ্ড

সাতাশ

টনি গিলেত্তি ভেবেছিল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি খুব কঠিন হবে। তবে কাজটি হলো খুবই সহজ।

বিলি হ্যামলিনের সাজা হওয়ার কয়েকদিন পরে সে একদিন খুব ভোরে বাড়ির জানালা গলে নেমে কেটে পড়ল। সে ছুট দিল তো দিলই, একবারও পেছন ফিরল না। যখন আর পালিয়ে যাওয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না তখন অপেক্ষা করতে লাগল শাস্তির জন্য। ভেবেছিল তার বাবা ওয়াল্টার, ওর খোঁজে আসছেন। কিংবা ওর বন্ধুরা অথবা পুলিশ। অথবা বিলির আইনজীবীরা ইতিমধ্যে আপিলের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। নিশ্চয় অবশেষে প্রকাশিত হবে সত্য এবং ধরা খাবে টনি। তাকে জেলে যেতে হবে এবং সেখানেই বাকি জীবন পচে মরবে।

কিন্তু এরকম কিছুই ঘটল না। টিভিতে আপিলের কোনো খবর প্রচার হলো না, কোনো শখের গোয়েন্দা ওর পিছু নিল না। কেউ এল না টনি গিলেত্তির সন্ধানে। ওকে নিয়ে কারও যেন কোনো মাথাব্যথাই ছিল না।

না, সবাই নয়। একজন ঠিকই টনির কথা ভাবছিল যে টনি গিলেত্তির জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় খুনীর লেবাস পরে নিয়েছে। টনি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বলেছিল সে যেমন টনির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে টনিও তেমনি তার জন্য নিজেকে উজাড় করে দেবে। চোখের বদলে চোখ।

কিন্তু টনি যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হলো তখন আর এ কাজটি করতে পারল না। কিশোর সুলভ একটি ভুলের জন্য সে নিজের গোটা জীবন বলি দিতে পারে না। বিলি হ্যামলিনের জন্য নয়, কারও জন্যই নয়। যখন সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারল তখন তার পথটি পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু দৌড় ছাড়া আর কিছুই রইল না টনি গিলেত্তির জন্য।

সে তার নতুন জীবনের প্রথম দুটি বছর কাটাল প্রিয় লাসভেগাসে। নেভাডা তার কাছে আরেকটি গ্রহ বলে মনে হয়, গরম, শুকনো, আত্মাহীন, নিদ্রাহীন একটি জায়গা যেখানে খুব সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়। কেউ খোঁজ পাবে না। সালটা ১৯৭৫ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ফুলে উঠছিল। প্রতি মাসেই নতুন নতুন ক্যাসিনো এবং হোটেল

গজিয়ে উঠছে। সবাই চাকরি পাচ্ছে, কেউ কারও অতীত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। নিজেকে নব আবিষ্কার করার সেরা জায়গা ছিল মধ্য সত্তর দশকের লাসভেগাস। টনি গিলেত্তি ঠিক তাই করল। নিজের নতুন নাম নিল আলেক্সিয়া পার্কার। (গ্রেড স্কুলে তার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীটির নাম ছিল আলেক্সিয়া এবং এ নামটি টনির খুব পছন্দ ছিল।) সে বারটেনডারের কাজে যোগ দিল। তার সঙ্গে কোনো কাগজপত্র নেই, নেই সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার তবে ভেগাসে সবাইকে নগদ অর্থে বেতন মেটানো হয়। আলেক্সিয়া পার্কার একটি সেক্সি মেয়ে, কাস্টমাররা তাকে বেশ পছন্দ করে। সে খুব পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত, আর এটাই ক্লাব মহিলাদের দরকার। ভেগাসে সেক্সি মেয়েদের অভাব নেই, তবে আলেক্সিয়া পার্কার এদের থেকে একটু ভিন্ন। সে সংযমী, মদ পান করে না, ড্রাগস নেয় না। এরকম মেয়ে খুবই দুর্লভ। সে যেন কৌমার্য রক্ষার শপথ নিয়েছে তাই কোনো কাস্টমার কিংবা বার স্টাফদের সঙ্গে তাকে কখনও ডেটিংয়ে যেতে দেখা যায় না।

টনি গিলেত্তি ছিল পার্টি গার্ল। কিন্তু সে তো মারা গেছে। আলেক্সিয়া পার্কার বেঁচে আছে। বছর দুইয়ের মধ্যে সে বেশ কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে ফেলল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। UCLA-তে অ্যাপ্লাই করল, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়বে।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে UCLA ভেগাসের বার মহিলাদের মতো নয়, কলেজে ভর্তির জন্য তাদের কাগজপত্র লাগবে। আলেক্সিয়া পার্কারের কোনো সোসাল সিকিউরিটি নম্বর নেই, নেই পাসপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট বা এরকম কিছু। একটা সমস্যাই হয়ে গেল।

লস এঞ্জেলেসে গিয়ে এ সমস্যার সমাধান করে ফেলল আলেক্সিয়া। কৌমার্যের শপথ ভেঙ্গে সান্তা মেরিনা বুলেভার্ডে সোস্যাল সিকিউরিটি অফিসের ডুয়ানের সঙ্গে বিছানায় গেল।

'এজন্য আমার চাকরি চলে যেতে পারে, আমার জেল হতে পারে,' গুঙিয়ে উঠল ডুয়ান। আলেক্সিয়া পার্কারের জন্য স্টেট রেকর্ডসে ভুয়া তথ্য টাইপ করছিল সে আর তখন টেবিলের নিচে বসে তাকে মুখ মেহনের সুখ দিচ্ছিল আলেক্সিয়া।

'আমারও,' ডুয়ানের পুরুষাঙ্গ মুখ থেকে বের করে বলল আলেক্সিয়া। 'এর মানে হলো আমরা দু'জনেই কথাটা গোপন রাখব কেমন?'

'তুমি করছ কী? এখন থেমো না।'

'আমি বললাম আমরা দু'জনেই কথাটা গোপন রাখব, ঠিক ডুয়ান?'

'ঠিক, হ্যাঁ, অবশ্যই। ইউ গট ইট। আমি এ কথা কাউকে কোনোদিন বলতে যাব না। শুধু দয়া করে থেমো না, থেমোনা প্লিজ।'

নতুন গন্ধভরা সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড এবং পেছনের তারিখ সংবলিত বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে ডুয়ানের অফিস ত্যাগ করল আলেক্সিয়া পার্কার। রেজাল্ট ও নিজেই জাল করল।

নিজেকে অসৎ মনে করে না আলেক্সিয়া। ওর যা করা উচিত ছিল তা-ই সে করেছে। সে সামনের দিকে তাকায়, কখনও পেছন ফিরে দেখে না, সমস্যা মাথা চাড়া দিলেই সেগুলোর সমাধান করে ফেলে, অভিনয়ে সহজাত দক্ষতা এবং অপরকে অনুকরণ করার ক্ষমতার জোরে সে নতুন পরিচয়ে সহজেই উতরে গেল।

রাজনীতির প্রথম সবক : প্রয়োগবাদী হও।

মাত্র দুই বছর বাদে আলেক্সিয়া UCLA থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে লণ্ডনে উড়াল দিল। ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গঠনের কোনো সুযোগ নেই, কারণ তার অতীত তাকে তাড়া করে ফিরবে। তবে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু তার রক্তে এখন ঢুকে গেছে রাজনীতি। নতুন একটি অধ্যায় শুরু করার এখনই সময়।

আলেক্সিয়া পার্কার হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করল সম্পূর্ণ বন্ধুবিহীন এবং যোগাযোগবিহীন অবস্থায় পকেটে নগদ দুশো পাউণ্ড সম্বল করে।

তখন তার বয়স তেইশ।

আটাশ

আলেক্সিয়ার বাহুতে বিলি হ্যামলিনের হাতের চাপ বাড়ল।

'প্লিজ, টনি। তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে আলেক্সিয়ার কলজে। শরীর মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন।

'আপনি ভুল করছেন। আমি কোনো টনিকে চিনি না। এক্সকিউজ মি।'

পার্লামেন্টে সদস্যদের প্রবেশ পথটি মাত্র কয়েক হাত দূরে। আলেক্সিয়া মরিয়ার মতো হোঁচট খেতে খেতে ওদিকে এগোলেন, ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কিন্তু বিলি হ্যামলিন ওকে ছাড়ল না। লাফ মেরে এসে আবার ধরে ফেলল।

'টনি, ফর গডস শেক। এটা আমি। বিলি।'

আলেক্সিয়া বিলির চোখে চোখ রাখলেন। ওখানে পরিষ্কার হতবিহ্বল ভাব, সে সঙ্গে মরিয়া হয়ে ওঠার ছাপ।

তুমি এখানে কী করছ, বিলি? তুমি কি বুঝতে পারছ না টনি মারা গেছে? বহু আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। আমি এখন আলেক্সিয়া, নতুন একজন মানুষ, ধ্বংস হওয়া একটি জীবনের ছাই থেকে উঠে আসা ফিনিক্স পাখি। আবার আমাকে সেখানে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তোমাকে দেব না।

'ছাড়ো আমাকে।'

'আমি জানি তুমি ব্যস্ত,' বিলি হ্যামলিনের চোখে জল। 'কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলা খুবই জরুরি। এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। আমার মেয়ের ভয়ানক বিপদ।'

'সরে যান, প্লিজ,' অবশেষে এক পুলিশম্যান বিলিকে টেনে সরিয়ে নিল। স্বস্তিতে প্রায় জ্ঞান হারানোর দশা হলো আলেক্সিয়ার। আর সৌভাগ্যই বলতে হবে এ সময়ে হাজির হয়ে গেলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। তিনি আলেক্সিয়ার হাত ধরে ফটক পার হয়ে ভবনে ঢুকে পড়লেন।

'আপনি ঠিক আছেন তো, হোম সেক্রেটারি?'

মাথা দোলালেন আলেক্সিয়া। এখনও কাঁপছেন। বন্ধ দরজা ভেদ করে বিলির চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছেন। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের কানেও এল।

'টনি, প্লিজ! ও আমার মেয়ে। আমার মেয়ে। তুমি এমন করছ কেন? **আমি জানি তুমি কে।**

হট্টগোল থেমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেন তাঁরা। অবশেষে নীরব হলো পরিবেশ। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং বললেন, 'আমাদের বোধহয় কথা বলা উচিত, হোম সেক্রেটারি। কী বলেন?'

আলেক্সিয়ার প্রাইভেট অফিসে বসলেন দু'জনে। স্যার এডোয়ার্ড বন্ধ করে দিলেন দরজা।

'সেই লোকটা, না? উইলিয়াম হ্যামলিন।'

মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'আমারও তাই ধারণা।'

'সে আপনাকে চেনে। আপনারা একে অপরকে জানেন।'

স্যার এডোয়ার্ডকে ছাড়িয়ে জানালার বাইরে চলে গেল আলেক্সিয়ার চোখ। টেমস নদীর বুক চিরে দুটো বার্জ একজোড়া অলস রাজহাঁসের মতো মন্থর গতিতে পাশাপাশি ভেসে চলেছে।

এই হলো বাস্তবতা। লন্ডন, পার্লামেন্ট, টেডির সঙ্গে আমার জীবন, বর্তমান।

আমি আলেক্সিয়া ডি ভিরি। আমি গ্রেট ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারি।

অতীত চলে গেছে।

কিন্তু অতীত চলে যায়নি। ওটা পার্লামেন্ট স্কোয়ারের বাইরে চড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের কথা শোনাতে চাইছে। তিনি যা পেয়েছেন, যা হয়েছেন, যার জন্য এত পরিশ্রম করেছেন তার সবকিছুতে হুমকি দিচ্ছে।

'হোম সেক্রেটারি?' স্যার এডোয়ার্ড তাঁর সুখ-কল্পনায় ব্যঘাত ঘটালেন। 'উইলিয়াম হ্যামলিনের সঙ্গে আপনার সর্ম্পকটা কী?'

'আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, এডোয়ার্ড।'

'বিশ্বাস করলাম না, হোম সেক্রেটারি,' কাঠখোট্টা গলায় বললেন সিভিল সারভেন্ট। 'আপনি আমাকে যা-ই বলুন, চার দেয়ালের বাইরে তা যাবে না। তবে কী ঘটছে আমার তা জানা প্রয়োজন। নইলে আমি আমার কাজ করতে পারব না।'

আলেক্সিয়ার মনে চিন্তার ঝড় বইছে।

একে কি বিশ্বাস করা যায়?

কিন্তু তার তো অন্য কোনো বিকল্প নেই।

'আমরা ছেলেবেলায় একে অপরকে অল্পসল্প চিনতাম। ব্যস, এই-ই। বিলি হ্যামলিনের সঙ্গে গত চল্লিশ বছর ধরে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

'কিন্তু আপনি এ বিষয়টি পুলিশে কেন জানাতে চাইছেন না?'

'কারণ আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আমেরিকায়। এ দেশের কেউ সে কথা জানে না- মিডিয়াও নয়, দল নয়, এমনকী কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নয় এবং আমি এভাবেই

থাকতে চাই।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং হজম করে নিলেন তথ্যটি। রীতিমতো চমকে ওঠার মতো খবর। অতীতের বিরাট একটা অংশ এভাবে সাফল্যের সঙ্গে গোপন করে রাখতে পারা আলেক্সিয়া ডি ভিরির কৃতিত্বই বটে।

'আপনি কেন এটা গোপন রাখতে চাইছেন জানতে পারি, হোম সেক্রেটারি? একজন আমেরিকান হওয়া তো কোনো অপরাধ নয়।'

'তা বটে। কিন্তু আমি আমেরিকান নই, এডোয়ার্ড। আমি আমার নাগরিকত্ব বহু আগেই ত্যাগ করেছি, পার্লামেন্টে দাঁড়ানোর আগে। আমার যৌবনকালের পুরোটাই কেটেছে এদেশে এবং নিজেকে আমি পুরোপুরি একজন ইংরেজ মনে করি। তাছাড়া, আমি কোনোকিছু গোপন করিনি। কেউ কোনোদিন আমার শৈশব কিংবা কৈশোরের কথা জানতে চায়নি। প্রসঙ্গটি কখনও ওঠেইনি।'

'কিন্তু প্রসঙ্গটি তো এখন আসছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আলেক্সিয়া। 'হ্যাঁ, সে রাতে কিংস মেয়ারের সিসিটিভির ফুটেজে এ লোকটাকেই দেখেছিলাম আমি। কৈশোরের পরে তাকে আর দেখিনি। কিন্তু কমিশনার গ্রান্ট যখন নামটা বললেন...'

বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে দিলেন তিনি।

'আপনি কি জানতেন ও জেল খাটছিল?'

একটু ইতস্তত: করে জবাব দিলেন আলেক্সিয়া। মামলাটি নিয়ে তখন বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।'

'সাগরে বাচ্চা ডুবে যাওয়ার ঘটনা?'

'হুঁ,' 'ডুবে যাওয়া' শব্দটি শোনামাত্র আলেক্সিয়ার শরীরটা শিরশিরিয়ে উঠল, জমাট বেঁধে গেল যেন রক্ত। 'কিন্তু তারপর থেকে তার কী হয়েছে কিছুই জানতাম না আমি। তার মানসিক অসুস্থতা, ডেল্যুশন ইত্যাদি।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যামলিন এখন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে কেন?'

'জানি না। তুমি তো তার ফাইল দেখেছ। ও ব্যবসা করত, অর্থনৈতিক সমস্যায় ছিল, সে সঙ্গে মানসিক সমস্যা।'

মনে করার চেষ্টা করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। কোথায় যেন দেউলিয়া হওয়ার কথা পড়েছিলেন। হ্যামলিনের অটো রিপেয়ার ব্যবসাও ওই অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছিল।

'সে কি টাকা-পয়সার ধান্ধা করছে?'

'কাঁধ ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'বললামই তো কোনো ধারণা নেই আমার।'

'আপনারা কি লাভার ছিলেন?'

এমইন কর্কশ এবং নিষ্করুণ প্রশ্ন, এক মুহূর্তের জন্য কথার খেই হারিয়ে ফেললেন

আলেক্সিয়া।

'আমি... আমরা... এতে কি কিছু এসে যায়? ফর হেভেনস সেক, এডোয়ার্ড। এসব চল্লিশ বছর আগের ঘটনা।'

'আসে যায়, হোম সেক্রেটারি। হ্যামলিন কি এমন কিছু জানে যাতে সে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে?'

'না,' প্রাইভেট পার্সোনাল সেক্রেটারির দিকে এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আলেক্সিয়া যে আগুনও বরফ হয়ে জমাট বেঁধে যাবে।

'ড্রাগস?'

'নো। গাঁজাটাজা খেয়েছি হয়তো দুএকবার। মনে রেখো সময়টা ছিল ষাটের দশক। চুলে হাত চালিয়ে দিলেন তিনি। 'দ্যাখো, কমিশনার গ্রান্ট যখন নিশ্চিত করলেন সে রাতে কিংস মেয়ারের লোকটা ছিল বিলি হ্যামলিন, আমি খুব কৌতূহলি হয়ে উঠেছিলাম। এ জন্যেই তোমার কাছে ওর ফাইলটা চুপিচুপি চেয়েছিলাম তবে লেখাটা পড়ে আমি ডিস্টার্বড হয়েছি। মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে আমার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বিলি সুস্থ নয়। সে একটা সাইকো। বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে সে অদ্ভুত সব অবসেশনে ভোগে। এখন সে এখানে, ইংল্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে। উদ্ভট আচরণ করছে, আমার ওপর মারমুখী হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও না, হোম সেক্রেটারি,' আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। এক পর্যায়ে এডোয়ার্ডকে সত্যি কথাটা খুলে বললেন আলেক্সিয়া। তিনি জানেন না বিলি হ্যামলিন তাঁর কাছে কী চায়। সে বলেছে তার মেয়ে নাকি বিপদে আছে, কিন্তু বিলির মনোবিজ্ঞানীদের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিয়জনের প্রতি অনির্দিষ্ট হুমকি হলো একটি সাধারণ ডেলুশাল থিম, মানসিক রোগীরা কল্পনা করে তাদের প্রিয়জনরা বিপদে আছে। অথবা এমনও হতে পারে টাকা আদায় করার জন্য এটা ওর একটা ধান্ধা বা কৌশল। কে জানে?

আলেক্সিয়া শুধু নিশ্চিতভাবে জানেন বিলি হ্যামলিনকে তিনি নিজের জীবন ধ্বংস করতে দেবেন না। ক্যারিয়ারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি, তাঁর সাজানো সংসার এসব অতীত থেকে আসা একটা ভূতের হুমকিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না, সে অতীতের জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ নেই। অন্তত: যতদিন তিনি বেঁচে আছেন।

তাছাড়া বিলি হ্যামলিন যে মেয়েটিকে খুঁজছে সে তো অনেক আগেই মারা গেছে। বহু বহু আগে টনি গিলেত্তিকে কবর দিয়েছেন আলেক্সিয়া।

'এডোয়ার্ড?'

'হোম সেক্রেটারি?'

'তুমি ওকে সরিয়ে ফেলো।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। নতুন চোখে যেন তিনি দেখলেন তার বসকে।

ওখানে এক কঠোর সংকল্প এবং নির্দয়, নিষ্ঠুর একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন যাকে আমি আগে মূল্যায়ন করিনি। ইনি একজন স্ট্রিট ফাইটার। একজন সারভাইভার।

আমার মতো।

পুলিশ যখন হ্যামলিনকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে কী যেন বলছিল?

আমি জানি তুমি কে।

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং ভাবলেন তিনিও যদি এ কথাটি বলতে পারতেন। নিজের অস্তিত্বই এখন এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করছে। সের্গেই মিলেস্কু এবং তার অবয়বহীন বন্ধুদের কথা মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল ধারালো কিচেন নাইফের কথা, তাঁর চামড়া কেটে ফেলছিল, নিজের বিছানায় রশিবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকার সেই শীতল আতংকের স্মৃতি, ফলাটি তার কুঁচকিতে নেমে আসছিল। মনে পড়ল ক্যামেরার স্মৃতি এবং সের্গেই তাঁকে দিয়ে যেসব অসম্মানের কাজগুলো করিয়েছিল তার কথা।

এডোয়ার্ড ম্যানিংয়েরও একান্ত কিছু গোপন কথা আছে।

টেবিলের দুই পাশে নি:সঙ্গ টিকটিকির মতো বসা সিভিল সার্ভেন্ট এবং কেবিনেট মিনিস্টার কয়েকটি আড়ষ্ট সেকেন্ড একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পলকহীন চক্ষু, শীতল রক্ত, মূর্তির মতো স্থির, একজন যেন অপরজনের অভিসন্ধি নিরূপণের চেষ্টা করছেন। ওরা কি বিলি হ্যামলিনের বিরুদ্ধে হান্টিং পার্টনার হবেন নাকি তাঁদের একজন শিকারী আর অপরজন শিকার?

'জ্বি, হোম সেক্রেটারি, আমি ওকে সরিয়ে ফেলতে পারব। যদি আপনি চান।'

'আমি চাই, এডোয়ার্ড। আমি চাই।'

'তাহলে ধরে নিন হয়ে গেছে কাজ।' চলে যাওয়ার জন্য সিধে হলেন স্যার এডোয়ার্ড। দরজার সামনে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'শুধু একটি ছোট্ট প্রশ্ন, হোম সেক্রেটারি। হ্যামলিন আপনাকে 'টনি' বলে ডাকছিল। কেন?'

'ওটা আমার ছোটবেলার ডাক নাম,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিলেন আলেক্সিয়া। 'তবে কেন সে এ নামে ডাকছিল সত্যি জানি না আমি। এত বছর পরে ডাকনামটা শুনে অদ্ভুতই লাগছিল আমার।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং বললেন, 'সে আমি বুঝতে পারছি।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চলে গেলেন তিনি।

ঘটনাগুলো ঘটল খুব দ্রুত।

কোনো আইনজীবী, ফোনকল, কোর্ট-আপিল কিছু নয়, আলেক্সিয়া ডি ভিরি তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানানোর পরে পুলিশ বিলি হ্যামলিনকে চ্যাংদোলা করে অন্য ছ'জন বিক্ষোভকারীর সঙ্গে তাদের ভ্যানে তুলে দিল এবং ওয়েস্টমিনিস্টার পুলিশ থানার হাজতে আটকে রাখল। ঘন্টা কয়েক বাদে সুবেশধারী এক লোক এসে তার সঙ্গে দেখা করল।

'মি. হ্যামলিন? একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

লোকটির আচরণ পিতৃসুলভ এবং সদয়। কথা বলার ঢঙে বোঝা যায় সে শিক্ষিত মানুষ, গায়ে সুট। শোফার চালিত গাড়িতে এ লোকটির সঙ্গে উঠে নিরাপদ বোধ করছিল বিলি। অনুমান করল ওরা সোজা হোম অফিসে যাচ্ছে। তবে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিডেটিভ ইনজেকশন দেয়া হলো। একটা আবছা ঘোরের মধ্যে ডুবে থেকে বিলি দেখল দামী গাড়িটি থেকে তাকে নামিয়ে অচেনা একটি সাদা গাড়িতে তুলে নেয়া হলো। গাড়িটি চলে এল হিথ্রোতে। তারপরে সবকিছুই যেন ঘটল স্বপ্নের মধ্যে। তার পাসপোর্ট নিয়ে গেল, শেষের পৃষ্ঠাগুলোতে কালো কালিতে ছাপা অসংখ্য অশুভ চেহারার স্টাম্প লাগিয়ে ওটা ফেরত দেয়া হলো। ওকে লাগেজহীন অবস্থায় ভার্জিন আটলান্টিকের একটি সাধারণ যাত্রী বিমানে তুলে দিল কয়েকটি লোক। আসনে বসার পরে মাদক মেশানো ওষুধের কারণে তার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙার পরে বিলি দেখে সে নিউইয়র্কে পৌঁছেছে এবং তার হাতে একটি পয়সাও নেই।

বিভ্রান্ত মন, বিপর্যস্ত শরীর নিয়ে সে বিমানবন্দরের একটি বেঞ্চিতে বসে সেলফোনের জন্য পকেট হাতড়াল।

নেই।

না। ওটা হারাতে পারে না। যখন কণ্ঠটি ডাকবে তখন কী হবে? কে দেবে জবাব?

গা কাঁপতে লাগল বিলি হ্যামলিনের।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি তার কথা শুনল না কেন? সে কেন ওকে কথা শোনাতে বাধ্য করল না?

ব্যর্থ হয়েছে বিলি। এখন রক্তপাত হবে, আরও বেশি রক্তপাত এবং তা হবে তার হাত দিয়ে।

সে কাঁদল।

'মি. হ্যামলিন?'

পরাজিত মানুষের মতো মুখ তুলে চাইল হ্যামলিন।

শক্তিশালী দুটি হাত যখন ওকে চেপে ধরে তুলে নিয়ে যেতে থাকল, বাধা দিল না বিলি।

উনত্রিশ

‘ওকে, তাহলে আমাদের কাছে আছে ন'টি লবস্টার, ছয় পাউণ্ড ক্রে ফিশ, সালাদের জন্য অ্যাডাম ফার্মের তাজা টমেটো। ওগুলো কতটা রয়েছে?’

লিডিয়া, মেয়ার পরিবারের ফিলিপিনো কুক কাম হাউসকীপার একটি মস্ত বড় ক্যানভাসের থলে ধরে আছে হাতে।

‘প্রচুর। একটা গোটা সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর মতো, মিসেস লুসি।’

‘গুড। কারণ আমরা সেনাবাহিনীর মতোই খাব। আর কী বাকি রইল? বিফ?’

‘গরুর মাংস ওভেনে। রান্না হচ্ছে।’

‘ফ্রেশ ব্রেড?’

‘পেয়ে গেছি।’

‘স্ট্রবেরী? টেডির জন্য টনিক ওয়াটার? ওহ্ ধ্যাত্তরি।’ লুসি মেয়ার হিরের আংটি পরা হাত দিয়ে কপালে একটা চাপড় মারল।

‘আমাদের বাসায় জিন তো একদমই নেই। আর্নিকে শহরে পাঠাতে হবে। এ অ্যান্ড পি কি এখনও খোলা আছে।’

‘দুপুর একটার সময়? অবশ্যই, মিসেস লুসি। খোলা আছে দোকান।’ মনিবনীর বাহুতে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি হাত রাখল হাউসকীপার। সে মিসেস মেয়ারের সঙ্গে কাজ করে আনন্দই পায়। ‘চিন্তা করবেন না। ডিনারে কোনো সমস্যা হবে না। সব ঠিকঠাক মতোই হবে।’

লুসি মেয়ারও তাই আশা করে। সে চায় সব কিছু ঠিকঠাক মতো হোক। মার্থার ভাইনইয়ার্ড সামার হোমটি সে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়েছে। শৈশবে লুসির পরিবার গরমের ছুটি কাটাত নান্টুকেটে। মনে আছে মা পিকনিকের আয়োজন করতেন। নানারকম সালাদ আর তাজা সী ফুড পরিবেশন করা হতো পিকনিকে। পিকনিক ব্লাংকেটের ওপর বিছিয়ে দেয়া হতো সাদা লিনেন কাপড়। ডিনার খেত তারা লম্বা, অ্যান্টিক টেবিলে বসে, আলো পড়ে ঝিকমিক করত ক্রিস্টালের গ্লাস আর রূপোর বাসনপত্র। ডিনারে পুরুষরা টুক্সেডু পরে আসতেন আর শিফন, সেগুইন, সিল্ক এবং জরোয়া গহনায় ঝলমল করতেন নারীগণ। লুসি এবং তার ছোট ভাই চোখ বড়বড়

করে তাঁদেরকে দেখত।

তবে ষাটের দশকের পর থেকে সব কেমন বদলে যেতে থাকে। বড় হওয়ার পরে নান্টুকেটের বদলে মার্থার ভাইনইয়ার্ডই প্রিয় হয়ে উঠেছিল লুসির। কারণ এটি অনেক বেশি জীবন্ত ছিল, কৃত্রিমতা এখানে কম ছিল। ভাইনইয়ার্ডের সবকিছুই কেন্দ্রীভূত থাকত রান্নাবান্না এবং পুল পার্টি নিয়ে। কিন্তু আলেক্সিয়া এবং টেডির ওয়েলকাম-ব্যাক ডিনারটি এত সাদামাটা হলে চলবে না।

প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে ঢুকে লুসি আরেকবার র‍্যালফ লরেন কাউচের কুশনগুলো ঠিকঠাক করে নিল। যদিও ওগুলো ঠিকমতোই সঠিক জায়গাটিতে ছিল। তার হাউজকীপারের উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করল।

রিল্যাক্স। এটি স্রেফ একটি পার্টি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লুসি মেয়ার বুঝতে পারে না তার বান্ধবী আলেক্সিয়া ডি ভিরি কীভাবে গোটা একটি দেশ পরিচালনা করার চাপ সহ্য করে? সে নিজে একটি সংসার চালাতেই হিম-শিম খেয়ে যায়।

আলেক্সিয়া ডি ভিরির পৃথিবী লুসি মেয়ারের দুনিয়া থেকে একদমই ভিন্ন। তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কারণ কেউ কারও জীবনে উঁকি মারার চেষ্টা করে না। লুসি গিন্নিবান্নির ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট আর আলেক্সিয়া ভালোবাসেন রাজনীতি এবং ক্ষমতার কৌশল। দুই নারীই অবশ্য যে যার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। দু'জনের জীবনযাত্রা আলাদা হলেও কিছু ব্যাপারে তাঁদের মিল রয়েছে। দু'জনেই চমৎকার, সাপোর্টিভ স্বামীদেরকে বিয়ে করেছেন যারা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে কাজ করেন। টেডি ডি ভিরি একটি হেজ ফান্ডের ম্যানেজার, লাভজনক ইউরোপীয় ব্যবসা রয়েছে তাঁর। আর আর্নি মেয়ার একজন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, আমেরিকা, এশিয়াসহ এখন মধ্যপ্রাচ্যের কাতারেও ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বাণিজ্য।

ওরা দু'জন কখনও সরাসরি একসঙ্গে কাজ করেননি বটে তবে একে অপরের ব্যবসার বিষয়টি বুঝতে পারেন। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল হৃদ্যতা, চট করে তাঁদের মনের মিল হয়ে যায়।

এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন কুড়ি বছরেরও বেশি হয়ে গেছে আর্নি মেয়ার তাঁদের সামার হোমটি ডি ভিরিদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। মেয়ারদের পিলগ্রিম ফার্ম এস্টেটের ধারে এক সুইমিং পুল, ছোট গেস্ট হাউস এবং ফুলের বাগানসহ আকর্ষণীয় ব্যাকইয়ার্ড নিয়ে দ্য গেবলস। আর্নি এবং লুসি আরও বড় একটি বাড়িতে বাস করেন। এটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত একটি খাবার বাড়ি। উঁচু ছাদ, ওক কাঠের মেঝে, আলোবাসাতে পূর্ণ বিরাট বিরাট কক্ষ। আলেক্সিয়া এবং লুসির যখন পরিচয় হয়, দু'জনেই তখন তরুণী মাতা। ওই গ্রীষ্মেই দ্য গেবলস কিনে নেন টেডি। আলেক্সিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি এখনও মনে আছে লুসির যেন গতকালকের ঘটনা। তখন আলেক্সিয়া ব্রিটিশ এমপি, অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তবে লুসি মেয়ার কল্পনাও করেনি তার

পড়শী একদিন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করবেন।

আমার বান্ধবী ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি।

এ কথাটি বারবার বলতেও ক্লান্তি নেই লুসির।

আজ রাতটি একটি বিশেষ অকেশনের রাত। আলেক্সিয়া এমন বিরাট একটি বিজয় পেয়েছেন বলে তিনি এবং টেডি দ্বীপে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে আসছেন বলেই শুধু নয়, বিশেষ অকেশন এ জন্য যে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের অত্যন্ত সুদর্শন পুত্র মাইকেলও আসছে বহু বছর পরে। গরমের ছুটি কাটাতে রক্সি প্রায়ই আসে এখানে। তবে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে এখানে এসেও বেচারীর তেমন কিছু করার থাকে না। কিন্তু মাইকেল ডি ভিরি কৈশোরের পরে ভাইনইয়ার্ডে আর আসেনি। লুসি মেয়ার ভেবে পুলকিত হয় ব্যাপারটা কতই না মজার হবে যদি তার মেয়ে সামারের প্রেমে পড়ে যায় মাইকেল। *আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলতে পারব একটি বড়, সুখি পরিবার।*

লুসির বাইশ বছরের কন্যাটির সঙ্গে সম্প্রতি তার কলেজ বয়ফ্রেন্ড অতিশয় দাম্ভিক চাড বেটসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। লুসি এখন নতুন একটি রোমান্সের জন্য মুখিয়ে আছে। কল্পনা করে দ্যাখো সামার এবং মাইকেলের যদি বিয়ে হয় এবং ওদের যদি বাচ্চাকাচ্চা হয়। তাহলে লুসি এবং আলেক্সিয়া একসাথে নানী ও দাদী হবেন।

এরকমটি ঘটতে পারে। লুসি মেয়ার এটি ঘটাতে পারে।

আর এর শুরু হবে আজ রাত থেকে।

ত্রিশ

'মাইকেল... তুমি ওখানে বসো। সামারের পাশে। যদি ও আদৌ সময়মতো পৌঁছাতে পারে।'

মাইকেলের ডানদিকের একটি খালি চেয়ার দেখাল লুসি মেয়ার। মাইকেলের বামে বসেছেন ভেস্তি ব্রেবারম্যান, প্রয়াত সিনেটর ব্রেবারম্যানের বধির স্ত্রী, ইনি পিলগ্রিম ফার্ম এস্টেটের একটি ছোট কটেজের মালিক। ভেস্তির বয়স ৭৬/৭৭। তাঁকে ছোটবেলা থেকে চেনে মাইকেল। তিনি কানে হিয়ারিং এইড পরেন না বদলে একটি ইয়ার ট্রাম্পেট বহন করেন। এটি একদা তাঁর দাদীর ছিল। ইয়ার ট্রাম্পটের কারণে ভেস্তিকে ভিক্টোরিয়ান ছবির বইয়ের চরিত্রের মতো লাগে দেখতে। ছেলে ছোকরারা যদি বিড়বিড় করে কিছু বলে ওটা দিয়ে তিনি তাদেরকে বাড়ি মারেন জোরে কথা বলার জন্য।

মাইকেলের ডানদিকের খালি চেয়ারটি বরাদ্দ সামার মেয়ারের জন্য। মাইকেল এবং রক্সির ছেলেবেলার বান্ধবী সামার। মাইকেলের ওপর সে শৈশব থেকেই ক্র্যাশ খেয়ে আছে। লাজুক প্রকৃতির সামার ভীষণ মোটা। শেষ যেবার সামারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাইকেলের, ওর বয়স তখন সতেরো, ওজন কমপক্ষে একশো আশি পাউণ্ড, মাইকেলের উপস্থিতিতে এমনভাবে চুপ করেছিল যেন প্রতিবন্ধী তরুণী। আজ সকালে বাবা-মা'র পীড়াপীড়িতে মাইকেল যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানীয় গ্রেস চার্চে গিয়েছিল, তখন জানতে পারে লুসি মেয়ারের বাড়িতে ওদের ডিনারের দাওয়াত আছে। শুধুমাত্র মাইকেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য বোস্টন থেকে উড়ে আসছে সামার। রোজি ও ডোনেলের মতো দেখতে ইয়া মুটকি তবে মিষ্টি এবং চুপচাপ সামারের সঙ্গে চার ঘণ্টা ডিনারে কাটাতে হবে ভেবেই পেট গুলিয়ে উঠেছিল মাইকেলের। ওর বড় বোন রক্সি অবশ্য ব্যাপারটি খুব উপভোগ করছিল। মাইকেল বলেছিল সে ডিনারে যোগ দিতে পারে তবে কিছুতেই সামারের পাশে বসবে না। এখন সামারের পাশেই তাকে বসতে হচ্ছে শুনে মাইকেলের চোখ গোলগোল হয়ে উঠল আর চাপা খিলখিল হাসিতে ফেটে পরল রক্সি। তাকে দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মাইকেল ভাবছিল বোস্টনে যেহেতু সামারের প্লেন কয়েক ঘণ্টা লেট করেছে কাজেই সে হয়তো ডিনারে হাজির হতে পারবে না এবং কেটে পড়বে মাইকেল। তবে সামারের মা আশা করছে

তার মেয়ে ডেজার্টের সময়েই এসে পড়বে। আর মাইকেলের স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তাহলে সে জানে পৃথিবীর কোনো শক্তিই নেই মজার ডেজার্ট ভক্ষণ থেকে সামারকে বিরত রাখতে পারে।

সামারের মা লুসি, ছিপছিপে, সুন্দরী পরনে সাদা রঙের সাদামাটা শার্ট-ওয়েস্ট ড্রেস, দক্ষতার সঙ্গে হোস্টের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। লুসির মধ্যে চমৎকার মা মা একটি ভাব আছে যা আলেক্সিয়ার মধ্যে সর্বদা অনুপস্থিত। মাতৃত্বের কঠিন দায়িত্ব পালন করেও এ বয়সেও সে চমৎকার ফিট রেখেছে শরীর। ছেলেবেলায় লুসি মেয়ারকে নিজের মা হিসেবে কল্পনা করত মাইকেল। লুসি একটুও বদলায়নি দেখে তার বেশ ভালো লাগছিল।

'এখন, আমরা সবাই যে যার আসনে বসেছি, শুরু করার আগে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।' লুসির মিষ্টি, সুরেলা কণ্ঠ ঝংকার তুলল ঘরে।' আমাদের এখানে উপস্থিত সকলেই একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি।

আর্নি এবং আমি সবাইকে পিলগ্রিন ফার্ম পরিবারের সদস্য হিসেবেই দেখি। তোমাদের সকলেই রয়েছো আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। তবে আজকের পার্টির একজন সদস্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়।'

সকলের চোখ ঘুরে গেল আলেক্সিয়ার দিকে। তিনি বেশ লজ্জা পেলেন।

'ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়েই সে শুধু সন্তুষ্ট হয়নি, আমাদের একান্ত আপনজন মিসেস ডি ভিরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে গোটা দেশ চালাবে।'

'ওর চেয়ে আর কে ভালো আছে?' মুখ টিপে হাসলেন টেডি, গর্বে জ্বলজ্বল করছে চেহারা।

'সত্যিই তো তাই? ওয়েলকাম-হোম পার্টির পাশাপাশি আমরা প্রিয় আলেক্সিয়াকে বিলম্বিত অভিনন্দন জানাতে চাই। যদিও তুমি একজন অন্ধ রিপাবলিকান ভক্ত–'

'কনজারভেটিভ,' শুধরে দিলেন আলেক্সিয়া।

লুসির বাবা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ এবং তাঁর পরিবার ডেমোক্রেটদের গোঁড়া অনুসারী।

'–তবু আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমাকে নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। টু আলেক্সিয়া।'

'টু আলেক্সিয়া!'

পনেরটি গ্লাস উঁচু হলো, মোমের আলোয় ঝলমলে অ্যান্টিক ক্রিস্টালগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে মধুর টুং টুং আওয়াজ তুলল। রক্সিও গ্লাস তুলেছে তবে একদা কোমল চেহারা এখন প্রস্তরবৎ কঠিন। ওর জন্য মায়া লাগল মাইকেলের। *ও যেমন গনগনে হয়ে আছে একটা দেশলাই কাঠি ঘষলেই জ্বলে উঠবে আগুন। ওর চোখে হত্যার নেশা।*

'দুঃখিত, আমার দেরী হয়ে গেল।'

সবাই মুখ তুলে তাকাল। লম্বা, শ্যামলা বর্নের একটি মেয়ে ঢুকল ঘরে টোস্টের সময়, কাঠের মেঝেয় ধপ করে ফেলে দিল কাঁধের ব্যাকপ্যাক। তার পরনে সাধারণ ফেডেড লিভাইস জিন্স এবং সাদা টি-শার্ট। চেস্টনাট রঙের লম্বা চুলগুলো সে একবেণী করে বেঁধে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে, ক্লান্তি সত্ত্বেও তার মেকআপ বিহীন মুখশ্রী থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শ্রী, স্বাস্থ্য এবং তারুণ্য। অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে।

'সামার, মামনি!' মেয়েকে আলিঙ্গন করার জন্য চেয়ার ছাড়লেন আর্নি মেয়ার।

'অবশেষে,' হাততালি দিল লুসি। 'এসো, এসো, বসো, সোনা। এখানে এসে বসো। মাইকেলের পাশের চেয়ারটা তোমার জন্য।'

লালচে হলো সামারের গণ্ডদেশ, মা'র দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল।

'তোমরা হ্যালো বলবে না?'

'হাই,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে নড করল সামার। 'অনেকদিন পরে।'

'হ্যাঁ।'

মাইকেল মধুর কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু সামারকে দেখে ওর চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কিছুই বলতে পারল না। আর্নি মেয়ের নাম না ধরে ডাকলে মাইকেল তো ওকে চিনতেই পারত না।

'তুমি কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে?' মৃদু গলায় জানতে চাইল সামার।

'আ...ইয়ে...'

'মনে হয় ও বেশিদিন থাকতে পারবে না,' ছেলের হয়ে জবাবটা দিলেন আলেক্সিয়া। 'মাইকেল ইংল্যাণ্ডে নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। ও যে এখানে আসতে পেরেছে তাতেই আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তাই না, টেডি?'

'হুমম,' অসন্তুষ্ট স্বরে ঘোঁত ঘোঁত করলেন টেডি।

'ও দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে।

'ওয়েল, আমি... যাওয়াটা খুব জরুরি নয়,' বিড়বিড় করল মাইকেল। সামারের গাল আর ঝলমলে তামাটে ত্বকের দিকে ওর দৃষ্টি ঠায় আটকে রয়েছে। দেখছে ওর নরম, হাল্কা গোলাপি অধর, আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে ইষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। ওর ওষ্ঠজোড়া কি সবসময় এরকমই ছিল? আগে কেন কখনও মাইকেলের নজরে আসেনি? 'আমি হয়তো আরও কয়েকদিন থাকতে পারব। টমি কিছুদিনের জন্য ওদিকটা সামলে নিতে পারবে। মানে যদি প্রয়োজন হয়।'

'সত্যি?' উজ্জ্বল হলো আলেক্সিয়ার চেহারা। মাইকেল এসেছে বলে এখানকার সবকিছু তাঁর কাছে সহজ এবং প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে।

'খুব ভালো কথা। তুমি আরও ক'টা দিন সত্যি থাকতে পারবে তো?'

'নিশ্চয় পারব, মা। তোমার জন্য সব পারব।'

রক্সি ডি ভিরি ভাবছিল তার ভাই কী করে নিজের উল্লাসটুকু দমন করে রাখছে।

একত্রিশ

পরে, রান্নাঘরে বসে লুসিকে কফি বানাতে সাহায্য করছিলেন আলেক্সিয়া।

'ডিনারটা খুব ভালো হয়েছে, লুস। অনেক ধন্যবাদ।'

'সব লিডিয়ার কৃতিত্ব,' বোন চায়না পিরিচের ওপর গোলাপ ফুলের ছবিঅলা কফি কাপগুলো রাখতে রাখতে বলল লুসি।

'আচ্ছা, কীরকম লাগছে তোমার? উপভোগ করছ কি?'

'চাকরির কথা বলছ? ইটস এক্সাইটিং,' হাসলেন আলেক্সিয়া তবে তাঁর চোখ স্পর্শ করল না হাসি। কিছু একটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি।

'তবে?'

'কোন তবেটবে নেই। এরকম একটা দায়িত্ব পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি আমি। আর এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ তো বটেই।'

'হানি,' নরম গলায় বলল লুসি, 'এখন তুমি ফক্স নিউজের সঙ্গে কথা বলছ না। আমার সঙ্গে রাজনীতিবিদদের মতো কথা বলতে হবে না। কাজেই সত্যি কথাটা বলো। ঝেড়ে কাশো।'

হাসলেন আলেক্সিয়া। 'সত্যি কথাই তো বললাম। কাজটা ভালো। তবে প্রচুর পরিশ্রম। দু'একটা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে।'

'যেমন...?'

'হুমকি দেয়া হয়েছে আমাকে। এখানে আসার কয়েকদিন আগে একটা ফোন কল পাই আমি।' সেই অশুভ, ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটার কথা বললেন তিনি তাঁকে কীভাবে অভিসম্পাত করছিল ফ্যানাটিকটা। 'আমার রক্ত ধুলোয় লুটাবে এরকম কথাবার্তা।'

'মাই গড,' আঁতকে উঠল লুসি। 'কী ভয়ংকর।'

'আমি অতদূর যাব না। তবে এই উটকো লোকটা আমার বাড়ির নম্বর কীভাবে জোগাড় করল ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'তাতো হবেই,' মৃদু গলায় বলল লুসি। 'টেড জানে ব্যাপারটা?'

'ফোনের ব্যাপারটা জানে।'

'তার মানে আরও কিছু আছে। এমন কিছু যা তুমি ওকে বলোনি।'

উনোক্তি শুনে হাসলেন আলেক্সিয়া। 'ওকে অনেক কথাই আমি বলি নি, লুস! বিলিভ মি, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলো জানতে পারলে ও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে চলে যাবে।'

'টেডি? তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে? নো নো!'

'যাবে।'

কিনারে রাখা রকিং চেয়ারে বসে পড়লেন আলেক্সিয়া। এখানে, এই পরিচিত রান্নাঘরে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে, লন্ডন, ওয়েস্টমিনিস্টার এবং যা যা ঘটেছে তার থেকে অতদূরে এসে তাঁর খুব ইচ্ছে করছে কাঁধের ওপরের বোঝাটা লাঘব করতে। নিজের অতীতের কথা কাউকে বলে দিতে। কে তিনি– কী ছিলেন তিনি– এবং কী করেছেন তিনি। এমন একজন কেউ যে সব কথা শোনার পরেও তাঁকে ক্ষমা করে দেবে।

সে মানুষটি কি লুসি মেয়ার হতে পারে?

কফির কাপ নামিয়ে রেখে বান্ধবীর দিকে ফিরলেন লুসি।

'আলেক্সিয়া, তোমার শরীর কাঁপছে, হানি। কী হয়েছে? আমাকে সব খুলে বলো।'

'কিছুদিন আগে একজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। আমার অতীত জীবন থেকে কেউ একজন।'

'কে সে? তোমার বয়ফ্রেন্ড?'

'অনেকটা সেরকমই,' হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন আলেক্সিয়া। 'তোমাকে আমি কথাগুলো বলতে চাই। সব বলব। তবে কোত্থেকে শুরু করব জানি না। তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই জানো না। সেসব কথা কেউ জানে না। ভয়ংকর সব কথা।'

লুসি মেয়ার বুঝতে পারল বান্ধবীকে তাড়া দেয়া উচিত হবে না। আলেক্সিয়া সময় মতো হয়তো নিজেই তাঁর গোপন কথাগুলো বলে দেবেন।

'কিন্তু তোমার অতীত থেকে আসা লোকটা... সে জানত?'

'হ্যাঁ। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে জেলে ছিল। মানসিক রোগী।'

'মাইগড, আলেক্সিয়া, টেডিকে তোমার অবশ্যই কথাগুলো বলা দরকার। এ লোকটাকে খুব বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।'

'হুঁ। তবে আমি ওর একটা ব্যবস্থা করেছি।'

'কীভাবে?'

'আমি ওকে ডিপোর্ট করেছি।'

'গুড।'

'তাই কি? দ্যাখো, আমি এখন বুঝতে পারছি না কাজটা ঠিক হলো কিনা। এ লোকটির প্রতি আমার একটা ঋণ রয়ে গেছে। সে একবার আমার খুব বড় একটি উপকার করেছিল, বিনিময়ে ওর নিজের মস্ত ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু আমাকে যখন ওর প্রয়োজন ছিল আমি তখন ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

আলেক্সিয়া নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করেছেন।' আমি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলাম। টেলিফোনে হুমকি, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিলির আবির্ভাব...'

'ওর নাম বিলি? তোমার অতীত জীবনের লোকটি?'

মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'আরও আছে। গোটা কেবিনেট আমাকে ঘৃণা করে। জানি প্রায় প্রতিদিনই আমাকে নিয়ে কথা হয়। তারপর আমাদের কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হলো। টেডির কুকুর।'

লুসিকে ভীত দেখাল।

'মাঝেমাঝে মনে হয় সবগুলো ঘটনাই যেন একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে সম্পর্কটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি না। এটাই সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার। আমি কিছুই জানি না আর জানি না বলেই আমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার সবচেয়ে সুখে থাকার কথা অথচ মনে হচ্ছে টেনশনে পাগল হয়ে যাব।'

'ওয়েল,' বলল লুসি, 'মনে হচ্ছে সবকিছুর মূলে রয়েছে এই বিলি লোকটা। তুমি তো ওকে ডিপোর্ট করেছ, তখন আর কোনো সমস্যা হবে না, আমি শিওর।'

'আশা করি,' নাক টানলেন আলেক্সিয়া। 'তবে এসবের সঙ্গে ওর যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে? যে কেউ ওই হুমকিগুলো আমাকে দিতে পারে। যাদের সাজার মেয়াদ আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সেইসব কয়েদীর কেউ হুমকি দিতে পারে কিংবা তাদের পরিবারের কোনো সদস্য। বহু মানুষ আমাকে ঘৃণা করে, লুসি। এমনকী আমার নিজের মেয়েও। কেউ যদি ধুলোয় আমার রক্তক্ষরণ দেখতে চায় সে রোজান।'

'কথাটা ঠিক নয়,' জোর গলায় বলল বটে লুসি তবে এ ব্যাপারে তার নিজেরই সন্দেহ রয়েছে। ডিনারের সময় সে লক্ষ করেছে রক্সি তার মায়ের সঙ্গে কীরকম আচরণ করেছিল, মা'র গলার স্বরে সে এমন গুটিয়ে যাচ্ছিল যেন সাপের কামড় খেয়েছে। অবশ্য আলেক্সিয়া নিজেও জানে না অজান্তেই সে তার মেয়ের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করছে।

কিচেনে উঁকি দিলেন আর্নি মেয়ার। দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন যে তাঁর স্ত্রী হাঁটু গেড়ে ক্রন্দনরত আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আলেক্সিয়াকে জীবনেও কাঁদতে দেখেনি আর্নি। এমনকী হাসপাতালে যখন রক্সিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছিল তখনও না।

'কী হলো?'

'কিছু না,' বললেন আলেক্সিয়া।

'আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'পারো।' বলল লুসি। 'কফির জিনিসপত্রগুলো টেবিলে নিয়ে যেতে পার। আমরা এখানে একটু ব্যস্ত আছি।'

'টেডিকে ডাকব?'

'না,' প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। 'বেচারী টেডির ওপর থেকে এমনিতেই অনেক ধকল যাচ্ছে। ওকে একটু রিল্যাক্স করতে দাও। সত্যি বলছি, আর্নি, আমি ঠিক আছি। আমি শুধু একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম।'

ড্রয়ার থেকে সাদা লিনেনের ভাঁজ করা একখানা রুমাল বের করে আলেক্সিয়াকে দিল লুসি।

'এখন কথা বলা যাবে না। এখানে অনেক লোকজন।'

'জানি আমি। আয়াম সরি। তোমার ডিনারের আনন্দটা বরবাদ করে দিলাম।'

'আরে ধুর কী যে বলো। ডিনারের আয়োজন তো তোমার জন্যই করেছি।'

'যেহেতু এটা আমার পার্টি তাই আমি ইচ্ছে করলেই কান্নাকাটি করতে পারি?'

'নিশ্চয়!' হেসে উঠলেন দুই মহিলাই। 'কাল আমরা একসঙ্গে হাঁটতে বেরুব। দ্বীপের উত্তরে নির্জন একটি সাগর সৈকত আছে। ভারী চমৎকার। আগে আগে বেরিয়ে পড়লে ওখানে বসে মন খুলে কথা বলা যাবে।'

'বাহ, চমৎকার। তবে কাল তো আমি যেতে পারব না। কাল টেডি লন্ডন যাবে। মঙ্গলবার ওর কী একটা জরুরি বিজনেস মিটিং আছে। ওকে কথা দিয়েছি কাল আমরা একসঙ্গে সময় কাটাব। আমরা সেইলিং-এ যাব।'

'তাহলে পরের হপ্তায়। ও চলে যাওয়ার পরে। আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

আলেক্সিয়া লুসির হাতে চাপ দিলেন। বন্ধুর প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞতাবোধ করছেন। 'আই উড লাইক দ্যাট।'

'তখন তুমি তোমার সব কথা আমাকে বলতে পারবে?'

যদি পারতাম!

'এসো,' চঞ্চল গলায় বলল লুসি। 'এখানে বসে আর সময় নষ্ট করব না। চলো দেখি তোমার দেবপুত্রটি শেষমেষ আমার মেয়ের প্রেমে পড়ল কিনা। আমার বিয়ের পোশাক ক্লজিটে সযত্নে রেখে দিয়েছি তুমি তো জানোই।'

আলেক্সিয়া হো হো করে হেসে উঠলেন।

লুসি সত্যি একটা মজার মেয়ে।

বত্রিশ

লুসির ডিনার পার্টির পরদিন সকালে, মাইকেল ডি ভিরি একটি ডেট পাবার জন্য অনুরোধ করল সামার মেয়ারকে।

'মার্কোতে, শনিবার রাত আটটায় সেরা টেবিলটি বুক করেছি আমি।'

'দ্যাটস সুইট অব ইউ,' বলল সামার। 'তবে মাত্র ক'দিন হলো একটা রিলেশনশীপ ভেঙে গেছে আমার। এখনই আবার ডেটিং করার জন্য ঠিক প্রস্তুত নই আমি।'

'এক সঙ্গে খেতে তো পারি?' বলল মাইকেল। 'তুমি নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া একদম ছেড়ে দাওনি? মার্কোর খাবার পৃথিবীর সেরা খাবার।'

হেসে উঠল সামার। 'তাই নাকি? থ্যাংকস ফর দা টিপস। একদিন তাহলে ওখানে খেতে যেতে হয়। তবে একা যাব।'

বলে ফোন ছেড়ে দিল সামার।

পরদিন সকালে মাইকেল ডি ভিরিকে দেখা গেল পিনগ্রিম ফার্মের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি।'

সে র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো সুন্দর একটি প্যাকেট গুঁজে দিল সামারের হাতে।

প্যাকেট খুলল সামার। রান্নার বই।

একজনের জন্য রান্না।

'বাহ, বেশ,' হাসার চেষ্টা করল সামার। তবে হাসিটি ঠিক ফুটল না ঠোঁটে। 'গুডবাই, মাইকেল। বইয়ের জন্য ধন্যবাদ।'

পরদিন রাত দুটোর সময় বেডরুমের জানালায় সজোরে আঘাতে ঘুম ভেঙে গেল সামারের। ঘুম চোখে বিছানা ছাড়ল সে। জানালা খুলল। অল্পের জন্য মুখে একটা নুড়ি পাথর লাগল না ওর।

'তুমি এখানে কী করছ?' চোখ ঘষল সামার।

চাঁদের আলোয় মুখ তুলে চাইল মাইকেল। হাসছে। 'তোমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছি। কাজ হয়েছে?'

'না।'

'আমি একটা গিটার নিয়ে এসেছি।'

'পাগলামির একটা সীমা থাকে।'

'তোমার জন্য একটা গান গাই?'

'একদম দরকার নেই। বাড়ি যাও, পাগলা। এখন মাঝরাত।'

'ঠিক আছে। গাইব না যদি তুমি আমার সঙ্গে ডিনারে যেতে রাজি হও।'

'মাইকেল, উই হ্যাভ বিন থ্রু দিস।'

'তুমি একজনের জন্য ডিনার বানাবে। আমি একাই অর্ধেকটা খেয়ে ফেলব।'

'আমার আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।'

'জানি আমি। চাড বেটস। তোমার মা বলেছেন আমাকে।'

'ওয়েল দেন।'

'ওয়েল দেন, কী? তোমাদের সম্পর্কটা ভেঙে গেছে।' হাতের গিটারটা ধরে জোরে নাড়া দিল মাইকেল। 'আমি কিন্তু এখনই গান গাইতে শুরু করব।'

হেসে উঠল সামার। 'মাই গড। তুমি কিছুতেই হাল ছাড়বে না, তাই না?'

'এ আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারো।'

'বেশ। তোমার সঙ্গে আমি ডিনার করব। তবে পুরানো একজন বন্ধু হিসেবে। এর বেশি কিছু নয়। এখন ঈশ্বরের দোহাই বাড়ি যাও এবং আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।'

মাইকেল ডি ভিরি বাড়ি ফিরল। তবে সামার মেয়ারের ঘুম এলো না। সে চাডের কথা ভাবতে লাগল। চাডকে সে ভীষণ ভালোবাসত। ওকে বিয়ে করবে ভেবেছিল। কিন্তু গত মে মাসে চাড তাকে বলে তার নাকি একটু 'চিন্তা ভাবনা' করার দরকার আছে। তারপর সে আর সামারকে ফোন করেনি। চাড খুব সিরিয়াস টাইপের ছেলে। সে একদিন বড় সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

তারপর মাইকেলের কথা ভাবল সামার। চামড়ার বোম্বার জ্যাকেট পরা মাইকেল, কাঁধে হাস্যকর একটা গিটার ঝুলছিল। মাইকেল সেক্সি, অপরিপক্ক এবং আবেগী। প্রফেশনাল পার্টিয়ার হওয়ার জন্য সে অক্সফোর্ডের পড়া বাদ দিয়েছে।

সামার মনে মনে বলল, *আমি আমার জীবনে যেরকম পুরুষ চাই মাইকেল ডি ভিরি তেমনটি নয়। একদমই নয়।*

'তোমার জন্য আমি একটি কবিতা লিখেছি।'

ওরা দুজনে মিলে ডিনার করছে, তবে মার্কোতে নয়, ইস্টভিল পয়েন্ট বীচের একটি অখ্যাত ক্যাফেতে। সামার মাত্রই একটি সুস্বাদু বার্গার, ফ্রাই এবং দুটো স্যাম অ্যাডামস সাবাড় করে বেশ রিল্যাক্স করে বসেছে। মাইকেল পকেট থেকে একটি খাম

বের করল। সামারকে দিল। সামার খাম খুলে কবিতা বের করে জোরে জোরে পড়ল।

There once was a loser named Bates.
Who danced the fandrgo on. Skates
But a fall on his cutlars
Has rendered him hutless
And practically useless on dates.

মুচকি হাসল সামার। 'ভেরি রোমান্টিক।'

'পছন্দ হয়েছে?' মাইকেল ফিরিয়ে দিল হাসি। 'আমি অনেকগুলো কবিতা লিখেছি। তবে এটাই সেরা। ওই ছোকরা মোটেই তোমার জন্য যোগ্য নয়।'

'তুমি কী করে জানো? তোমার সঙ্গে তো ওর পরিচয়ই হয়নি।'

'জানি আমি। আর চাড একটা নাম হলো?'

'কেন, এ নামটা কী দোষ করল?'

'আরে, উত্তেজনার সময় এ নাম নিয়ে চিৎকার করার কথা কল্পনা করা যায়? *চাড! ওহ, চাড। হার্ডার চাড!* ভাবলেই তো বিশ্রী লাগে।'

'আহ, থামো।' ধমক দিল সামার। আর 'মাইকেল' বললে খুব ভালো শোনায়, না?'

'একশোবার। আমার নামটা মসৃণভাবে জিভের ডগা থেকে গড়িয়ে নামে। তুমি চাইলে পরে প্রমাণ দেখাতে পারি।'

মাথাটা এক পাশে কাত করে মাইকেলকে দেখতে লাগল সামার। ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই মাইকেল দেখতে সুন্দর। কিন্তু ওই সুন্দর মুখের পেছনে সত্যি কি কোনো জিনিস আছে?

'ছোট বেলায় আমি দারুণভাবে তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আমি সেরকম আভাস পেয়েছিলাম,' বলল মাইকেল।

'তুমি নিশ্চয় এখন বলবে তুমি আমাকে সবসময়ই খুব পছন্দ করতে?' ওকে খোঁচা মারল সামার। 'করতে না?'

'ঘটনা হলো...' বোতলের তলায় পড়ে থাকা বিয়ারটুকুতে অন্যমনস্কভাবে ঘূর্ণন তুলতে তুলতে মাইকেল বলল, 'তুমি আসলে অতটা ছোট ছিলে না।'

'অ্যাই!'

'না, সত্যি। তুমি ছিলে বিশালবপু।'

দুজনের মাঝখানে রাখা ঝুড়ি থেকে এক টুকরা রুটি তুলে নিয়ে মাইকেলের গায়ে ছুড়ে মারল সামার। 'তুমি কিন্তু ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

'কিন্তু আমি সত্যি কথাটাই বলছি,' হাসছে মাইকেল। 'তুমি ছিলে পৃথুলা এবং সাত চড়েও রা করতে না। আমার দিকে জলহস্তীর মতো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে

যেন এখুনি তেড়ে এসে ঢুঁ মারবে। তোমার ওই চাহনি দেখে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যেত, বিশ্বাস করো।'

অন্য কেউ কথাটা বললে ভীষণ মাইন্ড করত সামার কিন্তু মাইকেলের বলার ভঙ্গিটা এমন মজার, রাগ করা দূরে থাক, হাসি এসে যায়।

'ওজন কমালে কী করে?'

'কম কম খেয়ে।'

'ভালো কৌশল।'

'ধন্যবাদ।' দুজনেই হেসে উঠল।

'একটা মজার ব্যাপার কী জানো?' বলল মাইকেল।

'কী?'

'তোমার পাঁচ বছর বয়স থেকে তোমাকে আমি জানি। কিন্তু এতদিনেও তোমাকে আমি একটুও চিনতে পারিনি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সামারের কব্জিতে আদর করল মাইকেল। চাড বেটস সামারকে কখনো এভাবে আদর করেনি। সামারের শরীরের কামনার ঢেউ জাগল।

হাসল মাইকেল। 'চলো, বিছানায় যাই।'

তেত্রিশ

'কী ভাবছ তুমি?'

টেডি ডি ভিরি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। চাঁদের আবছা আলোয় নিখুঁত এবং নিটোল দেখাচ্ছে আলেক্সিয়ার গায়ের ত্বক। আলেক্সিয়ার বয়স ষাট ছুঁইছুঁই কিন্তু এখনও তিনি যৌনাবেদনময়ী, অন্তত টেডির চোখে। আলেক্সিয়াকে তিনি খুবই ভালোবাসেন। আলেক্সিয়া তাঁর জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আলেক্সিয়াকে একটি মাত্র শব্দে টেডি বর্ণনা করতে পারেন। আর তা হলো শক্তি। আলেক্সিয়ার রূপের শক্তি যেন সংক্রামক। তিনি টেডিকে শক্তিশালী করেছেন। টেডি এ জন্যই তাঁকে এত ভালোবাসেন।

দ্য গেবস-এর ডেকে ডি ভিরি দম্পতি ডিনার করছেন। শুধু দুজনে মিলে। নক্ষত্রখচিত আকাশে ঝুলে আছে আধখানা চাঁদ, পুকুরপাড় থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। গেস্ট হাউসের বাতিগুলো এখনও জ্বলছে। তবে বাচ্চা দুটোর কেউই বাড়িতে নেই। রক্সি তার এক বন্ধুর সঙ্গে সাপারে গেছে। অনেকদিন বাদে সে কারও সঙ্গে ডিনারে বাইরে গেল। আর মাইকেল সামার মেয়ারের সঙ্গে কোথায় গেছে কে জানে। লুসি এবং আর্নির ডিনার পার্টিতে মাইকেল সামারের পেছনে হারানো কুকুরছানার মতো লেগে ছিল।

আলেক্সিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

টেডি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হলো? কী ভাবছ?'

'নাহ, তেমন কিছু না। ভাবছি জায়গাটা কত সুন্দর। কত শান্তিময়।'

ঠিকই বলেছেন আলেক্সিয়া। মার্থার ভাইনইয়ার্ডের রাতটি বেশ উষ্ণ, বাতাসে ভেসে আছে গোলাপের গন্ধ, সে সঙ্গে কিচেনের জানালা থেকে ছিটকে আসা লেমন-গার্লিক চিকেনের সুঘ্রান। টেডি বুঝতে পারছিলেন আলেক্সিয়া ঠিক বর্তমানের মাঝে নেই, কী যেন ভাবছেন তিনি।

'তোমাকে চিন্তিত লাগছে, ডার্লিং। কী হয়েছে বলো না?'

পেলিগ্রিনের গ্লাসটা দু'হাতে ধরে রেখে আলেক্সিয়া হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এলেন। 'তোমাকে আমি বলতে পারি। তবে ওভার রিয়্যাক্ট করবে না কথা দাও।'

'আচ্ছা করব না। কিন্তু কী হয়েছে বলবে তো?'

'তোমার মনে আছে যে রাতে আমাকে হোম সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচন করা

হলো সে রাতে কিংসমেয়ারের গেটে এক লোক এসেছিল?'

'আবছা মনে আছে। তুমি টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি না বললে ওটা তেমন কিছু ছিল না?'

'ওটা তেমন কিছু ছিল না। হয়তো এখনও তেমন কিছু না।'

একটা ভুরু উঁচু হলো টেডির। 'হয়তো?'

'তোমাকে আমি বলিনি, কিছুদিন আগে লন্ডনে লোকটাকে আবার দেখেছি আমি। সেই একই লোক।'

'কিন্তু... তুমি তো ওর চেহারাই দেখনি। এখন মনে পড়ছে আমার। তুমি গেটে যাওয়ার আগেই লোকটা চলে গিয়েছিল। এবং ক্যামেরা কাজ করছিল না।'

'কাজ করছিল,' ভীরু গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'আমি তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি বলে সেদিন মিথ্যা বলেছিলাম।'

'ফর গডস শেক, আলেক্সিয়া। আমি কোনো বাচ্চা নই। আমি সবকথা জানতে চাই।'

'জানি আমি। সরি। এনিওয়ে, আমি পুলিশের কাছে ফুটেজ তুলে দিই এবং তারা লোকটার পরিচয় খুঁজে বের করে।'

'আচ্ছা? তো কে সে?'

'একজন আমেরিকান। মানসিক ভারসাম্যহীন এবং এক এক্স-কন।'

'যীশাস ক্রাইস্ট।'

'তবে লোকটা হিংস্র স্বভাবের নয়। এর সঙ্গে কয়েকদিন আগে পার্লামেন্ট স্কোয়ারের সামনে আবার আমার দেখা হয়ে যায়। আমি এডোয়ার্ডের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামার সময় সে আমার হাত চেপে ধরে। আমরা–'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' উঠে বসলেন টেডি। 'সে তোমার হাত চেপে ধরেছিল। মানে? তোমাকে কি সে আঘাত করেছিল?'

'না। তবে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই।'

টেডি এ তথ্যটি হজম করলেন। আলেক্সিয়া তাঁর কাছে কিছু গোপন করুক এটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে এ ধরনের ঘটনা। নিজেকে তাঁর হীনবীর্য মনে হলো।

'এ ঘটনার সময় পুলিশ কোথায় ছিল? আর তোমার তথাকথিত সিকিউরিটি?'

'তারা ওখানেই ছিল। তারা আমাকে উদ্ধার করে।'

'তুমি নিশ্চয় ওই লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছ?'

আলেক্সিয়া চুপ করে রইলেন। টেডির চোখজোড়া বড়বড় হয়ে গেল।

'তুমি অভিযোগ করনি?'

'না। এডোয়ার্ড যা করার করেছে।'

'কীভাবে?'

'ওকে আমরা ডিপোর্ট করেছি। চুপিচুপি। চাইনি খবরের কাগজওয়ালারা এ নিয়ে

একটা হৈচৈ বাঁধিয়ে দিক। আমি স্রেফ লোকটার কবল থেকে মুক্তি চেয়েছি।'

টেডি সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। বুর্দোর গ্লাসে চুমুক দিলেন। খানিক চুপ থাকার পরে আলেক্সিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটার নাম কী?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন আলেক্সিয়া। 'ওর নাম দিয়ে কী হবে?'

'দরকার আছে। আমি নামটা জানতে চাই।'

'দুঃখিত। আমি তোমাকে নামটা বলতে পারব না।'

অবিশ্বাস নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন টেডি। 'হোয়াট? ডোন্ট বি সিলি, ডার্লিং। কে ওই লোক?'

'বলতে পারলে সত্যি বলতাম, টেডি। কিন্তু পারব না। আমাকে এ ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আরে, তুমিই তো আমার ওপর কোনো আস্থা রাখতে পারছ না। 'রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন টেডি, ডেকে পায়চারি শুরু করলেন। রাতের সমস্ত শান্তি এবং সুখ হঠাৎ চলে গেছে। তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর পেটে কেউ মুষ্টাঘাত করেছে।

অনুনয়ের সুরে আলেক্সিয়া বললেন, 'রাগ কোরো না। তুমি তো জানোই এ পেশায় যখন আমি ঢুকি তখন কীসের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হয়েছে। আমি এখন আর কোনো ব্যাক-বেঞ্চ এমপি নই। আমি এখন হোম সেক্রেটারি।'

'আমি তোমার উপাধিটি কী জানি, আলেক্সিয়া।' টেডি খুব কমই স্ত্রীর ওপর মেজাজ হারিয়েছেন। কিন্তু আজ যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।

'তাহলে তুমি নিশ্চয় জানো এমন অনেক কিছুই আছে যা আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারব না।' আলেক্সিয়াও ক্ষেপে গেলেন।

'তাহলে তুমি আমাকে একথা বলতে গেলে কেন? কেন বললে তুমি এ লোকটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ অথচ তোমাকে কোনো সাহায্য করার সুযোগ দিচ্ছ না।'

স্বামীর কণ্ঠে হতাশার সুর টের পেলেন আলেক্সিয়া এবং বেদনা। হয়তো তাঁর কিছু না বললেই ভালো ছিল।

'আমি বলেছি কারণ তুমি জানতে চেয়েছ। এবং আমি সৎ থাকতে চেয়েছি।'

তিনি সিধে হলেন। টেডির কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের শরীরে চেপে ধরলেন স্বামীর গায়ে। এতেই টেডির সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। ঘুরলেন তিনি। জড়িয়ে ধরলেন স্ত্রীকে।

'আমি তোমাকে প্রটেক্ট করতে চাই, আলেক্সিয়া। দ্যাটস অল। তুমি কি তা বুঝতে পার না?'

'তুমি আমাকে প্রটেক্ট করছ,' ফিসফিস করলেন আলেক্সিয়া।

'এ মুহূর্তে তোমাকে আমার বড্ড দরকার, টেডি। তোমাকে ছাড়া আমি এসব কিছুই করতে পারতাম না।'

টেডি আলেক্সিয়ার অধরে আগ্রাসী চুম্বন করলেন। আলেক্সিয়াকে তাঁর সবসময় দরকার। সবসময়।

চৌত্রিশ

সামার মেয়ার ছাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। ওর নগ্ন শরীর জড়িয়ে ধরে রেখেছে মাইকেল ডি ভিরি। ও হাসছে কারণ চাড মেটসের সঙ্গে আজ থেকে ওর আর কোনো সম্পর্ক রইল না।

মাইকেলের নিঃশ্বাসে সামারের কানে সুড়সুড়ি লাগছে। ওর গরম শরীরের ওজন চেপে বসে আছে পিঠে। মাইকেলের গায়ে ঘাম, কোলন এবং সেক্সের গন্ধ। কোনো পুরুষকে এত নিবিড়ভাবে কোনোদিন চায়নি সামার।

মাইকেল একটা হাত বাড়িয়ে তর্জনী দিয়ে সামারের স্তনবৃন্তের চারপাশে ঘোরাতে লাগল। সুখের আতিশয্যে গুঙিয়ে উঠল সামার। ও বলল, 'তোমার পরিবার সম্পর্কে আমি অনেক কথাই জানি। কিন্তু তোমার সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। সত্যি।'

সামারের বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল মাইকেল। চিৎ হয়ে শুল। দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পার। আমি একটা খোলা বইয়ের মতো।'

'ঠিক আছে,' সামার ওর দিকে ফিরল। 'তুমি অক্সফোর্ড ছাড়লে কেন?'

'বোর লাগছিল। নেক্সট কোশ্চেন।'

'তুমি খুব সহজেই বোরড হয়ে যাও?'

'হুঁ। দিস ইজ ফান।'

'মেয়েদের দ্বারা?'

'ওরা যদি বোরিং হয় তবে, হ্যাঁ। ডোন্ট ওরি। তুমি বোরিং নও।'

সে সামারের দুই উরুর ভিতরে হাত চালিয়ে দিল। সামার দৃঢ় হস্তে ওর হাত সরিয়ে দিল।

'আমি ওরিড নই। এবং তুমি এখনও বোরিং নও।'

হাসল মাইকেল।

'আর কোন প্রশ্ন, মিস মেয়ার নাকি সাক্ষীকে এখন অব্যাহতি দেওয়া চলে?'

'অনেক প্রশ্ন আছে। রক্সি আপু এবং তোমার মা ঝগড়া করলে তুমি সবসময় বোনের পক্ষ নাও কেন?'

ভুরু কোঁচকাল মাইকেল। 'নিই নাকি?'

'সেদিন রাতে সাপারের সময় তেমনই তো দেখলাম।'

একটু ভেবে জবাব দিল মাইকেল। 'আমি ওর পক্ষ নিই কারণ ওর পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। আমি রক্সি আপুকে জানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ওর দুর্ঘটনাটার কারণে ওর জন্য আমাদের ভীষণ মায়া হয়। তবে ও মার সঙ্গে একটু বেশিই খারাপ ব্যবহার করে। সবকিছুর জন্য মাকে দোষারোপ করে।

'তোমার মাকে কি দোষ দেওয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করে সামার।

'মা মাঝে মাঝে আপুর সঙ্গে বেশ বাজে ব্যবহার করে,' স্বীকার করল মাইকেল। 'এজন্য তো তাকে দোষ দেওয়াই যায়।'

'রক্সি আপুর বয়ফ্রেন্ডকে তো উনিই ভাগিয়ে দিয়েছিলেন? আমি তো তা-ই শুনেছি।'

'কেউ চলে যেতে না চাইলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। ও একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোক ছিল, কোনো ছাগল নয়।'

রেগে গেছে মাইকেল তবে কেন তা জানে না। সে এসব কথা আগে কারও সঙ্গে বলেনি, এমনকি বেস্ট ফ্রেন্ড টমির সঙ্গেও নয়। পরিবারের কেউ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে না। এ নিয়ে আলোচনা করাও যেন পাপ।

'কী ঘটেছিল আমি তোমাকে বলি। মা এক টেনিস প্রফেশনালকে এক সামারে হায়ার করেছিল। তার নাম ছিল এন্ড্রু বিসলি,' মাইকেল থুতু ফেলল যেন নামটার মধ্যে বিষ রয়েছে।

'তুমি ওকে পছন্দ করতে না?'

'না। করতাম না। ও ছিল একটা সাপ। দেখতে সুদর্শন তবে সাপের মতো খলচরিত্র। তার একমাত্র আগ্রহ ছিল কীভাবে মহিলাদেরকে বিছানায় নিয়ে যাবে। রক্সিকে সে আদৌ ভালোবাসত কি-না সন্দেহ আছে আমার। তবে আপু ভীষণভাবে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।'

'এবং তোমার মা বিষয়টি পছন্দ করেননি?'

'বাবা-মা কেউই নয়। আমিও না, রক্সির বেশিরভাগ বন্ধুও তাই। রক্সির সঙ্গে এন্ড্রু যখন ঘনিষ্ঠ হয়, ততদিনে সে অক্সফোর্ডশায়ারের অর্ধেক মেয়েকে নিয়ে বিছানায় গেছে।'

এবং বাজি ধরে বলতে পারি বাকি অর্ধেককে নিয়ে তুমি বিছানায় গিয়েছ।

'যাহোক, সে এবং রক্স একটা আইটেমে পরিণত হয়। কয়েক মাস বাদে এন্ড্রু প্রপোজ করে। আপু তো আনন্দে আত্মহারা। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু মা জানত লোকটা অর্থলোভী, রক্সি নয়, আমাদের সম্পত্তির প্রতি তার আকর্ষণ। আপু তখন লন্ডনে, মা লোকটাকে একদিন লাঞ্চে দাওয়াত দেয়। প্রস্তাব দেয় এন্ড্রু যদি এনগেজমেন্টটা ভেঙে দেয়, মা তাকে বিরাট অঙ্কের একটা টাকা দেবে। তবে টাকা

নিয়ে তাকে অস্ট্রেলিয়া ফিরে যেতে হবে এবং আর কোনোদিন রক্সি আপুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।

'তোমার মা ওকে ঘুষ দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। এবং আমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।'

'কত টাকা অফার করেছিলেন তিনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল। 'ঠিক জানি না। তবে প্রাইভেট কোচিং বিজনেস শুরু করার মতো যথেষ্ট টাকা। কয়েক লাখ নিশ্চয় হবে। সে যাই হোক, টাকাটা নিয়ে সে চলে যায়। মা এন্ড্রুকে বলেছিল সে যদি আপুকে বিয়ে করে তাহলে একটা টাকাও পাবে না। আমাদের সন্দেহই সত্যি ছিল। আমাদের সম্পত্তি এবং টাকার প্রতিই লোভ ছিল তার। আপুকে বিয়ে করলে এসব কিছুই পাবে না বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে।'

'এ ঘটনার জন্য রক্সি মাকে পুরোপুরি দায়ী করে। বলে মা এন্ড্রুর কাছে তার বিরুদ্ধে বিষ ঢেলেছে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আপু এমন অভিযোগও তোলে মা নাকি লোকটার সঙ্গে ঘুমিয়েছে এবং এ কারণে মার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। করুণ মুখ করে মাথা নাড়ল মাইকেল। 'সত্যি খুব বিশ্রী একটা ঝগড়া ছিল ওটা।'

'ঠিকই বলেছ,' নিখাঁদ সহানুভূতি নিয়ে বলল সামার। এই পরিবারটির সবার জন্য বিষয়টি কীরকম যন্ত্রণাদায়ক ছিল অনুভব করতে পারছে সে।

'আপু ওইসময় একদমই নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ও ওই হারামজাদার প্রেমে দিওয়ানা ছিল। এন্ড্রু চলে যাওয়াতে ভীষণ ভেঙে পড়ে রক্সি। ওর এমন অবস্থা হবে মা বোধহয় ভাবতেও পারেনি।'

মাইকেলের চোখে জল। সামার হাত বাড়িয়ে ওর চোখের জল মুছে দিল।

'থাক, আর বলতে হবে না।'

মাইকেল ওর হাত ধরে চুমু খেল। 'না, আমাকে বলতে দাও। আমি শান্তি পাব মনে। বিসলি চলে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে ড্যাড আমাকে ফোন করে বলে কিংসমেয়ারের বাড়ির বেডরুমের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে আপু।

'ও আসলে মরতে চেয়েছিল। মাকে সবকিছুর জন্য দায়ী করে একটা চিঠি লিখে রেখে যায় ও।'

'কী ভয়ংকর! তোমাদের সবার জন্যেই।'

'হুঁ,' বলল মাইকেল। 'দুর্ঘটনায় মারা যায়নি আপু তবে ওর ভেতরের হাসিখুশি মেয়েটার মৃত্যু ঘটেছে। আমাদের পরিবারটির মৃত্যু ঘটেছে। অথচ আমি এমন কিছুই করতে পারিনি। এখনও কিছু করতে পারছি না।'

সামার দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল, মাথাটা নিজের নরম বুকের ওপর রাখল। 'তবে এজন্য তো তুমি দায়ী নও।'

'মা-ও দায়ী নয়। অন্তত পুরোপুরি নয়। আপু পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের

পরিবার থেকে সুখশান্তি সব চলে গেছে। তবে মার আচরণে তুমি তা বুঝতে পারবে না। মা তার আবেগগুলো লুকিয়ে রাখে।'

উনি টোটালি একটা মেশিনের মতো। মনে মনে বলল সামার, আলেক্সিয়াকে দেখলেই ওর কেমন ভয় লাগে। মাইকেলের মাকে লোকে খামোকা আয়রন লেডি বলে না। রক্সির সঙ্গে ভদ্রমহিলা সবসময়ই খিটখিট করতেন।

সামারের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন মাইকেল বলল, 'আমার মা তোমার মায়ের মতো আন্তরিক এবং মাতৃসুলভ নয়। আমার মা খুব প্রাকটিকাল স্বভাবের মানুষ। স্থূল ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দেয় না কখনো।'

'রক্সি আপুকে কি তিনি তাই মনে করতেন? সে স্থূল ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল?'

'ঠিক তা নয়,' মার পক্ষ নিতে গিয়েও মত বদলাল মাইকেল।

'আসলে আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার মা খুব টাফ স্বভাবের তবে রক্সি তা নয়। এবং আমার ধারণা আপু যা করেছে কেন তা করেছে মা তা বুঝতে পারেনি।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করে সামার।

'আমি কী?'

'তুমি বুঝতে পার?'

'না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি বুঝতে। আমি কাউকে ভালোবাসার ব্যাপারটি বুঝতে পারি তবে তাই বলে কারও জন্য আত্মহত্যা করতে যেতে হবে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

সামার ভাবছে মাইকেল ডি ভিরি আদৌ কী কোনোদিন কারও প্রেমে পড়েছে? তবে প্রশ্নটি করতে সে সাহস পেল না।

পঁয়ত্রিশ

আলেক্সিয়া ডি ভিরি চোখ বুজে তাঁর চুলে লবণাক্ত হাওয়া আর পায়ের আঙুলের ফাঁকে উষ্ণ বালুর পরশ উপভোগ করার চেষ্টা করলেন। তিনি দীর্ঘ একটা সময়, তখন তাঁর যৌবনকাল, সাগর তীরের ধারে কাছেও ঘেঁষেননি। ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা শিশুদের হাসির ধ্বনি তাঁকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলে দিত। এসবের কথা ভাবলেই তিনি অসুস্থ বোধ করতেন। তবে টেডি *দ্য গেবলস* কিনে নেওয়ার পরে তাঁর সমুদ্রপ্রেম আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসে।

বর্তমানে আলেক্সিয়ার কাছে সাগরের বিশালতা আর ভীতিকর মনে হয় না। বিশাল প্রকৃতির কোল তিনি উপভোগ করেন। আলেক্সিয়া ডি ভিরি সারাজীবনই চেষ্টা করেছেন বড় কিছু হবেন। তাঁর কারণে একটি ছোট ছেলে জীবন হারিয়েছে, একটি ভালো মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ যা পেয়েছেন সেজন্য এদের দুজনের প্রতিই তিনি কৃতজ্ঞবোধ করেন। তবে বিলির কথা প্রিয় বান্ধবী লুসি মেয়ারকে বলতে না পারা পর্যন্ত তিনি খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তিনি লুসিকে বললেন, 'আমি তোমাকে যা বলতে চাই তা গত চল্লিশ বছর ধরে আমি কবর দিয়ে রেখেছিলাম। কেউ এর কথা জানে না। টেডিও না। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি আমার বিয়েটাও।'

লুসি মেয়ার গভীর শ্বাস নিল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। বলো তোমার গল্প। আমি শুনব।'

বোস্টনগামী ৭৪৭ বিমানের প্রথম শ্রেণির আসনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন টেডি ডি ভিরি। আলেক্সিয়াকে একা রেখে আসতে তাঁর মন চাইছিল না। বিশেষ করে রক্সি তার মার সঙ্গে যেমন বিরূপ আচরণ করছে। কিন্তু গোটা একটা সামার তো আর তাঁর ব্যবসা একা একা চলতে পারবে না। তাছাড়া, লন্ডনে তাঁর বিশেষ কাজও আছে।

একজন হোম সেক্রেটারি হিসেবে আলেক্সিয়া পাবলিক ফিগার। তাঁর জীবনে নানান অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবেই। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে মিসেস এডোয়ার্ড ডি ভিরি, একজন স্ত্রী, একজন মা এবং ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ও অভিজাততম একটি পরিবারের সদস্য। ডি ভিরি পরিবারের সম্মান রক্ষা করা টেডির কর্তব্য। আর অর্ধসত্য জানলে তো আর তিনি এ সম্মান রক্ষা করে চলতে পারবেন না।

তাঁর এখন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং-এর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

'কেমন ঘোরাঘুরি হলো?'

পিলগ্রিম ফার্মের কিচেনে দাঁড়িয়ে মাইকেল ডি ভিরির কাছ থেকে পাওয়া ফুলের তোড়া সাজিয়ে রাখছিল সামার মেয়ার, এমন সময় তার মা ঘরে ঢুকল। সামার খুব মুডে আছে। তবে লুসিকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। নিজের ভাবনায় ডুবে রয়েছে সে। মেয়ের পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে এগোল।

'মা? সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক আছে,' জবাব দিল লুসি।

সে দোতলায় নিজের বেডরুমে এসে বন্ধ করে দিল দরজা। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আলেক্সিয়ার গল্প তাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। একা আছে বলে ভালো লাগছে লুসির। ভাগ্যিস, আর্নি এখন ঘরে নেই। তাহলে নানা প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে তুলত। লুসিকে এখন অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে।

সে টেডি ডি ভিরির কথা ভাবছে। আলেক্সিয়া বলছে টেডি নাকি তার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ কথা অবিশ্বাস করেনি লুসি। তবে ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবন পুরোটাই একটা ছলনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেই তো কেমন লাগে। আলেক্সিয়া ডি ভিরি সত্যিকারের আসল মানুষ। সে একটা চরিত্র, একটা ভুয়া, ধুলা এবং উইলপাওয়ার দিয়ে তৈরি টনি গিলেত্তি নামে এক তরুণী, প্রায় চল্লিশ বছর আগের।

একটি আমেরিকান মেয়ে।

একটি 'মন্দ' মেয়ে।

ভবিষ্যৎ, চালচুলোহীন, আশাহীন এক তরুণী।

টনি গিলেত্তির মতো মেয়ের সঙ্গে জীবনেও বন্ধুত্ব করত না লুসি। কিন্তু আলেক্সিয়া তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, প্রায় বোনের মতো।

আলেক্সিয়ার স্বীকারোক্তি শোনার সময় লুসি শান্ত থেকেছে, বিলি হ্যামলিনকে ডিপোর্ট করাকে সমর্থন যুগিয়েছে।

'নিজেকে এবং তোমার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য তোমার যা যা করা দরকার তুমি করেছ। ব্যাস, গল্পের শেষ।'

'কিন্তু লুসি সে আমাকে রক্ষা করার জন্য তার সর্বোচ্চ ত্যাগ করেছিল।'

বাইরে লুসি বান্ধবীকে সমর্থ জোগালেও ভিতরে আবেগের তুফান বইছিল।

এমন সময় দরজায় কে যেন নক করল।

'আমি। তুমি ঠিক আছ তো?' এক জগ পিওনি ফুল (বড় আকারের গোলাপি, লাল ও সাদা ফুল) নিয়ে ঘরে ঢুকল সামার।

'আমি কোনো সাহায্যে আসতে পারি?'

লুসি তার চেনা হাসিটি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

'আমি ঠিক আছি, সোনা। আমি আর আলেক্সিয়া অনেক বেশি হাঁটাহাঁটি করেছি। তাই একটু ক্লান্ত লাগছে।'

'তোমার গোসলের পানি রেডি করে দেব?'

মেয়ের গালে চুমু খেল লুসি। 'লাগবে না। আমি নিজেই রেডি করে নিতে পারব। তোমার তো এখন সৈকতে মাইকেলের সঙ্গে মজা করার কথা।'

মাইকেলের নাম শুনতেই সামারের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল।

লুসি ভাবল *ইয়াং লাভার। কী চমৎকার! এবং কত বিপজ্জনক।*

বিলি হ্যামলিন এবং টনি গিলেত্তিও ইয়াং লাভার ছিল। তাদের প্রেম আলেক্সিয়া ডি ভিরির জীবনটাই আমূল বদলে দিয়েছে। আলেক্সিয়া এখন সুখে আছে, ভালো আছে তবে তার জন্য তো কয়েকটা জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। নিকোলাস নামের বাচ্চাটির কথা ভাবছে লুসি। এ প্রেমের সত্যিকারের বলি হয়েছে নিকোলাস, বিলি হ্যামলিন এবং আলেক্সিয়া নয়, আলেক্সিয়া ডি ভিরির খ্যাতি এবং সাফল্যে ঢাকা পড়েছে নিকোলাসের গল্প। তবে আলেক্সিয়া যা অর্জন করেছে তা সমস্ত কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে যদি বিলি হ্যামলিন কিংবা আলেক্সিয়ার অন্যান্য শত্রুরা শোধ নেওয়ার চেষ্টা করে।

লুসি মেয়ার বিশ্বস্ত থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বোনেরা সবসময়ই বিশ্বস্ত থাকে। স্বজনের বিপদ-আপদে তারা সবসময় পাশে এসে দাঁড়ায়। লুসি মেয়ার পরিবারে বিশ্বাসী।

সে আলেক্সিয়ার গোপন কথা গোপন রাখবে।

তবে আজকের এ ঘটনা জানার পরে তাদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কটা হয়তো আর আগের মতো রইবে না।

ছত্রিশ

লন্ডনের এক গতানুগতিক গ্রীষ্মের রাত। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। ধূসর আকাশ এবং ঠাণ্ডা। ফলে পাবগুলোতে মদ খেতে ভিড় করেছে মানুষ।

বেকার স্ট্রিট, ওল্ড লিয়ন-এ সিমন বাটলার বারের পেছনে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল, এমন সময় জবুথবু চেহারার এক লোক পাবে ঢুকল।

'ওই লোকটাকে দ্যাখো,' সিমনের বস, ল্যান্ডলেডিও লোকটাকে লক্ষ করেছে। ঝুলে পড়া কাঁধ, টলতে টলতে হাঁটে, চাহনিতে শূন্য দৃষ্টি এবং না কামানো দাড়ি মুখে অসহায় ভঙ্গি, দেখলেই বোঝা যায় এর কোনো চালচুলো নেই। তবে ওকে দেখেই চিনে ফেলেছে ল্যান্ডলেডি।

'দেখে মনে হয় ইতোমধ্যে অনেক গিলেছে।'

লোকটা সিমনের দিকে কতগুলো নোংরা টাকা ঠেলে দিয়ে বলল, 'পাইন্ট, প্লিজ।'

'আসছে।'

ও এখানে নিশ্চয় কারও সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। এসেছে মদ খেতে। সব কিছু ভুলে যেতে।

লোকটাকে বিয়ারের গ্লাস দিতে গিয়ে সিমেন লক্ষ করল সে আপনমনে কথা বলছে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার আচরণ সিজোফ্রেনিকদের মতো। সিমনের ভাই ম্যাটি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী। তাই সে এদের আচরণ চিনতে পারে।

'মদ খেলেই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না,' সে লোকটাকে মৃদু গলায় বলল। লোকটার গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে এবং কোঁচকানো, রক্তলাল চক্ষু। গা থেকে বদ গন্ধ আসছে।

'ও আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল।'

লোকটা সিমনের সঙ্গে কথা বলছে না। কারও সঙ্গেই কথা বলছে না। কথা বলছে বাতাসের সঙ্গে।

'ও আমাকে এক সময় ভালোবাসত। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসতাম।'

'নিশ্চয় ভালোবাসতে, বন্ধু।'

বেচারী। লোকটা বিপজ্জনক নয়। খুবই প্যাথেটিক।

এ এক নিষ্ঠুর দুনিয়া।

লন্ডনের অন্যতম অভিজাত পুরুষদের ক্লাব ব্রুকস। এর অবস্থান সেন্ট জেমস স্ট্রিটের পশ্চিমভাগে। ১৭৬০ সালে চারজন ডিউক এবং কয়েকজন অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোক এটির প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে এ ক্লাবের সদস্যপদ বৃদ্ধি পেলেও এখানকার বেশিরভাগ সদস্য হলেন কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ। এ ক্লাবের সদস্য হতে হলে অবশ্যই তাকে পুরুষ, ব্রিটিশ এবং উচ্চ শ্রেণিভুক্ত হতে হবে।

টেডি ডি ভিরি এ ক্লাবের সদস্য নন। তিনি টনি কার্লটন ক্লাবের সদস্য। এটি রাস্তার ওপারে। দুটি ক্লাব পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে এবং কারা এ ক্লাব দুটির সদস্য তা গোপন রাখা হয়। তবে টেডি প্রায়ই ব্রুকসে অতিথি হিসেবে আসেন। আর আজকের লাঞ্চটি সাধারণ কোনো কারণে নয়।

'ডি ভিরি।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং, আলেক্সিয়ার পার্মানেন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি উষ্ণতার সঙ্গে টেডিকে অভ্যর্থনা জানালেন। হোম সেক্রেটারির সঙ্গে ফরমাল দূরত্ব বজায় রাখলেও আলেক্সিয়ার স্বামীর সঙ্গে তা রাখার প্রয়োজন নেই। যদিও ওরা একে অপরের খুব একটা ঘনিষ্ঠ নন। সামাজিক অনুষ্ঠানে মাঝেসাঝে দেখা হয়েছে দুজনের।

'ম্যানিং। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ। তোমার শিডিউল নিশ্চয় ভীষণ টাইট।'

'তোমার চেয়ে বেশি নয়, ওল্ড ম্যান।'

ওরা জিন এবং টনিকের অর্ডার দিলেন, সে সঙ্গে দুর্লভ ফিলে স্টিক এবং ব্রুকসের বিখ্যাত মুচমুচে ফ্রাই। টেডি সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন।

'আলেক্সিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'সে আমি আগেই অনুমান করেছি। কী হয়েছে?'

'আলেক্সিয়া বলল তাকে নাকি চেনা একটা লোক বিরক্ত করছিল। ওকে হ্যারাস করছে।'

স্যার এডোয়ার্ড চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না। টেডি ডি ভিরি তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেননি। একটা মন্তব্য করেছেন মাত্র। স্রেফ মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য নিশ্চয় স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি।

'আলেক্সিয়া লোকটার নাম আমাকে বলেনি। শুধু বলল তুমি নাকি বিষয়টি নিয়ে ডিল করছ।' টেডি এক কামড়ে স্টেকের অনেকটা মাংস খসিয়ে নিয়ে চিবুতে লাগলেন। 'আমি শুধু জানতে চাই; তুমি কি লোকটার কথা জানো?'

'জানি,' নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দিলেন স্যার এডোয়ার্ড। 'তবে অফ দা রেকর্ড হলে বলতে পারি।'

'নিশ্চয়। এ কথা তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে না।'

'হোম সেক্রেটারি যে লোকের কথা বলছেন সে একজন আমেরিকান নাগরিক।'

'ও বলেছে আমাকে। এও বলেছে লোকটা নাকি এক্স-কন এবং উন্মাদ। এবং তুমি নাকি ওকে ডিপোর্ট করেছ।'

'উনি ঠিকই বলেছেন। লোকটাকে ডিপোর্ট করা হয়েছে এবং পাসপোর্টে লাল স্ট্যাম্পের ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে যাতে সে বৈধপথে আর ব্রিটেনে ঢুকতে না পারে। আমি যদ্দুর জানি সে এখন ইস্টার্ন সি বোর্ডের কোনো সিকিউরিটি ফ্যাকাল্টিতে।'

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ স্টেক খেলেন। তারপর টেডি বললেন, 'তাহলে ওই পাগলা এখনও অবৈধপথে এ দেশে ঢুকতে পারে?'

'অবৈধভাবে সবাই ঢুকতে পারে।' বার্গান্ডির গ্লাসে চুমুক দিলেন ম্যানিং। তারপর ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছলেন।

'আর যদি সে ঢোকে তাহলে কী হবে?'

'আমরা তখন অবৈধ অভিবাসী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করব এবং আবার ডিপোর্ট করব। দ্যাখো, ডি ভিরি, আমি তোমার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারছি। আমার স্ত্রী হলে আমিও একই রকম চিন্তায় থাকতাম।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং-এর স্ত্রী আছে, এরকম একটি কাল্পনিক ছবি ফোটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন টেডি।

'তবে তোমার এবং হোম সেক্রেটারির চিন্তা করার কিছু নেই। এ লোকটা অসুস্থ। তার টাকা-পয়সা নেই। আমাকে বিশ্বাস করো। এ লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তাকে কোনো ক্রিমিনাল মাস্টারমাইন্ড বলে মনে হয়নি। ব্রিটেনে আসার মতো টাকাকড়িই সে জোগাড় করতে পারবে না।'

ওরা খাওয়া শেষ করলেন। টেডি বাটারস্কচ সসসহ টফি পুডিং অর্ডার দিলেন। আর ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে বলে স্যার এডোয়ার্ড ডাবল এসপ্রেসো আনতে বললেন। সের্গেই মিলেস্কু চায় তিনি যেন ফিগার ঠিক রাখেন। শীঘ্রি, আশা করলেন এডোয়ার্ড, মিলেস্কু যা চায় তা তিনি তাকে দিতে পারবেন এবং ছোকরার কবল থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ হবে। ততদিন পর্যন্ত মিষ্টিজাত কোনো খাদ্য গ্রহণ করা চলবে না।

বিলে সই করে দিলেন স্যার এডোয়ার্ড। দুজনেই যে যার কোট পরে নিলেন।

স্যার এডোয়ার্ড টেডিকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কবে বোস্টন ফিরছ? তুমি এখনও ছুটিতে আছ, না?'

'কাজ এবং ছুটির মধ্যেই আছি। আজ রাতের ফ্লাইটেই ফিরছি। আলেক্সিয়ার কাছে যাওয়া দরকার। আমাদের মেয়েকে নিয়ে ঝামেলাটা এখনও দূর হয়নি। আর মেয়ের কাছে ওকে একা রেখে আসাটা আমার পছন্দ নয়।'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাঁর বিস্ময় গোপন করলেন। মিসেস ডি ভিরি এবং তাঁর মেয়ে রোজানের মধ্যেকার বৈরী সম্পর্ক ম্যানিংয়ের অজানা নয়। কিন্তু তিনি এও জানেন এ বিষয়টি নিয়ে ডি ভিরি পরিবার কারও সঙ্গে আলোচনা করে না। টেডি এমন খোলামেলাভাবে প্রসঙ্গটি তুলবেন ভাবেননি তিনি।

'হোক সেক্রেটারিকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো,' বিনম্র গলায় বললেন ম্যানিং। 'আমরা তাঁর ফিরবার অপেক্ষায় আছি।'

'জানাবো,' বললেন টেডি। 'লাঞ্চের জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'ওহ্, আরেকটা কথা।' তিনি ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে যোগ করলেন।

'কী?'

'ওই লোকটার নাম জানার জন্য নিশ্চয় তোমাকে চাপাচাপি করতে হবে না?'

সাঁইত্রিশ

পরের সপ্তাহে প্রতিদিন লোকটা পাবে এলো। সবসময় বসল বারে, দুটো বিয়ার পান করল। ব্যস, আর কিছু নয়। সে সিমন বাটলার ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও বলে না।

সিমন বাটলার এবং তার মাথার ভিতরের কণ্ঠটির সঙ্গে।

সিমন এখন লোকটি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানে। লোকটি লন্ডনে এসেছে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সে গাড়ি ভালোবাসে। তার একটি মেয়ে আছে। একটি মেয়ে লোকটিকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল কিন্তু পরে তারা মত বদলে ফেলে। এ পর্যন্ত যা বলেছে সবই বিশ্বাস করেছে সিমন। তবে লোকটির পরের কথাগুলো তার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার নাকি তার পিছু নিয়েছে।

হোম সেক্রেটারি তার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছেন।

এক ট্রেইনড কিলার তাকে খুন করতে চাইছে এবং তার প্রিয়জনদের এক এক করে মেরে ফেলছে।

প্রতিরাতে লোকটি সিমনকে 'কণ্ঠের' কথা বলে। ফোনে সে কণ্ঠটি শোনে। তার মস্তিষ্কে কণ্ঠটি বাজতে থাকে। স্বপ্নে সে ওই গলা শুনতে পায়। তাকে বলে দেয় কী করা উচিত। তাকে ভয় দেখায়। কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু কণ্ঠটির বাস্তবিকই অস্তিত্ব রয়েছে।

লোকটি সিমনকে তার নাম বলেনি। এটা হলো পাগলামির একটা অংশ। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। তবে সে বারবার তার মেয়ে জেনিফারের কথা বলে।

এক রাতে, কাজের শেষে সিমন তার বাড়িউলিকে বলল, 'আমি লোকটির মেয়েকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। মেয়েটি নিশ্চয় ওর একমাত্র কন্যা এবং লোকটির সাহায্য দরকার। হয়তো মেয়েটি খুব অসুস্থ।'

বাড়িউলি স্নেহের দৃষ্টিতে সিমনের দিকে তাকাল।

সিমন একটি ভালো ছেলে। দয়ালু। তার ছেলে আর্থারের মতো নয়। সে সিমনকে বলল 'তুমি বরং সোশাল সার্ভিসে খবর দাও। তারা হয়তো লোকটির ব্যাপারে কোনো

সাহায্য করতে পারবে।'

'হয়তোবা,' বলল সিমন। 'তবু আমার একটা ঠিকানা দরকার।'

এটা হাসপাতাল নয়। কারাগার।

এখানে ডাক্তার আছে, সাদা কোট পরা নার্স আছে। কিন্তু এরা তাকে সাহায্য করতে চায় না। তারা ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, ফাঁদে ফেলতে চায়।

তার মাথা থেকে কণ্ঠটি চলে গেছে। ডাক্তাররা বলে তার নাকি উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু বিলি হ্যামলিনের আতঙ্ক বেড়েই চলেছে।

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।

কণ্ঠটি তাকে যতই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলুক না কেন, কণ্ঠটি শোনা তার দরকার। তার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কণ্ঠটি বলে দেবে কী করতে হবে। ওকে আরেকটা সুযোগ দেবে। জেনির জীবন এর ওপর নির্ভর করছে।

জেনিই তাকে রক্ষা করেছে। এখনও সে নিরাপদে আছে। বিলি কোথায় আছে জানার পর থেকে প্রতিদিন সে তাকে দেখতে আসে। কণ্ঠ সম্পর্কে সব কথা মেয়েকে খুলে বলতে পারে না বিলি। সত্যটা তাকে ভীত করে তুলবে এবং বিলি তা চায় না।

জেনি ডাক্তারদেরকে অবশেষে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে সে তার বাবার যত্নআত্তি করতে পারবে। বাড়িতে তার সঙ্গে ভালো থাকবে বিলি, নিরাপদে থাকবে। কিন্তু জেনি জানে না বিলিই আসলে তার নিরাপত্তা দিচ্ছে, সে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন বিলি তাকে পাহারা দেয়। জেনির কুইন্স অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে সে মেয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

বিলি হাসপাতাল ছাড়তে চায়। রাতের বেলা, চোরের মতো চুপিচুপি, বিদায় না বলে সে পালাতে চায় না। কিন্তু কণ্ঠটি তাকে চলে যেতে বলেছে। এবার কণ্ঠের আদেশ শিরোধার্য।

বিলি এখন লন্ডনে। সে এখানে আসার ব্যবস্থা করেছে। তবে ব্রিটিশ মাটিতে পা দিয়েই শুনেছে আলেক্সিয়া ডি ভিরি এখানে নেই। পার্লামেন্টে এখন লম্বা ছুটি এবং হোম সেক্রেটারির তিন সপ্তাহের অবকাশ যাপনে মার্থা'স ভাইন ইয়ার্ডে চলে গেছেন। এটি বিলির হাসপাতাল থেকে একশো মাইল দূরেও নয়। কাজেই বিলি যেখানে আছে সেখানেই থাকতে পারে। তবে তার এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে, মনে হয় নিয়তির শীতল হাত তার গলা টিপে বসেছে।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি চলে গেছে। তবে সে আসবে।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

সিমন বাটলার খুব রেগে আছে। কারণ সোশাল সার্ভিস তাকে কোনো তথ্যই দিতে পারেনি। ওকে ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে বলছে। সে রাগ করে ফোন রেখে দিল।

বিলি হ্যামলিনের এখন ভালো লাগছে।

ঝলমলে সূর্য উঠে কাটিয়ে দিয়েছে কুয়াশার ধূসর পর্দা। মহিলারা শর্ট স্কার্ট পরে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, পাবগুলোতে দারুণ ভিড়, মানুষজন পিকনিক টেবিলে বসে ধূমপান করছে, গল্পগুজব করছে।

পার্লামেন্ট আর নয়দিন বাদে বসবে তবে আলেক্সিয়া ডি ভিরি ছয়দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

বিলি বেকার স্ট্রিটের ওল্ড লন্ডনেই সাধারণত মদ খেতে যায়। ওখানকার বারম্যানকে তার পছন্দ হয়েছে। তার আচরণ বন্ধুসুলভ, সে গোপনে বিলির হাতে চিপস এবং পিনাট ধরিয়ে দেয়। তবে ওল্ড লায়নে আউটডোর সিটিংয়ের কারণে বিলি আজ শেরিলকোলে, রোজ অ্যান্ড ক্রাউনে এসেছে।

প্রথম বিয়ার দুটো পান করা পর্যন্ত বিলি ঠিকই ছিল, কিন্তু বিকেল গড়িয়ে যখন সাঁঝ ঘনাল, তখনও সে মদ পান করে চলেছে এবং সে সঙ্গে মেজাজও হয়ে উঠল তিরিক্ষি।

'ও আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল।'

'কে?'

বারে, তার পাশে একদল ছোকরা বসেছে রংচঙে জামা গায়ে। এরা আবার কখন এলো? এদেরকে তো আগে দেখেনি বিলি।

'টনি। টনি গিলেত্তি।'

'হুম। বুঝলাম।' ছেলেগুলো ওর দিকে পেছন ফিরল।

বিলির অপমান লাগল। সে একজনের হাত চেপে ধরল খপ করে। 'আমি অনেক কিছু জানি, বুঝলে। হোম সেক্রেটারির ব্যাপারে অনেক কথাই আমি জানি। আমি ব্রিটিশ সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। এ কারণেই ওরা আমার পিছু লেগেছে।'

'ওই মিয়া, তোমার সমস্যা কী?' ছেলেটা এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। ধাক্কার চোটে বিলি বারটুল থেকে পড়ে গেল। তাল সামলাতে না পেরে পাশের একটি টেবিলে হুড়মুড় করে পড়ল সে। ওখানে কয়েকজন লোক খাবার খাচ্ছিল। প্লেট, গ্লাস ভেঙে বিচ্ছিরি অবস্থা। কে যেন চিৎকার দিয়ে উঠল।

বিলি হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে বসে যারা খাচ্ছিল, তাদের একজন ধাম করে ঘুসি মেরে বসল বিলিকে। আতঙ্কিত বিলি উন্মাদের মতো হাত পা ছুড়তে লাগল। বারের লোকজন তাকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল।

'আবার এসেছ কী পুলিশে দেব,' শাসাল ল্যান্ডলর্ড। 'পাগল কোথাকার।'

রাস্তায় এলোমেলো পায়ে হাঁটা দিল বিলি। ঘুসিতে তার ঠোঁট কেটে গেছে, বমি বমি লাগছে। চোখে ঝাপসা দেখছে। বুজে আসতে চাইছে চোখ। আরও বাজে ব্যাপার সে কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। অচেনা ঠেকছে রাস্তাঘাট। লক্ষ করল লোকজন তার দিকে কেমন ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

ওরা আমাকে ভয় পায়।

এ ভাবনাটি তাকে ব্যথিত করে তুলল।

এজওয়ার রোডে, সাদামাটা ভিক্টোরিয়ান আদলে গড়ে তোলা নিজের গেস্ট হাউজে যখন পৌঁছাল বিলি, তখন প্রায় মাঝরাত। সে টলমল পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। তার ঘরের দরজার বাইরে এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'বিলি হ্যামলিন?'

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো ডানে-বামে তাকাল বিলি, পালাবার রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। 'কে তুমি? কী চাও?'

'ভয় নেই, বিলি,' হাসল আগন্তুক। 'আমি পুলিশের লোক নই। তুমি কোনো বিপদে নেই। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণ, একে পেশাদার সমাজকর্মী বলে মনে হলো বিলির। আমেরিকায় এরকম বহু লোক দেখেছে সে। কিন্তু একে এখানে পাঠাল কে? সে যে ইংল্যান্ডে এসেছে তাই বা কে জানতে পারল?

'দেখো। আমি ঠিক আছি। আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই।'

'আমাদের সবারই সাহায্যের দরকার আছে, বিলি। যখন-তখন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

'আমি জানি না তোমাকে কে পাঠিয়েছে। তবে আমি বেশ আছি। প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন।' দরজার চাবির জন্য পকেট হাতড়াল বিলি।

লোকটা তার পেছনে এসে দাঁড়াল। 'আমি সাহায্য করছি।'

ছুরির ফলাটি এতই ধারাল ওটা যখন তার শোল্ডার ব্লেড ভেদ করে কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল, ব্যথাটা প্রায় টেরই পেল না বিলি হ্যামলিন।

আটত্রিশ

আলেক্সিয়া ডি ভিরি বরফ শীতল ক্রানাবেরি জুসে একটা চুমুক দিয়ে প্লেনের জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরে। তাঁর কোলে immigration solutions for 21st century Britain শিরোনামের একটি মোটাসোটা প্রবন্ধ খোলা পড়ে রয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামটিই লেখাটি পড়তে নিরুৎসাহিত করে তুলেছে আলেক্সিয়াকে।

মার্থাস ভাইনইয়ার্ডে তাঁর ছুটি মন্দ কাটেনি। লুসি মেয়ারের সঙ্গ তাঁকে উজ্জীবিত এবং উৎফুল্ল করে তুলেছিল। আলেক্সিয়া যে বিলি হ্যামলিন এবং তাঁর অতীত নিয়ে অধ্যায়টির দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, ঠিকই করেছেন। লুসি তাঁকে সমর্থন দিয়েছে। বিলিকে নিয়ে এখন আর ভাবার দরকার নেই। বিলি অসুস্থ, তার সাহায্যের দরকার ছিল। আলেক্সিয়া সে ব্যবস্থা করেছেন। এডোয়ার্ড ম্যানিং-ই যা করার করেছেন। তিনি ম্যানিংকে বিশ্বাস করেন। এখনা কাজে ফিরবার সময়।

টেডি আলেক্সিয়ার পাশে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। রক্সি এবং মাইকেল সপ্তাহখানেক আগেই ফিরে গেছে ইংল্যান্ডে। দ্য গেবলস-এ শেষ ক'টি দিন আলেক্সিয়া এবং টেডির কাছে দ্বিতীয় হানিমুনের মতো মনে হয়েছে। এ স্মৃতি আলেক্সিয়ার মনে জেগে থাকবে বহুদিন।

আমরা বিয়ে করার সময় ওর প্রেমে আমি পড়িনি, ভাবলেন আলেক্সিয়া। *কিন্তু আমি এখন ওকে ভালোবাসি। আমরা আমাদের জীবনকে ভালোবাসি, দুজনে মিলে যা গড়ে তুলেছি তাকেও ভালোবাসি।*

টেডির এক হাতে আধ খাওয়া গ্লেনফিডিচের গ্লাস, অন্য হাতে *টাইমস* পত্রিকার গত কালকের সংখ্যা। আলেক্সিয়া সাবধানে খবরের কাগজটি টেনে নিলেন যাতে স্বামীর ঘুম ভেঙে না যায়। তিনি অলস ভঙ্গিতে কাগজটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। ছুটির সময় এডোয়ার্ড ম্যানিং প্রতিদিন দু'বার করে তাঁকে ই-মেইলে সমস্ত খবরাখবর জানিয়েছেন। তবে গত তিন সপ্তাহে কোনো ব্রিটিশ কাগজ তাঁর হাতে আসেনি। কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি ভাবছিলেন কেবিনেটের লোকজন জানে কিনা যে প্রধানমন্ত্রী হেনরী হুইটম্যানের সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী লরা লেউইলিনের পরকীয়া ছিল?

লরা হলো কনজারভেটিভ পার্টির বৃহত্তম সিঙ্গল ফিনান্সিয়াল ডোনার মাইলস লেউইলিনের স্ত্রী। আলেক্সিয়ার সন্দেহ হলো। তিনি দৈবাৎ বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। গত বছর ব্ল্যাকপুলে পার্টি কনফারেন্সের আগের সপ্তাহে অখ্যাত একটি ইয়র্কশায়ার হোটেলে হেনরী এবং লরা গোপনে মিলিত হয়েছিলেন। ওদের এ পরকীয়া নিয়ে গসিপ যদি তৈরি হতো আলেক্সিয়া সম্ভবত সবার শেষে বিষয়টি জানতে পারতেন। কারণ কেবিনেটে তাঁর তথাকথিত সহকর্মীরা অনেক কিছুই তাঁর কাছে গোপন রাখে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তিনি *টাইমস*-এর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চলছিলেন। চার নম্বর পাতায়, একটি ছোট, সিঙ্গেল কলামের স্টোরিতে তাঁর চোখ আটকে গেল।

FATAL STABBING YIELDS NO CLUES

আলেক্সিয়া পড়তে লাগলেন।

শুক্রবার রাতে, এডওয়্যার রোডে এক আমেরিকানের মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাতের ঘটনার কোনো ক্লু এখন পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। উইলয়াম হ্যামলিন, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত একজন অভিযুক্ত খুনী...

আলেক্সিয়া সিট আর্ম চেপে ধরলেন।

যাকে ভিসা দেওয়া হয়নি বলে যুক্তরাজ্যে সে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল, তাকে তার ফ্ল্যাটের বাইরে হৃৎপিণ্ডে রুটি কাটার ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়।

না, এটা সত্যি হতে পারে না। বিলি তো আমেরিকায়। ও নিরাপদে আছে। এডোয়ার্ড ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি পড়ে চললেন।

সিমন বাটলার, বেকার স্ট্রিটের ওল্ড লায়নের ম্যানেজার, যেখানে হ্যামলিন নিয়মিত খদ্দের ছিল, নিজেকে 'আ লস্ট সউল' বলে অভিহিত করেছেন।

লেখাটি আলেক্সিয়ার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো। তাঁর বুক ধড়ফড় করছে, মুখ শুকিয়ে কাঠ, গলার ভিতরটা খসখস করছে যেন বালু গিলে ফেলেছেন। তিনি ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুললেন টেডিকে।

'এটা পড়ো।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন টেডি, গ্লাসের হুইস্কি ছলকে পড়ল জামায়। 'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

'দ্যাখো,' বিলির ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন আলেক্সিয়া। এক দশক আগে তোলা একটি ছবি ছাপানো হয়েছে পত্রিকায়।

'এ সে-ই?'

'কে?'

'যে লোকটার কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম?'

'ধাঁধা কোরো না প্লিজ, আলেক্সিয়া। আমার ঘুমের রেশ এখনও কাটেনি।'

'উইলিয়াম হ্যামলিন!' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আলেক্সিয়ার।

'অঃ, লোকটার নাম তাহলে এটা। তুমি আগে কখনো ওর নাম বলনি, মনে আছে?'

'ও মারা গেছে।' বললেন আলেক্সিয়া। 'খুন হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে ওকে ডিপোর্ট করা হয়েছে?'

'হয়েছিল। সে যেভাবেই হোক আবার এদেশে এসেছিল। এখন মারা গেছে। লেখাটা পড়ো।'

পড়লেন টেডি। ভাবতেই তাঁর গা শিউড়ে উঠল এই উন্মাদটা দ্বিতীয়বার আবার এসেছিল আলেক্সিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য। সম্ভবত এবারে আলেক্সিয়াকে আঘাত করার মতলব ছিল তার।

'সাংবাদিক তোমার নাম উল্লেখ করেনি,' টেডি কাগজখানা ফিরিয়ে দিলেন স্ত্রীকে।

'না। কেউ জানে না ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।'

'গুড,' একটা ন্যাপকিন দিয়ে শার্টে ছলকে পড়া হুইস্কি মুছতে মুছতে বললেন টেডি। তারপর আবার মাথায় বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লেন।' 'তাহলে তো আর চিন্তার কিছু নেই। গুড নাইট।'

মর্মাহত আলেক্সিয়া। 'চিন্তার কিছু নেই? টেডি, ওকে খুন করা হয়েছে।'

'ঠিক তাই। ও আর তোমাকে বিরক্ত করতে পারছে না, তাই না? এটাই আমার মতে সুখবর।'

'তুমি এত ক্যালাস কেন?' ক্ষেপে গেলেন আলেক্সিয়া। 'মৃত্যু ওর পাওনা ছিল না। ও অসুস্থ ছিল। নানান বিভ্রান্তিতে ভুগত।'

বিরক্ত হয়ে উঠে বসলেন টেডি। 'দ্যাখো, আলেক্সিয়া। লোকটা তোমাকে হুমকি দিয়েছিল। আর যারা আমার স্ত্রীকে ভয় দেখাবে, হুমকি দেবে, আমি নিশ্চয় তাদেরকে পছন্দ করতে যাব না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি দুঃখিত,' ঝুঁকে স্বামীর গণ্ডদেশ চুম্বন করলেন আলেক্সিয়া। 'আমি আসলে খবরটা পড়ে একটু শকড হয়ে গিয়েছিলাম। খারাপ লাগছিল। ওতো একসময় বেশ ভালো ছেলে ছিল, তাই।'

'হিটলারও তাই ছিলেন,' বললেন টেডি। 'এখন একটু রেস্ট নাও।'

এক মিনিটের মধ্যে আবার তিনি নাক ডাকতে লাগলেন।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট এলো আলেক্সিয়ার কাছে। 'আপনার জন্য কিছু আনব, হোম সেক্রেটারি? চিজ কিংবা ফল? আপনি হালকা খাবার দিতে বলেছিলেন?'

আলেক্সিয়া নিজেকে শান্ত করলেন। টেডি ঠিকই বলেছে। বিলির জীবনে যা ঘটেছে তা সত্যি মর্মবিদারক। তবে মনে মনে কি তিনি বিলির এরকম পরিণতিই চাইতেন না? বিলির মৃত্যুতে তাঁর কোনো হাত নেই, এজন্য তিনি দায়ীও নন।

তিনি ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'আমার জন্য চিজ নিয়ে এসো, প্লিজ। আর এক কাপ স্ট্রং কফি। ল্যান্ড করার আগে অনেক কাজ করতে হবে আমাকে।'

উনচল্লিশ

পরের বছরটি ছিল আলেক্সিয়া ডি ভিরির জন্য বিজয়ের বছর। বৃটেনের অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং জাতির সমষ্টিগত স্পিরিট দীর্ঘ শীতল শীতকালের কুয়াশা ভেদ করে ড্যাফোডিল ফুল ফুটে ওঠার মতো উদ্ভাসিত হলো। একটি Fallup Poll হেনরী হুইটম্যানকে চার্চিল পরবর্তী সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করল। তাদের জরিপ তাই বলে। কেবিনেটের মন্ত্রীরাও হেনরীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। আলেক্সিয়া ডি ভিরির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রায় প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি।

কীভাবে এটা ঘটল? মাত্র ক'বছর আগেও আলেক্সিয়া ডি ভিরি ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত। তিনি কারাগারের দাঙ্গার জন্য দায়ী, তিনি বিশ্রীরকম ধনী, কথা বলেন চিবিয়ে। এসব ব্যাপার অনেকেরই পছন্দ ছিল না। কিন্তু দেড় বছরের মাথায়, অভিবাসন নিয়ে হেঁচকি তোলা সত্ত্বেও মিসেস ডি ভিরি লাখো ব্রিটিশের হৃদয় জয় করে নেন যা কিনা আলেক্সিয়ার নিজেরও প্রত্যাশা ছিল না। তিনি যেভাবে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলেছেন এটি লোকে খুব পছন্দ করেছে। তিনি হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছেন। ব্রিটিশ নাগরিকরা এটি প্রশংসার চোখে দেখেছে। বুড়ো-বুড়িদেরকে রক্ষা করতে আলেক্সিয়ার কেয়ার হোমস অ্যাক্ট তাদের পছন্দ হয়েছে। আলেক্সিয়া কর্কশ স্বভাবের হতে পারেন তবে তিনি কঠোর পরিশ্রমী, দক্ষ এবং ঐতিহ্যগত বৃটিশ মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নীত করতে তাঁর লড়াই জনতার প্রশংসা কুড়িয়েছে। আলেক্সিয়ার শত্রুরা বসে বসে তার কর্মকাণ্ড দেখেছে শুধু, তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি।

ইস্ট মিডল্যান্ডে একটি বিশাল রেনল্ট কার প্ল্যান্ট বসানোর চুক্তি করার মাধ্যমে এক লাখ নতুন চাকরির সংস্থান করলে আলেক্সিয়ার চায়ের দাওয়াত এলো টেন ডাউনিং স্ট্রিট থেকে।

'তোমাকে আমার ফরেন সেক্রেটারি বানানো উচিত ছিল,' বাটলার কাপে চা ঢালছে, পা জোড়া মেলে ধরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'ফরাসিরা তোমাকে খুবই পছন্দ করে।'

'জানতামনাতো!' বিনম্র গলায় বললেন আলেক্সিয়া। কেবিনেট কলিগদের অনুযোগ প্রধানমন্ত্রী নাকি অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেন আলেক্সিয়াকে। কিন্তু আলেক্সিয়ার

প্রায়ই মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা।

'চকোলেট কেকটা খাও,' হেনরী বললেন ওঁকে। 'ডেলিসফোর্ড থেকে এনেছে। দারুণ স্বাদ।'

'ধন্যবাদ। আমি এখন কেক খাব না,' বললেন ফিগার সচেতন আলেক্সিয়া।

'আপনি কি বিশেষ কোনো কারণে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন?'

'আরে না, তেমন কিছু না।' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন হুইটম্যান। আলেক্সিয়া টের পেলেন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। *উনি কী জানতে চাইছেন? এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?* 'সামার নিয়ে তোমার কোনো বিশেষ পরিকল্পনা আছে? তুমি স্টেটসে যাবে শুনলাম?'

আমি কোথায় ছুটি কাটাতে যাব তা জেনে হেনরী হুইটম্যানের কী লাভ? উনি কি আমাকে এগিয়ে দিতে চাইছেন?

'না, এ বছর কোথাও যাচ্ছি না। ইংল্যান্ডেই থাকব। টেডি কিংস মেয়ারে হাস্যকর পার্টিটা দিচ্ছে। জি সেভেন সামিটের চেয়েও এখানে বেশি কাজ।'

'ও হ্যাঁ,' মাথা নাড়লেন হেনরী। 'পার্টি।'

ওয়েস্ট মিনিস্টারের সকলেই জানে আলেক্সিয়া ডি ভিরির বুড়ো, অকর্মণ্য স্বামীটি ডি ভিরি পরিবারের তিনশ বছর পালন উপলক্ষে কিংস মেয়ারে জমকালো পার্টি দিচ্ছেন। এ পার্টিতে ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সমস্ত রাজনীতিবিদ উপস্থিত থাকবেন, সে সঙ্গে হাজির হবেন বিনোদন ও বাণিজ্য জগতের তারকারা।

'আপনি আসছেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন আলেক্সিয়া।

'নিশ্চয়।'

'শার্লটকে সঙ্গে নিয়ে?'

ভুরু কুঁচকে গেল হেনরী হুইটম্যানের। 'নিশ্চয় শার্লট থাকবে। আমি সামাজিক অনুষ্ঠানে কখনো একা যাই না, আলেক্সিয়া।'

'তাতো বটেই।'

আবার গালটা কেমন শিরশির করে ওঠে আলেক্সিয়ার।

'আমরা পার্টির আগের রাতে সিসিপি থেকে ফিরব। তবে তোমাদের এখানে অবশ্যই হাজির থাকব।'

বিদঘুটে নীরবতার পরে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সিয়াকে আসন্ন প্যারিস সফর সম্পর্কে দু'একটি প্রশ্ন করলেন। ওখানে ট্রেড সেক্রেটারি কেভিন লোমাক্সের সঙ্গে যাচ্ছেন আলেক্সিয়া। রেনল্ট চুক্তির সঙ্গে কেভিনের বাণিজ্য কীভাবে জড়িত ছিল, যদিও সবাই জানে আলেক্সিয়ার একক প্রচেষ্টায় চুক্তিটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

'তোমাদের দুজনের সম্পর্ক এখন কীরকম?' জিজ্ঞেস করলেন হেনরী হুইটম্যান।

'ভালো।' মিথ্যা বললেন আলেক্সিয়া। সবাই জানে কেভিন লোমাক্স আলেক্সিয়ার কল্লা কাটার সুযোগ পেলে আর কিছু চান না। প্রধানমন্ত্রীরও বিষয়টি অজানা নয়। তবু

কেন তিনি এমন প্রশ্ন করলেন বোধগম্য নয় আলেক্সিয়ার।

'এ সফরে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছ?'

'না, প্রাইম মিনিস্টার।'

'গুড।'

হেনরী হুইটম্যান উঠে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের বিব্রতকর সাক্ষাতের এখানেই শেষ। আলেক্সিয়া দরজার কাছে পৌঁছেছেন, পেছন থেকে ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

'আরেকটা কথা।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন আলেক্সিয়া। 'বলুন?'

'তোমার PPS। ওর সঙ্গে কাজ করে তুমি খুশি তো?' বিস্মিত দেখাল আলেক্সিয়াকে। 'এডোয়ার্ড? অবশ্যই। ও দারুণ।'

'গুড,' হাসলেন হেনরী হুইটম্যান। 'খুব ভালো।'

'একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'আরে না, এমনি। হোম অফিস হলো সরকারের মাদারশিপ। সব ঠিকঠাক আছে কিনা জানতে চাইলাম আর কী।'

একটা ভুরু তুললেন আলেক্সিয়া। 'সব ঠিক থাকবে না কেন?'

'সত্যি বলছি এমনিই জিজ্ঞেস করেছি। নিশ্চিত হয়ে নিলাম তোমার যা যা সাপোর্ট দরকার তা পাচ্ছ কিনা। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং যখন আছেন তখন তো কোনো সমস্যা হওয়ারই কথা নয়।'

'কোনো সমস্যা নেই, হেনরী।'

আলেক্সিয়া ভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট বাদে হেনরী হুইটম্যান একটি ফোন করলেন।

'আমি। ও মাত্রই গেল। একটা সমস্যা হয়েছে।'

চল্লিশ

মাইকেল ডি ভিরি অক্সফোর্ডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্ট স্যান ডোমিঙ্গোতে বসে আছে। অপেক্ষা করছে তার মার জন্য। মাইকেলের মনে খুব ফুর্তি। কারণ তার মা তার বাবাকে ধরে কিংসমেয়ারের জমকালো সামার পার্টিটি অর্গানাইজ করার পুরো দায়িত্ব দিয়েছেন মাইকেল এবং তার বন্ধু টমিকে। মাইকেল টমিকে নিয়ে আজ সকালেই ঠিক করেছে বিনোদন জগৎ থেকে কারা আসবেন এখানে লাইভ পারফরমেন্স করতে। কিংসমেয়ারের তিনশ বছর পূর্তি টেডির আইডিয়া হতে পারে তবে আলেক্সিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাই এটিকে একটি বিশাল মিডিয়া ইভেন্টে পরিণত করতে চলেছে। হেনরী হুইটম্যান এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাত করবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং স্পেনের যুবরাজ। আরেক টেবিলে সিমন কাওয়েল, গিনেথ প্যালট্রো ও স্যার বব গেলডফের সঙ্গে থাকবেন ডাচেস অব ডেভনশায়ার নিকোলা হরসিক এবং স্যার গাস ও'ওনেল, হোয়াইট হল-এর সিভিল সার্ভিসের সাবেক প্রধান যাকে সবাই FOD বলে ডাকে নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে।

স্যান ডোমিঙ্গো খদ্দেরে ভর্তি– সবসময়ই তা-ই থাকে তবে মাইকেলকে জানালার ধারে একটি বড় টেবিলে বসতে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে নদী এবং বিখ্যাত ম্যাগডানেল কলেজ ডিয়ার পার্ক দেখা যায়। ঘড়ি দেখল মাইকেল। সাড়ে বারোটা বাজে। মার সঙ্গে তার আজ এখানে লাঞ্চ করার কথা। সে মাত্র এক বোতল জলের অর্ডার দিয়েছে, আলেক্সিয়াকে ঢুকতে দেখল রেস্টুরেন্টে। গাঢ় সবুজ রঙের প্রাডা প্যান্ট সুট ক্রিম সিল্ক ব্লাউজে দুর্দান্ত প্রভাবশালী ও গ্ল্যামারাস লাগছে তার মাকে। আলেক্সিয়ার এক হাতে ছোট একটি ব্রিফকেস, অপর হাতে ব্ল্যাকবেরি ফোন।

'ডার্লিং, তুমি কি অনেকক্ষণ এসেছ?'

'আরে না। মাত্রই। তোমাকে দারুণ লাগছে, মা।'

আলেক্সিয়া মজার ভঙ্গিতে চোখের মণি ঘুরিয়ে ছেলের দুই গালে চুমু খেয়ে চেয়ারে বসলেন। মেনুর দিকে প্রায় না তাকিয়েই স্টিমড মংকফিশ এবং গ্রিন সালাদের অর্ডার দিলেন। মাইকেল স্টেক আর ফ্রাই আনতে বলল।

আলেক্সিয়া বললেন, 'খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি, বুঝলে? কাল আবার ট্রেড সেক্রেটারির সঙ্গে প্যারিসে যেতে হবে। এ লোকটা আমাকে একদমই পছন্দ করে না।

আমি ব্রিফিংয়ে চোখ বুলাবার সময় পর্যন্ত পাইনি এখন আবার তোমার বাবা ধরে বসেছে যাত্রার আগে রাতটা যেন অক্সফোর্ডশায়ারে কাটাই।'

'কেন?'

'তার মনে হচ্ছে তোমার বোনের সঙ্গে আমার বেশি বেশি সময় কাটানো উচিত। যেন সময় সব কিছুর সমাধান করে দেবে।'

এ বছর মাইকেল নিজের কাজে এমনই ব্যস্ত ছিল, রক্সির সঙ্গে তার খুব কম দেখা হয়েছে। ব্যবসা থেকে সামান্য ফুরসত পেলেই সে সময়টা সামারের সঙ্গে কাটানোর চেষ্টা করেছে। তবে কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ সামার NYU তে সাংবাদিকতা নিয়ে পড়ছে আর মাইকেলের ব্যবসা কেন্দ্র তিন হাজার মাইল দূরের অক্সফোর্ডে।

'আপুর সঙ্গে তাহলে তোমার সম্পর্কটা আর ভালো হলো না?'

'কী করে হবে? আমি একটা দরজা খুলতে গেলে তোমার বোন সেটা বন্ধ করে দেয়।' হালকা হাসলেন আলেক্সিয়া তবে মাইকেল ওই হাসির আড়ালে বেদনা দেখতে পেল।

'তুমি কি সত্যি দরজা খোলার চেষ্টা করছ, মা?' সাবধানে জানতে চাইল মাইকেল। 'আপুর সঙ্গে মাঝেমধ্যে তোমার বিতণ্ডা তুমুল হয়ে ওঠে।'

'জানি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলেক্সিয়া। 'ও আমাকে এমন হতাশ করে তোলে যে মাঝে মাঝে মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যায়। তবে আমি চেষ্টা করছি। আমি ওর ব্যাপারে হাল ছাড়তে চাই না, মাইকেল। তবে অবস্থা দেখে মনে হয় ও নিজে হাল ছেড়ে বসে আছে।'

'জানি আমি' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল।

'যাকগে, বাদ দাও। তুমি কেমন আছ, সোনা? ড্যাডির পার্টি নিয়ে প্ল্যান প্রোগ্রাম কেমন চলছে?'

'খুব ভালো।'

'আমার কোনো সাহায্য দরকার?'

'নাহ,' জলের গ্লাসে চুমুক দিল মাইকেল। 'তুমি যথেষ্ট করেছ। টমি বলেছে তুমি যদি দেশ চালাতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড় তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে তোমার চাকরি পাক্কা।'

হা হা করে হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'হাউ সুইট অব টমি। ওকে আমার ভালোবাসা দিও।'

'আপুর ব্যাপারে কখনো হাল ছেড়ো না,' বলল মাইকেল। 'দেখতেই পাচ্ছ গত এক বছরে ড্যাডির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কত ভালো হয়েছে।'

'তোমার বোন এড্রু বিসলির স্মৃতি কখনো ভুলতে পারবে না। ভুলতে চায় কিনা তা-ই সন্দেহ। মাঝে মাঝে মনে হয় ও পঙ্গু হয়ে বসে থাকাটা খুব উপভোগ করছে।' মাছে কামড় বসালেন আলেক্সিয়া।

'কথাটা কি খুব কঠিন শোনাল?'

কঠিনই শুনিয়েছে বটে যদিও মাইকেল নিজেও এ কথাটি বহুবার ভেবেছে। রক্সি যেন সত্যি তার পঙ্গুত্ব উপভোগ করছে আর ওর বাবা ওর সেবা করাটা উপভোগ করছেন।

মাইকেলের মুখে ছায়া ঘনাল। 'আমি এন্ড্রু বিসলিকে ঘৃণা করি। এতই ঘৃণা করি যে ওর কথা ভাবলে বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে যায়।'

তীক্ষ্ণ নজরে ছেলেকে দেখলেন আলেক্সিয়া। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওই লোকটার সঙ্গে পরিচয় না হলে আপুর জীবনটা আজ অন্যরকম হতো। তোমার মনে হয় না?'

'না,' সত্যি কথাই বললেন আলেক্সিয়া। 'আমি কখনো অতীত নিয়ে ভাবি না। যা গেছে, গেছে। ও আর বদলানো যাবে না।'

'তুমি তাহলে এন্ড্রু বিসলিকে ঘৃণা কর না?' অবিশ্বাস ফুটল মাইকেলের কণ্ঠে।

'না, আমি ওকে ঘৃণা করি না।'

'ওকে ঘৃণা করাটাই সঠিক কাজ। সেটিই স্বাভাবিক।'

হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। তবে কেমন নিষ্প্রাণ হাসি। মাইকেলের গলার স্বর তাঁর ঠিক পছন্দ হয়নি। 'তুমি কি চাও আমি ওকে ঘৃণা করি?'

'না, আমি তা বলছি না। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি ঘৃণা করবে, না হলে নাই। কিছু লোক খুব খারাপ হয়। এদের দুঃখ আর যন্ত্রণা পাওয়া উচিত। এদের মৃত্যুই একমাত্র পাওনা।'

টেবিলের হাসিখুশি মুডটাই গেল নষ্ট হয়ে। আলেক্সিয়া রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় ছেলের ঝলমলে চেহারা দেখেছিলেন। এখন হঠাৎই সে শীতল হয়ে গেছে। আলেক্সিয়ার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জল নামল। নাম্বার টেন-এ হেনরী হুইটম্যান যখন তাঁর সঙ্গে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের সম্পর্ক নিয়ে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করেছিলেন, তখনও তাঁর একই রকম অনুভূতি হয়েছিল।

হেনরী কি তাঁকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন? মাইকেল কি তাঁকে কিছু বলতে চাইছে?

'সামার কেমন আছে?' দ্রুত প্রসঙ্গ বদলালেন আলেক্সিয়া।

'আছে একরকম।'

'আছে একরকম' মানে কী? তুমি জান না?'

মাইকেল অস্বস্তি নিয়ে হাতের ন্যাপকিন মোচড়াতে লাগল।

'ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। ও এখন নিউইয়র্কে। আমি এখানে। সহজে দেখা করা যায় না।'

'কিন্তু ফোনে তো কথা হয়? স্কাইপি ব্যবহার করো না?'

উদাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মাইকেল।

তাঁর ছেলের সঙ্গে সামারের প্রেম নিয়ে লুসি মেয়ারের উৎসাহ শুরুতে তেমন পাত্তা দেননি আলেক্সিয়া। তবে একসময় তাঁর মনে হতে থাকে মাইকেলের জন্য সামারই উপযুক্ত। কারণ মেয়েটা তার ছেলের মধ্যে মানসিক শান্তি এনেছে। এক পর্যায়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন ওরা বিয়ে করলেও মন্দ হয় না। পুত্রবধূ হিসেবে মডেল ও ককটেল ওয়েট্রেসদের চেয়ে সামার মেয়ার অনেক ভালো হবে তাতে সন্দেহ নেই। সামারের প্রেমে পড়ার আগে এসব মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করত মাইকেল।

'তোমরা তো ভালোই আছ, না?'

'হুমম।' ন্যাপকিনে মোচড় শক্ত হলো।

'ও পার্টিতে আসছে তো?'

'হুঁ। লুসি এবং আর্নির সঙ্গে আসবে বলেছে। আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি না?'

'নিশ্চয়।' মা এবং ছেলে ভোজন পর্বের শেষ সময়টুকু কাটাল কিংসমেয়ারের আসন্ন পার্টি নিয়ে টেডির মাতামাতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। আলেক্সিয়ার বিদায় নেওয়ার সময় মাইকেল ততক্ষণে আগের হাসিখুশি মুডে ফিরে গেছে। সে মিষ্টি হেসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

'তাহলে কাল প্যারিস যাচ্ছ?'

'হুঁ।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আলেক্সিয়া। 'এত পরিশ্রম জীবনেও করিনি।'

'তাই কি?' হাসল মাইকেল। জন্মের পর থেকে মাকে সে কাজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকতে দেখেছে। 'শোনো, মা, আপু সম্পর্কে যা বলেছি মন থেকে বলেছি কিন্তু। আশা ছেড়ে দিয়ো না। ও কিন্তু এখনও তোমাকে ভালোবাসে। আমি জানি।'

আলেক্সিয়া ছেলের দু'গালে চুমু খেলেন। 'সুইট বয়।'

তিনি গটগট করে বেরিয়ে গেলেন রেস্টুরেন্ট থেকে এবং পেছন ফিরে তাকালেন না।

একচল্লিশ

প্যারিসের বাণিজ্য মিটিং হলো একেবারেই নিস্প্রাণ এবং নিস্প্রভ, ট্রেড মিটিংগুলো সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে। বিশেষ করে সকালের সেশনে। ফ্রান্সে সকলেই লাঞ্চের সময় মদ পান করে। তবে আলেক্সিয়া একদমই টিটোটেলার মদ ছুঁয়েও দেখেন না। কিন্তু তার ফরাসি হোস্টের কাছে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হলো।

'আপনি রাতে ওয়াইন পান করেন তো, মাদাম?'

'না, না। আমি মদ খাই না।'

'অ: উই, জে ভোয়া। বুঝতে পারছি আপনি কাজের সময় মদ স্পর্শ করেন না। এটা একটা বৃটিশ অভ্যাস, *nest-le pas?*

'আমি আসলে একদমই মদ ছুঁই না।'

'দুঃখিত। ঠিক বুঝলাম না।

'অ্যালকোহল আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না?'

'না। এটা আমার রুচির সঙ্গে যায় না।'

'অঃ, *d'accord*। তবে একটু শ্যাতু লাতুর পান করতে আপত্তি নেই তো? এটা অ্যালকোহল নয়, মাদাম। এটা দারুণ একটা ওয়াইন।'

আলেক্সিয়া নিশ্চিত কেভিন লোমাক্সই এ গুজব ছড়িয়ে দিয়েছেন যে তিনি মদ পান করেন না কারণ তিনি অ্যালকোহলিক। তবে কেভিনের সঙ্গে এ নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির কোনো ইচ্ছেই তাঁর নেই। লোমাক্সের সঙ্গে মিটিং করতে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। তিনি কয়েক ঘণ্টা বিরতি পেয়েছেন বলে স্বস্তি অনুভব করছেন। ট্রেড এবং ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি যখন রেনল্ট সদরদপ্তর ঘুরে সিইও'র '*dejeuner de bienvenue'* একাকী উপভোগ করতে ব্যস্ত, ওই সময় আলেক্সিয়া শপিং করতে এভিন্যু মন্তেন-এ চলে এলেন। রক্সির জন্য একটি ড্রেস কিনলেন। ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের বিক্রেতা কর্মীদের সকলের পরনে উনবিংশ শতকের বাটলারদের মতো কালো সুট। তারা খদ্দের পটাতে ওস্তাদ।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি, মাদাম? আপনি কি পেশাগত কাজের জন্য কোনো পোশাক খুঁজছেন নাকি ইভনিং ড্রেস?'

'আমি আসলে আমার মেয়ের জন্য, একটি পোশাক খুঁজছি,' বললেন আলেক্সিয়া। 'ওকে উপহার দেব।'

মাইকেলের পরামর্শ তিনি হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রোজানের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে তোলার জন্য আরও চেষ্টা করবেন। আলেক্সিয়া সহানুভূতিমূলক কথা বলতে পারেন না তাই শুরুটা করতে চান শান্তির প্রস্তাব হিসেবে একটি উপহার দিয়ে।

বিক্রয়কর্মী আলেক্সিয়ার হাত ধরল। 'বেশ তো, মাদাম, আমাদের কাছে কিছু ক্লাসিক সিল্ক স্কার্ফ আছে। বেশ ঝলমলে আর ভারি সুন্দর। আমাদের নতুন কালেকশন *sacs a main* মাত্রই এলো।'

'আমি ড্রেসের কথা ভাবছিলাম। সামনেই আমাদের একটি সামার পার্টি আছে এবং আমি চাই আমার মেয়েকে খুব সুন্দর দেখাক। ওর সাইজ আমার মতোই।'

'এবং নিশ্চয় তিনি আপনার মতোই দেখতে সুন্দরী, মাদাম,' মসৃণ গলায় বলল বিক্রয়কর্মী।

এ কথায় বিরক্তিবোধ করলেন আলেক্সিয়া তবে অনুভূতিটি চেপে রাখলেন। নিজের মেয়ের রূপ-যৌবনকে হিংসা করা মোটেই উচিত নয় এবং এটা তিনি পছন্দও করেন না।

চোখের পলকে তাঁর সামনে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর দামি ড্রেস হাজির করা হলো। তবে ড্রেস নয়, আলেক্সিয়ার নজর আটকে গেল টিভি খবরে। ফক্স-এর খবর হচ্ছে টিভিতে। সংবাদ পাঠিকা বলছে, 'গতকাল সকালে জার্সির সৈকতে ক্ষতবিক্ষত যে তরুণীর লাশ ভেসে এসেছিল তার পরিচয় জানা গেছে। তার নাম জেনিফার হ্যামলিন, বয়স বাইশ, নিউইয়র্কের কুইন্সে সে সেক্রেটারির কাজ করত।'

জেনিফার হ্যামলিন!

ঘণ্টার মতো ঢং ঢং করে নামটি বাড়ি খেতে লাগল আলেক্সিয়ার কর্ণপহে। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। গত বছরের কথা মনে পড়ে গেল। বিলি হ্যামলিন দাঁড়িয়ে ছিল পার্লামেন্ট স্কোয়ারে, তাঁকে 'টনি' বলে ডাকছিল, অনুনয় করছিল। বিলির গলা এখন শুনতে পাচ্ছেন আলেক্সিয়া, যেন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

টনি, প্লিজ! এ আমার মেয়ে। আমার মেয়ে।

ও ভয় পেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল তার মেয়ের জন্য। আমার সাহায্য তার দরকার ছিল। কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এখন তার মেয়ে মারা গেছে। বেচারা বিলির মতো সে-ও খুন হয়েছে।

প্রচণ্ড অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো আলেক্সিয়ার মন। তবু তিনি ভাবার চেষ্টা করলেন এটা অন্য কোনো জেনি হ্যামলিন হতে পারে কি? মেয়েটা যদি বিলির কন্যা না হয়ে থাকে? কিন্তু আলেক্সিয়ার মন জানে তা হবার নয়। এডোয়ার্ড ম্যানিং তাঁকে

বিলি হ্যামলিনের ওপর লেখা যে ফাইলটি দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল বিলির একটি মাত্র মেয়ে, জেনিফার। ওরা কুইন্সে থাকত।

বিলি তার মেয়ের সম্পর্কে আমার কাছে কী বলতে চেয়েছিল? এমন কিছু যা আমি শুনতে ভয় পাচ্ছিলাম? আমি কি জেনিফারকে রক্ষা করতে পারতাম? ওদের দুজনকেই কি রক্ষা করা যেত?

আলেক্সিয়া হাতের পোশাকটি বিক্রয়কর্মীর কাছে দিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় এসে তিনি একটি ফোন করলেন।

'বিলি হ্যামলিনের মেয়ে খুন হয়েছে।'

লাইনের অপর প্রান্তে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের কণ্ঠে কোনো আবেগ ফুটল না। 'ও আচ্ছা।' গত বছর বিলি হ্যামলিনের মৃত্যু সংবাদ শুনেও তিনি একদমই নির্লিপ্ত ছিলেন। পুলিশ কোনো সন্দেহভাজনকে না পেয়ে এ মামলাটি বন্ধ করে দিয়েছে।

'আমাকে কি কিছু করতে হবে, হোম সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ। এ কেসের ব্যাপার সমস্ত তথ্য আমার চাই। মার্কিন পুলিশের সঙ্গে কথা বলো, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআই সবার সঙ্গে। তুমি কীভাবে তথ্য জোগাড় করবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই এবং কে জানতে পারল তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি লন্ডন ফিরে আসা মাত্র জেনিফার হ্যামলিনের হত্যাকাণ্ড বিষয়ের রিপোর্ট আমার টেবিলে চাই।'

'লোকে যদি জিজ্ঞেস করে আমেরিকান মার্ডার ইনকোয়ারি যে হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে বিষয়ে ব্রিটিশ হোম অফিসের এত মাথা ব্যথা কেন, তখন?'

আলেক্সিয়া ফোন রেখে দিলেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে। বাণিজ্য সভা এবং কিংসমেয়ারের পার্টি তার কাছে অকস্মাৎ গৌণ হয়ে উঠল। তিনি এখন শুধু বিলি হ্যামলিন আর তার বেচারী মেয়ের কথা ভাবছেন। তিনি আর বালুতে মাথা গুঁজে রাখবেন না। মানুষ মারা যাচ্ছে। *আমার কারণে?*

সে রাতেই ইউরোস্টারে চেপে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন আলেক্সিয়া, বুকের ওপর চেপে বসা অপরাধবোধের জগদ্দল পাথর।

রোজান ডি ভিরি তার উপহার থেকে বঞ্চিত হলো।

বিয়াল্লিশ

অবশেষে কিংসমেয়ার সামার পার্টির দিনটি এসে উপস্থিত হলো। আলেক্সিয়া ডি ভিরির ভোর হওয়ার আগেই ভেঙে গেল ঘুম। টেডি যেন জেগে না যান সেজন্য পা টিপে টিপে বাথরুমে ঢুকলেন তিনি, তাকালেন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। কদাকার এক বুড়ি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। সোনালি কেশ ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে সাদা চুল, চামড়া শুষ্ক, ভাঁজ পড়া, পচা পেস্ট্রির মতো, চোখের নিচে কালি, ঝুলে আছে চামড়া, ঠোঁটের অবস্থাও তথৈবচ।

নাহ্, এরকম চেহারা চলবে না।

ব্ল্যাকবেরির সুইচ অন করে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্গারেটকে একটি ই-মেইল পাঠিয়ে দিলেন আলেক্সিয়া। বললেন সকাল সকাল সে যেন বাড়ি এসে মেকআপ দিয়ে যায়। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং আলেক্সিয়ার রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখভাল করেন তবে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর ডান হাত মার্গারেট ফ্রেঞ্চের। ই-মেইল পাঠিয়ে দিয়ে কাশ্মিরী ড্রেসিং গাউনটি শক্ত করে কোমরে বাঁধলেন আলেক্সিয়া, তারপর নিচতলায় চললেন কফি পান করতে।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম। আজ দেখি খুব সকাল সকাল উঠে পড়েছেন। আপনার জন্য কফি নিয়ে আসি?'

বেইলি ওদের খুব ভালো বাটলার। না চাইতেই সব কিছু হাজির করে দেয়।

'হ্যাঁ, বেইলি, আনতে পারো। গরম দুধ আর সুইটেনার দেবে। সঙ্গে রাই টোস্ট।'

'অল্প আঁচে ঝলসানো, ম্যাম। আমি জানি।'

বাড়িতে থাকার আনন্দই আলাদা। এখানে জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো কখনো বদলে যায় না। তবে প্যারিস থেকে আসার পর থেকে, এতগুলো দিন গেল, এমন কর্মব্যস্ততা, তবু বিলি হ্যামলিন এবং তার মেয়ের কথা ভুলতে পারেননি আলেক্সিয়া। বিলির কথা ভাবলেই অপরাধবোধের হুল ফোটে বুকে। *বিলি হ্যামলিনের কাছে তোমার দেনা ছিল অপরিসীম। কিন্তু বিনিময়ে তুমি তাকে বলতে গেলে কিছুই দাওনি।*

তবে প্রতিদিন প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি এ ভাবনাটি জোর করে সরিয়ে রাখেন দূরে। অতীতে যে পাপ এবং অপরাধগুলো সংঘটিত হয়েছে তা করেছে টনি গিলেত্তি। আর টনি গিলেত্তি মারা গেছে। তিনি আলেক্সিয়া ডি ভিরির এক প্রেমময়ী স্ত্রী,

এক যোগ্য মাতা এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ। আলেক্সিয়া ডি ভিরি কাউকে হত্যা করেননি। ওটা তাঁর দোষ ছিল না।

অপরাধবোধ জোর করে দূরে সরিয়ে রাখা যায় কিন্তু কৌতূহল পারা যায় না। এ বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাইতো মনে প্রশ্ন জাগে বিলি এবং জেনিফার হ্যামলিনকে কে হত্যা করেছিল এবং কেন? ওদের দুজনের মৃত্যু কি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাকি নিষ্ঠুর এ পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া দুটি আলাদা দুর্ঘটনা? ওদের হত্যাকারী বা হত্যাকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য সবরকম চেষ্টা কি করা হয়েছে? আলেক্সিয়া ডি ভিরি তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে সর্বদা ভয়ংকর সন্ত্রাসের শিকারদের পক্ষাবলম্বন করেছেন, যারা দুর্বলের ওপর আঘাত হেনেছে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দিয়েছেন। বিলি এবং জেনিফার হ্যামলিন ছিল দুর্বল।

বিলি হ্যামলিনের যখন প্রয়োজন ছিল তখন টনি গিলেত্তি তাকে সাহায্য করেনি। কিন্তু আলেক্সিয়া ডি ভিরি তো নিজের প্রভাব খাটিয়ে এখন সাহায্য করতে পারতেন...?

কফি এবং রোস্ট চলে এলো। আলেক্সিয়া ব্রিফকেস খুলে জেনিফার হ্যামলিনের হত্যাকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের ফাইলটি খুললেন। এডোয়ার্ড প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তিনি এফবিআই এবং ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়েছেন। কথা বলেছেন নিউইয়র্কের সাংবাদিকদের সঙ্গে। আলেক্সিয়া তাঁর ওপর খুশি হলেন, কৃতজ্ঞবোধ করলেন। এডোয়ার্ড তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্রে পরিণত হয়েছেন। কখনো কখনো তাঁর পরিবারের সদস্যদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। একদিন এডোয়ার্ডকে যথাযথভাবে ধন্যবাদ দিতে হবে।

প্রথম ছ'টি পৃষ্ঠা জুড়ে জেনিফার হ্যামলিনের ক্ষতবিক্ষত দেহের ছবি। কোন জানোয়ার মেয়েটার এমন দশা করেছে? বিলি তো স্রেফ কলজেয় ছুরি খেয়ে মারা গেছে কিন্তু এই বেচারী মেয়েটাকে মৃত্যুর আগে ভয়ানক নির্যাতন করা হয়েছে। জেনিফারের শরীর বোঝাই ছ্যাঁকার দাগ। কিছু দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চামড়া। কব্জি, গোড়ালি এবং ঘাড়ে আঘাতের দগদগে ক্ষতচিহ্ন। অটোপসি রিপোর্ট বলছে জেনি হ্যামলিনকে যখন সাগরে ছুড়ে ফেলা হয় তখন সে জীবিত ছিল। সে জলে ডুবে মরেছে।

জেনির মা স্যালি এবং তার বন্ধুরা পুলিশকে বলেছে লিগাল সেক্রেটারির কাজটি খুব উপভোগ করত জেনি। লুকা মিনোত্তি নামে তার এক বয়ফ্রেন্ড ছিল। স্থানীয় এক বিস্কিট কারিগর। তরুণী মেয়েদের হত্যাকাণ্ডে প্রথম সন্দেহভাজন হিসেবে তাদের পার্টনারদের দিকেই আঙুল তোলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে মিনোত্তির ওপর কেউ সন্দেহ করেনি। কারণ জেনি যখন অদৃশ্য হয়ে যায় ওইসময় মিনোত্তি ছিল ইতালি, তার আত্মীয়ের বাসায়। ত্রিশজনেরও বেশি খদ্দের সাক্ষী দিয়েছে জেনির মৃত্যুর দিন মিনেত্তি তার বেকারিতেই ছিল।

জেনি হ্যামলিনকে হত্যা করার সময় সে ছিল গর্ভবতী। লুকা মিনোত্তি জানত সে

বাবা হতে চলেছে এবং এজন্য খুব খুশিও ছিল। সে এবং জেনি বিয়ে করার জন্য পয়সা জমাচ্ছিল। কেউ কল্পনাই করেনি এরকম ভদ্র এবং পরিবারপ্রেমী মেয়ের কপালে এমন ভীষণ মৃত্যু লেখা ছিল।

কেউ না, শুধু বিলি হ্যামলিন ছাড়া।

বিলি বহুবার বলেছিল জেনিফার বিপদে আছে। নিজের মৃত্যুর দুই বছর আগে থেকে সে NYPD, FBI, স্থানীয় সংবাদপত্রসহ যাকেই কাছে পেয়েছে তাকেই হুমকি দেওয়া ফোনের কথা বলেছে সে। বলেছে 'কণ্ঠ'টি তাকে আঘাত করবে। ওটা তার মেয়েকে হত্যা করবে। সে পুলিশকে অনেক বিখ্যাত লোকের বিপদের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন দুজন প্রখ্যাত বেসবল খেলোয়াড়, ম্যাসাচুসেটসের গর্ভনর এবং ডেনিয়েল হিয়ামস নামে অস্ট্রেলিয় এক সুইমসুট মডেল। এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বিলি। তবে মানসিক অসুস্থতা ভেবে স্বাভাবিকভাবেই তার এসব কথায় পাত্তা দেয়নি পুলিশ। তারা বিলির সেলফোন কিংবা ল্যান্ড ফোনের রেকর্ডে কোনো সন্দেহজনক ফোন কলের খোঁজও পায়নি এবং বিলি প্রমাণ হিসেবে কোনো রেকর্ডিংও হাজির করতে পারেনি। জেনিফার হ্যামলিনকে কেউ হুমকি দেয়নি এবং বিলি যাদের নাম বলেছিল তাঁরাও কেউ কোনো হুমকি পাননি।

লাফিয়ে উঠলেন আলেক্সিয়া। তাঁর ব্ল্যাকবেরি বাজছে। মাত্রই ছ'টা বেজেছে। এত সকালে কে ফোন করল?

'আলেক্সিয়া? হেনরী বলছি। আমি কি তোমার ঘুম ভাঙালাম?' প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ কেমন আড়ষ্ট শোনাল।

'না, না। আমি আরও আগেই উঠেছি। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমাকে এত সকালে ফোন করা বোধহয় ঠিক হয়নি। ফোন করলাম এ কথা জানাতে যে আজ রাতে মনে হয় শার্লট এবং আমি তোমাদের পার্টিতে আসতে পারব না।'

'ও।' হতাশা এবং বিরক্তি গোপন করলেন আলেক্সিয়া। 'কী আর করা।'

'হুঁ। একটা ব্যক্তিগত কারণে আসা যাচ্ছে না।' কেমন অদ্ভুত গলায় বললেন হেনরী।

'ব্যক্তিগত কারণ'টি লরা লেউইলিন কিনা কে জানে। ভাবলেন আলেক্সিয়া। তবে কিছু বললেন না। 'আমি দুঃখিত।'

আলেক্সিয়া ফোন রেখে দিলেন। তার ভিতরের রাগটা অস্বস্তিতে পরিণত হলো। আজকাল প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে কেমন জানি অদ্ভুত আচরণ করছেন। তাঁর ব্যাপারে একটা অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছে হেনরীর ব্যবহারে যেটা আগে ছিল না। *কেবিনেটের ওই হারামীগুলো আমাকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য যা কিছু করতে পারে। ওরা কি প্রধানমন্ত্রীকে আমার সম্পর্কে কিছু ভুল বুঝিয়েছে? এডোয়ার্ড ম্যানিং কি কিছু জানেন এ ব্যাপারে? হয়তো এ জন্যেই সেদিন হেনরী ম্যানিংয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন।*

তিনি বোধহয় চাইছেন না ম্যানিং আমার PPS থাকুন।

কিংবা শার্লী হুইটম্যানকে নিয়েও সমস্যা হতে পারে। স্ত্রীরা প্রায়ই অন্য নারীদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের পেশাদার সম্পর্ক ঈর্ষার চোখে দেখে। *কিন্তু আমি তো তরুণী নই যে শার্লটের জন্য হুমকি হবো।*

আলেক্সিয়ার ফোন আবার বেজে উঠল। এবারে মেসেজ এসেছে লুসি মেয়ারের কাছ থেকে।

তোমাদেরকে দেখার আর তর সইছে না আমার! লিখেছে টেক্সটে। সঙ্গে হাসিমুখ, উত্তেজিত মুখ এবং চুমু খাওয়া কয়েকটি আবেগী চেহারা। *পার্টি নিশ্চয় দারুণ হবে!!!*

জোরে হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। তিনি লুসিকে খুব মিস করছেন। তার প্রাণচাঞ্চল্য, সীমাহীন উৎসাহ।

হ্যামলিনের ফাইলটি সাবধানে তুলে নিয়ে ডেস্ক ড্রয়ারে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলেন তিনি।

জাহান্নামে যাক হেনরী হুইটম্যান। আজ রাতে আমি আর টেডি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মজা করব।

তেতাল্লিশ

মাইকেল ডি ভিরি তার নতুন কেনা ডুকাটি পানিগেল সুপারবাইকে চড়ে অক্সফোর্ড থেকে কিংসমেয়ারে চলেছে। আজকের পার্টির সমস্ত আয়োজন সে আর তার বন্ধু টমি মিলে করেছে। বর্ণাঢ্য পার্টির কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি ওরা।

কিংসমেয়ারে যাওয়ার রাস্তা হাতের তালুর মতো চেনা থাকলেও ইচ্ছে করে ভিন্ন রাস্তা ধরেছে মাইকেল। চলেছে উইদাম উডস ধরে। এটি একটি প্রাচীন বনভূমি, উত্তর অক্সফোর্ডকে ঘিরে রেখেছে, মিশেছে ইভেনলোড ভ্যালিতে। চমৎকার একটি দিন। ঝকঝকে নীলাকাশ, ঝিরঝিরে হাওয়া। লেনের দুই পাশে উঁচু উঁচু ঝোপঝাড় জীবনের প্রাচুর্যে উদ্ভাসিত। বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। মাইকেলের মোটর বাইকের শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জনে ভয় পেয়ে কতগুলো স্টার্লিং এবং ব্লু টিট ডানা মেলে উড়াল দিল আকাশে। অন্য সময় হলে সে নিসর্গের এ অপরূপ রূপ উপভোগ করত। কিন্তু এখন পারছে না। কারণ তার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

মাইকেল আসলে অপরাধবোধে ভুগছে। গত রাতে সামার এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। সুদূর নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এসেছে মেয়েটা কিংসমেয়ারের পার্টিতে যোগ দেবে বলে। তার মাইকেলের সঙ্গে দেখা করবে বলে। সে আগে লন্ডনে পৌঁছেছে তার বাবা-মার বাড়িতে। তারপর ওখান থেকে অক্সফোর্ডে, বিপ রেস্টুরেন্টে। ওখানেই সাধারণত আড্ডা দেয় মাইকেল। সামারকে অসময়ে দেখে ভীষণ চমকে গিয়েছিল মাইকেল। তবে ভাগ্যকে ধন্যবাদও দিয়েছে সামার কয়েক ঘণ্টা আগে তার ফ্ল্যাটে যায়নি। তাহলে দেখত তার প্রেমিক অন্য আরেকজনকে নিয়ে ব্যস্ত। তখন সামার যে কী রাগ করত! ওদের সম্পর্কটাই যেত ভেঙে। মাইকেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা গেছে গেছে। সে আর অন্য কারও দিকে নজর দেবে না। শুধু সামারকে নিয়েই ভাববে।

তবে সামারকে মিথ্যা বলেছিল বলে এখনও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে মাইকেল। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক বয়ফ্রেন্ড বলে মনে হচ্ছে। মটরবাইক চালাতে চালাতে মাইকেল মনে মনে বলল আমি সামারকে ভালোবাসি। আমি আর অন্য কারও সঙ্গে জড়াব না।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল বলে মনের অজান্তেই বাইকের স্পিড বাড়িয়ে চলছিল মাইকেল। স্পিড মিটারের দিকে তাকাতে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠল। ঘণ্টায় ৮২ মাইল বেগে চলছে বাইক। এবং ও বাইকের গতি কমাতে পারল না। তার আগেই

অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল। অকস্মাৎ দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো চোখের সামনে।

রক্সি ডি ভিরি ড্রেসিং রুমের আয়নায় নিজেকে দেখছে। নিজের চেহারার দিকে আজকাল সে খুব কমই তাকায়। জানে এন্ড্রুর পরে তার জীবনে দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ আসবে না। সে যদি পঙ্গু না-ও হতো তবু অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারত না। কারণ তার মনে এখন কারও জন্য ভালোবাসা নেই, নেই যৌন আকাঙ্ক্ষা, নেই জীবনের প্রতি প্রেম। তবু আজ একটি বিশেষ রাত বলে সে সাজছে। কারণ আজ রাতে সারা পৃথিবী ওকে দেখবে। দেখবে হুইল চেয়ারে বসা এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে। তাছাড়া আসল ব্যাপার হলো, সে সাজগোজ করছে কারণ জানে তার মা তার রূপ দেখে এখনও তাকে ঈর্ষা করে।

রক্সির ঘন, সোনালি চুল চুড়ো করে বাঁধা, কানে পরেছে টেডির দাদি নেডি মড ডি ভিরির হীরের দুল। রক্সির গায়ের রং দুধে আলতা। তবে সে সাধারণ একটি গাউন পরেছে। ক্রিম সিল্ক কালারের গাউনটি তার ভাঙা পা ঢেকে রাখলেও ভরাট বুক জোড়াকে উত্তুঙ্গ করে রেখেছে। ফলে রক্সিকে একই সঙ্গে নিষ্পাপ এবং সেক্সি লাগছে। সে খুবই হালকা মেকআপ নিয়েছে– হালকা গোলাপি লিপস্টিকেই তার ঠোঁটজোড়া টসটস করছে পীচ ফলের মতো। বুকে ঝুলছে সাধারণ চেহারার, হৃৎপিণ্ড আকারের সোনার একটি পেনডান্ট।

হুইলচেয়ার ঠেলে জানালার কাছে নিয়ে গেল রক্সি। নিচে ভয়ানক ব্যস্ত কর্মচারীর দল। মাইকেলের বন্ধু টমি লিয়ন ছোটাছুটি করছে, তাকে দেখাচ্ছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেনা নায়কের মতো। মাইকেল নেই বলে এ মুহূর্তে সবকিছু তাকেই সামাল দিতে হচ্ছে। টমি জানে না মাইকেল কোথায় গেছে। মাইকেলের সেলফোন, যা সবসময় কানের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে, তা বন্ধ। রক্সি আশা করল গত রাতে অক্সফোর্ডে সামার মেয়ারের আকস্মিক আগমন নিশ্চয় মাইকেলের অনুপস্থিতির জন্য দায়ী নয়। সামার যদি মাইকেলকে তার কোনো গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখে ফেলে তাহলে যেকোনো কিছুই ঘটাতে পারে। তবে রক্সি সামারকে পছন্দ করে এবং সে সামার ও মাইকেল দুজনকেই ভালোবাসে। মাইকেল যদি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ধরা খায় তাহলে রক্সি খুবই মর্মাহত হবে।

ড্রেসিং টেবিলে ফিরে এলো ও, বেজে উঠল সেলফোন। মাইকেলের নাম দেখা যাচ্ছে পর্দায়। ও ফোন ধরে খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি কোন চুলোয় আছ শুনি? বেচারা টমির এদিকে মারা যাওয়ার দশা।'

'মিস ডি ভিরি?'

ফোনের কণ্ঠটি মাইকেলের নয়। 'জ্বী। কে বলছেন, প্লিজ?'

'অক্সফোর্ডশায়ার পুলিশ। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'আমাকে কেমন লাগছে?'

আলেক্সিয়া চটুল ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন টেডির সামনে যেন তিনি প্রম নাইটের হাইস্কুল সিনিয়র।

মুখ দিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন টেডি। 'দারুণ লাগছে, মাই ডিয়ার। আমি অহংকারে মরেই যাব।'

গুড, ভাবলেন আলেক্সিয়া। টেডির কাছ থেকে এ কথাটিই শুনতে চেয়েছিলেন তিনি।

আলেক্সিয়ার চেহারা থেকে সকালের সেই কদর্য বুড়ির চিহ্ন উধাও। জিমি হ্যামলিনের বীভৎস লাশের সেই ভীতিকর ছবিগুলোর ভয়ে ভীত মহিলাটিও এখন তাঁর ভিতরে নেই। তিনি এ মুহূর্তে কাল্পনিক শত্রুর ভয়ে আশঙ্কিত উন্মাদ রাজনীতিবিদ নন। আজ রাতে তাঁর কোনো শত্রু আসবে না। আসবে না কোনো মৃত্যু বা ভয়। প্রাইমমিনিস্টার এবং তাঁর স্ত্রী আলেক্সিয়া ও টেডির দাওয়াত কবুল করেও না আসার অপমান করতে পারেন কিন্তু আলেক্সিয়া দেখিয়ে দেবেন না আসার কারণে ওরাই পস্তাবেন, ডি ভিরিরা নয়। লুসি মেয়ারের কথা অনুসারে পার্টি সত্যি 'দারুণ' হবে।

একদম শেষ মুহূর্তে মত বদলে গাঢ় সবুজ রঙের একটি গাউন বাছাই করলেন আলেক্সিয়া, তাতে জ্যাকুয়ার্ড সিল্কের হাই, অরিয়েন্টাল কলার বসানো। অত্যন্ত অভিজাত একটি ড্রেস। ডি ভিরি পরিবারের হেয়ারলুম হিসেবে বিবেচিত পোশাকটি। স্ত্রী এ পোশাক পছন্দ করছেন বলে টেডি স্বভাবতই খুশি। চুলে নতুন রং করিয়েছেন আলেক্সিয়া, তার ত্বক দিয়ে জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে, মুখে নিখুঁত মেকআপ সমস্ত দাগ এবং ভাঁজ ঢেকে দিয়েছে। দারুণ লাগছে তাঁকে। টেডি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। প্রগাঢ় চুম্বন করে বললেন, 'আই লাভ ইউ।' টিনেজারদের মতো চুমু খাচ্ছেন তিনি স্ত্রীকে। একটু পরে আলেক্সিয়াও সাড়া দিলেন। তবে একটু পরেই মনে হলো কেউ যেন তাঁদেরকে লক্ষ করছে। টেডির বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন আলেক্সিয়া। দেখতে পেলেন রক্সিকে। হুইলচেয়ার নিয়ে মাস্টার বেডরুমের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে। ক্রিম সিল্কের ড্রেসে দুর্দান্ত লাগছে। তবে তার চোখে মুখে ফুটে আছে ভয়ের ছাপ।

এমন রোমান্টিক মুহূর্তটির সুর কেটে যাওয়ায় মেয়ের ওপর রেগে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'কী ব্যাপার, রোজান? তুমি কি কোনো স্বামী-স্ত্রীকে এর আগে চুমু খেতে দেখনি?'

'ছাড়ো না, ডার্লিং,' বিড়বিড় করলেন টেডি। কিন্তু আলেক্সিয়া সত্যি আজ মেজাজ হারিয়েছেন।

'নো, আয়াম সরি, টেডি। তবে আজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না, ওর কতবড় সাহস আমাদের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকে। আমি নিজের বাড়িতে এভাবে পা টিপে টিপে চলাফেরা করে ক্লান্ত। যেন ডিমের খোসার ওপর দিয়ে হাঁটছি। তোমার বাবা

এবং আমি, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, রোজান। আমরা সুখী, খুব সুখী এবং তোমার যদি এটা সহ্য না হয়... ওয়েল, তাতে আমার কিস্যু আসে যায় না।'

রক্সি কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, তারপর আবার বুজে ফেলল। সে যেন নিশ্চল হয়ে অনন্তকাল বসে রইল দোরগোড়ায়। অবশেষে যখন রা জোগাল মুখে, কর্কশ শোনাল কণ্ঠস্বর।

'মাইকেল।'

শীতল ভয়ের বন্যা বইল আলেক্সিয়ার বুকে। 'মাইকেল? মাইকেলের কী হয়েছে? খারাপ কিছু হয়নি তো?'

'আমি সে কথাই বলতে এসেছিলাম তোমাদেরকে, রক্সির চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জল।' 'ও ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

চুয়াল্লিশ

ট্যাক্সি থেকে লাফ মেরে নেমে এলো সামার মেয়ার। জন র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের ইলেকট্রিক ডাবল ডোরের ভিতরে ছুটল। হাসপাতালটি হেডিংটেন, অক্সফোর্ড সিটি সেন্টার থেকে কয়েক মাইল উত্তরে। অ্যাক্সিডেন্ট এবং ইমার্জেন্সি চিকিৎসার জন্য দেশের অন্যতম ব্যস্ত হাসপাতাল এটি। এখন শেষ বিকেল যদিও সূর্য দেখা যাচ্ছে না আকাশে, আজ শনিবার, পাবগুলো খোলা। ছাত্ররা সব মাতাল হয়ে আছে। এদের ভিড় ঠেলে রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছাল সামার।

'মাইকেল ডি ভিরি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট। কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে।'

প্লিজ, প্লিজ, মাইকেল, টিকে থাকো। মরে যেয়ো না, প্লিজ।

রক্সি খবরটা শোনামাত্র ফোন করেছিল সামারকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সামারের আমেরিকান সেল ফোনের ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যায় এবং রক্সি ফোন করার কয়েক মিনিট আগে সে মাইকেলের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে টুকটাক কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। রক্সি তাকে ভয়েস মেইল পাঠায়। প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে, অবশেষে রক্সির মেসেজ শুনতে পায় সামার। এই ভয়ংকর খবরটি শোনার স্মৃতি সে জীবনে ভুলবে না। ভয়েস মেইলে মাইকেলের গলা শোনার বদলে সে শুনেছিল রক্সির ফোঁপানো কণ্ঠ। কাঁদতে কাঁদতে রক্সি বলেছিল মাইকেল একটা ট্রাকের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে শেষের চারটা শব্দই সামারের স্মৃতিতে বারবার আঘাত হানে:

'ও না-ও বাঁচতে পারে।'

সামার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, নগ্ন পা, মাত্রই গোসল করেছিল, লম্বা, ভেজা চুল দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল, ট্যাক্সি পেতে তার সময় নষ্ট হয়েছে পনেরো মিনিট এবং আধা ড্রেস পরা, আধা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত সামারকে আরও পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়েছে ড্রাইভারকে বোঝাতে যে সে কোথায় যেতে চায়। তারপর রাস্তায় ছিল আবার ভয়ানক যানজট।

ইমার্জেন্সি রুমের রিসেপশনিস্ট তার কম্পিউটারে মাইকেলের নাম টাইপ করল।

'ডি ভিরি। হ্যাঁ, আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে।'

'ও কেমন আছে? ওকে কি অপারেশন করছে?'

পর্দা থেকে মুখ তুলে চাইল রিসেপশনিস্ট। 'আপনার পরিচয়?'

'সামার। সামার মেয়ার।'

'আপনি পরিবারের কেউ?'

'আমি ওর গার্লফ্রেন্ড।'

'সরি। শুধু ফ্যামিলিকে আমরা অ্যালাউ করি।'

'কিন্তু আপনাকে তো বললামই আমি ওর গার্লফ্রেন্ড।'

'তুমি আমার গাররলফ্রেন্ড হবে, যদি তুমি চাও...সুন্দরী পাছাওয়ালি,' সুট পরা এক লোক সামারের পেছনে উদয় হলো। পাঁড় মাতাল।

পাই করে ঘুরে দাঁড়াল সামার, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল লোকটাকে। সে ছিটকে গিয়ে একদল রোগীর গায়ে পড়ল।

'জাহান্নামে যাও!'

'শুনুন,' অনুনয়ের স্বরে রিসেপশনিস্টকে বলল সামার। 'মাইকেলের বোন আমাকে ফোন করে এখানে আসতে বলেছে। প্লিজ, আমি ওদের পরিবারেরই একজন। আমাকে ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে দিন।'

'এক মিনিট দাঁড়ান।'

চেয়ার ছাড়ল মহিলা, এক সহকর্মীর সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন বলল। সামার দেখল তাদের চেহারায় ব্যথাতুর, সিরিয়াস ভাব ফুটে উঠেছে। *আমি নিশ্চয় দেরি করে ফেলেছি। ও মারা গেছে।* ও সাহস যুগিয়ে প্রশ্নটা করতে চাইল কিন্তু রা ফুটল না মুখে। বদলে বোবা এবং অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে এলো রিসেপশনিস্ট। সামারকে নাম্বার লেখা এক টুকরা কাগজ দিল।

'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি ওদের আত্মীয়। ক্রিটিকাল কেয়ার, ফোর্থ ফ্লোর, লিফট ব্যাঙ্ক সি। এটা আপনার পাস।'

'ও কি মারা গেছে?' কোনমতে বলল সামার।

রিসেপশনিস্ট নিচু করল মুখ, ওর চেহারার দিকে তাকাতে পারছে না।

'ফোর্থ ফ্লোরে গেলে ওরা তোমাকে সব খুলে বলবে, মাই লাভ।'

'প্লিজ, শুধু বলুন ও কি মারা গেছে?'

সহকর্মীর সঙ্গে উদ্বেগ দৃষ্টি বিনিময় করল রিসেপশনিস্ট। 'দ্যাখো আমরা কিছু বলতে পারব না। মানে আমাদের বলা নিষেধ,' সামারের কানে কানে বলল সে। 'তবে আমার নোটস বলছে মাইকেল ডি ভিরিকে প্রায় এক ঘণ্টা আগেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।'

সামার মাতালের মতো টলতে টলতে সুইং ডোরের দিকে এগোল।

মাইকেল মারা গেছে।

মারা গেছে।

আমি অনেক দেরি করে ফেলেছি।

এক আর্দালী ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনি ঠিক আছেন তো, মিস?'

জম্বির মতো হাতের কাগজখানা উচিয়ে ধরল সামার। আর্দালী তাকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। এলিভেটর ব্যাংক সি ওখানে। ডান দিকে ট্রমা সেন্টার, বামে ক্রিটিকাল কেয়ার। রিসেপশনে যেতে হবে সিঁড়ি বেয়ে। সামার টের পাচ্ছে তার চারপাশে লোকজন, নার্স, রোগী, ভিজিটর এবং ডাক্তাররা চলাফেরা করছে। কিন্তু ওর জন্য যেন থেমে আছে সবকিছু। নীরবে, ভূতের মতো করিডোর ধরে পা বাড়াল সামার।

ও মারা গেছে। মাইকেল মারা গেছে।

অদ্ভুতই বলতে হবে সামার তখন ভাবছিল পার্টি নিয়ে। মাইকেল যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে ওই সময় কিংসমেয়ারে কী ঘটছিল? পার্টি কি এখনও পরিকল্পনা মাফিক চলছে?

'এটা ক্রিটিকাল কেয়ার। ক্যান আই হেল্প য়ু?'

'সামার,' টেডি ডি ভিরির গলা শুনতে পেল সামার। ঘুরল সে। ওই তো উনি দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে। চোখের সামনে থেকে কুয়াশাটা কেটে যেতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

'টেডি,' কান্নায় ভেঙে পড়ল সামার।

'কাঁদে না, কাঁদে না,' টেডি ওকে জড়িয়ে ধরলেন। 'ইটস অলরাইট।'

'অলরাইট? ইটস নট অলরাইট।' হাউমাউ করে উঠল সামার। 'ও মারা গেছে।'

টেডিকে হতভম্ব দেখাল। 'না, ও মারা যায়নি।'

সামারের গলা ঠেলে বমির মতো উঠে এলো আশা। 'মাইকেল মারা যায়নি?'

'না, মাই ডিয়ার। কে তোমাকে এ কথা বলল?'

'রিসেপশনস্টি। নিচতলায়।'

সামারের হাঁটুর জোড় যেন আলগা হয়ে এলো। টেডি ওকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

'সে আসল কথা জানে না। শুরুতে অ্যাম্বুলেন্স টিম মাইকেলকে মৃত বলেই ঘোষণা করেছিল। তবে ওকে এখানে নিয়ে আসার পরে ডাক্তাররা আবার ওর হার্ট সচল করতে পেরেছেন।'

'তাহলে ও ঠিক আছে?' আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে সামার।

'তা ঠিক বলতে পারব না। ও কোমার মধ্যে আছে। এটুকুই আমরা জানি। ওরা তিনঘণ্টা ধরে অপারেশন করেছে। যা করা সম্ভব করেছে।'

'তবে ও তো ঠিক হয়ে যাবে।'

ক্লান্ত চোখ ঘষলেন টেডি। 'আমি সত্যি জানি না, সামার। আলেক্সিয়া ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে। তুমি বরং ওর সঙ্গে কথা বলো। ও এখন মাইকেলের সঙ্গে আছে।'

এক নার্স সামারকে ভিতরে নিয়ে গেল। মাইকেলের ঘর হাসপাতালের কক্ষের

চেয়ে *স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজ*-এর ডেকের সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি। যন্ত্র, নানারকম তার আর আলো সর্বত্র ঝুলছে দেয়ালে, মাইকেলের বিছানার পাশে, এমনকি ছাদ থেকেও নেমে এসেছে।

আর ওই তো মাইকেল শুয়ে আছে বিছানায়।

ওকে দেখামাত্র তাৎক্ষণিক শক প্রতিক্রিয়ায় মুখে হাত চাপা দিল সামার। রক্তের কোনো চিহ্ন নেই। তবে ওর সারা গা এমনভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং এমন স্থিরভাবে শুয়ে আছে মাইকেল যে ওর অস্তিত্ব প্রায় বাস্তব বলেই মনে হচ্ছে না। সাদা চাদরে ঢাকা গা, মুখের ওপরের অংশ ব্যান্ডেজ বাঁধা। শুধু থুতনি আর মুখটা দেখা যাচ্ছে, তাও মোটা মোটা টিউব আর হেডবোর্ডের পেছনে রেসপিরেটরের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের কারণে প্রায় অর্ধেক ঢাকা পড়েছে। মেশিন হুশহাশ শব্দে মাইকেলের বুকে বাতাস পাম্প করছে। আলেক্সিয়া ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'সামার, কেমন আছ তুমি?' চমৎকার ম্যানিকিউর করা একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি সামারের দিকে। তাঁর হাতের আঙুলগুলো বরফ-ঠাণ্ডা। 'তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।'

সামার শূন্যদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। আলেক্সিয়া ওকে এমনভাবে স্বাগত জানালেন যেন ককটেল পার্টিতে এসেছেন। অবস্থা কত মারাত্মক তিনি কি বুঝতে পারছেন না?

'কী ঘটছে, আলেক্সিয়া? এতসব যন্ত্রপাতি কীসের? টেডি বললেন আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'সার্জনের সঙ্গে, হ্যাঁ, ড. ক্রিকডেল। চমৎকার মানুষ।'

সামার অপেক্ষা করছে। *এবং...*

'ওনার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল, যেমনটি ঘটে থাকে আর কী।' বলে চললেন আলেক্সিয়া। 'এক লোকাল কন্সটিটুয়েন্সি পার্টিতে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর স্ত্রী খুব ভালো একজন ফান্ড-রেইজার।'

সামারের ইচ্ছে করল মহিলাকে ধরে একটা ঝাঁকি দেয়। *আপনার কন্সটিটুয়েন্সি পার্টি এবং আপনার আমি নিকুচি করি। আপনার ছেলে বোধহয় মারা যাচ্ছে।* বহু কষ্টে গলার স্বর নিয়ন্ত্রণে রেখে ও জানতে চাইল, 'ডা. ক্রিকডেল মাইকেলের ব্যাপারে কী বললেন?'

'মাইকেল কোমার মধ্যে আছে। ওকে কোমার মধ্যে রাখতে হয়েছে।' আতঙ্কিত দেখাল সামারকে। 'ডাক্তাররা একাজ করলেন?'

'করতে হয়েছে। এটা ছাড়া ওর ব্রেইন অপারেশন সম্ভব ছিল না।'

'ওরা ওর ব্রেইন অপারেশন করেছেন?' ভয়ে শরীরের ভিতরের সবকিছু যেন গলে যেতে লাগল সামারের। আবার ওর বসে পড়তে ইচ্ছে করল।

আলেক্সিয়া বললেন, 'হ্যাঁ। ডাক্তারদের ধারণা মাইকেল লরির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার

সময় আশি মাইল বেগে বাইক চালাচ্ছিল। ও যে বেঁচে গেছে এই ঢের। দুটো হাত এবং পা ভেঙেছে মাইকেলের, ইন্টারন্যাল ব্লিডিং হচ্ছে, তবে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় ছিল মাথার আঘাত নিয়ে। ডা. ক্রিকডেল ওর ডান পাশের ভেন্ট্রিকল থেকে ষোল টুকরো ভাঙা হাড় সরিয়েছেন।'

যেন আবহাওয়া রিপোর্ট শুনছে সামার। আলেক্সিয়ার গলার স্বরে কোনো ওঠা-নামা নেই, আশ্চর্য শান্ত রয়েছেন তিনি।

'মস্তিষ্ক ফুলে গেছে, রক্তপাত হচ্ছে। প্রথমবারের স্ক্যানের রেজাল্ট মোটেই ভালো না। এখন দ্বিতীয় স্ক্যানের ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা যদিও ডা. ক্রিকডেল তেমন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেননি।'

'ও বাঁচবে কি?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সামার।

'এ মুহূর্তে ওঁরা তেমন কিছু বলতে পারছেন না। বেঁচে যেতেও পারে। বাট দ্যাট মে নট বি দ্য বেস্ট আউটকাম।'

অবিশ্বাস নিয়ে আলেক্সিয়ার দিকে তাকাল সামার। মাইকেলের মা সবসময়ই ওকে ভীত করে তোলেন। আলেক্সিয়াকে সবসময়ই ওর দয়ামায়াহীন এক নারী বলে মনে হয়েছে। তাই বলে নিজের সন্তানের প্রতি এমন ঔদাসীন্য কল্পনাও করতে পারেনি সামার। রক্সির ক্ষেত্রে হয়তো এটা মানাত। কিন্তু মাইকেল তো তাঁর নয়নের মণি।

'মে নট বি দ্য বেস্ট আউটকাম' বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন? আপনি কি চান না ও বেঁচে থাকুক?'

'ভেজিটেবল হিসেবে বেঁচে থাকুক তা আমি চাই না। আমি আজ রাতে ওর সঙ্গে থাকছি।' হিরের আংটি পরা হাতখানা তিনি মাইকেলের নিস্তেজ হাতের ওপর রাখলেন। 'তুমি কাল সকালে এসো।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট– তুমি এখন চলে যেতে পারো। যেন সম্রাজ্ঞী তাঁর চাকরানিকে হাত নেড়ে বিদায় হতে বলছেন। আলেক্সিয়ার উদাস উদাস ভাব ক্ষেপিয়ে তুলল সামারকে।

'আমি থাকব। আমাকে মাইকেলের দরকার হতে পারে।'

'না,' ইস্পাত কঠিন সুর আলেক্সিয়ার গলায়, যেন এর ওপরে আর কথা চলবে না।

আপত্তি করে কিছু বলার জন্য সামার মুখ খুলতে যাচ্ছিল, টেডি ওর হাতে হাত রাখলেন। 'নট নাউ' নিচু গলায় বললেন তিনি। বাইরে, করিডোরে এসে বললেন, 'ওকে তুমি খুব বেশি কঠিনভাবে বিচার কোরো না, মাই ডিয়ার। ও প্রচণ্ড শক পেয়েছে। আমরা সবাই তাই।'

'কিন্তু ওনার আচরণ বড্ড শীতল, টেডি।'

এভাবে বলতে চায়নি সামার, মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছে।

'ওর আচরণে এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক,' সদয় গলায় বললেন তিনি। 'তবে ছেলেটা ওর কাছে সবকিছু।'

ও আমার কাছে সবকিছু, মরিয়ার মতো ভাবল সামার।

'ওকে বলুন না আমাকে যেন থাকতে দেয়। যদি...' কাঁদতে শুরু করল সামার। 'ও যদি আজ রাতেই মারা যায়?'

টেডি অপরিসীম স্নেহ নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন।

'ও যদি আজ রাতেই মারা যায়, তাহলে তোমাকেও ওর দরকার হবে না। হবে কি?'

পরদিন সকালে, রোববারের কাগজগুলো কিংসমেয়ারের না হওয়া পার্টি এবং আলেক্সিয়া ডি ভিরির ছেলের ভয়ংকর মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টের খবর ছাপল। *সান অন সানডে* পত্রিকা হেডিং করল **ডি ভিরি পরিবারের অভিশাপ?** ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো রসিয়ে রসিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং পঙ্গুত্ব বরণের খবর আবার প্রকাশ করল। এমনকি গুলি খেয়ে মারা যাওয়া সঞ্জয় প্যাটেলের ঘটনাও তারা সবিস্তারে ছেপে দিল নতুন করে। পত্রিকা পড়লে মনে হয় তারা মাইকেলের এ অ্যাক্সিডেন্টে খুশিই হয়েছে। যেন আলেক্সিয়ার দুর্বিনীত, উদ্ধত আচরণের ফল ভোগ করছে তাঁর ছেলে। আলেক্সিয়ার যে ইতিবাচক ইমেজ ছিল, রাতারাতি তা নেতিবাচকে মোড় নিল। পত্রিকাওয়ালারা আলেক্সিয়াকে শীতল হৃদয় নারী বলে অভিহিত করল, ব্রিটিশ নাগরিকরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলো। আলেক্সিয়া আরও একা হয়ে পড়লেন।

আর মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের খবর ইস্ট লন্ডনের বাড়িতে বসে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পাঠ করল গিলবার্ট ড্রেক। সে খুব খুশি হলো। তার মনে হলো বেচারা সঞ্জয় প্যাটেলকে খামোকা জেল খাটানোর শাস্তি পেয়েছেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি।

পঁয়তাল্লিশ

মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের দুই সপ্তাহ পরে আলেক্সিয়া গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

'তুমি এখন কিছুদিন ছুটি কাটাতে পার,' হেনরী হুইটম্যান বললেন তাঁকে। 'পরিবারের সঙ্গে ক'দিন ছুটি কাটাতে গেলে কেউ তোমাকে দোষ দেবে না।'

ছুটি কাটানোর কথা শুনে আলেক্সিয়ার চক্ষু সরু হয়ে এলো।

'তুমি কি আমাকে কাটাতে চাইছ, হেনরী?'

'অবশ্যই না,' প্রবল আপত্তির সুরে বললেন হুইটম্যান। 'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'গুড,' বললেন আলেক্সিয়া, প্রাইম মিনিস্টারের হাসি ফিরিয়ে দিলেন না। মাইকেলের এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তাররা বলছেন জ্ঞান ফিরবার সম্ভাবনাও খুব কম।'

'আমি সত্যি দুঃখিত।'

'থাক, সহানুভূতি দেখাতে হবে না,' প্রায় ক্রুদ্ধ শোনাল আলেক্সিয়ার কণ্ঠ। 'আমার এখতিয়ার থাকলে আমি কালকেই ওই ছাতার মেশিন বন্ধ করে দিতাম। টেডির জিদের কারণে তা পারছি না। কিন্তু হাসপাতালে ছেলের অসাড় হাত ধরে বসে থেকে সময় নষ্ট করার চেয়ে নিজের কাজে ফিরে যাওয়া অনেক জরুরি। তাছাড়া আমার শত্রুরাও বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কেভিন এবং চার্লস তো এ দুর্ঘটনার পর থেকে প্রেসের কাছে সব উল্টোপাল্টা কথা বলে চলেছে।'

'আরে না, কী যে বলো!' মিথ্যা বললেন হেনরী হুইটম্যান। কেবিনেটে আলেক্সিয়ার শত্রুরা সত্যি তাদের হামলা আবার চালাতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেনি। কাগজঅলারা আলেক্সিয়ার ইমেজ একেবারে ধূলিসাৎ করে ছেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে গোটা কনজারভেটিভ পার্টিতে।

প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী, শার্লট হুইটম্যান গত রাতে বিছানায় শুয়ে বলেছিলেন, 'ও তোমার ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, হেনরী। ওকে ভাগাও।'

'জানি আমি। কিন্তু কী করব? নিজের ছেলের জন্য কীভাবে শোক প্রকাশ করবে তা নিশ্চয় মহিলাকে আমি বলতে যেতে পারি না।'

'শোক প্রকাশ?' হাসলেন শার্লট। 'ওকে শোক বলে?' ওতো কুমিরের মায়ের

কান্না। তুমি প্রাইম মিনিস্টার। রিশাফল।'

কাজটা যদি এত সহজ হতো! আলেক্সিয়া হেনরী হুইটম্যানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন উনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী কিংসমেয়ারের দাওয়াত ক্যান্সেল করে দিয়েছিলেন। তার পর পরই কোমায় চলে যায় মাইকেল। দুটি ঘটনার মধ্যে হয়তো কাকতালীয় কোনো যোগাযোগ নেই তবু আলেক্সিয়া সবকিছুর মধ্যে একটা অশুভ অর্থ খোঁজেন। যেদিকেই তিনি ঘোরেন, মনে হয় ওঁৎ পেতে আছে দুশমন। তার অতীত এবং বর্তমান সময়কার শত্রু। ঘরের শত্রু, কর্মক্ষেত্রের শত্রু। তিনি যেন ক্যারিয়ার ধসে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মাইকেল বাঁচবার জন্য লড়াই করছে। বিলি হ্যামলিন এবং তার মেয়ে মারা গেছে। তাঁর নিজের মেয়ে তাঁকে ঘৃণা করে। মনে হয় যেন কোনো অশুভ শক্তি, অদৃশ্য এক হাত তার জীবনটাকে অল্প অল্প করে ভেঙে ফেলছে, তিনি এ পর্যন্ত যা অর্জন করেছেন তাঁর সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। টেডি এবং লুসি যদি পাশে না থাকতেন, এত চাপের মুখে আলেক্সিয়া হয়তো পাগলই হয়ে যেতেন।

পার্লামেন্টারি অফিসে ফিরে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে তিনি বলছেন, 'ওরা আমাকে বের করে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, এডোয়ার্ড। ওরা সবাই। বাজি ধরে বলতে পারি হেনরী শুধু সুযোগ খুঁজছে আমাকে আঘাত করার জন্য।'

'বিশ্বাস করা কষ্ট, হোম সেক্রেটারি,' মসৃণ গলায় বললেন স্যার এডোয়ার্ড।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করো। একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি, এডোয়ার্ড। তোমার সাহায্য অনেক বেশি দরকার আমার।'

'অবশ্যই সাহায্য পাবেন, করব, হোম সেক্রেটারি। আনন্দের সঙ্গেই করব। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমরা এক সঙ্গে ঝড় সামলাবো।'

লুসি মেয়ার অক্সফোর্ডে, সামারের সঙ্গে কফি পান করছে। সে এবং তার স্বামী কিংসমেয়ারের পার্টিতে যোগ দিতে স্টেটস থেকে এসেছিল। মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের পরে দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। ওরা এখন বাড়ি ফিরবে। লুসি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু সামার যেতে চাইছে না।

'ভাবতে পার অ্যাক্সিডেন্টের পরদিন থেকে একবারের জন্যেও মাইকেলকে দেখতে যায়নি আলেক্সিয়া? তার কোনো পাত্তাই নেই।'

কফির কাপে চুমুক দিল লুসি। 'তার নিশ্চয় কারণ আছে।'

'কারণ তো আছেই। স্বার্থপরতা।' ক্রুদ্ধ গলায় বলল লুসি।

'তুমি আসলে এ মহিলার কোনো দোষই দেখতে পাও না। সবসময় ওর পক্ষ নাও কেন?'

'কীসের পক্ষ নিই?' বলল লুসি। 'তুমি আসলে এ ঘটনার জন্য কাউকে না কাউকে দোষারোপ করতে চাইছ, সুইটহার্ট। মাইকেলের যা ঘটেছে সেজন্য তো আর

অ্যালেক্সিয়া দায়ী নয়। ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

'হয়তো বা।'

'হয়তো বা মানে কী? ওটা অবশ্যই একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'মাইকেল একজন ভালো ড্রাইভার,' বলল সামার। 'অভিজ্ঞ চালক। ফকফকা দিনের আলোয় রাস্তা ছিল ফাঁকা। সে কেন হঠাৎ করে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে?'

'কারণ ও খুব জোরে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন?'

'তরুণরা শক্তিশালী বাইক চালাতে গেলে এমনিতেই স্পিড তোলে, হানি। এজন্য কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু অত জোরে নয়। ওর মন নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত ছিল। ঘটনার আগের রাতে ও আমার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার করছিল। কী একটা গোপনীয়তার কথা বলছিল, আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছিল। জিজ্ঞেস করছিল আমি যদি কোনো গোপন কথা জানতে পারি তা প্রকাশ করে দেব কিনা?'

কফির কাপ নামিয়ে রাখল লুসি। 'কী গোপন কথা?'

'জানি না। ও বিষয়টি নিয়ে খুব ঢাকঢাক গুড়গুড় করছিল। তবে অশুভ কোনো কথা নিশ্চয়। বোধকরি আলেক্সিয়াকে নিয়ে।'

লুসি তার ডান হাতে পরা আংটিটি অন্যমনস্কভাবে ঘোরাতে লাগল। এটি একটি পারিবারিক রিং, কৈশোরে বাবার কাছ থেকে পাওয়া উপহার। লুসি এটি সবসময় পরে থাকে। আংটিটি পরে থাকলে তার স্নায়ু শান্ত থাকে, চিন্তা করতে সুবিধে হয়। মাইকেল ডি ভিরির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে লুসিই তার মেয়েকে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু করুণ এ ঘটনা ঘটার পরে সে এখন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায়, এসব থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। লুসি ইতোমধ্যে ডি ভিরি পরিবারের অনেক গোপন কথা জেনে ফেলেছে। সামারকে এসব জানতে হবে না।

সামার তার ডাবল এক্সপ্রেসো শেষ করল। 'মাইকেল কী বলতে চেয়েছিল আমাকে জানতেই হবে। জানতে হবে অ্যাক্সিডেন্ট করার সময় কীসের চিন্তা ওর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল।'

লুসি বলল, 'তোমার কখনো মনে হয়নি ও তোমাকে ওর গোপন কথাটা জানাতে চায়নি? সিক্রেটটা যা-ই হোক না কেন এটা প্রকাশ করতেই চায় না। তুমি বরং নিজের কথা ভাব। নিজের জীবনটা কীভাবে চালাবে সে কথা চিন্তা কর।'

'সে আমি ভাবছি, মা;' কঠিন গলায় বলল সামার।' 'আমি এখন শুধু মাইকেলের সুস্থতা নিয়ে চিন্তা করছি। দ্যাট ইজ মাই লাইফ।'

'সামার, সুইটহার্ট?'

'তুমি উঠবে না, মা? আরও দেরি করলে তো মিস করবে ফ্লাইট।'

লুসি মেয়ার ঘড়ি দেখল। তার এখন যেতে হবে।

'ঠিক আছে। উঠছি। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের আরও কথা বলা দরকার।'

'আচ্ছা,' প্রসঙ্গ শেষ করার ভঙ্গিতে বলল সামার।

'তোমার বাবা NYU তে ডিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তোমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিতে বলেছেন। তবে ওঁরা জানতে চেয়েছেন তুমি কবে নাগাদ ক্লাসে জয়েন করছ।'

'ঠিক আছে। আমি জানাব, বাই, মম।'

ওর মা চলে গেল।

আমি আর ফিরছি না। বিদায় নিউইয়র্ক, কলেজ এবং আমার ইন্টার্নশিপ। ওগুলো অন্য জীবনের অংশ। অর্থহীন এবং তুচ্ছ। মাইকেল ছাড়া এসবের কোনো অর্থ নেই।

ছেচল্লিশ

মাইকেলের ফ্ল্যাটে চলেছে সামার। অনেকটাই দূরের পথ। এক্সিটার এবং লিংকন কলেজ পার হয়ে ম্যাগডালেনের দিকে এগোল ও। মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে মেজাজটা খিচড়ে আছে সামারের। বিদায়ী গ্রীষ্মের সূর্যের উষ্ণ আলো উপভোগ করতে পারছে না। অক্সফোর্ডের রাস্তায় শর্টস এবং সানগ্লাস পরা হাসিমুখ লাভারদের ভিড়, তারা ব্রিজে উঠে একে অন্যকে চুমু খাচ্ছে। বাচ্চারা কোন আইসক্রিম খাচ্ছে।

সবাই খুব সুখী। সবাই এমনভাবে উপভোগ করছে জীবনে যেন ঘটেনি কিছুই। যেন থেমে যায়নি পৃথিবী।

সামার অচেনা লোকগুলোর দিকে খরচোখে তাকাচ্ছে। তার খুব রাগ লাগছে। *জীবন কীভাবে বহমান থাকে? অথচ মাত্র কয়েক মাইল দূরেই জীবন-মরণ সংকটের মাঝে রয়েছে মাইকেল।*

তার মাথায় আরেকটি কণ্ঠ বেজে উঠল। তার মায়ের গলা।

মাইকেলের জীবনে যা ঘটেছে তা নেহায়েতই দুর্ঘটনা।

এজন্য কেউ দায়ী নয়।

বাড়ি চলো।

সামারের মা-ই কি ঠিক? সামার যাকে রহস্য বলে ভাবছে আসলে তা নিছক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়? যেভাবে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়? হয়তো বা। তবে এ মুহূর্তে সামারের মনে হচ্ছে সেদিন মাইকেলের দুর্ঘটনা ঘটার পেছনে কোনো কারণ ছিল। একটা কোনো রহস্য নিশ্চয় আছে যা তা জানা দরকার, যা তাকে খুঁজে পেতে হবে। সেটা মাইকেল চাক বা না চাক। সে এটাকে নিজের একটা কাজ হিসেবে দেখবে, যেন কোনো গল্পের তথ্য অনুসন্ধানে নেমেছে।

আর তার অনুসন্ধানী মন বলছে শুরুটা করতে হবে মাইকেলের হৃদয়হীনা, ইস্পাত কঠিন মাতা আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে দিয়ে।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে সামার জুতো খুলে ফেলে মাইকেলের স্টাডিতে প্রবেশ করল। তার কম্পিউটার এখনও ডেস্কে আছে, হাইবারনেট অবস্থায়, যেন এক্ষুণি ফিরে এসে

শুরু করে দেবে কাজ। কম্পিউটারের পাশে নানান কাগজপত্র ছড়ানো ছিটানো–রশিদ, লিস্ট, বিল, বেশিরভাগ কিংসমেয়ার পার্টি-সংক্রান্ত। আরও কাগজপত্র প্রিন্টারের ওপর, চেয়ারে এবং সোফায়। এমন অগোছালো স্বভাবের ছেলেটা কী করে একটা সফল ব্যবসা চালাচ্ছিল ভাবতে অবাক লাগল সামারের। টমি লিওনের ডেস্কের দশাও একই রকম কিনা কে জানে। হয়তো টমি একটু ধীরস্থির প্রকৃতির। *টমিকে আমি ফোন করব।*

মাইকেলের চেয়ারে বসল সামার। কম্পিউটার অন করতে গিয়ে বুকে একটা খোঁচা খেল। মাত্র ক'দিন আগেই ও ট্রেনে চড়ে অক্সফোর্ড এসে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করেছে ভাবতে অবাক লাগছে ওর। সামার সেদিন অভিযোগ করেছিল মাইকেল ওকে আর ভালোবাসে না। মাইকেল ওকে সে রাতে অনেক আদর করতে করতে বলেছিল সে সামার ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না এবং সবসময় সে সামারের সঙ্গেই থাকবে, ওকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু এখন মাইকেলের স্টাডিতে বসে ওর মনে সন্দেহ জাগছে সত্যি কি ও মাইকেলের ইনবক্স, তার ছবি দেখবে, ঢুকবে ফেসবুকে? কিন্তু এমন কিছু যদি দেখতে পায় যা সে সামাল দিতে পারবে না, তখন?

কিন্তু পাসওয়ার্ডের অভাবে ফেসবুক বা অন্য কোথাও ঢুকতে পারল না সামার। সে মাইকেলের পাসওয়ার্ড জানে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিল। ল্যাপটপ সরিয়ে রেখে কাছের কাগজের স্তূপে চোখ বুলাতে লাগল সামার। নিজেও জানে না ঠিক কী খুঁজছে তবে কাগজগুলো ডানপাশে, রশিদগুলো বামে। সবকিছু ও বিজনেস, পার্সোনাল এবং জাংক হিসেবে ভাগ করে ফেলল। কাজটাতে সময় লাগল প্রচুর। ঘড়ি দেখল সামার। ছ'টা বাজে। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যেতে বসেছে। জানালার কাচে এবং মেঝেতে বিদায়ী সূর্যের কমলা আবিরের রং।

সিধে হলো সামার। বিড়ালের মতো আড়মোড়া ভাঙল। নিজের জন্য একটা ড্রিংক নিতে যাচ্ছে, ঘরের কিনারে একটি বাক্সে আটকে গেল নজর। মাইকেলের ঘরের সবকিছুই অগোছালো। বিভিন্ন ভাগ করে তাতে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, ফটোকপি করা চিঠিপত্র ইত্যাদি সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে। বাক্সটি রাখা হয়েছে একটি বুককেস এবং বড় একটি ফায়ার এক্সটিংগুইলারের মাঝখানে, ঠিক লুকিয়ে রাখা বলা যাবে না, তবে সহজে যাতে চোখে না পড়ে সেভাবেই দৃষ্টির আড়ালে একটি সেফ প্লেসে রেখেছে মাইকেল।

সাবধানে বাক্সটি টেনে আনল সামার, নিয়ে গেল কিচেনে। ক্লিপিংগুলোতে সন, তারিখ দেওয়া। বেশিরভাগই আলেক্সিয়ার নতুন করা আইনে যারা সাজা পেয়েছে তাদের কথা আছে ক্লিপিং-এ।

কিছু গল্প সত্যি হৃদয় বিদারক।

ডায়া গিনেস্কু, এক রোমানিয়ান অভিবাসীকে শপলিফটিংয়ের অভিযোগে চার বছরের সাজা দেওয়া হলেও আলেক্সিয়া তার সাজা বৃদ্ধি করেছিলেন সাত বছর।

লোকটি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত তার ছেলের মৃত্যুশয্যায় থাকার অনুমতি পর্যন্ত পায়নি।

আরও কিছু গল্প আছে যেগুলোকে কাগজঅলারা ট্রাজিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছে। ডারেন নাইলস নামে এক চোরের দেড় বছর সাজা বৃদ্ধির কারণে সে আর তার বাগদত্তাকে বিয়ে করতে পারেনি। তার বাগদত্তা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

তবে সঞ্জয় প্যাটেল নামে এক লোককে নিয়ে পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি কভারেজ দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ আনা হয়। তার সমর্থকদের মতে অভিযোগটি পুরোপুরি মিথ্যা। শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হলে হতাশায় প্যাটেল কারাগারে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

প্যাটেলের ছবির ওপর হাত বুলাল সামার। ভারি নিরীহ চেহারার একটি ছেলে। বড়বড় কালো চোখ জোড়ায় নিস্পাপতা যেন ঝরে পড়ছে।

তবে প্যাটেলের তথাকথিত বন্ধুরা তেমন নিরীহ কিংবা নিষ্পাপ নয়। প্যাটেলের ক্লিপিংয়ের পাশে মাইকেল তার মাকে উদ্দেশ্য করে লেখা লোকদের তিনটি হুমকির চিঠি ফটোকপি রেখেছে। এর মধ্যে দুটো চিঠি বানান ভুলে ভরা– একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও এরচেয়ে শুদ্ধ ভাষায় শিখতে পারে। এক লোক লিখেছে সে সুযোগ পেলেই আলেক্সিয়ার গলা কেটে ফেলবে তিনি শুয়োরের মতো চিৎকার করবেন। আরেকজন আলেক্সিয়ার বুক দুটো কেটে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তৃতীয় চিঠির লেখক বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে আলেক্সিয়ার পাপের শাস্তি দেবেন স্বয়ং ঈশ্বর। এসব চিঠির কোনটি যে সামারের বুকের রক্ত হিম করে দিল জানে না ও। আলেক্সিয়াকে সে পছন্দ করে না তবে এই চিঠিগুলোর ভাষা এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ওকে সত্যি ভীত করে তুলল।

মাইকেল এ চিঠিগুলো কোত্থেকে জোগাড় করল এবং কেনই বা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে ভেবে পেল না সামার। মাইকেলের 'সিক্রেট'-এর সঙ্গে এসব চিঠির কি কোনো সম্পর্ক আছে? নাকি সে তার মায়ের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত?

হতে পারে। তবে হোম সেক্রেটারি হিসেবে আলেক্সিয়ার নিরাপত্তার তো কোনো অভাব নেই। তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ এবং সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা পাহারা দিয়ে রাখছে। মাইকেলের অ্যামেচার নিরাপত্তা তাঁর দরকার নেই। কোথায় কী যেন মিলছে না।

বাক্সে আরও কিছু জিনিস কৌতূহলী করে তুলল সামারকে। ফাইলের মাঝখানে কতগুলো হলুদ স্টিকার, গায়ে তারিখ রেখা, পেঁচিয়ে রেখেছে কিছু ডকুমেন্ট। ডকুমেন্টগুলো প্রাইম মিনিস্টার সংক্রান্ত। কয়েকটি চিঠি হেনরী হুইটম্যান লিখেছেন আলেক্সিয়াকে হোম সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করার সময়। কিছু ফটোকপি আছে আলেক্সিয়া প্রধানমন্ত্রীকে চিঠির জবাব পাঠিয়েছেন। কিছু চিঠির সঙ্গে আলেক্সিয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। কয়েকটি আর্টিকেলে দেখা যাচ্ছে হুইটম্যান হাসপাতাল উদ্বোধন করছেন, তাঁর স্ত্রী শার্লট চ্যারিটিতে যোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এনার্জি প্রজেক্ট

রিনিউ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এসব খবরও তারিখসহ সযত্নে কাগজ থেকে কেটে রাখা হয়েছে। হয়তো মাইকেল কিংবা অন্য কেউ এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে।

কেন?

বেজে উঠল ফোন। ভয়ের চোটে লাফিয়ে উঠল সামার। এখানে কে ফোন করল তাকে? সামার যদ্দুর জানে ওর কনট্যাক্ট নাম্বার হিসেবে কেউ মাইকেলের ল্যান্ডফোন ব্যবহার করে না। একমাত্র হাসপাতাল ছাড়া কে ফোন করতে পারে? নিশ্চয় কোনো ইমার্জেন্সি। *ওহ গড, নো।*

'হ্যালো?' ভয়ে ভয়ে সাড়া দিল সামার।

'তোমার গলা এমন শুকনো শোনাচ্ছে কেন, মাই ডিয়ার? তুমি ঠিক আছ তো?'

'টেডি!' ফোঁস করে চোপ রাখা শ্বাস ফেলল সামার। থ্যাংক গড।

'আমি ঠিক আছি। ভাবলাম হাসপাতাল থেকে ফোন করল বুঝি।'

'না, না। শুধু আমি। শোনো। তোমার মা ফোন করেছিলেন। বলেছেন অক্সফোর্ড থাকাকালীন তোমার ওপর যেন একটু খেয়াল রাখি। তুমি ওই অন্ধকার ফ্লাটে বসে খিদেয় কষ্ট না পেয়ে কিংসমেয়ারে চলে এসো। আমরা একসঙ্গে ডিনার করব।'

আমরা? আলেক্সিয়াও আছেন?

ওর মনের কথা পড়তে পেরেই যেন টেডি বললেন, 'আলেক্সিয়া এখন লন্ডনে। বাসায় আছি শুধু আমি আর রোজান। তুমি এলে আমাদের খুব ভালো লাগবে।'

হঠাৎ টেডি এবং রক্সিকে দেখার জন্য সামারের মন কেমন করে উঠল। ওরা সামারের মতোই মাইকেলকে ভালোবাসে।

'ঠিক আছে। আসব, ধন্যবাদ। কখন আসব?'

'আমার ড্রাইভার তোমার ওখানে যেকোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।'

'এখন? আমি এখনও জামাকাপড় বদলাইনি কিংবা গোসলও করিনি—'

'নেভার মাইন্ড দ্যাট। জাস্ট একটা ওভারনাইট ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ো।'

আপত্তি করল না সামার। সে দ্রুত একটা ব্যাগে কিছু জামাকাপড় ঢুকিয়ে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল যখন বেজে ওঠে ডোরবেল। টেডি ওর জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সত্যি ওনার মতো লোকই হয় না।

সাতচল্লিশ

আলেক্সিয়া ডি ভিরি টেলিগ্রাফ পত্রিকার তিন পৃষ্ঠাব্যাপী লেখাটিতে গম্ভীর মুখে চোখ বুলালেন।

'আমি এরচেয়েও খারাপ লেখা পড়েছি।'

'আমিও,' স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাকে সকালের খবরের কাগজের মোটা একটা বান্ডিল এগিয়ে দিলেন। *সান* পত্রিকা বলছে আপনি একটা অকর্মণ্য হোম সেক্রেটারি। *গার্ডিয়ান* ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছে ক্রিসমাসের মধ্যে আপনার আর চাকরি থাকবে না। *মিরর* আপনাকে গেস্টাপো এজেন্টের সঙ্গে তুলনা করেছে।'

'এদের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না?'

'যায়। তবে মামলা দিয়ে আপনি আপনার চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারবেন না কিংবা ভোটারদের মন জয়ও করতে পারবেন না। এসব যত ঘটতে থাকবে, প্রধানমন্ত্রী ততই ঘোষণা করবেন আপনার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ব্যস, তাহলেই কেল্লা ফতে।'

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে এ কথায় হেসে উঠতেন আলেক্সিয়া। কিন্তু গত মাসের প্রচণ্ড চাপ তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে হাসি। হোম সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর হানি-মুন পিরিয়ড শেষ। মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টে তিনি সেভাবে শোক দেখাতে পারেননি বলে লোকে তাঁকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছে। গত রাতে আলেক্সিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও সেন্ট্রাল অফিস তাঁকে একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন টকশোতে পাঠায় যাতে তাঁর ভাবমূর্তিটি একটু কোমল হয়ে ফুটে উঠতে সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশত ঘটেছে তার উল্টোটা। দর্শক এবং সমালোচকরা আলেক্সিয়াকে 'শীতল' ও 'অনুভূতিশূন্য' বলে অভিহিত করেছে।

'কেউ যদি আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিত যে কীসের জন্য আমাকে দুঃখিত হতে হবে,' এডোয়ার্ডের কাছে নালিশের সুরে বললেন আলেক্সিয়া। 'আমি বোধহয় যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করিনি, তাই না?'

বেশিরভাগ খবরের কাগজ গতরাতের টকশোতে একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভয়ানক কটাক্ষ করেছে। টকশো হোস্ট তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,

‘আপনার সবচেয়ে বড় মনস্তাপ কী?’ জবাবে আলেক্সিয়া দৃঢ় গলায় বলেন, ‘আমার কোনো মনস্তাপ নেই, ডেভিড। কোনো কিছু নিয়ে দুঃখ বা শোক করার সময় আমার নেই।’ তাঁর এ কথা শুনে যে ক’জন সাপোর্টার তাঁর ছিল তাও তিনি গতরাতে হারিয়েছেন।

‘আমি পুরুষ হলে লোকে আমার শক্তির প্রশংসা করত।’

‘হয়তো বা, হোম সেক্রেটারি। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি পুরুষ নন।’

‘না, এডোয়ার্ড, আমি তা নই।’

‘কনজারভেটিভ ভোটাররা আশা করে তাদের মহিলা রাজনীতিকরা পুরুষালি কিছু ইন্সটিংক্ট দেখাবেন।’

‘ওহ, ফর গডস শেক। হোয়াট ননসেন্স!’

‘আনফরচুনেটলি, হোম সেক্রেটারি, এ ধরনের ননসেন্সই ভোটে জেতে, পার্টির মধ্যেকার বন্ধুদের কথা নাইবা উল্লেখ করলাম।’

আলেক্সিয়া জানেন তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে নেমে এসেছে। কেবিনেট কলিগরা তাঁকে ভাগিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে। শুধু তেতো মুখের ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি নয়, সকলেই। এখন পর্যন্ত হেনরী হুইটম্যান তাঁকে রক্ষা করে চলেছেন কিন্তু তাঁর সমর্থন চিরকাল থাকবে না। টেডি যদি তাঁর সঙ্গে লন্ডনে থাকতেন খুব ভালো হতো। কিন্তু বছরের অর্ধেক সময় তিনি কিংসমেয়ারে থাকতে চান এই অজুহাতে। নইলে এস্টেট চলবে না, ডার্লিং। আর রক্সি তো তাঁর সঙ্গে শামুকের মতো লেগে রয়েছে। গত সপ্তায় সেই বাইবেল ভক্ত পাগলটা তাঁকে ফোনে আবার হুমকি দিয়েছে। তিনি ঘটনাটি এডোয়ার্ড ম্যানিংকে বলেছেন যদিও নিজের সিকিউরিটিকে কিছু বলতে রাজি হননি। ঘটনা জানাজানি হলে লোকে ভাববে আলেক্সিয়া সহানুভূতি পেতে চাইছেন। আর তিনি, আলেক্সিয়া, মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়াটাকে সবচেয়ে ঘৃণা করেন।

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং বললেন, ‘আপনি বরং কয়েকদিন ছুটি নিন, হোম সেক্রেটারি।’

‘ছুটি?’ অবিশ্বাসের চোখে তাঁর দিকে তাকালেন আলেক্সিয়া। ‘তুমি কি নাম্বার টেনে কথা বলেছ?’

অপমানিত দেখাল স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে। ‘অবশ্যই না, হোম সেক্রেটারি।’

‘হেনরী হুইটম্যান গত সপ্তাহে ঠিক একই কথা বলেছে আমাকে। সে আমার কবল থেকে এখন মুক্তি চায় তুমি জানো?’

‘হয়তো উনি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।’

‘আমাকে চাকরিচ্যুত করে?’

‘কিছুই ঘটেনি এমন ভান করে তো আপনি চলতে পারবেন না, হোম সেক্রেটারি।’

‘পারব না, এডোয়ার্ড? কেন পারব না?’

'কারণ–' স্যার এডোয়ার্ড খবরের কাগজগুলোর দিকে ইঙ্গিত দেখালো। 'এসব কভারেজের বেশিরভাগ আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। আপনি নিজের মতো চলতে থাকলে হুইটম্যান আগামী রিশাফলের সময় এমনিতেও আপনাকে ছুড়ে ফেলে দেবে। দুঃখিত কঠোরভাবে বলতে চাইনি কথাটা তবে বাস্তবতার মুখোমুখি তো হতেই হবে।'

ফাঁকা চোখে জানালার বাইরে তাকালেন আলেক্সিয়া।

'হ্যাঁ, বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনালেন কথাটা, বাস্তবতার মুখোমুখি হতেই হবে।'

চতুর্থ খণ্ড

আটচল্লিশ

এক ঘণ্টা বাদে, চেলসিয়ার একটি সাদামাটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে জোর করে লাঞ্চ গিলছিলেন আলেক্সিয়া। মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের পরে অনেকখানি ওজন হারিয়েছেন তিনি। প্যারিস সফরে গিয়ে জেনি হ্যামলিনের খুনের খবর শোনার পর থেকে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব যেন চলে গেছে। রাতে ঘণ্টা তিনেক ঘুমাতে পারলেই নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন তিনি। তাও ঠিকমতো ঘুম হয় না নানান দুশ্চিন্তার কারণে। আর ঘুমালে ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখেন- বিরাট বিরাট ঢেউ তাঁকে গ্রাস করছে, বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস, তিনি জলের ওপর মাথা তুলে নিঃশ্বাস নিতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না।

'আপনার সিওপ্পিনো, মিসেস ডি ভিরি। এনজয়।'

জাফরান গন্ধযুক্ত সুপের মধ্যে মঙ্কফিশ আর স্কুইডের খণ্ডিত অংশ কুৎসিত ভঙ্গিতে ভেসে রয়েছে, দেখেই গা গুলিয়ে ওঠে আলেক্সিয়ার। তিনি সুপের বাটিটি ঠেলে সরিয়ে রাখেন। ব্রেড ছিড়ে খাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শরীর ভীষণ দুর্বল আর বমি বমি লাগছে।

হঠাৎ মার্থাস ভাইনইয়ার্ড এবং গেবলস-এর ছবি ভেসে উঠল মনে। উঠানে উইস্টোরিয়া গাছের ঝাড়, মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশের পটভূমে হাজারও ঝলমলে নক্ষত্ররাজি; ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ সব মিলে ভারী চমৎকার একটি পরিবেশ।

আমার ওখানেই যাওয়া উচিত। ওই দ্বীপে আমি নিরাপদ থাকব। নিরাপদ থাকব, মাথা থাকবে ঠাণ্ডা এবং বিশ্রাম নিতে পারব।

ওখানে গেলে আর মাইকেলের কাছে থাকা হয় না। তবে আলেক্সিয়া এ মুহূর্তে ছেলের কাছে থেকেই বা কী করবেন? তিনি যদি মানসিক এবং শারীরিক একটা বিরতি গ্রহণ না করেন, কারও উপকারেই তো আসতে পারবেন না। *আমি নিজেই হাসপাতালের রোগী হয়ে যাব।*

লুসি মেয়ার তার স্বামী আর্নিকে নিয়ে এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে আছে। আলেক্সিয়া ভাবছেন তিনি বান্ধবীর কাছে চলে যাবেন কিনা। লুসির সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয়

মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে। লুসি আলেক্সিয়াকে খুব ভালো বুঝতে পারে। টেডিও আলেক্সিয়াকে ভালোবাসেন। কিন্তু লুসির মতো তাঁকে বুঝতে পারেন না। একমাত্র লুসির সঙ্গেই নিজেকে মেলে ধরতে পারেন আলেক্সিয়া। আর সেটাই এখন তাঁর দরকার।

আলেক্সিয়ার সুপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তিনি ওয়েটারকে বিল দিতে বললেন। আড়াইটার সময় সিলেক্ট কমিটির মিটিং আছে। চারটের সময় ভোট। এরপর তিনি বাড়ি গিয়ে ঘুমাবেন। তারপর লুসিকে ফোন করবেন, ওর কাছেই কয়েকদিনের জন্য চলে যাবেন ছুটি কাটাতে।

সব ঠিক হয়ে যাবে, মনে মনে বললেন তিনি। *সব ঠিক হয়ে যাবে।*

হোম সেক্রেটারির চেলসিয়া স্ট্রিট হাউস-এর সামনে লোকজনের অনেক ভিড়। অনেকের হাতে সঞ্জয় প্যাটেলের ছবিঅলা প্ল্যাকার্ড। মৃত মানুষটির সমর্থকরা আলেক্সিয়া ডি ভিরির বাড়ি থেকে বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছে। তারা চিৎকার করে বলছে 'নো রিগ্রেটস, নো রিইলেকশন' এবং 'ডি ভিরি আউট' তাদের চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমে বেড়েই চলেছে। হোম সেক্রেটারি যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি ফিরবেন। পুলিশ এবং টেলিভিশন ক্রু-ও আছে প্রচুর। বাতাসে কেমন থমথমে একটা আবহাওয়া বিরাজমান।

ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে গিলবার্ট ড্রেক। আলেক্সিয়া ডি ভিরির ছেলে লাইফ সাপোর্টের মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু মহিলা বেচারা সঞ্জয়ের যে দশা করেছে সে তুলনায় এটা কোনো শাস্তিই নয়। আলেক্সিয়া ডি ভিরি শুধু নিজের স্বার্থ নিয়েই চিন্তা করে, ভাবে নিজের জীবন নিয়ে। এবং সেটাই তাকে হারাতে হবে।

চোখের বদলে চোখ।

পার্কার নিচে, আগ্নেয়াস্ত্রের শীতল ধাতবে আদর করে হাত বুলাল গিলবার্ট ড্রেক।

হেনরী হুইটম্যান তাঁর প্রাইভেট লাইনে কথা বলছেন।

'ওখানে কতজন আছে?'

'পঞ্চাশ-ষাটজন, প্রাইম মিনিস্টার।'

'ওতেই কী চলবে? খুব বেশি লোকজন তো নেই মনে হচ্ছে।'

'চলবে।'

'তো এখন কি আমরা এগোব?'

লাইনের অপর প্রান্তের কণ্ঠটি যেন এ কথায় মজা পেল।

'সে আপনার ইচ্ছা, হেনরী। ইউ আর দ্য বস, রিমেম্বার?'

চোখ বুজলেন হেনরী হুইটম্যান এবং একটি সিদ্ধান্ত নিলেন।

'ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না, আলেক্সিয়া। একদমই না।' টেডি ডি ভিরির কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ। 'এদের কয়েকজনকে আগেও আমি টিভিতে দেখেছি। খুবই মারমুখী মনে হয়েছিল। তুমি আজরাতে কিংসমেয়ারে ফিরতে পারবে না?'

মন্ত্রীর গাড়িতে বসা আলেক্সিয়া কানের ওপর চেপে ধরলেন ফোন, কল্পনায় টেডির উপস্থিতি টের পেতে চাইলেন, তাঁর বাহুডোরের উষ্ণতা অনুভব করতে চাইলেন। *ওকে আমার আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত।* আলেক্সিয়ার কমিটি মিটিং শেষ হতে অনেক বেশি সময় নিয়েছে। এরকমই হয় সবসময়। আর ভোটেও তাই। লাঞ্চের সময় যা একটু শান্তিময় সংক্ষিপ্ত ফুরসত মিলেছিল, লুসি মেয়ারের কাছে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। টেডি তাঁর সঙ্গে থাকলে বেশ হতো। অক্সফোর্ডশায়ারে পৌঁছে রাত দশটা এগারোটার আগে ঘুমাতে যেতে পারবেন না ভেবে তাঁর কান্না পেতে লাগল।

'আমি সত্যি পারব না, টেডি। আমি ভীষণ ক্লান্ত। তবে এডোয়ার্ড আমাকে ব্রিফ করেছে। বাড়িতে পুলিশের অভাব নেই। সমস্যা হলে ওরা দেখবে।'

তবু ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার, ডার্লিং? ক্লান্ত হলে গাড়িতেই ঘুমিয়ে নিতে পারবে। প্লিজ, চলে এসো, আলেক্সিয়া। আমি তোমাকে খুব মিস করছি।'

'আমিও তোমাকে মিস করছি,' প্রসঙ্গ পাল্টালেন আলেক্সিয়া।

'আমি কোথাও ছুটি কাটাতে যাওয়ার কথা ভাবছি।'

'সত্যি? বাহ্, দারুণ,' আলেক্সিয়ার থেকে যেন ঢেউয়ের মতো ভাসতে ভাসতে এলো টেডির হাসি। 'কবে ব্যাগ গোছাতে শুরু করব?'

'আমি আসলে লুসির সঙ্গে ক'টা দিন থাকতে চাই। মার্থাস ভাইনওয়ার্ডেও যাব। আমি একা গেলে তুমি মাইন্ড করবে?'

একটু ইতস্তত করে টেডি বললেন, 'অবশ্যই না, ডার্লিং। খুব ভালো বুদ্ধি করেছ।'

'গ্রেট। কাল হেনরীকে বলব ছুটির কথা। এখন আমাকে ছাড়তে হবে, ডার্লিং। বাসায় চলে এসেছি।'

টেডি বিদায় বলার আগেই লাইন কেটে দিলেন আলেক্সিয়া।

বাড়ির বাইরে এসে থামল ডেইমলার। এর আরোহীদের চেহারা চেনা যাচ্ছে না স্মোকড-গ্লাস জানালার কারণে। গিলবার্ট ড্রেক তার পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে অস্ত্রটি চেপে ধরল শক্ত মুঠোয়। আলেক্সিয়া ডি ভিরি গাড়ি থেকে নামতেই আন্দোলনকারী তাঁর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করল সেই সঙ্গে ফটো সাংবাদিকরা ক্লিক ক্লিক শব্দে অনবরত ছবি তুলতে লাগল।

অবশেষে প্রভুর দিন সমুপস্থিত যখন সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আসে ধ্বংস।

এবারে ওরা দারুণ একটা ছবি পাবে।

হেনরী হুইটম্যান টেলিভিশনের সুইচ অন করলেন। দেখলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি গাড়ি থেকে নেমে আসছেন, অত্যন্ত রোগা লাগছে তাঁকে, যেন দামি পোশাকে ঢাকা একটা কঙ্কাল।

'মাই গড,' বললেন তাঁর স্ত্রী। 'ওকে তো ভীষণ অসুস্থ লাগছে।'

'হুঁ।'

'ও পদত্যাগ করছে না কেন? এভাবে পদটা আঁকড়ে ধরে আছে কেন? ইটস প্যাথেটিক।'

'তাই বটে,' বললেন হেনরী। তবে স্ত্রীর কথা ঠিক কানে যাচ্ছিল না তাঁর। তিনি আন্দোলনকারীদের দেখছেন। হোম সেক্রেটারি ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, ওরা তাঁকে গালাগাল দিচ্ছে। *ওরা সত্যি ওঁকে ঘৃণা করে।*

তিনি নিজেও ঘৃণা করতে লাগলেন।

মাইকেল ডি ভিরির হসপিটাল রুমে বসে সামার মেয়ারও খবর দেখছিল। সে টেডির বাড়িতে দু'দিন থেকেই এখানে চলে এসেছে। মাইকেলকে না দেখে সে কোনোভাবেই স্বস্তি পাচ্ছিল না।

আলেক্সিয়া গাড়ি থেকে নামছেন, তাঁকে পাখির মতো শুকনো লাগল। তাঁর কালো সুট গায়ে লেগে আছে কাকতাড়ুয়ার মতো।

যে নার্সটি মাইকেলের বালিশ ঠিকঠাক করে দিচ্ছিল সে সামারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জনতা ওনাকে খুব একটা পছন্দ করে না, তাই না?'

'না, করে না।'

সামার দেখছে আলেক্সিয়া পুলিশ কর্ডনের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, এমন সময় ভিড়ের মাঝখানে রূপোলি কী যেন ঝিলিক দিল।

'ওহ্, মাই গড!' চিৎকার দিল সামার। 'ওহ মাই গড!'

ফ্রন্ট ডোরের দিকে চোখ রেখে দৃঢ় পায়ে এগোলেন আলেক্সিয়া তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা জনতার চিৎকার-চেঁচামেচি, গালিগালাজ কোনো কিছুই গ্রাহ্য করছেন না।

'আউট, আউট, আউট!' চেঁচাচ্ছে তারা। তবে আলেক্সিয়াকে কেউ ঠেলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারবে না, না পারবে কেবিনেটে তাঁর শত্রুরা না এই অর্বাচীন জনতা।

আলেক্সিয়ার সিক্রেট সার্ভিস অফিসার জিমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। পেভমেন্ট এবং তাঁর প্রাইভেট প্রপার্টিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে পুলিশ টেপ, তিনি সেখানটায় এসে পৌঁছালেন। আলেক্সিয়া হাসিমুখে ঘুরে তাকালেন। ক্যামেরা আবার দারুণভাবে সচল

হয়ে উঠল।

তবে এক সেকেন্ডের জন্য একটি শব্দ তাঁর কাছে একটু অন্যরকম মনে হলো। শব্দের উৎস খুঁজতে পাঁই করে ঘুরলেন আলেক্সিয়া। দেখলেন ঘৃণায় জ্বলজ্বল করা দুটি চক্ষু কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি, হোম সেক্রেটারি।'

গুলির শব্দটা শোনাল বজ্রপাতের মতো। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন আলেক্সিয়া, সে সঙ্গে তীব্র বিস্ময়।

তারপরই সবকিছু আঁধার হয়ে এলো।

উনপঞ্চাশ

'আলেক্সিয়া! আলেক্সিয়া! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের গলা যেন ভেসে এলো অনেক দূর থেকে। আলেক্সিয়া ভাবলেন, *আশ্চর্য ও আমার নাম ধরে ডাকছে। আগে তো কখনো ডাকেনি। নিশ্চয় সিরিয়াস কিছু ঘটেছে।*

চোখ মেললেন আলেক্সিয়া। ঝাপসা লাগছে সবকিছু। এবং দুলছে সামনের মানুষগুলো। যেন উত্তাল সাগরে জাহাজের বুকে আছেন তিনি। ঠিক কোথায় আছেন বুঝতে পারছেন না আলেক্সিয়া। চোখে আলোটা খুব লাগছে, বুকে প্রচণ্ড ব্যথার সঙ্গে বমি বমি ভাবও হচ্ছে।

তারপর সেই কালো আঁধারের পর্দাটা আবার তাঁকে গ্রাস করল এবং তিনি আর কোনো ব্যথা বেদনা অনুভব করলেন না।

ফোনে গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলছেন হেনরী হুইটম্যান।

'ও কি বেঁচে আছে?'

'জ্বী, প্রাইম মিনিস্টার।'

এক মুহূর্তের জন্য হতাশ বোধ করলেন হেনরী।

'ও খুব কাছ থেকে গুলি করেছিল কিন্তু কীভাবে যেন গুলিটা বুকের পাঁজরে কোথাও আটকে গেছে। ওরা এখন ওনার অপারেশন করছে তবে মনে হয় এ যাত্রা উনি রক্ষা পেয়ে যাবেন। অসম্ভব ভাগ্যবতী এক মহিলা।'

হুঁ মনে মনে বললেন হেনরী হুইটম্যান। *সবসময়ই সে তা ছিল।*

'ওরা লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'জ্বী, স্যার। গিলবার্ট ড্রেক। নর্থ লন্ডনের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার। লোকটার বিরুদ্ধে আগে কোনো ভায়োলেন্সের রেকর্ড নেই। তবে সে সঞ্জয় প্যাটেলের বন্ধু বলে দাবি করে নিজেকে। সে আত্মসমর্থন করেছে। কোনো সমস্যা নেই।'

'ঠিক আছে। কোনো খবর থাকলে জানিও।'

প্রাইম মিনিস্টার ফোন রেখে নিজের জন্য একটা হুইস্কি টেনে নিলেন। লম্বা দুই ঢোকে সাবাড় করলেন মদটুকু। গিলবার্ট ড্রেক। কতটা নির্বোধ হলে একজন মানুষ পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের গুলি মিস করতে পারে।

'কী হয়েছে?'

শব্দগুলো এত অল্পই শোনাল যে তিনি যেন প্রায় শুনতেই পেলেন না।

'আপনাকে গুলি করেছিল, মিসেস ডি ভিরি,' বলল নার্স। 'তবে আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই।'

ফ্যাকাশে হাসলেন আলেক্সিয়া। 'আমি কখনো ভয় পাই না। আমার কি অপারেশন লাগবে?'

'অপারেশন অলরেডি করা হয়েছে। সফল হয়েছে অপারেশন। বিশ্রাম নিন। আমি সার্জনকে খবর দিচ্ছি। উনি এসে সব জানাবেন।'

চলে গেল নার্স। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় নক হলো।

'মা?'

রক্সিকে ভূতের মতো লাগছে দেখতে। রক্তশূন্য চেহারা, সারা মুখে মাসকারা লেপ্টে আছে, বোঝাই যায় খুব কান্নাকাটি করেছে। সে হুইল চেয়ার ঠেলে চালিয়ে নিয়ে এলো আলেক্সিয়ার বিছানার পাশে।

'আমি টিভিতে দেখলাম। ভেবেছি তুমি মারা গেছ।' আলেক্সিয়াকে অবাক করে দিয়ে তাঁর মেয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত ধরল। এমন অবাক হলেন আলেক্সিয়া যে এক মুহূর্ত বুঝতে পারলেন না কী করবেন। বহুদিন পরে রক্সি তাঁর প্রতি সত্যিকারের সদয় আচরণ করল। তিনি মেয়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন, চাপ দিলেন, আঙুলে হাত বুলাতে লাগলেন যেন ওগুলো মূল্যবান পাথর।

'তুমি কাঁদছিলে,' মৃদু গলায় বললেন আলেক্সিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রক্সি। 'আমি তো মাইকেলকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছি। আ... আমি তোমাকেও হারাতে পারব না।'

আলেক্সিয়ার চোখ ভরে উঠল জলে। মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের পরে দমিয়ে রাখা সমস্ত আবেগ কূল ছাপিয়ে এল, অশ্রুর বন্যা হয়ে ঝরতে লাগল।

'তুমি কাঁদছ।' বিস্মিত শোনাল রক্সির কণ্ঠ।

'ওষুধের জন্য চোখ দিয়ে জল পড়ছে,' হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া, ব্যথা পেতে মুখটা কুঁচকে উঠল।

'এখানে হচ্ছেটা কী?' থ্রি পিস সুট পরা বিশালদেহী এক লোক ঘরে ঢুকলেন। ইনি নিশ্চয় সার্জন। 'আমি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছি। আপনার বিশ্রাম দরকার। নো ভিজিটর।'

রক্সি মুখ ঘোরাল। 'বাজে কথা রাখুন,' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'আমি ওনার মেয়ে এবং আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'ওহ্, ইয়েস ইউ আর ইয়াং লেডি।'

দুজনের ঝগড়া উপভোগ করছেন আলেক্সিয়া। তাঁর বেশ ভালো লাগছিল।

তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

এখন আর কোনো কিছু পরোয়া করেন না তিনি।

পঞ্চাশ

ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত চেহারার ডুকাটি প্যানিঅলের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেকানিক।

'দুঃখজনক। খুবই দুঃখজনক। এত সুন্দর একটা বাইক।'

সামার অবশ্য মেকানিকের সঙ্গে একমত হতে পারল না। তার চোখে মাইকেলের এ বাইকটি খুবই কদর্য দর্শন। একটা ভয়ংকর অস্ত্র।

টেডির কাছ থেকে নিয়ে আসা মাইকেলের বাইকের যাবতীয় কাগজপত্র দেখিয়ে পুলিশের কাছ থেকে ওটা রিলিজ করে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তখন পর্যন্ত বাইকটাকে নিয়ে কোনরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়নি। পুলিশ বলছে মাইকেল ডি ভিরির অ্যাক্সিডেন্ট ছিল নিছকই দুর্ঘটনা। এর সঙ্গে কোনো অপরাধী কার্যক্রম জড়িত নয় যে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু সাংবাদিক সামার মেয়ার তা মনে করে না। সে মাইকেলের 'সিক্রেট' রহস্য উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর এবং তার সন্দেহ এর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়টি জড়িত। সে একটি ভ্যান ভাড়া করেছে এবং এক প্রতিবেশীর সাহায্যে ভাঙা বাইকটি গাড়ির পেছনে তুলে নিয়ে খুব ভোরে ইস্ট লন্ডনের পথে যাত্রা করেছে। ইন্টারনেট ঘেঁটে সামার দেখেছে ওয়ালথমাসটোতে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ডুকাটি স্পেশালিস্ট। ওখানকার সেন্ট মার্টিনস গ্যারেজ এবং বডিশপ-এর মেকানিকরা নাকি ডুকাটির কোনো বাহন দেখেই বলে দিতে পারে সমস্যা কী। সামার সেন্ট মার্টিনস গ্যারেজের মেকানিকের কাছে জানতে চাইল, 'বাইকের স্টিয়ারিং, ব্রেক কিংবা অন্য কোনো যন্ত্রাংশে কোনোরকম সমস্যা আছে কিনা বলতে পারবেন?'

সামনে দাঁড়ানো লম্বা, সুঠাম পায়ের, কোমর পর্যন্ত ছাপানো ঝলমলে কেশের অপূর্ব সুন্দরী তরুণীটির দিকে তাকাল মেকানিক। এরকম সুন্দরী ক্লায়েন্ট খুব বেশি তার গ্যারেজে আসে না তবে মেয়েটির সৌন্দর্য ছাপিয়েও তার চোখের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নজর কাড়ল মেকানিকের। মেয়েটা দারুণ সেক্সি।

'বাইক খুলে না দেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না,' বলল মেকানিক। 'বাইকে কোনো ত্রুটি থাকলে অবশ্যই তা ধরতে পারব। এ ধরনের বাইক আমি আমার হাতের তালুর মতো চিনি।'

'পরীক্ষা করে দেখতে কতক্ষণ লাগবে? সর্বোচ্চ?'

'সন্ধ্যা ছ'টার দিকে চলে আসুন। ততক্ষণে আশা করি আপনার জন্য কোনো জবাব রেডি রাখতে পারব।'

সামার তার গাড়ি গ্যারেজের উঠোনে রেখে এলো– সেন্ট্রাল লন্ডনে গাড়ি পার্ক করার জায়গা পাওয়া মুশকিল। টিউবে চড়ে সে স্লোন স্কোয়ারে চলে এলো। সন্ধ্যা ছটার মধ্যে বাইক মেরামত হয়ে গেলে রাতটা ওকে শহরেই থাকতে হবে, কাল সকালে ফেরা যাবে অক্সফোর্ডে।

সামার যেখানে গেল সেখানেই আলেক্সিয়া ডি ভিরির ওপর হামলা নিয়ে লোককে আলোচনা করতে শুনল। আলেক্সিয়াকে যে গুলি করেছে সেই গিলবার্ট ড্রেকের ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। হোম সেক্রেটারির স্বাস্থ্যের লেটেস্ট খবর প্রচারিত হচ্ছে রেডিও স্টেশনগুলোতে। মাইকেলের বিছানার পাশে বসে গোটা ঘটনা টিভিতে লাইভ দেখেছিল সামার। এমনকি গুলি করার আগে ড্রেকের পিস্তলটাও এক ঝলক দেখতে পেয়েছে সে। ও তখুনি টেডিকে ফোন করতে চেয়েছিল কিন্তু পরে মনে হয়েছে এটা অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর তার মা ফোন করে আলেক্সিয়ার খবর নিচ্ছিল বলে টেডিকে আর ফোন করারও সময় পায়নি সামার।

এখন সামার লন্ডনে এসেছে, ক'টা দিন পারও হয়ে গেছে। ভাবছে টেডিকে একবার ফোন করা উচিত। পিমলিমো রোডে অরেঞ্জ নামে একটি সুন্দর পাব-কাম-হোটেলে উঠল ও। গোসল সেরে বিছানায় শুয়ে প্রথম ফোনটি করল হাসপাতালে, জন র‍্যাডক্লিফের কাছে মাইকেলের খবর জানতে। না, মাইকেলের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। তারপর স্নায়ু শক্ত করে সে টেডি ডি ভিরির নাম্বারে ফোন দিল।

ওকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন টেডি।

'সামার!' তোমার ফোন পেয়ে খুব খুশি হলাম, সোনা।'

তাঁর কণ্ঠে অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

'তুমি নিশ্চয় খবরটা শুনেছ?'

'শুনেছি। উনি এখন কেমন আছেন?'

'বেশ ভালো,' খুশি খুশি গলায় বললেন টেডি। 'ডাক্তাররা বললেন দু'একদিনের মধ্যে ও বাড়ি ফিরতে পারবে। তবে সবচেয়ে আনন্দের খবর কী জানো, ওর সঙ্গে রক্সির মিলমিশ হয়ে গেছে।'

'মিলমিশ হয়ে গেছে?' বিস্ময় লুকাতে পারল না সামার।

'হ্যাঁ। দারুণ ব্যাপার, না? রক্স হাসপাতালে গিয়েছিল ওর মাকে দেখতে। তারপর দুজনের মাঝের কঠিন বরফটা গলে যায়। নিজের চোখে দেখলেও বোধকরি ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হতো না। ওই হারামজাদা ড্রেকটা একদিক থেকে আমাদের একটা উপকারই করল দেখছি। যাকগে এসব কথা। তুমি কেমন আছ বলো?'

'ভালো আছি। আমি এখন লন্ডনে। কেবল আজকের রাতটির জন্য।'

'তাই নাকি? বাহ চমৎকার। তাহলে এসো কাল এক সঙ্গে লাঞ্চ করি।

'না, না, না,' দ্রুত বলল সামার। 'আমি এ সময় আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। আপনার এখন পরিবারকে সময় দেওয়া দরকার।'

'আরে, কী যে বলো তুমি তো আমাদের পরিবারেরই একজন।' বললেন টেডি। 'তাছাড়া এ মুহূর্তে আলেক্সিয়া এবং রক্সি নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে তাদের নজরই নেই।'

'সত্যি বলছি, টেড, আমি আসতে পারব না।'

'উহু, না বললেও মানব না। কাল কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটায়। আমি কিন্তু ইনসিস্ট করছি। আমরা চমৎকার কোনো রেস্টুরেন্টে খাব। রেস্টুরেন্টের নাম আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

পরদিন টেডি সামারকে মে ফেয়ারের আর্টস ক্লাবে আসতে বললেন। এটি লন্ডনের অন্যতম নামি দামি ক্লাব। হাডসন জিনস আর গায়ে সবুজ রঙের টি শার্টে এরকম বিখ্যাত ক্লাবে সুটেড বুটেড লোকজনের মাঝে বেশ বিব্রত বোধ করছিল সামার। তবে এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আর্টস ক্লাবের ড্রেস কোড নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ও ও পায়নি। টেডি ওকে দেখে স্বাগত জানালেন। সামারকে বসতে বললেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন আলেক্সিয়া স্টেটসে ছুটি কাটাতে যাবেন। উঠবেন সামারের মায়ের কাছে। শুনে তেমন একটা খুশি হতে পারল না সামার। কারণ এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার মায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তাকে কখনোই খুব একটা স্বস্তি দেয়নি। যদিও চেহারায় ভাবটা গোপন রাখল ও।

লাঞ্চ সার্ভ করা হলো। খেতে খেতে সামার টেডিকে জানাল সে ওয়ালথামস্টোর গ্যারেজে মাইকেলের মোটরবাইক রেখে এসেছে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। শুনে টেডির চেহারায় কালো মেঘের ছায়া ঘনাল।

'কাজটা কি ঠিক হলো, ডিয়ার? ওই ভুতুড়ে জিনিসটা নিয়ে টানাহেঁচড়ার কী দরকার ছিল?'

'কেন ঠিক হয়নি?'

'ওয়েল, পুলিশ যদি ভাবত বাইকের সঙ্গে কোনো দুর্ভাগ্যজনক বিষয় জড়িত আছে তাহলে কি তারা ওটা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখত না?'

'পুলিশ কিন্তু ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়, টেডি। বাইকে একটা সমস্যা ছিল।'

মদের গ্লাসটা সাবধানে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন টেডি। 'ছিল নাকি?'

'ওয়েল,' নিজের কথা থেকে পিছিয়ে এলো সামার। 'শতভাগ নিশ্চিত কেউ হতে পারে না। তবে সেন্ট মার্টিন গ্যারাজের মেকানিক ব্রেক কেবলের ওপরের দাগ এবং যেভাবে ওটা ঘষা খেয়ে ক্ষয় হয়েছে তা দেখে সন্দেহ করছে দুর্ঘটনার আগে ওগুলো সম্ভবত টেম্পারড করা হয়েছে।'

'টেম্পারড করা হয়েছে?' চমকে গেলেন টেডি।

'হ্যাঁ। কেউ হয়তো চেয়েছিল ওইদিন মাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করুক।'

মাথা নাড়লেন টেডি। 'উহুঁ, বিশ্বাস হয় না। এ সত্যি হতে পারে না।'

'মাইকেলের কোনো শত্রু আছে?'

'শত্রু? আমার ছেলেটা একজন ইভেন্ট অর্গানাইজার, স্পাই নয়।' ওর কে ক্ষতি করতে চাইবে? ওর পুরনো গার্ল ফ্রেন্ডদের কোনো প্রেমিক যাদের কাছ থেকে ও ওর গার্লফ্রেন্ডদেরকে ছিনিয়ে এনেছিল? তবে সেসব তো তুমি ওর জীবনে আসার আগে ঘটেছে।'

'না, ওরা কেউ মাইকেলের ওপর চড়াও হয়েছিল বলে মনে হয় না,' বলল সামার। 'হয়তো ওরা আপনাকে আঘাত করতে চেয়েছে কিংবা আলেক্সিয়াকে। মাইকেলকে তাই তারা শেষ করে দিতে চেয়েছে।'

টেডি তাঁর প্লেট একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন। তুমি না বললে তোমার মেকানিক মোটরবাইকের টেম্পার করা নিয়ে ঠিক নিশ্চিত নয়।'

'পুরোপুরি নয়। তবে এ প্রমাণ হয়তো আদালতে টিকবে না। তবে এটা একটা শুরু।'

'কীসের শুরু?' টেডি সামারের হাতে হাত রাখলেন। 'ব্যাপারটা অন্যভাবে নিয়ো না, সামার। তুমি নিজেই বলছ এ প্রমাণ ধোপে টিকবে না। মাইকেল যখন দেখছিল লরিটা তার দিকে ছুটে আসছে তখন হয়তো ব্রেক কেবল ঘষা খেয়ে ক্ষয়ে গেছে। আমারা জানি না মাইকেল কত মাইল স্পিডে বাইক চালাচ্ছিল। এরকম হতে পারে না?'

'টেকনিকালি পারে,' অসন্তোষের গলায় বলল সামার।

'তুমি হয়তো নিজেই একটা কারণ বানিয়ে রাখছ। তবে আমার ধারণা এ অ্যাক্সিডেন্টের পেছনে কোনো কারণ নেই। যেমন ড্রেক বিনা কারণে আলেক্সিয়াকে গুলি করেছিল। খারাপ ঘটনা এরকম ঘটেই থাকে।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস কেউ বাইকের ব্রেক টেম্পার করে রেখেছিল,' ধরা গলায় বলল সামার।

'তুমি এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে নিজেই রেখে শুধু মানসিক যন্ত্রণাই ভোগ করবে, সামার, এতে তো আর মাইকেল আমাদের কাছে ফিরে আসবে না।'

'না। তবে এতে হয়তো সত্যটা জানা যাবে।'

'কিন্তু কেন, ডিয়ার?' ক্লান্ত শোনাল টেডির কণ্ঠ। 'কেন কেউ আমার ছেলেকে হত্যা করতে চাইবে?'

'আমি ঠিক এ ব্যাপারটাই জানতে চাইছি।'

'আমি উত্তরটা জানি। কেউ মাইকেলকে হত্যা করতে চাইবে না। মাইকেলের

কোনো শত্রু ছিল না। এটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। ব্রেক কেবল ক্ষয়ে যাওয়াটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।'

ভিন্ন দিক থেকে চেষ্টা চালাল সামার। ভেবেছিল সেন্ট মার্টিন্স গ্যারেজের মেকানিকের কথা শুনলে টেডির মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু তিনি তো ব্যাপারটা পাত্তাই দিতে চাইছেন না। সামার এবারে টেডিকে সেই প্রশ্নটিই করল যেটি রক্সিকে কয়েকদিন আগে করেছিল কিংসমেয়ারে বেড়াতে এসে।

'মাইকেল কি আপনাকে কোনো সিক্রেটের বিষয়ে কিছু বলেছে? সামার পার্টি শুরুর আগে? একটা বিষয় ওকে খুব খোঁচাচ্ছিল।'

'না তো। তেমন কিছু বলেনি।'

'শিওর?'

'অবশ্যই। রক্সিও আমাকে এ প্রশ্নটি করেছিল। বলেছিল তুমি নাকি ওর কাছেও একই কথা জানতে চেয়েছিলে। তবে তুমি এ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছ আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। পার্টির আগে তো মাইকেলকে বেশ খোশমেজাজেই দেখেছি। কোনো কিছু ওকে খোঁচাচ্ছিল বলে মনে হয়নি।'

'কিন্তু ও আমাকে বলেছিল–'

'সামার,' বাধা দিলেন টেডি। 'তুমি আসলে এখানে একটা কন্সপিরেন্সি থিওরি তৈরি করছ। রহস্যময় সিক্রেট, ক্ষয়ে যাওয়া ব্রেক কেবলস। বুঝতে পারছ না পুরোটাই একটা ভুয়া জিনিস?'

থমথমে নীরবতা নেমে এলো টেবিলে।

'যদি আমার একবারও মনে হতো আমার ছেলের কেউ ক্ষতি করতে চাইছে আমি কি পুলিশে খবর দিতাম না? তোমার কি মনে হয় না তোমার মতো আমিও সত্যটা জানতে চাই?'

মাথা ঝাঁকাল সামার।

টেডি ওর থুতনিতে হাত রেখে মুখটা ঠেলে দিলেন উঁচুতে। দুজনের চোখাচোখি হলো। তিনি দৃঢ় গলায় বললেন, 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল। এখন...' তিনি চওড়া হাসি ফোটালেন মুখে, টেনশনটা ভেঙে দিলেন শুকনো ডাল ভাঙার মতো। 'এসো, পুডিংয়ের অর্ডার দেই, কী? এখানকার পুডিং খুবই সুস্বাদু।'

একান্ন

কয়েক ঘন্টা বাদে, অরেঞ্জ-এ নিজের হোটেল রুমে ফিরে ব্যাগে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ভরতে ভরতে সামার ভাবছিল আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না কেন? কেউ আমাকে সিরিয়াসভাবে নিচ্ছে না কেন?

হতাশায় সামারের চোখে জল এসে যায়। মনে পড়ে নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রিকায় তার বস একটা সন্ত্রাসী দল নিয়ে সামারের লেখা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কী বলেছিলেন।

'আমার কাছে অনুমানভিত্তিক কিছু নিয়ে আসবে না, মিস মেয়াল। ফ্যাক্টস আনবে। এটা নিউজপেপার। আমরা এখানে রূপকথা ছাপি না।'

'মাইকেলকে নিয়ে সামার যা ভাবছে তা কি রূপকথা? টেডি ডি ভিরিসহ বাকি দুনিয়া যা ভাবছে সত্যি কি ওটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল?

চোখ ঘষল সামার। নিজেকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

যদি একটা বছর টানা ঘুমাতে পারতাম।

মে ফেয়ারে, নিজের হেজ ফান্ড অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন টেডি ডি ভিরি। সুট জ্যাকেট খুলে হারম্যান মিলারের দামি চামড়ার নরম চেয়ারে ডুবিয়ে দিলেন শরীর। চোখ বুজে গভীর দম নিলেন।

আতঙ্কিত হওয়া চলবে না। আতঙ্কিত হয়ে কোনো লাভ হবে না।

তিনি ফোন তুলে নিলেন।

আমি বলছি। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সের্গেই মিলেস্কু।

সে নিশ্চিত ছিল স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তার যা যা তথ্য দরকার সব জোগাড় করে দেবেন– যেসব তথ্য আলেক্সিয়া ডি ভিরির পায়ে এমন কাদা ছোটাবে যে তিনি বাধ্য হবেন চাকরি ছেড়ে দিতে এবং তার পে মাস্টার আলেক্সিয়ার জায়গায় নিজের পছন্দমতো ক্যান্ডিডেট নিয়োগ করতে পারবেন হোম সেক্রেটারি হিসেবে। কিন্তু এক বছর ধরে বৃদ্ধাকে লেবুর মতো চিপেও ম্যানিং তেমন কোনো তথ্য বের করতে

পারেনি। ফলে সের্গেইয়ের পে মাস্টারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

'আমি বিশ্বাস করে আপনাকে টাকা দিয়েছিলাম।'

পে মাস্টারের পরনে সেভিল রো সুট, তিনি মেপে মেপে কথা বলেন, উচ্চারণ শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের মতো। তবে তিনি কোনো ব্যবসায়ী নন। তিনি একজন নির্দয় খুনী। তিবিলিসির রাস্তায় বড় হয়েছেন তিনি, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী একজন মানুষ। মিথ্যাচারিতা, ধোঁকাবাজি, হুমকি এবং প্রতিপক্ষকে মুগুরপেটা করে খুব দ্রুত নতুন রাশিয়ায় গুণ্ডা সর্দারের পরিচিতি পেয়ে যান তিনি। জে. পি. মর্গানস এবং গোল্ডম্যান স্যাশের জগতের মানুষ তাঁকে পূজা করে। লন্ডনে তিনি হাই সোসাইটির সঙ্গে মেলামেশা করেন, অভিজাত নারীদের সঙ্গে ডেট করেন এবং পলিটিকাল পার্টি ও চ্যারিটিতে প্রচুর দান খয়রাত করেন। টরি দল তাঁকে খুব সাহায্য করছিল কিন্তু এই আলেক্সিয়া ডি ভিরি মাগী এসে সব গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে। তাঁর ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, বন্ধ করে দিয়েছে ট্যাক্স এবং অন্যান্য বৈধ লুপহোল যেগুলোর ওপর তিনি এবং তাঁর লন্ডনভিত্তিক শাসকগোষ্ঠী নির্ভর করতেন। হোম সেক্রেটারি তাঁর লেজে পা দিয়ে মস্ত ভুল করেছে। ওপরে তাঁকে যতই সভ্য এবং ভদ্র দেখাক না কেন, ভেতরে তিনি বুনো জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র এবং নির্মম।

সের্গেই মিলেস্কু তাঁর হিংস্রতার প্রত্যক্ষদর্শী। এক উক্রেনিয় পতিতা তাঁকে পুরোপুরি খুশি করতে না পারার অপরাধে তিনি মেয়েটার দুচোখ উপড়ে নেন।

সের্গেই টের পেল সে কুলকুল করে ঘামছে।

'আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

'টাকা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি যা দিয়েছি সে জিনিস আমার চাই।'

'পাবেন।'

'কবে?'

'শিঘ্রী।'

সের্গেইর পে-মাস্টার হাততালি দিতেই দুই সশস্ত্র বিশালদেহী ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল ঘরে। তাদেরকে দেখে ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল মিলেস্কুর।

'প্লিজ! আপনি ওটা পাবেন! জলদি,' অনুনয়ের স্বরে বলল সে।

'নিশ্চয় পাব, মি. মিলেস্কু। আমার সিকিউরিটি আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে।'

বায়ান্ন

পচা মাছের গন্ধে ছুটে আসা মাছির মতো সাংবাদিকদের দঙ্গলে ভনভন করছে ডি ভিরি এস্টেট। এদের সামলানো দায় হয়ে উঠছে কিংসমেয়ারের পুলিশদের। পুলিশ এবং সাংবাদিকদের ভিড়ের কারণ কিংসমেয়ার ম্যানর এস্টেটের বাগানে একটি গলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। ডি ভিরিদের পড়শি মারজোরি পিলচার তার কুকুর ফ্রেকলসকে নিয়ে বিকেলে হাঁটতে বেড়িয়েছিল। কুকুরটা দৌড়ে ডি ভিরিদের বাগানে ঢুকে যায় এবং একটা গর্ত খুঁড়ে মুখে করে নিয়ে আসে একটা লাশের পচা হাত। ক্ষত-বিক্ষত হাতটি দেখে মারজোরির অজ্ঞান হতে বাকি ছিল শুধু। সে পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশের পিছু পিছু গন্ধ শুঁকে খবরের কাগজের লোকজনও হাজির হয়ে যায়।

ডি ভিরিদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে আজ আলেক্সিয়া হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এবং ঘরে ফিরতে না ফিরতেই কিনা এরকম একটা ঘটনার মুখোমুখি হতে হলো তাদেরকে। আলেক্সিয়া প্রধানমন্ত্রীকে বলে ছুটির ব্যবস্থা করেছেন। খুশি মনেই তাঁকে ছুটি দিয়েছেন হেনরী হুইটম্যান। আলেক্সিয়ার অনুপস্থিতিতে তাঁর জায়গায় ভারপ্রাপ্ত হোম সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবেন তাঁরই চির প্রতিদ্বন্দ্বী, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি কেভিন লোমাক্স।

নিজের বাড়ির বাগানে লাশ আবিষ্কারের ঘটনা আলেক্সিয়া ডি ভিরির জন্য বিরাট এক স্ক্যান্ডাল বৈকি। জানেন রাজনৈতিকভাবে তিনি শেষ হয়ে গেছেন। তাঁকে আর তাঁর পার্টি সাপোর্ট দেবে না।

টেডি নিজে গিয়ে আলেক্সিয়াকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন। বাবা-মাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রক্সি। কারণ পুলিশ এতক্ষণ তাকে নানান প্রশ্নে জেরবার করে তুলেছিল। হাতটি উদ্ধার হওয়ার সময় একমাত্র রক্সিই ছিল বাড়িতে।

'পুলিশ আমাকে বারবার প্রশ্ন করছিল আমি কিছু জানি কিনা,' বাবা-মাকে বলল সে।' কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না। আমি নিশ্চিত ওরা ভাবছে আমি কিছু লুকাচ্ছি।'

'কেউ তোমাকে বিরক্ত করলে আমি তাকে দেখে নেব,' দৃঢ় গলায় বললেন আলেক্সিয়া। মেয়ের প্রতি মাতৃত্বসুলভ স্নেহ এবং ভালোবাসা ফিরে এসেছে তাঁর বুকে। তিনি এখন সিংহীর মতো, সন্তানকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

সাদা পোশাক পরা, বেঁটে খাটো, ধূসর চুলো এক পুলিশ অফিসার গটগট করে

এগিয়ে গেল আলেক্সিয়া এবং টেডির দিকে। বাড়িয়ে দিল হাত।

'চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমট, অক্সফোর্ড সিআইডি। মিস ডি ভিরিকে আমরা কিছু রুটিন প্রশ্ন করছিলাম। কেউ তাকে বিরক্ত করছিল না।'

'আপনারা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন,' ফরেনসিক টিম এবং ট্রেনিং পাওয়া কুকুরের দলের দিকে বিমবিষা নিয়ে তাকালেন টেডি। 'এই সার্কাসটার সত্যি কি কোনো দরকার ছিল?'

শক্ত হয়ে গেল চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমাট। 'আপনার বাগানে এক লোকের লাশ পাওয়া গেছে, মি. ডি ভিরি। আমরা হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অত্যন্ত সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছি।'

'আপনি কী করে বুঝলেন লোকটা খুন হয়েছে?'

'সে যদি সত্যি সুইসাইড করে থাকে তাহলে বলতেই হবে অত্যন্ত চতুর লোক ছিল সে। কারণ আগে নিজের বুকে গুলি করে তারপর তাকে নিজের কবর খুঁড়তে হয়েছে।'

ফরেনসিক টিমের এক মহিলা খিকখিক করে হেসে ফেলল। তবে বস তার দিকে হিম শীতল দৃষ্টিতে তাকাতেই হাসিটা গিলে ফেলল।

মোটকু গোয়েন্দা আলেক্সিয়ার দিকে তাকাল। 'আমরা কোথাও বসে একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে পারি?'

'আমার স্টাডিতে। এই পথে,' রক্সির দিকে তাকিয়ে আলেক্সিয়া যোগ করলেন, 'তুমি বরং তোমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও, সোনা। ড্যাডি এবং আমি চিফ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থাকছি।'

'ধন্যবাদ, মা।'

'কিন্তু আমার যে আপনাদের তিনজনকেই দরকার।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন টেডি। 'রক্সি যা জানে সবই তো বলেছে।'

মেজাজ খারাপ হতে লাগল চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমটের।

শালার বড়লোক। এরা ভাবে এরা আইনের উর্ধ্বে। একটা লোক গুলি খেয়ে তাদের বাগানে পচে মরেছে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই।

'কারণ, আপনারা সকলেই এ বাড়িতে বাস করেন, মি. ডি ভিরি। ইট ইজ নট রকেট সায়েন্স।'

স্টাডিতে এসে সবাই বসার পরে আলেক্সিয়া বললেন, 'আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব আমরা আপনাকে সাহায্য করব, চিফ ইন্সপেক্টর। তবে আমারও কিছু প্রশ্ন আছে। আপনি বলছেন আপনারা একটা লোকের লাশ খুঁজে পেয়েছেন?'

'জ্বী। তবে এ মুহূর্তে লাশটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারিনি। আমার লোকেরা এখনও জায়গাটা খুঁড়ছে। নতুন কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো বলে খুঁড়তে সময় লাগছে।'

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে রক্সি বলল, 'আমি তো আপনাকে বললামই, চিফ ইন্সপেক্টর, ড্যাডি একটা পার্টি দিচ্ছিলেন। আমার ভাই মাইকেল পার্টি উপলক্ষে ওখানে একটা প্যাগোডা বানাচ্ছিল। তবে সে... ওটা শেষ করতে পারেনি।'

'কী ঘটেছে আপনি নিশ্চয় জানেন, চিফ ইন্সপেক্টর।' বললেন আলেক্সিয়া। 'আমার ছেলে মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'জানি, ম্যাম। বুঝতে পারছি খুব কঠিন সময় পার করছেন আপনারা। আচ্ছা, আপনার কিছু লাগবে? পানি খাবেন?'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। 'আমি ঠিক আছি। আমার মেয়ে যা বলল তা সত্যি। কংক্রিট ঢালা হয়েছিল প্যাগোডার ভিত্ তৈরি করার জন্য। আমরা পার্টি সাজাতে প্যাগোডা বানাচ্ছিলাম। মাইকেল ছিল প্রজেক্টের দায়িত্বে। ও অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে প্যাগোডার কথা কারও মনেই ছিল না।'

'আপনার ছেলেই তাহলে ওখানে গর্ত খুঁড়েছে?'

'আমার ছেলে এবং শ্রমিকেরা, হ্যাঁ।'

'আপনার ছেলে কংক্রিট দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিয়েছিল?'

'জ্বী।'

টেডি বলে উঠলেন, 'আপনি নিশ্চয় এমন কিছু ইঙ্গিত করবেন না, যে ওই লাশের সঙ্গে মাইকেলের কোনো সম্পর্ক আছে?'

'আমি কোনো কিছুই ইঙ্গিত করছি না, মি. ডি ভিরি।'

'গুড। আমার ছেলেটা এখন লাইফ সাপোর্টে আছে। নইলে সে আপনার জেরার সমুচিত জবাব দিতে পারত।'

আলেক্সিয়া একটি হাত রাখলেন টেডির হাতে। টেডি ঠেলে সরিয়ে দিলেন হাত। স্বামীকে এমন মূর্তিতে কোনোদিন দেখেন নি আলেক্সিয়া। সবসময় ধীর স্থির দেখেছেন। মেজাজি বলে দুর্নাম রয়েছে তাঁর নিজের।

'চিফ ইন্সপেক্টর,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আপনি কি জানেন এই লোকটি কবে খুন হয়েছে? কিংবা কতদিন হলো সে আমাদের বাগানে লাশ হয়ে পড়ে আছে?'

'এখনও ঠিক জানি না। তবে লাশের পচনশীল দেহ এবং হাড়গোড় দেখে অনুমান করতে পারি বেশ কয়েক বছর হলো সে খুন হয়েছে।'

'দেখলেন তো,' উল্লসিত গলায় বললেন টেডি। 'এর সঙ্গে মাইকেলের কিংবা ওই প্যাগোডার সম্পর্ক নেই। আমি ওই জিনিসের কথা ভেবেছি মাত্র ছয়/সাত মাস আগে। জুনের আগে আমরা কাজই ধরিনি।'

চিফ ইন্সপেক্টরের এক লোক এমন সময় ঘরে ঢুকল।

'স্যার, এক মিনিটের জন্য একটু আসুন।'

চিফ ইন্সপেক্টর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আলেক্সিয়া, টেডি এবং রক্সি একে অন্যের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তিনজনকেই শকড লাগছে। নীরবতা ভঙ্গ

করলেন রক্সি।

'তোমার কি মনে হয় মাইকেল জানত?'

'কী জানত?' প্রশ্ন করলেন টেডি।

'লাশটার ব্যাপারে।'

বাবা-মা দুজনেই ওর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন পাগল হয়ে গেছে রক্সি।

আলেক্সিয়া বললেন, 'অবশ্যই জানত না। তোমার মাথায় এমন উদ্ভট চিন্তা এলো কী করে?'

'পুলিশ যে কারণে ভাবছে একই কারণে,' বলল রক্সি। 'ওই প্লিচার মহিলার কুকুরটা প্যাগোডার ধারে লাশের হাতটা খুঁজে পায়। গর্ত খোঁড়ার সময় মাইকেল হয়তো কিছু দেখে থাকতে পারে।'

'দেখতে পারত। তবে দেখেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত।'

'কীভাবে এত নিশ্চিত হলে?'

'কারণ কিছু চোখে পড়লে নিশ্চয় পুলিশকে জানাত তাই না? কিংবা আমাদেরকে বলত। ও একটা লাশ পেয়েছে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে, এটা সে কিছুতেই গোপন রাখতে পারত না।'

'যদি না গোপন রাখার কোনো কারণ থাকত,' হেসে বলল রক্সি। 'সামার মেয়ার ক'দিন আগে একটা সিক্রেটের বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছিল। এটাই সেই সিক্রেট নয় তো?'

আলেক্সিয়া চাননি মেয়েকে কঠোরভাবে কিছু বলতে। কারণ মেয়েকে আপসেট করার ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু রক্সি মাইকেলকে নিয়ে ফালতু সন্দেহ করছে, এটা তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'সামার একটি ভালো মেয়ে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এসব সিক্রেট ফিক্রেট নিয়ে তার নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত। যতসব বাজে কথা।'

'ঠিক বলেছ,' স্ত্রীকে সায় দিলেন টেডি। গতকালই তিনি আলেক্সিয়াকে বলেছেন সামার এখন মাইকেলের ডুকাটি নিয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। 'তোমার ভাই কোনো লাশ খুঁজে পেলে কাউকে না কাউকে অবশ্যই বলত।'

কিন্তু নিজের ধারণা থেকে বিচ্যুত হলো না রক্সি। যদি না সে নিজেই লাশটা কবর দিয়ে থাকে।

চোখ বড়বড় করে মেয়ের দিকে তাকালেন টেডি। 'এসব তুমি কী বলছ! মাইকেলকে হত্যাকারী বলছ?'

'আমি তা বলছি না। বলছি এমনটি হতেও পারে। আমরা রাগের চোটে কিংবা আত্মরক্ষার খাতিরে অথবা ঘটনাক্রমে কত কিছুই তো করে ফেলি। আমি মাইকেলকে ভালোবাসি। কিন্তু আমরা সবাই তো মানুষ হত্যা করার সামর্থ্য রাখি, রাখি না?'

'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে মাইকেল এরকম কিছু–'

তিনি বাধা পেলেন চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমটকে ঘরে ঢুকতে দেখে। তার মুখ থমথমে। 'কঙ্কালের হাড়গোড় যেখানে ছড়ানো ছিল তার থেকে ষাট গজ দূরে কুকুরগুলো একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে। কাপড়চোপড়ের সঙ্গে এটা ছিল।' সে টেডির ডেস্কে একটি পুরনো সোয়াচ স্পোর্টস ঘড়ি ছুঁড়ে দিল। 'আপনারা কি কেউ এটা চিনতে পারছেন?'

ধমকে উঠলেন টেডি। 'অবশ্যই আমরা এটি চিনতে পারছি না। চিনবই বা কী করে? আমাদের বাগানে কে বা কারা একটা লাশ পুঁতে রেখেছে যার সঙ্গে আমার পরিবার কিংবা আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।'

টেডি ক্ষোভ নিয়ে বকর বকর করে যাচ্ছিলেন তবে তাঁর কথা শুনছিল না চিফ ইন্সপেক্টর। সে তাকিয়ে আছে রক্সির দিকে। রক্সির মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতো উচ্চকিত একটা আর্তনাদ। চিৎকারটা বেড়েই চলল।

'মিস ডি ভিরি?' চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'রক্সি, ডার্লিং' উৎকণ্ঠিত শোনাল টেডির গলা। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'মিস ডি ভিরি, আপনি ঘড়িটি চিনতে পারছেন? এটা কার ঘড়ি জানেন?'

বুনো চিৎকার করে সুইভেল চেয়ারটা চট করে ঘুরিয়ে নিল রক্সি। টেডি ভয়ার্ত চোখে দেখলেন হুইল চেয়ারে কনুই ঠেকিয়ে উঁচু হলো রক্সি এবং পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক্সিয়ার ওপর। তার মাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মেঝেতে।

এবারে আলেক্সিয়ার চিৎকার দেয়ার পালা। প্রচণ্ড ব্যথায় মনে হলো বুকে বজ্রপাত হয়েছে। রোজান তাঁর ওপর চড়ে বসেছে, তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন না। চিৎকার করতে করতে রক্সি দু'হাতে বজ্র মুষ্ঠিতে তাঁর গলা চেপে ধরল, দম বন্ধ হয়ে এলো আলেক্সিয়ার। মনে হলো তীব্র চাপে গুঁড়িয়ে যাবে শ্বাসনালি। সহজাত প্রতিক্রিয়ায় আতঙ্কিত আলেক্সিয়া সজোরে লাথি ছুড়লেন। তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মনে হচ্ছে, এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করছে না কেন?

'রোজান!' চিৎকার দিলেন টেডি। 'ফর গডস শেক!'

'তুমি ওকে খুন করেছ?' চিৎকার করছে রক্সি, কুকুর যেমন দাঁতের সারির ফাঁকে ইঁদুর ধরে ঝাঁকায়, সেভাবে আলেক্সিয়াকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে সে। 'তুমি সবসময় আমাকে এ কথাই বিশ্বাস করাতে চেয়েছ ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তুমি ওকে হত্যা করেছে। ওকে জানোয়ারের মতো ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করেছ এবং এখানে কবর দিয়েছ। *খুনী!*'

চিফ ইন্সপেক্টর মেয়েটাকে তার মায়ের গায়ের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে আনতে একটু দেরি করেই ফেলল। রোজান চিফ ইন্সপেক্টরের বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে লাগছে একটা ভাঙা পুতুলের মতো।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি এখনও পড়ে আছেন মেঝেতে, গলায় হাত দিয়ে হাঁ করে শ্বাস

নিচ্ছেন, যেন খাবি খাচ্ছে ডাঙায় তোলা মাছ।

রক্সিকে আস্তে করে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চিফ ইন্সপেক্টর ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

'আপনি ঘড়িটা চিনতে পেরেছেন?'

ফিসফিসিয়ে রক্সি জবাব দিল।

ওটা আমার 'ফিয়াসেঁ এন্ড্রুর ঘড়ি।'

কথাটা বলেছে মাত্র রক্সি, ওর চোখ উল্টে গেল এবং ভীষণ খিঁচুনি শুরু হয়ে গেল শরীরে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল।

'কিছু একটা করুন। হেল্প হার।' আতঙ্কিত গলায় বললেন টেডি। প্রচণ্ড ব্যথায় বেহাল দশা আলেক্সিয়ার। খাড়াই হতে পারছেন না মেয়েকে কী সাহায্য করবেন। রক্সির গায়ে যেন বিদ্যুতের শক দেওয়া হচ্ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে দেহ, গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণাকাতর অমানুষিক আর্তনাদ।

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকো,' সার্জেন্টকে হুকুম দিল চিফ ইন্সপেক্টর। '**এক্ষুণি।**'

তিপ্পান্ন

মিসেস আলেক্সিয়া ডি ভিরির ইন্টারভিউ। রোববার, ছাব্বিশে নভেম্বর, বিকেল দুইটা চুয়াল্লিশ মিনিট। চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমট উপস্থিত। 'মিসেস ডি ভিরি, আপনার মেয়ের ফিয়াসেঁ এন্ড্রু বিসলির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ছিল তা কি দয়া করে বলবেন?'

আঙুলে সরু হিরের আংটি ধরে মোচড়াচ্ছেন আলেক্সিয়া। 'আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত নয়।'

'আপনার মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যথা সময়ে তার খবর আপনাকে জানানো হবে।'

'চলবে না। এ মুহূর্তে আমি তার খবর জানতে চাই।'

'এন্ড্রু বিসলি, মিসেস ডি ভিরি।'

'ওসব ফালতু এন্ড্রু বিসলিকে নিয়ে ভাবার সময় আছে নাকি আমার?' ধমকে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'আমি এখন শুধু রোজানের কথা ভাবছি।'

চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট বলল, 'একজন তরুণ, যাকে লোকে চিনত, তার লাশ তাদের বাগানে পাওয়া গেলে তারা তো তাকে নিয়ে ভাববেই।'

'ভাববে নাকি? আমার সন্দেহ আছে। এন্ড্রুকে যদি তারা চিনত তাহলে আর ভাবত না।' তিক্ত গলায় বললেন আলেক্সিয়া।

'এন্ড্রু বিসলি আমার মেয়েকে বিশ্রিভাবে ম্যানিপুলেট করেছিল। আমি ওকে তেমন চিনতাম না। তবে ও যে একটা লোভী মানুষ তা বুঝতে পেরেছিলাম। তার লোভ ছিল শুধু রক্সির টাকার প্রতি।'

'এ কারণেই আপনি ওকে হত্যা করেছেন?'

বিদ্রুপের সুরে হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটা খচ করে ঘাই মারল বুকে। 'উদ্ভট কথা বলবেন না,' দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি। 'আমি কাউকে হত্যা করিনি।'

'কিন্তু আপনার মেয়ের কাছে হত্যাকাণ্ডটি উদ্ভট মনে হয়নি।'

'আমার মেয়ে শকের মধ্যে ছিল। আমার স্বামী কোথায়? আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব।'

'আপনি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। এতে না আপনার উপকার হবে না আপনার স্ত্রীর।'

আলেক্সিয়ার কাছ থেকে খানিক দূরে, টেড়ি ডি ভিরিকে জেরা করা হচ্ছে। জেরা করছে ইন্সপেক্টর হেনরি ফ্রবিশার, অক্সফোর্ড পুলিশের অন্যতম প্রতিভাবান অফিসার। কিন্তু টেডি গোঁ ধরে আছেন– তাঁর লইয়ার না আসা পর্যন্ত কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেবেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে টেপ রেকর্ডারের সুইচ অফ করে দিল ইন্সপেক্টর ফ্রবিশার। 'ওনার আইনজীবীকে নিয়ে আসুন,' খেঁকিয়ে উঠল সে সার্জেন্টকে লক্ষ করে। 'আর ওনাদের মেয়ের সঙ্গে যেন কেউ থাকে। তার জ্ঞান ফিরলেই একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে।'

আলেক্সিয়া ডি ভিরি আরও অনমনীয় হয়ে উঠছেন।

'আমার মেয়েকে দেখার দাবি করছি আমি।'

'এ মুহূর্তে আপনি কোনো কিছু দাবি করার অবস্থানে নেই, মিসেস ডি ভিরি।'

'টেপ রেকর্ডার অফ করুন।'

একটু ভেবে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিল চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট। অনেক সময়ই দেখা যায় সাক্ষী কিংবা সাসপেক্ট অফ দা রেকর্ড অনেক কথা বলে ফেলে।

'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান, মিসেস ডি ভিরি?'

'হুঁ।'

উত্তেজনা বোধ করল চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট। এবারে ইনি মুখ খুলবেন।

'আপনাকে এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমি এখনও এ দেশের হোম সেক্রেটারি। এর মানে হলো আপনার বস এবং আপনার বসের বস আমার কাছে রিপোর্ট করে। আমি আপনাকে সাসপেন্ড করতে পারি এভাবে।' তিনি মটমট করে হাতের আঙুল ফোটালেন।

বেজায় হতাশ বোধ করছিল বলে চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট হেসে উঠল না। আলেক্সিয়া ডি ভিরি আয়রন লেডি হতে পারেন কিন্তু তিনি ওকে ভয় খাওয়াতে পারেন নি।

'কীসের ভিত্তিতে?' কাঁধ জোড়া নুয়ে এলো চিফ ইন্সপেক্টরের।

'আপনার এস্টেটে এক যুবক গুলি খেয়ে মারা গেছে, মিসেস ডি ভিরি। আপনি বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু আমি পারি না। তাছাড়া–' সে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। 'আমার ধারণা আপনি ওকে হত্যা করেছেন।'

আলেক্সিয়ার ঠোঁট বেঁকে গেল। 'কীভাবে এ ধারণা হলো আপনার? রক্সির পাগলামো দেখে? নাকি পুরনো ঘড়িটা দেখে?'

'আপনার মেয়েকে আমার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন উইটনেস বলে মনে হয়েছে। মনে হচ্ছে জুরিরাও তা-ই ভাববেন। সাধারণ ভোটারেরাও তো ইদানীং

আপনার পক্ষে নেই, তাই না? জুরিরাও হয়তো থাকবেন না।'

প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে মোটা পুলিশ অফিসারটির অপাঙ্গে চোখ বুলালেন আলেক্সিয়া।

'টেপ অন করুন।'

চিফ ইন্সপেক্টর উইলমট একটি বোতাম টিপল।

'ইন্টারভিউ পুনরায় শুরু হলো। এখন ঘড়িতে বেলা সোয়া তিনটা।'

চোখ মেলে চাইল রক্সি ডি ভিরি।

সবকিছু ধবধবে সাদা উজ্জ্বল এবং সুন্দর। এক মুহূর্তের জন্য দারুণ সুখের অনুভূতি যেন ছুঁয়ে গেল ওকে। *আমি তাহলে স্বর্গে আছি। এন্ড্রুর সঙ্গে। ও আমাকে কখনো ছেড়ে চলে যায়নি। ও আমাকে সবসময়ই ভালোবাসত।*

এমন সময় সে উর্দিধারী পুলিশদেরকে দেখতে পেল দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার স্বপ্নটি নিমিষে চুরচুর হয়ে গেল।

এটা স্বর্গ নয়। এবং এন্ড্রু কোনো আলোকিত দেবদূত নয়।

সে একটা গলিত লাশ। তার কঙ্কালের গায়ে লেগে থাকা পচা মাংসের কনা কুকুর চিবিয়ে খায়।

রক্সির চিৎকার বাড়ি খেল হাসপাতালের দেয়ালে।

দ্য টেমস ভ্যালি পুলিশের চিফ কনস্টেবল রেডমেন দ্বিতীয়বার খুঁটিয়ে পড়লেন স্টেটমেন্টটি, তারপর ফিরিয়ে দিলেন চিফ ইন্সপেক্টর উইলমটকে।

চিফ ইন্সপেক্টর বেজায় হোঁতকা, লাল টুকটুকে গাল, ধবধবে সাদা চুলে তাঁকে দেখতে লাগে ফাদার ক্রিসমাসের মতো। সিরিল রেডমেন অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী এবং অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। একজন সাধারণ অপরাধীর মতো হোম সেক্রেটারিকে অক্সফোর্ড পুলিশ স্টেশনে টেনে আনা হয়েছিল শুনে তিনি মোটেও খুশি হতে পারেননি। এ ধরনের কেসে একটা ভুল পদক্ষেপ মানে সিরিল রেডমেনের সযত্নে লালিত ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যাওয়া।

তাছাড়া একজন লোক খুন হয়েছে এবং সেজন্য আলেক্সিয়া ডি ভিরিকে যদি সন্দেহ করা হয়, তবু তাঁকে আইনের উর্ধ্বে রেখে বিবেচনা করতে হবে।

চিফ ইন্সপেক্টর গেরি উইলমট জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছেন, স্যার?'

'তুমি কী ভাবছ, গেরি?'

'আমার ধারণা উনি মিথ্যা কথা বলছেন। এবং অম্লানবদনে।'

'হুম। ডাউনিং স্ট্রিট থেকে ফোন এসেছিল। প্রাইম মিনিস্টার জানতে চেয়েছেন আমরা ওনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনব কিনা?'

'এখনই কোনো অভিযোগ আনছি না। ওনাকে আরও জেরা করা বাকি।'

'দরকার নেই।'

'অন্তত আরেকটা দিন। স্বামীটিকেও জেরা করা দরকার।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু, স্যার...'

'গেরি, উনি হোম সেক্রেটারি।'

'তো? উনি এর মধ্যে জড়িত, স্যার। আমি জানি।'

'তাহলে প্রমাণ করো। সাইকোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলো। দ্যাখো সে মিসেস ডি ভিরির গল্প সত্য বলে সমর্থন করে কিনা।'

অস্বস্তির ছায়া পড়ল চিফ ইন্সপেক্টরের চেহারায়। 'কথা বলেছি।'

'তো?'

'গল্পটা বিশ্বাস করেছে। তবে এ দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ করেও ব্যাপারটা ঘটাতে পারে। একটা কনটিনজেন্সি প্ল্যান করা হয়েছে। মিসেস ডি ভিরির সঙ্গে আমার আরও কথা বলা দরকার।'

'কিন্তু বলা সম্ভব নয়। আরও প্রমাণ ছাড়া সম্ভব নয়।'

চিফ ইন্সপেক্টর চলে যেতে উঠে দাঁড়াল। তাকে পিছু ডাকলেন চিফ কনস্টেবল।

'উনি হয়তো সত্যি কথা বলছেন। তোমার ওনাকে পছন্দ হয়নি। এরকম হতে পারে।'

'আজব ঘটনা কতই তো ঘটে।'

উইলমট চলে যাওয়ার পরে আলেক্সিয়া ডি ভিরির স্টেটমেন্টটি তৃতীয়বার পড়লেন সিরিল রেডমেন। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে বহু লোক হোম সেক্রেটারিকে নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে আছে। শুধু তাঁর নিজের মেয়েই নয়।

পুলিশের কাছে সেস্টমেন্ট :

এন্ড্রু বিসলি একজন অস্ট্রেলিয়ান টেনিস কোচ ছিল যে আট বছর আগে আমার পরিবারে কাজ করতে এসেছিল। কিছুদিন বাদে সে আমার মেয়ে রোজানের সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে তোলে যা খুব দ্রুত সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আমার চোখে অত্যন্ত দ্রুত, এবং আমার স্বামী এদের সম্পর্ক মোটেই সুনজরে দেখতেন না। টেডির মনে হতো এন্ড্রু পুরোপুরি অর্থলোভী একজন মানুষ, এবং আমাদের দায়িত্ব ছিল রক্সিকে রক্ষা করা এবং ও যাতে এন্ড্রুকে বিয়ে না করে সেজন্য বাধা দেওয়া।

আমরা ঠিক করি এন্ড্রুকে কিছু টাকা-পয়সা দেব যাতে সে রক্সিকে ছেড়ে চলে যায়। তবে আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল ছেলেটা টাকা নেবে এবং হয়তো রক্সিকে বলে দেবে আমরা ওকে ঘুষ দিয়েছি, ফলে আমার মেয়ে এবং আমাদের মধ্যে মন কষাকষি আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে। আমরা ঠিক করি আমাদের ছেলে মাইকেল গোপনে এন্ড্রুর সঙ্গে কথা বলবে এবং ওকে সাবধান করে দেবে। তবে এর কয়েকদিন পরে এন্ড্রু অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে আর কাজে আসতে

দেখা যায় না। প্রথমে এ নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। বরং ছেলেটা চলে গেছে বলে মনে মনে খুশিই হয়েছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু কিছুদিন যেতে রক্সির অস্থিরতা খুব বৃদ্ধি পায় এবং ওকে শান্ত রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এন্ড্রু অকস্মাৎ ওকে ছেড়ে চলে গেছে এ বিষয়টি ও কিছুতেই হজম করতে পারছিল না। তখন টেডি আমাকে বলে সে এন্ড্রুকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে। তবে টেডির এ কাজটি আমি সমর্থন করতে পারিনি। কারণ আমরা এন্ড্রুকে কোনো টাকা-পয়সা দেব না বলেই ঠিক করেছিলাম। ছেলেটা শেষে অর্থের লোভের কাছেই পরাস্ত হয় এবং টেডির চেক পকেটে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়।

সমস্যাটা ছিল রক্সিকে নিয়ে। টিনেজার হিসেবে সে ভয়ানক হতাশায় ভুগছিল। ও মাঝে মাঝে মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়ছিল। টেডি এবং আমি রক্সির মনোচিকিৎসক ডা. লিজ্জি হান্টের সঙ্গে দেখা করি এবং আলোচনা করি এন্ড্রুর চলে যাওয়ার বিষয়টি কীভাবে সামাল দেওয়া যায়। লিজ্জি বলে ভালোবাসার পুরুষের কাছ থেকে প্রতারিত হওয়ার কারণে রক্সি এ কথা সহ্য করতে পারবে না যে তার বাবা এন্ড্রুকে ঘুষ দিয়েছিল। কারণ তার বাবাও একজন পুরুষ। সে এটিকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখবে। তখন সিদ্ধান্ত হয় আমি রোজানকে এ কথা বিশ্বাস করাব যে আমিই এন্ড্রুকে ঘুষ দিয়ে দেশ ছাড়া করিয়েছিলাম। এতে টেডির সঙ্গে রোজানের সুসম্পর্ক বজায় রইবে এবং আশা করা যায় একদিন সে পুরুষদেরকে বিশ্বাস করে নতুন কোনো রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারবে।

তবে যা আশা করেছিলাম, তা ঘটেনি। আমার মেয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ভাগ্য ভালো সে বেঁচে যায়। বাপের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক বজায় না থাকলে ও হয়তো আর বাঁচতই না। এ হিসেবে বিচার করলে রক্সির সঙ্গে প্রতারণায় আমার কোনো মনস্তাপ নেই। তবে গত আটবছর ধরে রক্সি আমার ওপর প্রবল ঘৃণা পুষে রেখেছে আমি তার প্রেমিককে দেশান্তরী করেছি এই বিশ্বাস বুকে ধরে রেখে। এটি বড়ই কঠিন সময় ছিল আমাদের জন্য।

আমি জানি এন্ড্রুকে ঘুষ দেওয়ার কথাটা সত্যিই বলেছে টেডি। কারণ ও সমাজে খুব গণ্যমান্য একজন মানুষ। টেডির দেওয়া চেক ক্যাশও করেছিল এন্ড্রু। আমি আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা চলে যেতে দেখেছি। আমি এবং টেডি যদ্দুর জানতাম এন্ড্রু অস্ট্রেলিয়ার কোথাও বসবাস করছে। সে যে কীভাবে এবং কবে মারা গেল সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এবং তার লাশ কিংসমেয়ারে কীভাবে কবর হলো তার ব্যাখ্যাও আমরা দিতে পারব না। তবে আমি নিঃশর্তভাবে বলতে পারি ওর মৃত্যু কিংবা লাশ কবরস্থ করার বিষয়ে আমার কোনো হাত ছিল না।

স্বাক্ষর আলেক্সিয়া ডি ভিরি।

চিফ কনস্টেবল রেডমেন হাজারবার স্টেটমেন্টটি পাঠ করেছেন। নিজেকে নিয়ে তাঁর গর্ব আছে স্টেটমেন্ট পড়েই তিনি এর মধ্যেকার ফাঁকিগুলি দিব্যি ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু এ স্টেটমেন্টটি অন্যগুলো থেকে আলাদা। এরমধ্যে কোনো ফাঁকিজুকি চোখে পড়েনি তার। বোঝাই যায় মাতৃবৎসল এক মাতা তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছেন। অথচ তাঁর গোটা পাবলিক লাইফ, বিশেষ করে মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের পরে তাঁকে সবাই শীতল এবং উদাসীন একজন মা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

তবে একজন মানুষ শীতল এবং উদাসীন আচরণ করলেই তাকে ধরে তুমি হাজতে পুরে দিতে পার না। সাইকিয়াট্রিস্টই আলেক্সিয়ার গল্পকে সমর্থন করেছে। সন্দেহ নেই আলেক্সিয়ার স্বামীও তাই করবেন। শুধু দুজন মানুষ এর সঙ্গে একমত নাও হতে পারে। একজন ডি ভিরিদের ছেলে মাইকেল যে তার বোনের বিষয়ে এন্ড্রু বিসলির সঙ্গে পারিবারিক আলোচনায় জড়িয়ে গিয়েছিল... এবং অপরজন বিসলি নিজে।

এদের একজন বর্তমানে ভেজিটেবল অবস্থায় আছে।

অপরজন মৃত।

চিফ কনস্টেবল সিরিল রেডমেনের মনটা তবু কেন জানি খচখচ করছে। তবে তিনি মনের অস্বস্তিটা জোর করে সরিয়ে দিলেন। দিনের শেষে শুধু ফ্যাক্টস কথা বলবে।

আর আলেক্সিয়া ডি ভিরির বিষয়ে গেরি উইলমট যেসব ফ্যাক্ট জোগাড় করেছে তা কোনো কাজে আসবে না। কাজেই ওরা যত তাড়াতাড়ি আলেক্সিয়াকে মুক্তি দেয় ততই মঙ্গল।

চুয়ান্ন

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ অক্সফোর্ড সিটি সেন্টার পুলিশ স্টেশনের বাইরের এলাকা সাংবাদিকদের ভিড়ে লোকারণ্য হয়ে উঠল। তারা থানার সামনের রাস্তা দখল করে ফেলল যেন উন্মাদ টেনিস ভক্তরা উইম্বলডন ফাইনাল দেখতে এসেছে। ব্রিটিশ এবং আন্তর্জাতিক টেলিভিশন ক্যামেরা ক্রুদের সারি সেই ক্রাইস্টচার্চ মিডোস পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল।

তবে তাদেরকে হতাশ করে এবং চিফ কনস্টেবল রেডমেনকে স্বস্তি দিয়ে হোম সেক্রেটারি খিড়কির দুয়ার দিয়ে ত্যাগ করলেন থানা। কালো কাচের একটা রেঞ্জ রোভার গাড়ি নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

'লন্ডন যাবেন, অনুমান করি, হোম সেক্রেটারি? আমি নাম্বার টেনকে বলেছি গাড়ি থেকে ফোন করে জানিয়ে দেব। প্রাইম মিনিস্টার আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাইছেন। ইতোমধ্যে আমি একটি প্রিলিমিনিয়ারি স্টেটমেন্ট তৈরি করে ফেলেছি।'

'ধন্যবাদ, এডোয়ার্ড। তবে এসব পরে হবে। আগে আমি হাসপাতাল যাব রক্সিকে দেখতে। তারপর দেখব টেডির কী হলো। ওরা এখনও ওকে জেরা করছে। ভাবা যায়?'

'ওয়েল, হোম সেক্রেটারি, আমি–'

'আমি আঙ্গাস গ্রে'র গলা শুনতে পেয়েছি, করিডোরে। তবু ভালো একজন লইয়ার ডাকার বুদ্ধি অন্তত ওর হয়েছে। আমি ওকে যত দ্রুত সম্ভব ওখান থেকে বের করে আনতে চাই। ওই শয়তান বাঁটকু উইলমটটা আমরা বাড়িতে ঢোকামাত্র টেডিকে জেরা করতে লেগেছে। আমি ওর মাথাটা একটা প্লেটের ওপর চাই।'

রাগে কাঁপছেন আলেক্সিয়া। স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং মনে মনে প্রার্থনা করলেন শীঘ্রি যেন নতুন একজন হোম সেক্রেটারির সঙ্গে তাঁর কাজ করার সুযোগ হয়। আলেক্সিয়ার মন বোঝা ভার। তাঁর সঙ্গে কাজ করা দিন দিন কঠিনতর হয়ে উঠছে। সের্গেই মিলেস্কুর খবর অবশ্য ক'দিন ধরে পাচ্ছেন না ম্যানিং। আশা করতেও ভয় হয় যে এ দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটেছে– আলেক্সিয়া এখন এত বেশি স্ক্যান্ডালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন সের্গেইর রহস্যময় প্রভুদের আর ম্যানিংয়ের কাছ থেকে আলেক্সিয়া বিষয়ক

ব্যক্তিগত তথ্যের হয়তো প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহটি প্রতিটি মুহূর্তে ম্যানিংয়ের ওপর একটা ছায়া ফেলে রাখছে ক্যান্সার টিউমারের মতো যেটি যেকোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে।

কালো কাচে ঢাকা গাড়িটি উঠে এলো রাস্তায়, মিডিয়ার লোকজনের পাশ কাটিয়ে ছায়ার মতো ছুটল।

'বেশ তো, হোম সেক্রেটারি। তাহলে হাসপাতালেই চলুন। তবে যাওয়ার পথে হেনরী হুইটম্যানকে ফোন করতেই হবে। কাল সকালের আগেই মিডিয়ার কাছে কিছু অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিতে হবে সরকারকে।

শহর ছেড়ে ওরা বেরিয়েছেন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন আলেক্সিয়া। 'ও নিয়ে ভেবো না, এডোয়ার্ড। কাল সকালের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে।'

'হোম সেক্রেটারি?'

'আমাকে আমার পরিবারের প্রয়োজন। আমি পদত্যাগ করব।'

খুশির চোটে কান্না এলেও কাঁদতে পারলেন না স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়েও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না আলেক্সিয়া। ডাক্তার তাঁকে পরিষ্কার বলে দিলেন দেখা হবে না। রোজানের অবস্থা খুবই খারাপ। সে এখন সাইকোটিক ব্রেকের মধ্যে রয়েছে। তার এখন বিশ্রামের দরকার। সে তার মাকে দেখলে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এবং তাতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে। আলেক্সিয়া বললো, 'আমার মেয়ের ধারণা আমি ভয়ানক একটা অন্যায় করেছি। এ কারণেই এত কিছুর সূত্রপাত। ওর ধারণা ভুল। ওর সত্যিটা জানা দরকার।'

কিন্তু ডাক্তারের এক গোঁ। দেখা করা যাবে না রোজানের সঙ্গে। ব্যর্থ হয়ে গাড়িতে ফিরে এলেন আলেক্সিয়া। হতাশাটা ঝাড়লেন এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের ওপর। 'টেডির কোনো খবর আছে?'

'না, হোম সেক্রেটারি। এখনও কোনো খবর পাইনি।'

'তাহলে আমাকে লন্ডন ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

'নিশ্চয়, হোম সেক্রেটারি।'

'আর আমাকে ওই সম্বোধন করা বাদ দাও! তোমাকে বললাম না যে আমি রিজাইন দেব। ফোনটি আমাকে দাও। আমি এক্ষুণি পদত্যাগ করব।'

চমকে গেলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। 'কাজটা কি ঠিক হবে?'

'যা বললাম করো।'

'আপনাকে অসম্মান করে কিছু বলছি না, হোম সেক্রে..., আলেক্সিয়া, তবে আপনি খুব ইমোশনাল। একটু ঠাণ্ডা মাথায় পরে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বললে হতো না?'

'আমি ইমোশনাল নই,' চেঁচিয়ে উঠলেন আলেক্সিয়া এবং পরক্ষণে ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা সব কিছু নিজের কাঁধে তুলে নিলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। আলেক্সিয়াকে চেইনি ওয়াকের বাড়িতে নিয়ে গেলেন না। কারণ ওখানে আলেক্সিয়ার অপেক্ষায় গিজগিজ করছে সাংবাদিকের দল। তিনি আলেক্সিয়াকে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণ কেনসিংটনের ব্লেকস হোটেলে। তাঁকে শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। পরদিন আলেক্সিয়া ঘুম ভেঙে দেখেন দুপুর হয়ে গেছে। টানা বিশ্রামের কারণে শরীরটা বেশ ভালো লাগছিল। যদিও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন।

স্যার এডোয়ার্ড আলেক্সিয়ার জন্য ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলেন। ক্রয়শ্যান্ট এবং ব্ল্যাক কফি। 'প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতিশীল।' বললেন তিনি। 'আজ বিকেলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। আপনার জন্য ফরমাল রেজিগনেশন লেটার রেডি করে রেখেছি। আপনি চাইলেই দিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ,' কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে সকৃতজ্ঞচিত্তে বললেন আলেক্সিয়া। 'দুঃখিত, কাল রাতে আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, এডোয়ার্ড।'

'আরে ওসব কিছু না, হোম সেক্রেটারি। আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি।'

'টেডির খবর কী? ও কি কিংসমেয়ারে ফিরেছে? জানে আমি কোথায়?

'ও , হ্যাঁ। জানেন। তবে এখন তিনি টেমস ভ্যালি পুলিশ স্টেশনে আছেন।'

আলেক্সিয়ার চোখ বিস্ফারিত হলো। 'ওরা সারারাত ওকে আটকে রেখেছে?'

'আমার তাই ধারণা।'

'কী কারণে?'

'আরও জেরা করার অভিপ্রায়ে, অনুমান করছি। বেলা আড়াইটায় আংগাস গ্রে'র সঙ্গে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছি। গ্রে'স ইন রোডে, তাঁর অফিসে। আমি এখানেই মিটিং ডাকতে চেয়েছিলাম তবে মি. গ্রেকে আবার চারটার সময় কোর্টে যেতে হবে। তারপর তিনি সোজা অক্সফোর্ডে চলে যাবেন টেডির সঙ্গে দেখা করতে। তাই আর সম্ভব হলো না।'

'সে ঠিক আছে, এডোয়ার্ড, অনেক ধন্যবাদ,' বললেন আলেক্সিয়া। আংগাসের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করছেন তিনি। আংগাস জানেন কী করতে হবে। 'আর হাসপাতাল?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংকে। 'তুমি বোধহয় সুযোগ পাওনি...'

'দুটি হাসপাতালেই ফোন করে রোজান এবং মাইকেলের খবর নিয়েছি।'

আশা নিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন আলেক্সিয়া।

'কোনো পরিবর্তন নেই।'

চেহারাটা কালো হয়ে গেল আলেক্সিয়ার।

স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং মনে মনে ভাবলেন, *'ওকে এ মুহূর্তে এত অসহায় এবং ভঙ্গুর লাগছে। ভোটার এবং কলিগরা যদি তাঁর চরিত্রের এ দিকটি দেখতে পেত। তাঁর এ দিকটি ঘিরে রয়েছে সন্তান এবং স্বামীর প্রতি ভালোবাসা। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার খতম হয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি চিন্তিত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে।*

তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আলেক্সিয়া তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করে ফেলেছেন এবং স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং তাঁর নিজের জীবনটা ফিরে পাবার পথে।

পঞ্চান্ন

আংগাস গ্রে'র অফিসে ঢুকলেই বোঝা যায় এখান থেকে শক্তি এবং প্রভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ওক প্যানেলের দেয়ালে টরি পার্টির সব হোমড়া চোমড়া রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আংগাসের ছবি শোভা পাচ্ছে।

আংগাসের বয়স ৬৩/৬৪। এখনও ফিট রেখেছেন শরীর। মাথায় ধূসর চুল, সম্প্রতি ইটালিয়ান রিভিয়েরা থেকে সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে আসার কারণে সামান্য রোদে পোড়া চামড়া, তীক্ষ্ণধী দুই নীল চক্ষু জোড়া এ মুহূর্তে স্থাপিত হয়ে রয়েছে আলেক্সিয়ার ওপর।

'মাই ডিয়ার গার্ল। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। তোমার শরীরের কী অবস্থা?'

'ভালো,' বললেন আলেক্সিয়া। এমন সব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে আছেন তিনি যে শারীরিক বেদনা প্রায় অনুভূতই হচ্ছে না।

'গুড। শক্তিটা সঞ্চয় করে রাখো। জোন, মিসেস ডি ভিরির জন্য চা নিয়ে এসো। আর এক স্লাইস ব্যাটেনবার্গ।'

আলেক্সিয়া লেদার চেস্টারফিল্ড সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

'স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং বললেন তুমি নাকি রিজাইন দিয়েছ,' আলেক্সিয়াকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন আংগাস। তাই সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস রাখেন।

মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'কাল সকালে ওরা ঘোষণা করবে। কান পাতলে হয়তো শুনতে পাবে ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি আনন্দে বগল বাজাচ্ছে।'

হাসলেন আংগাস।

'আমি আর চালিয়ে যেতে পারছি না। রাজনৈতিকভাবে আমি খতম হয়ে গেছি। আর বাড়িতে যা সব ঘটছে!'

'বুঝতে পারছি।'

'প্রথমে মাইকেল, তারপর এই এন্ড্রু বিসলি মার্ডার। যখন কিনা আমি ভাবতে শুরু করেছি ও আর আমার পরিবারের জন্য মাথাব্যথার কারণ হবে না! রোজান একদম ভেঙে পড়েছে। আমাকে দোষ দিচ্ছে। এসব কী হচ্ছে, আংগাস? দুনিয়াটা পাগল হয়ে গেছে। অন্তত আমার দুনিয়া।'

'একেকবারে একটা করে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করো,' বললেন অংগাস।

'টেডির কথা বলি।'

'ও হ্যাঁ। ওরা এখনও ওকে ছাড়ল না কেন? আমাকে কেউ কিছু বলছে না।'

'দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমি কাল রাত এগারোটা পর্যন্ত ওর সঙ্গে ছিলাম। আজ সকালে আবার দুই ঘণ্টার জেরার সময়। ও বলল ছেলেটাকে অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাওয়ার জন্য কয়েক বছর আগে টাকা দিয়েছিল। কাজেই তোমার গল্পটাই খাপ খেয়ে গেল।'

'কারণ ওটা কোনো গল্প ছিল না,' বললেন আলেক্সিয়া। 'ও কি সাসপেক্ট?'

'হুঁ,' তেঁতো গলায় বললেন আংগাস। 'রোজানের কোনো খবর জানো?'

পরাজিতের মতো চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন আলেক্সিয়া। 'না। ওরা ওর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেবে না। 'আমি কী করব, আংগাস? মনে হচ্ছে সব হারিয়েছি আমি।'

আংগাস ডেস্কের ওপর ঝুঁকলেন। 'আতঙ্কিত হয়ো না। বিষয়টি যৌক্তিকভাবে দেখার চেষ্টা করো। রোজান নিরাপদ জায়গায় আছে, যা যা সাহায্য প্রয়োজন পাচ্ছে। আর টেডির ব্যাপারটা যদি ধরো, তোমাদের বাড়ির বাগানে লাশ পাওয়া গেছে। কাজেই তোমাদের ওপরেই তো পুলিশের সন্দেহটা সবার আগে পড়বে।' একটু বিরতি দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মাইকেলের ব্যাপারটা কী?'

আলেক্সিয়ার শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'ওর আবার কী ব্যাপার?'

'সেওতো এই এন্ড্রু ছেলেটিকে পছন্দ করত না, করত কি? দুজনে হয়তো বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মারামারি করেছে। হয়তো দুজনেই তখন মাতাল ছিল। তারপর অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

'এন্ড্রুকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়, আংগাস। অন্তত পুলিশ টেডি এবং আমাকে তা-ই বলেছে। দুটো বুলেট ঢোকানো ছিল তার মাথার পেছনে।'

'এরকম কী হতে পারে যে মাইকেল...'

'না,' প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। 'আমার ছেলে এমন কাজ করতেই পারে না।'

আংগাস গ্রে একটা ভুরু তুললেন কিন্তু আলেক্সিয়া তাঁর মতামতে অবিচল রইলেন। 'নো।'

'বিষয়টি নিয়ে একবার চিন্তা করো, আলেক্সিয়া। মাইকেল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এবং কোনোদিন হয়তো জ্ঞান ফিরবেও না। তাকে যদি এ বিষয়টি নিয়ে কনভিক্ট করাও হয়, সে কিছুই জানতে পারছে না। কোনোকিছুই কিন্তু বদলে যাচ্ছে না।'

'শুধু এটাই ঘটবে যে ওর গায়ে খুনীর তকমা এঁটে যাবে। ভুয়া তকমা।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওরা যদি তকমাটা টেডির গায়ে লাগিয়ে দেয় তাহলে তো ওর জীবনটাই শেষ।'

হতাশ ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন আলেক্সিয়া। 'এ স্রেফ পাগলের মতো কথাবার্তা!

ওদের কেউই এন্ড্রু বিসলিকে হত্যা করেনি।'

'তুমি কী করে জানো?'

'কারণ আমি ওদেরকে চিনি, আংগাস। ওদেরকে চিনি!' নিজেকে জোর করে শান্ত করলেন আলেক্সিয়া। 'শোনো। আমি জানি না কে বিসলিকে হত্যা করেছে এবং জানি না কেনই বা তাকে কিংসমেয়ারে কবর দিয়েছে। ওরা কি হত্যার রায়ে আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল? আমার শত্রুর তো অভাব নেই।'

'এটা ঘটা অসম্ভব নয়।'

'এন্ড্রু শুধু যে রোজানের সঙ্গেই প্রতারণা করেছিল তা নয়। কে জানে ছেলেটার কতগুলো শত্রু ছিল।'

'বুঝলাম, তাই বলে তোমাদের বাগানে লাশ পুঁতে রেখে আসবে? তোমাদের পরিবারের সঙ্গে নিশ্চয় কোনো লিংক বা যোগাযোগ থাকতে হবে।'

'তার কোনো প্রয়োজন নেই। হত্যাকারী হয়তো স্থানীয় কেউ ছিল। ভেবেছে আমাদের বিশাল এস্টেটের কোথাও লাশটা কবর দিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। পেতামও না। প্যাগোডা তৈরি করতে গিয়েই তো লাশটার খোঁজ মিলল। যদি প্যাগোডা তৈরি করা না হতো... অথবা যদি কাজটা শেষ করা যেত, কংক্রিটের ফাউন্ডেশন যদি ঠিকমতো ঢালা হতো... কেউ তার লাশ খুঁজে পেত না।'

'তুমি বললে কেউ তোমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করতে পারে। নির্দিষ্ট কারও কথা কি ভাবছ? এমন কেউ তোমার প্রতি যার প্রতিহিংসা রয়েছে যার কারণে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে?'

'না। সঞ্জয় প্যাটেলের বন্ধুরা আমার ওপর খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। তবে শোধ নিতে একজন মানুষকে ওরা খুন করে ফেলবে এমনটা মনে হয় না।' একটু চিন্তা করলেন আলেক্সিয়া। 'আমি অফিসে জয়েন করার পরে কিছু ঘটনা ঘটে। টেডির কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়।'

'কোথায়? কিংসমেয়ারে?'

মাথা দোলালেন আলেক্সিয়া। 'খুব হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল ওটা। টেডি বেচারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল।'

'তা তো পাবেই।'

'হ্যাঁ, বাট কামন, আংগাস। ওটা ছিল একটা কুকুর মাত্র। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন আর কুকুর হত্যা নিশ্চয় এক জিনিস নয়?'

ছাপ্পান্ন

স্ট্রান্ড ধরে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং। ঘড়ি দেখলেন। পোনে তিনটা বাজে। বেশি দেরি করা যাবে না। হোম সেক্রেটারি তাঁর আইনজীবীর অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরে ম্যানিংকে তাঁর কাছে আসতে হবে। তবে সের্গেইকে সুখবরটা দেওয়াটাও প্রয়োজন।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন।

সের্গেই বসেরা, তারা যে-ই হোক না কেন, তারা যা চায় তা পেয়ে যাবে।

তবে মনের গভীরে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধে আছে ম্যানিংয়ের। মনে হচ্ছে সের্গেই মিলেস্কু এরপরেও তাঁকে ছাড়বে না। সে এরপরও তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করবে, নিজের ভবিষ্যতের পথ সুগম করার জন্য তাঁকে আবার ব্যবহার করবে, যদি তার ইচ্ছে হয়। তবে এ মুহূর্তে অন্তত বর্তমান বিপদ থেকে মুক্তি মিলছে। স্যার এডোয়ার্ডের অবশ্য মনে হচ্ছিল সের্গেই তাঁর মতোই কোনো কারণে শিঁটিয়ে আছে ভয়ে। ব্যাপারটা কী জানা দরকার।

সের্গেইর নতুন ফ্ল্যাটটা এমব্যাঙ্কমেন্টের ধারে একটি আধুনিক ভবনে। খুব বিলাসবহুল না হলেও হাউজ অব কমন্সে ঝাড়ুদার হিসেবে যে বেতন পায় মিলেস্কু, তা দিয়ে এরকম একটি ফ্ল্যাটে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং ভাবছিলেন সের্গেইর বাড়ি ভাড়ার জোগানদাতা কে। তবে চিন্তাটা তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেন। কাল সকালের পর থেকে এসব নিয়ে তাঁকে আর না ভাবলেও চলবে।

দরজায় কলিংবেল নেই বলে সজোরে কড়া নাড়লেন তিনি। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট।

'সের্গেই?'

হয়তো মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বেডরুমে। তাই সাড়া নেই। কিন্তু বেডরুম খালি। কতগুলো জামাকাপড় শুধু চোখে পড়ল নিপাট করে রাখা। এ ছাড়া সের্গেই যে এ বাড়িতে থাকে তার অন্য কোনো চিহ্ন নেই। *ও হয়তো তাড়াহুড়োর মধ্যে বেরিয়ে গেছে তাই সদর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে*। হয়তোবা। কিন্তু ঘরে কোথাও তো তাড়াহুড়োর কোনো প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। সবকিছু জায়গা মতো সুন্দরভাবে

গোছানো রয়েছে।

বাথরুমের দরজা ধাক্কা মেরে খুললেন ম্যানিং। সের্গেই শহর ছেড়ে গেলে অবশ্যই টয়লেট্রিজ সঙ্গে নিয়ে যাবে। কারণ ও খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের।

মার্বেল পাথরের পেডেস্টালের মতো উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসানো বাথটাব। প্রথমে ম্যানিংয়ের নজর কাড়ল বাথটাব ভর্তি পানি উপচে পড়ছে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি তিনি দেখলেন তা হলো ওটা পানি নয়। উপচে পড়ছে রক্ত।

সের্গেই মিলেস্কুর দ্বিখণ্ডিত লাশ, নাড়িভুঁড়ি বের করা, রক্তের পুকুরে ভাসছে।

স্যার এডোয়ার্ড ঘুরেই দিলেন দৌড়।

আইনজীবীর অফিস থেকে বেরিয়ে, বিকেলের ঝলমলে আলোয় গ্রে'স ইন রোড ধরে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি। নানান কথা ভাবছিলেন তিনি। ভাবছিলেন টেডির কথা, যাকে ছাড়া নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল। আংগাস অবশ্য আলেক্সিয়াকে নিশ্চিত করেছেন আজ রাতের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবেন টেডি। কোনো চার্জ ছাড়া পুলিশ তাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখতে পারবে না।

আলেক্সিয়া ভাবছিলেন তিনি অক্সফোর্ডে গিয়ে টেডির খবরটার জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু গিয়ে উঠবেন কোথায়? আরেকটা রাত হোটেলে থাকার কথা ভাবতেই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল মন। এভাবে জীবন চলে না। কিন্তু তিনি বাড়িও ফিরতে পারছেন না। কারণ কাল তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হবে। কিংসমেয়ার এখনও একটি ক্রাইম সিন। ওখানে আরও কয়েকদিন গিজগিজ করবে পুলিশ এবং সাংবাদিক। চেইনিওয়াকে যেতে পারতেন কিন্তু সেখানেও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো অপেক্ষা করছে সাংবাদিকের দল। তাঁর মুখ থেকে পদত্যাগের কথা শুনতে চায়। *আমি এখন ওদের মুখোমুখি হতে পারব না। একা পারব না। টেডিকে ছাড়া সম্ভব নয়।*

'এক্সকিউজ মি?'

কে যেন তাঁর কাঁধে টোকা দিল। লাফিয়ে উঠলেন আলেক্সিয়া।

'কী? কী চান?'

টোকা দিয়েছে এক মহিলা। আলেক্সিয়ার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

'আপনার ফোন বাজছে।'

ঘোরের মধ্যে, ব্যাগ খুলে সেলফোনটা বের করলেন আলেক্সিয়া।

'হ্যালো?'

লুসি মেয়ারের কণ্ঠ যেন ভেসে এলো অন্য গ্রহ থেকে। 'আলেক্সিয়া। থ্যাংক গড। তুমি ফোন ধরেছ। ওখানে ঘটছে কী? কিংসমেয়ারে একটা খুনের ঘটনা দেখলাম খবরে কিন্তু সামার আমাদেরকে এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি। ঘটনা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি,' মলিন গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'ওরা একটা লাশ খুঁজে পেয়েছে।

এন্ড্রুর লাশ। রক্সির সাবেক প্রেমিক।'

আঁতকে উঠল লুসি। 'কী বলছ তুমি?'

'পুলিশ এখনও জেরা করছে টেডিকে।'

'কিন্তু ওরা নিশ্চয় ভাবছে না টেডি–'

'জানি না শুধু কী ভাবছে। আমি কেবিনেট থেকে রিজাইন দিয়েছি।'

'ওহ মাই গড, আলেক্সিয়া। নো। ইউ ক্যান্ট।'

'আমাকে কাজটা করতে হয়েছে। রোজান খুবই অসুস্থ। আমি সত্যি... আসলে বলে বোঝাতে পারব না কী বাজে অবস্থার মধ্যে আছি।' তাঁর গলার স্বর ভেঙে গেল। লোকজন লক্ষ করছে দেখে চট করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন আলেক্সিয়া।

'জানি না কী করব। জানি না কোথায় যাব।'

'আমি জানি,' সঙ্গে সঙ্গে বলল লুসি। 'এখানে চলে এসো।'

মার্থা'স ভাইনইয়ার্ডে লুসিকে তার রান্নাঘরে দেখতে পেলেন আলেক্সিয়া মানস চক্ষে। লুসির পরনে অ্যাপ্রন, হাত সাদা হয়ে আছে ময়দা মেখে। লুসির মতো নির্ঝঞ্ঝাট একটা জীবনের জন্য বুকটা হু হু করে ওঠে আলেক্সিয়ার। যে জীবনে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, নেই ঝুঁকি কিংবা ট্রাজেডি।

'ইউ আর সো সুইট।'

'আয়াম নট সুইট,' বলল লুসি, 'আমি সিরিয়াস। এখানে চলে এসো। তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার। মাত্র ক'দিন আগেই তুমি গুলি খেয়েছ? ফর গডস শেক। তুমি অতি মানবী নও।'

'মনে হচ্ছে তাই,' বিষণ্ন গলায় বললেন আলেক্সিয়া।

'সো ডু ইট। প্লেনে উঠে পড়ো। ঝড়টর পেছনে ফেলে চলে এসো। সামার বলছিল তুমি নাকি এখানে আসার প্ল্যান করেছ।'

'করেছিলাম। কিন্তু সেটা অনেক আগে।'

আমি কেন মানা করছি? আমার সমস্যাটা কী? আমি তো এটাই চাইছি। আমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চাই। আমি নিরাপদে থাকতে চাই।

'আমি পারব না। থ্যাংকস ফর দা অফার তবে টেডিকে ওরা অক্সফোর্ডে এখনও জেরা করছে। আর রক্সির অবস্থা খুব খারাপ।' মোবাইলে বিপ বিপ শব্দ হলো। অন্য কেউ ফোন করেছে। 'বোধহয় হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে,' লুসিকে বললেন আলেক্সিয়া। 'কিংবা টেডি। এখন ছাড়ি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লুসি মেয়ারের ফোনটা ছেড়ে দিতে হলো।

'হ্যালো?'

'তুমি কি আশপাশেই আছ?' আংগাস গ্রে'র কম্পিত কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। আমি তো জানতাম তুমি এখন কোর্টে।'

'যাব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু মাত্রই টেমস ভ্যালি পুলিশ থেকে একটা ফোন

পেলাম।'

'ওহ, থ্যাংক গড। ওরা নিশ্চয় ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ও কি কিংসমেয়ারে রওনা হয়ে গেছে?'

'না, আলেক্সিয়া।'

'তাহলে?'

'টেডির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।'

প্রচণ্ড শকে গলির দেয়ালের গায়ে হেঁচড়ে বসে পড়লেন আলেক্সিয়া। পরক্ষণে সিধে হলেন।

'এ অসম্ভব। এ হাস্যকর। তুমিই না বললে ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই?'

আংগাস গ্রে বললেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলো ওদের কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয়নি। আর কোনো প্রমাণের দরকারও নেই। কারণ টেডি নিজ মুখে স্বীকার করেছে সে খুন করেছে।'

সাতান্ন

ঘরটিকে প্রিজন সেলের চেয়ে অফিস কক্ষ বললেই মানায় ভালো। টেডি একটি ডেস্কে বসে আছেন, পা দুটো সামনে ছড়ানো, যেন বাড়িতে ফায়ার প্লেসের সামনে আগুন পোহাচ্ছেন। আলেক্সিয়া নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন।

ঘটনা ঘটে গেছে খুব দ্রুত। আলেক্সিয়া এবং আংগাস গ্রে অক্সফোর্ডে পৌঁছে দেখেন টেডিকে আগেই ক্রাউন কোর্ট বিচারপতির সামনে হাজির করা হয়েছে এবং পেন্ডিং ট্রায়ালে তাঁকে হাজতে রিমান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঘণ্টাখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে অক্সফোর্ড প্রিজনে চলে যেতে হবে টেডিকে।

আলেক্সিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা কি সত্য?'

'কী কথা, মাই ডিয়ার?'

'তুমি সত্যি এন্ড্রুকে খুন করেছ?'

আলেক্সিয়ার মনে হচ্ছে তিনি যেন কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। এ যেন একটা উদ্ভট দুঃস্বপ্ন, এ থেকে তিনি জেগে উঠবেন সহসাই।

'করেছি,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন টেডি। 'কাউকে না কাউকে কাজটা করতেই হতো। স্বীকারোক্তি দেব ভাবিনি, তবে কোনো উপায় ছিল না। বিশেষ করে ওই ভয়ংকর লোকটার সামনে। উইলমট কুকুরের মতো হাড়ের গন্ধ শুঁকে এগোয়। আমি যদি দীর্ঘক্ষণ মুখ বুজে থাকতাম, অনেক কথাই শেষে বেরিয়ে আসত। আমি আমার পরিবারকে আর কালিমালিপ্ত করতে চাই না। সবকিছুর এখনই অবসান হওয়া ভাল।'

মাথা চেপে ধরলেন আলেক্সিয়া। *এ হতে পারে না।*

আংগাস গ্রে বললেন, 'ঠিক কী ঘটেছিল আমাদেরকে বলবে, টেডি?'

'নিশ্চয়,' হাসিমুখে বললেন টেডি। 'আলেক্সিয়া জানে আমি গ্যারিক গিয়েছিলাম বিসলির সঙ্গে কথা বলতে। ওকে অস্ট্রেলিয়া চলে যেতে টাকা সাধি আমি।'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'সে টাকাটা নেয়। আমি নিজে আমাদের অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখেছি। চেকটা ক্যাশ করা হয়েছিল।'

'এবং সে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়।'

'গিয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক পরেই হারামজাদা আবার ফিরে আসে। ওর সঙ্গে প্যাডিংটন স্টেশনে দেখা হয়ে যায়। বিসলি আমাকে বলে সে রক্সিকে ভালোবাসে এবং

তিন লাখ পাউন্ড ফেরত দিতে চাইছে।'

আংগাস গ্রে জানতে চাইলেন, 'তারপর কী ঘটল?'

'ওয়েল, আমি স্বভাবতই খুব শকড হয়েছিলাম। বিসলি রক্সিকে বিয়ে করার কথা বলছিল। আমি তো তা হতে দিতে পারি না।'

'কেন নয়? ও তো রক্সির জন্য ফিরে এসেছিল, টেডি।' অশ্রুসজল চোখে বললেন আলেক্সিয়া।

টেডির চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'ও আসলে আরও টাকা আদায়ের ফন্দি করে এসেছিল। জানত আমরা আমাদের মেয়েকে কখনো পর করে দেব না। সে যদি রক্সিকে বিয়ে করতে পারে তাহলে সারাজীবনের জন্য রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে যাবে। আরে, ও তো ছিল সামান্য একটা টেনিস কোচ। ডি ভিরি পরিবারের কারও সঙ্গে সম্পর্ক করার যোগ্যতাই তো ওর ছিল না।'

কী শুনছেন নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না আলেক্সিয়ার। তাঁর সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি টেডি। কিন্তু এ কোন টেডি? তিনি একটা লোককে খুন করে ফেলেছেন স্রেফ নিজের বংশমর্যাদা রক্ষা করার জন্য!

টেডি বলে চললেন, 'আমি ওকে সেদিনই কিংসমেয়ারে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি। শিকারে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব বলেছিলাম।'

'তোমার কি ওকে হত্যা করার নিয়ত ছিল?' নীরস গলায় প্রশ্ন করলেন আংগাস গ্রে।

'ছিল। তবে ভাবছিলাম হয়তো কাজটা আমি করতে পারব না। জানতাম না ওকে সত্যি...'

'গুলি করতে পারবে কিনা?' ফিসফিস করলেন আলেক্সিয়া।

'হ্যাঁ। তবে আমি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে সহজই ছিল কাজটা। ছোকরা আনাড়ি, গাঁইয়া ভূত একটা। কিন্তু খুব স্মার্ট সাজার চেষ্টা করছিল আর বড়বড় বুলি কপচাচ্ছিল। বলছিল সে রোজানকে বিয়ে করবেই সে আমি অনুমতি দিই বা না দিই। ওর কথাগুলো যদি শুনতে, আলেক্সিয়া। হারামজাদা বিসলিটা উচিত শিক্ষাই পেয়েছে।'

আতঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করলেন আংগাস এবং আলেক্সিয়া। তাঁরা কেউই টেডির এমন মূর্তি আগে কখনো দেখেননি। তিনি অবলীলায় গল্পটা বলে যাচ্ছেন, বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই।

'ওকে গুলি করার পরে কী হলো?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন আংগাস। টেডির সিনিয়র কাউন্সেল হিসেবে সমস্ত কথাই তাঁর জানা থাকা দরকার, সে যতই বীভৎস হোক বর্ণনা।

'কিছুই হলো না,' বললেন টেডি। 'কী আর হবে? আমি গর্ত খুঁড়ে ওকে কবর দিয়ে দিই, ব্যস। ভেবেছি পুলিশ কিংবা ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ আসবে খোঁজ নিতে। কিন্তু

কেউ আসেনি।

আলেক্সিয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। *টেডির এ রূপটি আমি এতদিন দেখতে পাইনি কেন?'*

'তারপর বেচারী রক্সি অ্যাক্সিডেন্ট করল,' বললেন টেডি। 'সত্যি বলছি ওই ঘটনার পরে বিসলির কথা আমি একদমই ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু আমার মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন আংগাস।

'হ্যাঁ। এর মধ্যে কয়েক বছর চলে যায়। ঘটনাটি আমার মনে থাকার কোনো কারণও ছিল না। বিসলি মারা গেছে, তাকে কবর দেওয়া হয়েছে, গোপন কথাটি গোপনই আছে। তবে ওকে প্যাগোডার অত কাছাকাছি কবর দিয়েছিলাম বলে মনে হয় না। হয়তো দিয়েছিলাম। তবে খুব গভীর গর্ত খুঁড়েছিলাম যাতে কোনো জন্তু-জানোয়ার হামলা করতে না পারে। মাইকেল নিশ্চয় লাশটা খুঁজে পেয়ে সরিয়ে ফেলেছিল।'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া। মাইকেলকে তিনি এর মধ্যে জড়াতে দেবেন না। 'না। তাহলে ও নিশ্চয় কিছু বলত।'

নরম গলায় টেডি বললেন, 'আমার সন্দেহ রক্সির মতো ও-ও ঘড়িটি চিনতে পেরেছিল এবং দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেয়। ভুলে যেয়ো না, মাইকেল জানত বিসলিকে হুমকি দিয়েছিলে তুমি, আমি নই। আমরা তো গল্পটা সেভাবেই সাজিয়েছিলাম, তাই না?' আংগাসকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন টেডি। 'রক্সির জন্য আমরা এসব করেছিলাম। মাইকেল সম্ভবত ভেবেছিল কাজটা তোমার, আলেক্সিয়া। সে তোমাকে প্রটেক্ট করতে চাইছিল।'

আলেক্সিয়া আবার জোরে জোরে পায়চারি করতে লাগলেন। *মাইকেল সেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল আমি এ কাজ করেছি তা ভেবে চিন্তা করতে গিয়ে। ভেবেছিল আমি ঠাণ্ডা মাথায় বিসলিকে হত্যা করেছি। এ কারণেই সেদিন ওর মন ছিল বিক্ষিপ্ত এবং সে অ্যাক্সিডেন্টটা করে বসে। ও ভাবছে আমি একজন খুনী এবং ওর ভুল ভেঙে দেওয়ার এখন আর আমার কোনো সুযোগ নেই।*

আংগাস গ্রে প্রাকটিকাল হওয়ার চেষ্টা করলেন, 'ঠিক আছে, টেডি। তুমি সব কথা সরল মনে স্বীকার করলে। তোমার এই সততা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তুমি যা করেছ তার জন্য তুমি অনুতপ্ত। আদালত আশা করি ব্যাপারটি সেভাবেই দেখবেন।'

হতভম্ব দেখাল টেডিকে। 'অনুতপ্ত? আমি কেন অনুতপ্ত করতে যাব, আংগাস? আমার কর্তব্য, আমার উদ্দেশ্য হলো আমার পরিবারকে রক্ষা করা এবং ডি ভিরির সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা। এন্ড্রু বিসলি তার প্রাপ্য ফল পেয়েছে। সে আমার পরিবারকে হুমকি দিয়েছিল এবং আমি সেই হুমকিটি সরিয়ে দিয়েছি।'

আলেক্সিয়া কাঁদতে শুরু করলেন। *আমার টেডির এ কী হলো?*

'আংগাস, আমাদেরকে এক মুহূর্ত একটু একা থাকতে দেবে?' বললেন টেডি। তিনি এবং আলেক্সিয়া একা হওয়া মাত্র স্ত্রীকে তিনি জোর আলিঙ্গনে বুকে বেঁধে নিলেন। 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'কারণ তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।' ফুঁপিয়ে উঠলেন আলেক্সিয়া।

'অবশ্যই তুমি আমাকে চেনো,' বললেন টেডি। 'আমি যা করেছি সবকছুই আমার পরিবারকে প্রটেক্ট করার জন্য। আমি এন্ড্রুকে হত্যা করেছি রোজানকে রক্ষা করতে। আমি তোমার জন্যেও একজন মানুষকে খুন করেছি তুমি জানো।'

প্রথমে আলেক্সিয়া ভাবলেন তিনি ভুল শুনেছেন। 'কী?'

'আহ, ছাড়ো তো,' বললেন টেডি। 'আমাকে বলতে এসো না যে আমাকে কখনো তুমি সন্দেহ করনি।'

আলেক্সিয়ার মাথা বোঁওও করে ঘুরে উঠল। মনে হলো তিনি মাতাল হয়ে গেছেন কিংবা নেশা করেছেন, এমন দুটি অনুভূতি যার অভিজ্ঞতা গত চল্লিশ বছরে তিনি অর্জন করেননি। 'কী সন্দেহ করব, টেডি?'

টেডি তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন:

'যে আমিই খুন করেছি বিলি হ্যামলিনকে।'

আটান্ন

আলেক্সিয়ার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

'তুমি বিলিকে হত্যা করেছ?'

'করতে হয়েছিল। কাজটা আমি তোমার জন্য করেছিলাম, ডার্লিং, তুমি বুঝতে পারছ না? ও তোমার সম্মানহানি করতে চাইছিল, তুমি অতীতের যেসব জিনিস লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে সেসব স্ক্যান্ডাল এবং অতীত খুঁড়ে ও তোমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পাঁয়তারা কষছিল। আমি তা হতে দিইনি।'

শক্ত ধাতব চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন আলেক্সিয়া। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না।

'তুমি আমার অতীত জীবন জানো?'

'অবশ্যই জানি,' হাসলেন টেডি। 'সবসময়ই জানতাম।'

'তুমি ঠিক কী জানো?'

'সব কিছু। সবকিছুই আমি জানি। তুমি নিশ্চয় ভাবছ না একজন মহিলার পরিচয় না জেনেই তাকে আমি বিয়ে করব? তাহলে তো ডি ভিরি পরিবারের মান-সম্মান ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। আমি না জেনে এর মধ্যে ঢুকি কী করে? আমি জানি তোমার আসল নাম অ্যান্টোলিয়া গিলেত্তি।'

হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করলেন আলেক্সিয়া।

'আমি জানি তুমি জন্মসূত্রে আমেরিকান। যৌবনে মাদকাসক্ত ছিলে। জানি যে হ্যান্ডিমেয়ার নামে একটি ছোট ছেলের মৃত্যুর পরে তার মার্ডার ট্রায়ালের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলে। জানি বিলি হ্যামলিন ছিল তোমার লাভার।'

'থামো, প্লিজ, থামো।'

কাঁপছে আলেক্সিয়া। এত বছর ধরে তাঁর মধ্যে ভয় কাজ করছিল টেডি না জানি তাঁর অতীত জেনে ফেলেন। এই মানুষটাকে হারিয়ে ফেলার ভয় কাজ করত মনে। কিন্তু ইনি দেখি সবই জানতেন! তাহলে এতদিন খামোখাই ভয় পেয়ে আসছিলেন আলেক্সিয়া।

এতগুলো বছর ধরে আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম ওকে বোকা বানিয়ে রেখেছি ভেবে। আসলে টেডিই আমাকে বোকা বানিয়েছে। সে আমার ভেতর-বাইরের সব

খবরই রাখত। অথচ আমি ওকে একটুও চিনতে পারিনি।

'এত মন খারাপ কোরো না,' আলেক্সিয়ার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন বললেন টেডি। 'প্রথম দেখার দিনই আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই। মনে আছে তখন তুমি কোচ অ্যান্ড হর্সেস বার-এ কাজ করতে। শুরু থেকেই জানতাম আমাকে তুমি প্রথম দিকে ভালোবাসতে পারনি,' মিষ্টি হাসলেন তিনি। 'অবশ্য আমার মতো একটা ডাফারকে ভালবাসবেই বা কেন? তবে এ-ও জানতাম তোমাকে আমার পেতেই হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবার আমাকে সমর্থন দেয়নি। লেডি ডি ভিরি হিসেবে একজন বারমেইডকে তারা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি। তোমাকে বিয়ে করা থেকে কোনোকিছুই আমাকে বাধা দিতে পারত না, আলেক্সিয়া। কথাটা আমি মন থেকেই বললাম।'

টেডি আলেক্সিয়ার হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করলেন। আলেক্সিয়া না ভাবার চেষ্টা করলেন যে এই একই হাত ছুরি মেরে বিলি হ্যামলিনের কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল কিংবা এ হাতই পিস্তলের ট্রিগার চেপে তরুণ এন্ড্রু বিসলির জীবনাবসান ঘটিয়েছিল।

'তবে আমি একজন ডি ভিরি,' বলে চললেন টেডি। 'এবং এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমার জানা দরকার ছিল আমি এবং আমার পরিবার কীসের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। তাই আমি কিছু খোঁজখবর নিতে শুরু করি।'

'কীভাবে?' জানতে চাইলেন আলেক্সিয়া। এত বছর ধরে তিনি জনগণের সঙ্গে মিশছেন, একজন সাংবাদিকও তাঁর অতীত জীবনে সত্যের ধারেকাছে আসতে পারেনি। টেডি কী করে সত্যটা জানতে পারলেন অথচ আলেক্সিয়া একটুও টের পেলেন না! তিনি কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

'কতরকম রাস্তাই তো আছে,' রহস্যের গলায় বললেন টেডি।

'একটু আধটু চিহ্ন না রেখে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ বদলে ফেলা খুবই কঠিন। তাই আমি ওখান থেকে শুরুটা করি। আমার এ কথা আবিষ্কার করতে খুব বেশি সময় লাগেনি যে তুমি সবসময় আলেক্সিয়া পার্কার ছিলে না। টনি গিলেত্তির পরিচয় একবার জানার পরে বাকিটা কান টানলে মাথা আসার মতো পুরোটা হুড়মুড় করে আমার কাছে চলে এসেছিল। আমি জানতে পারি কৈশোরে তোমাকে মাদক গ্রহণ এবং শপলিফটিং এর দায়ে সাবধান করে দিয়েছিল পুলিশ। তবে এসব মারাত্মক কোনো ঘটনা নয়। তারপর আমি ক্যাম্প উইলিয়ামসের ওপর ঝুঁকে পড়ি, এবং হ্যান্ডামেয়ার মার্ডার ট্রায়াল নিয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করি। গুজব শোনা যাচ্ছিল বিলি হ্যামলিন তোমাকে বাঁচাতে বাচ্চা ছেলেটার মৃত্যুর দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তার মানে তুমি কোনো না কোনোভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলে।'

'তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কোনো কিছু কেন জিজ্ঞেস করনি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন টেডি। 'কারণ তুমি পরিষ্কার চেয়েছিলে আমি এ বিষয়টি যেন না

জানি। তাছাড়া, ওসব নিয়ে আমি মাথাও ঘামাইনি। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের বহু আগে এসব ঘটনা ঘটেছে। আমাকে যে ব্যাপারটি আকর্ষণ করেছিল তা হলো হ্যামলিন নিশ্চয় তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসত। গুজব সত্যি হলে সে সত্যি দোষটা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিল। এরকম স্যাক্রিফাইস খুব কম মানুষ করতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' সায় দিলেন আলেক্সিয়া। 'ও আমার জন্য বিরাট স্যাক্রিফাইস করেছিল।'

'আমি অনুমান করেছিলাম বিলি জেল থেকে বেরিয়ে তোমার খোঁজ করতে পারে। তাই ঠিক করি তার ওপর চোখ রাখব। আমি চাইনি ও আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট করে দিক। আমার আসলে তোমাকে হারানোর ভয় ছিল, আলেক্সিয়া। আর বিলি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সত্যি তোমার খোঁজ শুরু করে। কিন্তু কোনো কূলকিনারা না পেয়ে শেষে ক্ষান্ত দেয়। সে বিয়ে করে, ব্যবসা করে, বাচ্চার বাবা হয়। তাকে সুখী মনে হচ্ছিল। আমি আশা করেছিলাম সে এভাবেই থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা আর হলো না। তুমি হোম সেক্রেটারির পদ পেলে আর সবকিছু কেমন বদলে গেল। এক সপ্তাহ পরেই কিংসমেয়ারে এসে হাজির হলো বিলি।'

আলেক্সিয়া বললেন। 'তুমি ভেবেছিলে ও আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছে?'

'এতদিন পরে এছাড়া কেনই বা আসবে?'

'জানি না,' ম্লান গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'ওকে কথা বলার কোনো সুযোগই আমি দিইনি। তবে ওর কোনো ক্ষতি হোক তা-ও চাইনি। ঈশ্বরের দোহাই আমি ওর মৃত্যু চাইনি!'

'আস্তে, ডার্লিং,' বললেন টেডি। 'ভুলে যেয়োনা আমরা কোথায় আছি।'

আলেক্সিয়া প্রিজন সেলের নগ্ন দেয়াল আর অফিস ফার্নিচারের ওপর একবার চোখ বুলালেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ এসে টেডিকে নিয়ে যাবে, আরেকটি হত্যাকাণ্ডের জন্য পুরে রাখবে লকআপে। আর সহ্য করতে পারছেন না আলেক্সিয়া।

'হ্যামলিন যদি দূরে থাকত, নিউইয়র্কেই জীবন যাপন করত, তাহলে সব আগের মতোই চলত। কিন্তু এন্ড্রু বিসলির মতো মি. হ্যামলিনও আরেকটা সুযোগ নিতে চাইছিল। সে কী চাইছিল তা পরিষ্কার, ডার্লিং : টাকা আদায় এবং ডি ভিরি পরিবারের নাম ভূলুণ্ঠিত করা। আমি তা হতে দিতে চাইনি। বিশেষ করে আমাদের এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের পরে।'

'কিন্তু টেডি!' হতাশায় নিজের চুল খামচে ধরলেন আলেক্সিয়া। 'তুমি তো আসল ব্যাপারটা কিছুই জানতে না। এন্ড্রু যদি সত্যিই রোজানকে ভালোবাসত? বিলি হ্যামলিন হয়তো সত্যি আমার কোনো ক্ষতি করতে চায়নি। সে হয়তো অন্য কিছু আমাকে বলতে চেয়েছিল। আমার সাহায্য হয়তো তার দরকার ছিল। এ কথাগুলো কখনো ভেবে দেখেছ? ও কোনোদিন আমার কাছে টাকা চায়নি।'

'কারণ সে সুযোগই সে কখনো পায়নি।'

'ও খুব ভালো লোক ছিল,' বিষণ্ন গলায় বললেন আলেক্সিয়া।

'তোমাকে ওর খুন করার দরকার ছিল না।'

এবারে টেডি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'ওর পক্ষে সাফাই গেয়ো না। সে সাহসও দেখিও না! ও তোমাকে কোনোদিন আমার মতো ভালোবাসেনি, আলেক্সিয়া। কোনোদিন নয়। আমি এসব করেছি তোমাকে রক্ষা করার জন্য। করেছি ভালোবাসি বলেই। আমার প্রটেকশন না থাকলে তুমি কোনোদিন আজকের অবস্থানে আসতে পারতে? পারতে এখনকার মতো জীবন যাপন করতে? আমি যদি তোমার গোপন কথাগুলো গোপন না রাখতাম তাহলে কী হতো? আমি তোমাকে তৈরি করেছি, আলেক্সিয়া। আমি তোমাকে তোমার জীবন দিয়েছি।'

কথা সত্য। একথা আলেক্সিয়া বহুবার নিজে নিজে ভেবেছেন। টেডির কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই। তবে শুধু বুঝতে পারেননি ভালোবাসার মূল্য এত উঁচু দরে দিতে হবে। তাঁদের জীবনের জন্য দুটো নিরীহ প্রাণ ঝরে গেল।

'বিলির মেয়ে জেনির কী দোষ ছিল?'

টেডির চোখ সরু হয়ে এলো,' তার আবার কী হলো?'

'তুমি জানো না যে মেয়েটা মারা গেছে? তার বাবার মতো খুন হয়েছে। ডুবে মরেছে। আমি তো ভেবেছি তুমি সবই জানো।'

মাথা নাড়লেন টেডি। 'না, আমি এ কথা জানতাম না।'

'মেয়েটার ভাগ্যে যা ঘটেছে তার সঙ্গে তোমার কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না বলছ?'

'অবশ্যই কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি তো তার কথা জানলামই এইমাত্র।'

টেডি মিথ্যা কথা বলতে পারেন। তবে আলেক্সিয়ার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে টেডি যে কিছু জানেন না বলছেন তা সত্যি। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন নাকি হতাশ হবেন বুঝতে পারছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে এটাই বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে টেডি জেনি হ্যামলিনকে হত্যা করেছেন। পরিবারের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে, ন্যায় বহাল রাখতেই তো তিনি এসব খারাপ কাজ করেছেন।

'আমি দুঃখিত, আলেক্সিয়া।'

মাথা নিচু করে তাকালেন আলেক্সিয়া। টেডি এখনও তাঁর হাত ধরে আছেন। কী করবেন বুঝতে না পেরে নিজের হাত সরিয়ে নিলেন না তিনি। তবে যে হাতখানা একদা স্বস্তি এবং উষ্ণতা দিত তা এখন চিরকালের জন্য চলে গেছে।

চলে গেছে অন্য সবকিছুর মতো। আমার সন্তান, ক্যারিয়ার, দাম্পত্য জীবন; আমার ভবিষ্যতের মতো।'

ইটের পরে ইট গেঁথে যে দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি তা এক অদৃশ্য হাত, নিষ্ঠুর নিয়তির থাবায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।'

'তুমি নিশ্চয় বিলির ব্যাপারটা পুলিশকে কিছু বলোনি?'

হাত সরিয়ে নিলেন টেডি। 'না। তুমিও বলবে না। ওই মামলায় আমাদের কাউকে জড়ানোর কোনো কারণ তাদের থাকতে পারে না। এবং কোনো কারণ আমরা ওদেরকে দেবও না।'

'অবশ্যই আমাদের সত্যিটা বলা উচিত।'

'বোকার মতো কথা বলো না, আলেক্সিয়া। আমাদের পারিবারিক সম্মানের একটা ব্যাপার আছে না? এই সত্যের সঙ্গে আমাদের খ্যাতির তুলনা চলে? পুলিশ বিলির ব্যাপারটা জানতে পারলে ওরা তোমার অতীত জীবনের কথাও জেনে যাবে। তুমি কি তাই চাও?'

আলেক্সিয়া জবাব দেওয়ার আগেই খুলে গেল দরজা। দুজন কোর্ট অফিসার ভেতরে ঢুকল, পেছন পেছন আংগাস গ্রে।

'এখন যাওয়ার সময় হলো।'

ভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় আলেক্সিয়ার কাঁধে আশ্বাসের একটি হাত রাখলেন আংগাস। 'আমি কাউকে ফোন করব? আজ রাতে তোমার একা থাকা ঠিক হবে না।'

'ধন্যবাদ,' বললেন আলেক্সিয়া। 'কাউকে ফোন করে খবর দেওয়ার মতো কেউ নেই আমার।'

ঠিকই বলেছেন আলেক্সিয়া। টেডি তাঁর কাছে ছিলেন পাথরের মতো শক্ত, তাঁর রক্ষাকর্তা। কিন্তু সত্যের কর্কশ আলোয় তিনি সূর্যের আলোয় মাখনের মতো গলে গেছেন। এখন তিনি জেলখানায়। তাঁর কাছে চাইলেই যাওয়া যাবে না। মাইকেল এবং রোজান তো তাঁর জীবন থেকে হারিয়েই গেছে। আর রাজনৈতিক জীবনে প্রকৃত বন্ধু বলতে তাঁর কেউই নেই।

'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?' জিজ্ঞেস করলেন আংগাস।

বাড়ি, ভাবলেন আলেক্সিয়া। *আমার বাড়িঘর বলে কিছু আছে?*

ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন তিনি কোথায় যাবেন।

আলেক্সিয়া ডি ভিরি সোজা চলে এলেন মাইকেলের হাসপাতালে। দেখলেন মাইকেলের বিছানার পাশে, ওর নিঃসাড় হাত ধরে বসে আছে সামার মেয়ার।

আলেক্সিয়াকে দেখে সামার চমকে গেল, কারণ এরকম বিধ্বস্ত চেহারায় এ মহিলাকে আগে কখনো দেখেনি। আলেক্সিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন, একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছেন। পরনে ব্যাগি ট্রাউজার্স আর সাদা কার্ডিগান। সুন্দর চুলগুলো এলোমেলো। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, গালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

'আপনাকে ভয়ংকর লাগছে,' মন্তব্য করল সামার।

'ধন্যবাদ, সামার।'

'না মানে... আয়াম সরি। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা,' ভীষণ বিব্রতবোধ করল

সামার। 'প্লিজ, বসুন।'

'তোমাদেরকে ডিস্টার্ব করছি না তো?'

'না, না।' সামার মাইকেলের হাত ছেড়ে দিল। ছেলের হাত ধরলেন আলেক্সিয়া। বুড়ো আঙুল ঘষতে লাগলেন তালুতে।

'কোনো চেঞ্জ আছে?'

মাথা নাড়ল সামার।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে গেল। তারপর সামার বলল, 'মা বলল আপনি নাকি ভাইন ইয়ার্ডে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন আলেক্সিয়া। 'আমি এখানে থাকতে পারব না। প্রেস আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেবে না।' তিনি মাইকেলের নিশ্চল দেহের দিকে তাকালেন। 'ও কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে?'

'আমি জানি না। ওরা বলল মাইকেল নাকি কিছুই শুনতে পায় না। তবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়... ঠিক জানি না।' গভীর একটা দম নিল সামার। 'শুনলাম টেডির বিরুদ্ধে ওরা চার্জ দিয়েছে।'

'ঠিকই শুনেছ। টেডি এখন জেলে। ও কনফেস করেছে, জানো বোধহয়?'

'শুনেছি।'

'এন্ড্রুকে আমি পছন্দ করতাম না। তবে কখনো বুঝতে পারিনি টেডি ওকে এতটা ঘৃণা করে। ওভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে গুলি করার কথা ভাবা যায়!' শিউরে উঠলেন তিনি। 'আমি যে মানুষটিকে বিয়ে করেছিলাম এর সঙ্গে তার কিছুতেই মেলাতে পারছি না। ইট মেকস নো সেন্স টু মি।'

অন্যমনস্ক গলায় সামার বলল, 'আই থিংক ইট মেকস সেন্স। লোকে কাউকে প্রচণ্ড ভালোবাসলে তার জন্য উন্মাদের মতো অনেক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।'

আলেক্সিয়া ফ্যাকাশে হাসলেন। 'তুমি একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে। এখন বুঝতে পারছি মাইকেল কেন তোমার প্রেমে পড়েছিল।'

'আমি আপনার সম্পর্কে ভুল ভেবেছিলাম, আলেক্সিয়া।' দ্রুত বলে উঠল সামার। 'টেডি এবং এন্ড্রুর ব্যাপারটা আমি জানতাম না। আপনি স্বেচ্ছায় দোষটা নিয়ে নিয়েছিলেন যাতে রক্সি তার বাবাকে ঘৃণা না করে।'

'তোমার জানার কথাও নয়,' নরম গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'কেউই এ কথা জানত না।'

'আমি এরকম নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।'

'তুমি তো প্রতিদিনই এখানে আসছ, তাই না? এটাও তো নিঃস্বার্থ কাজ। আমিও এতটা করতে পারতাম না। যদিও আমি ওর মা।'

'আপনি খুব বড় চাকরি করতেন। চাইলেই কাজ ফেলে আসতে পারতেন না।'

'পারতাম এবং পারা উচিত ছিল। তবে যা গেছে গেছে। এখন রিজাইন দিয়েছি,

ওসব নিয়ে আর ভাবিও না।' আলেক্সিয়া মাইকেলের দিকে একঠায় তাকিয়ে আছেন। 'টেডির ধারণা মাইকেল প্যাগোডার জন্য গর্ত খুঁড়তে গিয়ে লাশটা পেয়ে যায় এবং আবার ওটাকে কবর দেয়। অথচ মাইকেল আমাকে প্রটেক্ট করার জন্য ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল।' তিনি অনেক কষ্টে কান্না চাপলেন। 'ও তোমাকে এই সিক্রেটটারই ইঙ্গিত দিয়েছিল। আমি এন্ড্রু বিসলিকে হত্যা করেছি এ চিন্তা আমার ছেলের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর তখনই সে অ্যাক্সিডেন্টটা করে।'

'আমরা এ কথা জানতাম না, আলেক্সিয়া।'

'রক্সি আমাকে সারাটা জীবন খারাপ ভেবে এসেছে। ওর ভুলটা শুধরে দিতে হয়তো আমি একটা সুযোগ পাব। কিন্তু মাইকেলের তো কোনোদিন জ্ঞান ফিরবে না। ওকে তো কোনোদিন সত্য কথাটা বলতে পারব না।'

আলেক্সিয়াকে জড়িয়ে ধরল সামার। তাঁর পাঁজরের প্রতিটি হাড় যেন নিজের বুকে টের পাচ্ছিল সামার।'

'ও জেগে উঠবে। আমি জানি। আপনারা একটু থাকুন। আমি একটু আসছি।'

ছেলের কাছে মাকে একা থাকার সুযোগ করে দিয়ে চলে গেল সামার। আলেক্সিয়া তখন মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

'কত যে সিক্রেট আছে রে, সোনা। কত যে মিথ্যা আছে। আর সবকিছু আমি শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমার অতীত এবং আমার ভুলগুলো থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব। কিন্তু পালাবার পথ নেই।'

মাইকেলের বুকে লাগানো যন্ত্রটি থেকে হুশশ করে বাতাস বেরিয়ে এলো। যেন সৈকতের গায়ে বাড়ি খেল ঢেউ।

'আমি অত্যন্ত, অত্যন্ত দুঃখিত, মাইকেল। প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করো।'

তার মাকে কোনো জবাব দিতে পারল না মাইকেল ডি ভিরি।

লাশের মতো নিথর দেহ নিয়ে বিছানায় পড়ে রইল সে।

পঞ্চম খণ্ড

উনষাট

ধীর গতিতে বসন্ত এলো কেপ-এ। ম্যাসাচুসেটসের বাকি অংশ যখন জীবনের রং এবং উষ্ণতায় প্রস্ফুটিত, ফেব্রুয়ারি ফুরিয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে মার্চ, ওইসময় কেপ এবং তার দ্বীপগুলোতে জীবন আঁকড়ে ধরা বুড়োর মতো ঝুলে রইল শীতকাল। শেষ বরফখণ্ডটি যখন গলে গেল, মার্থাস ভাইনইয়ার্ডে তখনও তীব্র বাতাসের চাবুক কষাচ্ছে কানাডিয়ান বাতাস। মাটি ফুঁড়ে যে দু'একটি প্রিমরোজ এবং ড্যাফোডিল বোকার মতো মাথা তুলবার চেষ্টা করেছিল, শীঘ্রি তাদের অহংকার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, দ্বীপবাসীরা হাতমোজা পরে এখনও চলাফেরা করছে, তাদের মাথায় স্কার্ফ এবং গলায় মাফলার বাঁধা। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গরমের দিন যখন অবশেষে হাজির হলো মে মাসের প্রারম্ভে, স্থানীয় মানুষজন খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল।

দীর্ঘায়িত শীত নিয়ে অবশ্য বান্ধবী লুসি মেয়ারের মতো চিন্তা ছিল না আলেক্সিয়া ডি ভিরির। তিনি মার্থা'স ভাইনইয়ার্ডে এসে গত কয়েক মাসে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। গিলবার্ট ড্রেকের ছোড়া গুলির ক্ষত সম্পূর্ণই সেরে গেছে। শুধু বুকের এক পাশে বুলেটের আধ ইঞ্চি শুকনো ক্ষতটা মনে করিয়ে দেয় তিনি একদা আততায়ীর কবলে পড়েছিলেন। তাঁর যা বয়স, এমন আঘাত সয়ে খাড়া হয়ে ওঠাই ছিল বিস্ময়কর। সেদিক থেকে তাঁকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলতে হবে। তবে ইমোশনাল পরিবর্তনগুলো তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার খতম, বিয়েটাও তাই। টেডি এখনও অক্সফোর্ডে জেল খাটছেন– অপেক্ষা করছেন বিচারে কী শাস্তি হয় তার জন্য।

আলেক্সিয়ার সঙ্গে টেডির সম্পর্কে এখনও আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। তাঁরা একে অন্যকে নিয়মিত চিঠি লেখেন, খোঁজ-খবর নেন, আবহাওয়া, বাগান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চান। বর্ণনা দেন কারাগারের দিনগুলি নিয়ে। তবে চিঠিতে কখনোই এড্রু বিসলি কিংবা বিলি হ্যামলিনের নাম উল্লেখ করা হয় না। আলেক্সিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি টেডির পাশে দাঁড়াবেন। দীর্ঘ চল্লিশটা বছর টেডি আলেক্সিয়ার গোপন কথাগুলো গোপন রেখেছেন। এখন আলেক্সিয়ার দায়িত্ব এর প্রতিদান দেওয়া। দেশ থেকে দূরে আছেন বলে বিলি কিংবা এড্রুর কথা তিনি মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারছেন, পারছেন বর্তমানের প্রতি নজর দিতে। তিনি অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে

ভাবতে চান না। যদিও জানেন টেডিকে দীর্ঘ কারাবাস বরণ করতে হবে। আর এ ভাবনাটি তাঁকে ভীত করে তোলে।

এখন থেকে আমি নতুন করে নিজের জীবন গড়ে তুলব। নতুন করে সবকিছু শুরু করব। আগেও করেছিলাম, আবার করব।

তবে কঠিন অংশটি হলো তাঁর সন্তানেরা। মাইকেলকে লন্ডনের একটি স্পেশালাইজড ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে। ডাক্তাররা আলেক্সিয়াকে আশ্বাস বাণী শোনালেও তিনি এ স্থানান্তরের অর্থ বুঝতে পারেন; মাইকেল আর সুস্থ হবে না। তাকে নিয়ে আর আশা নেই। জানেন একসময় তাঁকে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে এবং মাইকেলের লাইফ সাপোর্ট মেশিন খুলে ফেলতে হবে। তবে এখন নয়। এখনই তিনি এর জন্য প্রস্তুত নন। সামার মেয়ারের মতামতেরও একটা দাম আছে।

এদিকে রক্সির মানসিক চিকিৎসা চলছে ইংল্যান্ডের পশ্চিমের কোথাও। সঠিক লোকেশনটা জানেন না আলেক্সিয়া। তাঁকে জানানো হয়নি বলেই। মনোবিজ্ঞানীদের অর্ডার।

আমি ওকে জন্ম দিয়েছি। আলেক্সিয়ার ইচ্ছে করে চিৎকার করে ওঠেন। আমি ওকে ভালোবাসি। *আমি আমার বাচ্চাকে দেখতে পাবনা তোমরা বলার কে?* কিন্তু আলেক্সিয়া জানেন রক্সি বাচ্চা নয় এবং সে-ই আসলে তার মায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। হয়তো কিছুকালের এ বিচ্ছিন্নতা রক্সিকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। কিন্তু মেয়ের জন্য আলেক্সিয়ার বুকের মধ্যে বেদনা এবং রক্তক্ষরণ শেষ হবার নয়। এ আঘাত মিলিয়ে যাওয়ার নয়।

আলেক্সিয়ার পুরনো রাজনৈতিক জীবনের কেউই তাঁর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখেননি। পদত্যাগ করার পরে হেনরী হুইটম্যানের সঙ্গে তাঁর আর কথা হয়নি, তাঁর কোনো কলিগ কিংবা সাবেক স্টাফদের কেউ একবার যেমন করে জানতেও চায়নি তিনি কেমন আছেন। শুধু এডোয়ার্ড কিছু গসিপ ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন। ব্যস, এই-ই। কুড়ি বছর টরি পার্টির জন্য একনিষ্ঠ সেবা করার এমন ফল পাবেন, তাঁকে এভাবে পরিত্যাগ করা হবে, ভাবেননি আলেক্সিয়া। এতে তাঁর কষ্ট পাবার কথা থাকলেও ঘটেছে উল্টোটা। বরং নিজেকে স্বাধীন লাগছে।

একদিন বিকেলে লুসি মেয়ারের সঙ্গে চা খেতে খেতে হঠাৎই বিলি হ্যামলিনের প্রসঙ্গ তুললেন আলেক্সিয়া। লুসি জানে বিলি হত্যাকাণ্ডের কথা। তবে বিলির মেয়ে জেনিফারও যে গত বছর নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে সেটি সে জানত না।

আলেক্সিয়া বললেন, 'বিলি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ইংল্যান্ডে এসেছিল। আমি দেখা করিনি। ও আমাকে ওর মেয়ের ব্যাপারে কী যেন বলতে চাইছিল। আমার ধারণা ও ভয় পাচ্ছিল মেয়েটার জীবনে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।'

'তারপর তার জীবনে খারাপ কিছু ঘটল।'

'হ্যাঁ।'

'এজন্য তুমি নিজেকে দায়ী ভাবছ?'

'ঠিক দায়ী ভাবছি না। তবে বিলির কাছে আমার একটা ঋণ আছে। মনে হচ্ছে সে ঋণটা এখন শোধ করা উচিত।'

'কেন?'

'কারণ আমি তখন ওকে সাহায্য করতে পারিনি।' সরল গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'পারতাম। পারা উচিত ছিল। কিন্তু ওর ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। হয়তো ওর কথা শুনলে জেনি এখনও বেঁচে থাকত।'

'কী সব আবোল তাবোল বকছ?' বলল লুসি। 'এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আমি গত বছর জেনির মার্ডার নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এবং ওয়েস্টমিনিস্টারে এমন গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল যে ওর প্রতি আর নজর দিতে পারিনি। এখন আমার কাছে সময়ের অভাব নেই।'

লুসি আধ খাওয়া কেক সরিয়ে রাখল। 'আমি ভাবলাম তুমি এখানে এসেছ অতীত জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। বাড়ির সমস্ত ঝামেলা ভুলে যাওয়ার জন্য।'

'হ্যাঁ, ভুলে গেছি তো।' বললেন আলেক্সিয়া। 'অনেকটাই ভুলে গেছি।'

'তাহলে কেন আবার এই কীটের ঝুড়িটা খুলতে যাচ্ছ?'

'কারণ আর কেউ খুলবে না, লুস। জেনি হ্যামলিনকে যে খুন করল তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মিডিয়া কয়েকদিন হৈচৈ করার পরে চুপ মেরে গেছে। পুলিশ তো পুরোই হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি যদি সত্যটা উদ্‌ঘাটন করতে পারি, যদি বিলির মেয়ের জন্য খানিকটা ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাও করতে পারি, ভুলটা সংশোধন করতে পারব।'

'কার জন্য ভুল সংশোধন করবে?'

'বিলির জন্য যে ভুলটা করেছিলাম। আমার সন্তানদের জন্য যে ভুলগুলো করেছি তা খানিকটা হলেও সংশোধিত হবে। আমি তোমাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না, লুস। তবে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করছি মন থেকে।'

মাথা নাড়ল লুসি। আলেক্সিয়াকে সে খুব ভালো চেনে। এই মহিলা কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না।

'তুমি কিছু একটা কী করবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'পুলিশ তো কিছুই খুঁজে পায়নি। আর তুমি মার্থার ভাইনইয়ার্ডে, কম্পিউটারে বসে সব রহস্যের সমাধান করে ফেলবে ভাবছ?'

হাসলেন আলেক্সিয়া। 'না, তা ভাবছি না। সে জন্যেই আমি নিউইয়র্কে যাব।'

'নিউইয়র্কে যাবে? কবে?

'শিঘ্রি... কাল, যদি প্লেনের টিকিট জোগাড় করতে পারি।'

লুসি বলল, 'তোমার মাথাটাই আসলে খারাপ হয়ে গেছে। তুমি কিন্তু এখানে এসেছ রিল্যাক্স করতে, হারানো শক্তি ফিরে পেতে। বুনো হাঁসের পেছনে ছোটাছুটি করার জন্য নয়। বিশেষ করে এমন একটি মেয়ের জন্য যাকে তুমি কোনোদিন চোখেই দেখ নি। যে মেয়ের বাবা কিনা তোমাকে ধ্বংস করতে চাইছিল।'

'বিলি আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।' বললেন আলেক্সিয়া। 'আর আমি আমার হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছি। আমার কিছু করা দরকার, লুসি। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না?'

'পারছি। তবে সাবধানে থেকো, আলেক্সিয়া। যে দরজা একবার খুলে গেছে তা আবার সহজে বন্ধ করা যাবে না। এ মেয়ের জীবন নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে গর্ত দিয়ে কী উঠে আসবে কে জানে!'

ষাট

লন্ডনের স্যাভয় হোটেলের আমেরিকান বার-এ বসে ঘুরে বেড়ানো বিজনেস্ উওমেন আর ছিপছিপে গড়নের রসালো মায়েদেরকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে টমি লিওন। বেশিরভাগের হাতে বিয়ের আংটি, যদিও কোনার টেবিলের শরীরে চমৎকার খাঁজভাজ নিয়ে বসে থাকা কৃষ্ণকেশীর বাম হাতের আঙুলটি খালিই দেখা যাচ্ছে, এছাড়া সারা গা ভর্তি হিরের গহনা চোখ ধাঁধানো ঝিলিক দিচ্ছে।

মহিলার বয়স কত? তেত্রিশ-চৌত্রিশ! সাঁইত্রিশ-আটত্রিশও হতে পারে। খুব সূক্ষ্ম বোটক্সের কাজ তার মসৃণ ত্বকে। ডিভোর্সড। ধনবতী। হয়তো বস্তাবন্দি বাঘিনী।

টমি বড়াই করে সে নারীমন ভালো বুঝতে পারে। অন্তত এরকমই তার ধারণা। তবে এ ব্যাপারে মাইকেল ছিল ওস্তাদ, নিঃসন্দেহে। মাইকেল ডি ভিরি গন্ধ শুঁকেই যেকোনো মহিলার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো বলে দিতে পারত। নারীর কামনা, দুর্বলতা ইত্যাদি একজন মহিলার অপাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলে দেওয়া তার জন্য ছিল ডালভাত। টমি লম্বা, সোনালি চুল, পেটা শরীর, চৌকো চোয়াল এবং মায়াভরা বাদামি চোখ নিয়ে মাইকেলের মতো সুদর্শন হওয়া সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির মতো ভালো নয় তার নারী ভাগ্য। আসলে তার মধ্যে ডি ভিরির দুর্দান্ত চমকটাই অনুপস্থিত যা প্রথম দর্শনেই মাইকেলের প্রতি নারীদেরকে প্রবল আকর্ষিত করে তোলে, যেভাবে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার টেনে নেয় ধুলা, সেভাবে।

মাইকেল ডি ভিরিকে সাংঘাতিক মিস করছে টমি লিয়ন। তবে মাইকেলের জায়গায় নারী শিকার করার বিষয়টিও কম উপভোগ করছে না। টমির সঙ্গে চোখাচোখি হলো কৃষ্ণকেশীর। হাসল সে। টমিও ফিরিয়ে দিল হাসি। সে মহিলার কাছে এক গ্লাস শ্যাম্পেন পাঠাতে যাচ্ছে, এমন সময় বার-এ ঢুকল মাথা খারাপ করে দেওয়া এক সুন্দরী। তার পরনে জিনস, স্নিকার্স এবং হাল্কা সবুজ রঙের টি-শার্ট। হালকা ফুটকিযুক্ত মুখে সে কোনো মেকআপ চড়ায়নি। ত্রিশ-চল্লিশোর্ধ নারীদের ভিড়ে তাকে লাগছে শিশিরসিক্ত, সদ্য ফোটা অর্কিডের মতো। কী আশ্চর্য, এই দেবীটি দেখছি টমির দিকেই এগিয়ে আসছে।

'টমি?'

'সামার?'

মাইকেলের গার্লফ্রেন্ডকে আগে কখনো দেখেনি টমি। মেয়েটা বেশিরভাগ সময় আমেরিকা থাকে আর দেশে এলে মাইকেল তাকে যেন কম্বলে মুড়িয়ে রাখে। কারও সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। এখন টমি বুঝতে পারছে কেন মাইকেল এ কাজ করত। মাইকেলের জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে এসেছে কিন্তু এর সঙ্গে কারও তুলনাই হয় না। কামরার প্রতিটি সুন্দরী সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে সামারকে আর কটমট করে তাকাচ্ছে টমির দিকে। সামার তার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এসেছে বলে হঠাৎ খুব গর্ব হলো টমির।

'থ্যাংকস ফর সিয়িং মি,' ইউরোপীয় স্টাইলে সামার টমির দুই গালে চুমু খেল। 'আমি জানি তুমি খুব ব্যস্ত।'

'একদমই না। ইটস আ প্লেজার।' টমি তার পাশের টুলে চাপড় দিয়ে সামারকে বসার ইঙ্গিত করল। 'তুমি কী খাবে? ওয়াইন? শ্যাম্পেন?'

'ধন্যবাদ। আমি এখন কিছু খাব না।'

'ধ্যাত কী যে বলো। মাইকেল থাকলে তো ঠিকই খেতে। এসো। এক গ্লাস ক্রিস্টাল নাও।'

নাক কোঁচকাল সামার। সে ক্রিস্টাল মোটেই পছন্দ করে না। কিছু না নিলে খারাপ দেখায় ভেবে বলল, 'আমি বরং বিয়ার নেব। বাডউইজার।'

বাডউইজারের একটি বোতল কিনল টমি। সামারকে নিয়ে এগোল অপেক্ষাকৃত নির্জন একটি টেবিলের দিকে, চলার পথে হতাশ করে তুলল কৃষ্ণকেশীকে। সামারকে সরাসরি বোতল থেকে বিয়ার গলায় ঢেলে খেতে দেখে উত্তেজিত বোধ করল টমি। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল এ মাইকেলের গার্লফ্রেন্ড। অবশ্য মাইকেল আর কোনোদিনই জ্ঞান ফিরে পাবে না। এ বিষয়টি অনেক আগেই মেনে নিয়েছে টমি। সামার মেনে নিতে পেরেছে কিনা কে জানে।

'সে বলল, 'তুমি এখন তাহলে *ভ্যানিটিফেয়ার*-এ আছ?'

'ঠিক তা নয়। আমি ফ্রিল্যান্স কাজ করি। ওদের জন্যেও লিখি।'

'কী নিয়ে লিখছ?'

'লন্ডনে ধনবান রাশানদেরকে নিয়ে। তাদের অতিরিক্ত বিলাসবহুল জীবন ইত্যাদি।'

সতর্ক করে দিল টমি। 'এদের ব্যাপারে কিন্তু সাবধান। রাশান বড়লোকরা কোনোভাবেই নিজেদেরকে এক্সপোজ করতে চায় না। তুমি নিশ্চয় কাগজে পড়েছ মস্কোতে পশ্চিমা সাংবাদিকদের অনেকেই গুলি খেয়ে মরেছে।'

'আমার বিষয়টি ভিন্ন,' বলল সামার। 'তবে লন্ডনে এটা নিয়ে কাজ করছি যাতে মাইকেলের কাছাকাছি থাকা যায়।'

কটন টি-শার্ট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সামারের ভরাট বুক। সেদিকে না

তাকানোর চেষ্টা করে টমি বলল, 'তুমি এখনও প্রতিদিন হাসপাতালে যাচ্ছ?'

'নিশ্চয়।' বলল সামার। 'তোমার সঙ্গে আরও আগেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাইকেলকে লন্ডনে নিয়ে আসা, আমার নিজের জন্য নতুন ফ্ল্যাট খোঁজা, চাকরি, সব মিলে একটা ভজকট অবস্থা। তুমি বোধহয় জানো আমি ওর অ্যাক্সিডেন্টের বিষয় নিয়ে আবার নতুন করে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছি।'

'না, জানতাম না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে থুতনি ঘষল টমি। 'নতুন করে খোঁজ-খবর করার মতো কিছু আছে কি? ওটা কি সত্যি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না?'

'শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

ইস্ট লন্ডনে ডুকাটি মেকানিকের কাছে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ওকে বলল সামার। জানালো তার সন্দেহ যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মাইকেলের বাইক স্যাবোটাজ করেছিল।

অবধারিত প্রশ্নটি করে বসল টমি, 'কিন্তু কেন কেউ তা করতে যাবে?'

'তুমি হয়তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবে সে আশাতেই এসেছি,' বলল সামার। 'তুমি তো টেডিকে চেন, না?'

'বাগানে পাওয়া লাশের কথা বলছ? হুঁ,' বলল টমি। 'ওনার তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে। যদিও ব্যাপারটি এখনও ঠিক বিশ্বাস হয় না। টেডিকে সবসময় খুব নরম মনের মানুষ মনে হতো।'

'তা বটে,' টমির সঙ্গে একমত হলো সামার। 'তবে ঘটনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্যাগোডা তৈরি করতে গিয়ে মাইকেল ওখানে লাশটা খুঁজে পায় এবং আবার ওটাকে কবর দেয়।'

'ক্রাইস্ট,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের শব্দ তুলে বাতাস বেরিয়ে এলো টমির। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এবং আমি ভাবছি, মাইকেল যদি এন্ড্রু বিসলির খুন সম্পর্কে কিছু জেনে থাকে তাহলে এটার সঙ্গে তার অ্যাক্সিডেন্টের কোনো সম্বন্ধ আছে।'

'কীরকম?'

'ঠিক বলতে পারব না। তুমি হয়তো পারবে।'

ভোঁতা দেখাল টমির চেহারা।

'পার্টির দিন অস্বাভাবিক কি কিছু তোমার চোখে পড়েছিল? মাইকেল নতুন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল?'

'উল্লেখযোগ্য তেমন কেউ নয়,' বলল টমি। 'সাপ্লায়ার, ক্যাটারার, বার সাপ্লায়ার। তখন আমরা সবাই ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম।'

সামারের আপত্তি কানে না তুলে টমি আরেক রাউন্ড ড্রিংক কিনল এবং কিছু বার স্ন্যাক্সের অর্ডার দিল। সামারের গল্পটি তার আজগুবি লেগেছে। তবে এত সুন্দরী, সেক্সি একটা মেয়ে, যার অমন কোমর ছাপানো চুল আর সুঠাম লম্বা পদযুগল, একে এখনই ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না টমির।

'মাইকেল কি তোমাকে কখনো হুমকি পাবার কথা বলেছে?'

'না। কখনো না।'

'লাশটা নিয়ে কখনো কিছু বলেনি?'

'একদমই না।'

'শিওর?'

'আমি এরকম একটা কথা ভুলে যাওয়ার বান্দা নই।'

'ওর কোনো শত্রু আছে, জানো?'

'তুমি তো মাইকেলকে চেনোই। ওকে সবাই ভালোবাসত।'

'সবাই নয়। কেউ ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল। নতুবা নিরব করে দিতে। তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।'

সামার বকবক করে যাচ্ছে, ওদিকে ওর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে টমির উত্তেজনা ক্রমে বেড়েই চলছিল। সে আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না। সামারের ঘাড়ের পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল ওর নরম অধরে।

সামার এমন অবাক হয়ে গেল যে এক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না। তারপর টমিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'কী করছ তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

সেক্সুয়াল ফ্রাস্টেশন ও লজ্জার মিশ্রণের সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলো ড্রিংক নেওয়ার মাতলামি রাগান্বিত করে তুলল টমিকেও। সে বলল, 'সমস্যা কী তোমার? আমি তো তোমাকে একটা কিস করলাম মাত্র। আমি তোমাকে কিস করব না কেন?'

'তুমি আমাকে কিস করবে না কেন?' অবিশ্বাসের গলায় পুনরাবৃত্তি করল সামার।

'বুঝতে পারিনি তুমি কুমারী থাকার শপথ নিয়েছ।'

'আমি মাইকেলের প্রেমিকা, ইউ অ্যাশ-হোল, তোমার তথাকথিত বন্ধু।' কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সামার।

'হেই...' টমি একটা হাত রাখল ওর বাহুতে। 'টমি আমার বন্ধু ছিল, ঠিকাছে? আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তথাকথিত বন্ধু নয়। তবে মাইকেল এখন মৃত, সামার।'

'না, সে তা নয়!'

'হ্যাঁ, সে তাই। ক্লিনিকালি হি ইজ ডেড।' বারের সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখছে কোনার টেবিলে অভিনীত হতে থাকা দৃশ্য। টমির গলার স্বর ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে। 'মাইকেল কোমার মধ্যে আছে এবং সে কোনোদিনই জ্ঞান ফিরে পাবে না। নেভার।'

'ফাক ইউ!'

'তোমার কি ধারণা সে এটাই চাইবে?' খেঁকিয়ে উঠল টমি, সামারের বাহুতে হাতের চাপ বাড়ল। 'হিন্দু মেয়েরা যেভাবে স্বামীর সঙ্গে চিতায় আত্মাহুতি দিত তুমি তোমার সারাটা জীবন ওর জন্য সেভাবে স্যাক্রিফাইস করতে চাইছ বুঝি? তুমি যদি তাই ভেবে থাক তাহলে ওকে এখনও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারনি।'

এক ঝটকা মেরে হাত মুক্ত করে নিল সামার। পার্সটা নিয়ে দ্রুত এগোল বারের দরজায়। রাগ এবং অপমানের কান্নায় ভেসে যাচ্ছে চোখ। ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

'ও কোনো সন্ন্যাসী পুরুষ ছিল না,' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল টমি। 'তোমার প্রতিও ও বিশ্বস্ত ছিল না।'

ঘুরল সামার, অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে বলল, 'মিথ্যুক!'

'সত্যি কথাই বলছি আমি। তুমি অক্সফোর্ডে আসার এক সপ্তাহ আগে মাইকেল এক মধ্যবয়সী মহিলার কথা আমাকে বলেছিল। সে নাকি মহিলার সঙ্গে প্রেম করছে। মহিলাকে ও 'সুগার মাম্মি' বলে সম্বোধন করছিল। ওই মহিলাই মাইকেলকে ওই ছাতার বাইকটা কিনে দেয়।'

সামারের পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল।

সে ঘুরেই দিল দৌড়।

একষট্টি

NYPD-র পুলিশ চিফ হ্যারি ডুবলোভস্কি তাঁর সামনে বসা সুন্দরী মহিলাটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

মহিলা যখন তাঁকে ফোন দিয়েছিলেন তখনই তাঁর মনে হয়েছিল এ নামটি তিনি কোথাও শুনেছেন। নামে রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। অন্যরকম একটি নাম। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না হ্যারি তবে তিনি যখন 'আলেক্সিয়া ডি ভিরি' নামটি গুগলে সার্চ দিলেন, তখনই তাঁর সব কথা মনে পড়ে গেল। নয়া লৌহমানবী! হিলারী ক্লিনটনের মতো এক নারী। তাঁর স্বামীর মতোই আলেক্সিয়ার স্বামীও বিপথগামী। তবে বিল ক্লিনটনের সর্বোচ্চ অপরাধ ছিল এক মোটা তরুণ ওভাল অফিসে বসে তাঁর সঙ্গে ওরাল সেক্স করেছিল। আর টেডি ডি ভিরি খুনের দায়ে জেল খাটছেন।

হ্যারি ডুবলোভস্কি অবশ্য ভাবেননি মিসেস ডি ভিরি দেখতে এতটা আকর্ষণীয়া হবেন। হ্যারির বয়সী বেশিরভাগ নারীকেই দেখতে কদর্য বুড়ির মতো লাগে। প্লাস্টিক সার্জারি করার কারণে যাদের মুখ দেখায় মমির মতো। কিন্তু আলেক্সিয়া ডি ভিরি আক্ষরিক অর্থেই রূপবতী। গুগলের ছবিতেও তাঁকে এতটা সুন্দর লাগেনি। বায়োডাটা অনুসারে আলেক্সিয়া ষাটের ঘর পার করছেন কিন্তু দেখায় কমপক্ষে দশ বছর কম। তাঁকে অভিজাত এবং সেক্সি লাগছে। অভিজাত চেহারার নারীদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলেও চাকরি জীবনে এ ধরনের রমণীদের সংস্পর্শে খুব বেশি আসার সুযোগ হয়নি হ্যারির।

ওভারওয়েট, মধ্যবয়স্ক পুলিশ চিফকে ইতোমধ্যে মনে মনে মেপে নিয়েছেন আলেক্সিয়া। বুঝতে পেরেছেন এ লোক তেল মর্দন পছন্দ করে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একে একটু তেল মাখাবেন।

'প্রথমেই বলি চিফ ডুবলোভস্কি, আপনি আমাকে সময় দিয়ে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।'

'আরে না না কী যে বলেন!' খুশি হলেন চিফ। 'আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবো।'

'ফোনেই আপনাকে বলেছিলাম এখানে এসেছি জেনিফার হ্যামলিনের হত্যা

তদন্তে। এটি সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত কৌতূহল বলতে পারেন।'

'আপনি ভিক্টিমকে চিনতেন?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন আলেক্সিয়া। 'সে আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ছিল।'

হ্যারি ডুবলোভস্কি চেয়ার ছাড়লেন, অফিসের কিনারে একটি পুরনো আমলের ফাইল কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আজকাল সবকিছু কম্পিউটারেই থাকে,' বললেন তিনি।

'তবে আমি হার্ড কপির ভক্ত।' তিনি কেবিনেট খুলে একটি ফাইল নিয়ে এসে আলেক্সিয়ার হাতে দিলেন। আলেক্সিয়া ফাইলটি হাতে নিচ্ছেন, এই সুযোগে তাঁর আঙুলে ঘষা খেল পুলিশ চিফের মোটা মোটা আঙুল।

'আপনাকে নিশ্চয় বলতে হবে না, মিসেস ডি ভিরি, যে এটি কঠোরভাবে অফ দা রেকর্ড। আমরা সাধারণত ভিক্টিমের বন্ধু কিংবা আত্মীয়-স্বজনদেরকে মার্ডার ইনভেস্টিগেশনের কোনো তথ্য দিই না। এবং এ ঘর থেকে কিছু বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না।'

'তাতো বটেই। আপনার প্রতি আমি সত্যি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি,' আলেক্সিয়া ইতোমধ্যে ফাইলে চোখ বুলাতে শুরু করেছেন।

'আপনি কোনো সাসপেক্টকে গ্রেফতার করেননি?' বরফ শীতল নীল চোখ তুলে তাকালেন পুলিশ চিফের দিকে।

'না,' পুলিশ চিফের চেহারায় অন্ধকার ঘনাল। সত্যি বলতে কী এটা ছিল একটা হতাশাজনক কেস।'

'কীভাবে?'

'মেয়েটিকে অপহরণ করে, মৃত্যুর আগে কিছুদিন আটকে রাখা হয়। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে কোনো ক্লুই পাইনি। হত্যাকারী ছিল অত্যন্ত সাবধানী এবং চতুর। আর তার সঙ্গে নরমাল প্রোফাইলও মেলে না।'

'প্রোফাইল?'

'এরকম একটি হত্যাকাণ্ড, যেখানে এক তরুণীকে টার্গেট করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে, আমরা ভেবেছিলাম একই MO-র কাছ থেকে আমরা আরো ক্রাইমের সন্ধান পাব। আরও কিছু মেয়েকে পাব যাদের শরীর একইভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে কিংবা ডুবে মরেছে। একটা প্যাটার্নের শুরু। কিন্তু এরকম কিছু ঘটেনি। ঘটেনি বলে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, তাই না? তবে এর ফলে হ্যামলিন ইনভেস্টিগেশন নিয়ে আমরা আর কোথাও এগোতে পারিনি।'

'কোন সারকামাস্টানশিয়াল এভিডেন্স?'

কাঁধ ঝাঁকালেন হ্যারি। 'ভিক্টিম খুব সহজসরল জীবন যাপন করত।'

মাথা দোলালেন আলেক্সিয়া। তিনি জেনিফার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছেন তার জীবন ছিল একেবারেই সাদামাটা। এমনকি মেয়েটির বিরুদ্ধে ভুল

জায়গায় গাড়ি পার্ক করার অভিযোগ পর্যন্ত ছিল না।

'আর ওর বাবা?'

হ্যারির চোখ সামান্য সরু হয়ে এলো। 'তার আবার কী? আপনি কি লোকটাকে চিনতেন?'

'অনেকদিন আগে চিন-পরিচয় হয়েছিল,' দ্রুত বললেন আলেক্সিয়া। 'বললাম না আমি ওদের এক পুরনো পারিবারিক বন্ধু। শেষ যেবার যখন জেনিফারের বাবাকে দেখি, সে তার মেয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল।'

এক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের সঙ্গে কুইন্সের এক এক্স-কন এবং তার খুন হয়ে যাওয়া মেয়ের পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এটা কেমন অদ্ভুত লাগল হ্যারির কাছে। তবে তিনি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। বদলে নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'বাপটা ছিল এক এক্স-কন, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিক। লোকটা মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেত, কিছু আবার তার মেয়ের সম্পর্কে। সে চেয়েছিল আমার লোকজন যেন চেক করে দেখে।'

'চেক করে দেখেছিলেন?'

'নিশ্চয়। হুমকি বিষয়ক সমস্ত রিপোর্টই আমরা সিরিয়াসলি গ্রহণ করি। কিন্তু সে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। সবকিছুই আসলে তার মাথার মধ্যে ছিল। জেনি হ্যামলিন খুন হওয়ার এক বছর বা তারও বেশি সময় আগে এ ঘটনাগুলো ঘটে। বিশ্বাস করুন, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওসবের কোনো যোগাযোগই নেই।'

'আই সি। ওয়েল, থ্যাংক য়ু, এনিওয়ে,' ব্যালেনসিয়াগা পার্স থেকে রূপোলি রঙের একটি মন্টব্লঙ্ক কলম বের করে নিয়ে মিষ্টি হাসলেন আলেক্সিয়া। 'আমি বুঝতে পারছি তথ্যগুলো খুব সংবেদনশীল এবং আমি কপি করতে পারব না। তবে চিফ ডুবলোভস্কি, আমি যদি কিছু নোট নিই তাহলে কি আপনি খুব মাইন্ড করবেন?'

বাষট্টি

চিফ হ্যারি ডুবলোভস্কি মিথ্যা বলেননি যে জেনি হ্যামলিনের কেসের বিষয়ে তেমন তথ্য পায়নি বলে আর এগোতে পারেনি। তারা জেনি বিষয়ক সামান্য যে তথ্যটুকু পেয়েছে তা ওর সাবেক রুমমেট কেলি ডুপ্রির কাছ থেকে।

ব্রুকলিনের একটি অনুল্লিখিত জায়গায় বাস করে কেলি। সে কেলি'স নেইলস নামে ম্যানিকিওরের একটি দোকান দিয়েছে। প্রথমে আলেক্সিয়ার সঙ্গে বেশি কথাই বলতে চায়নি তিনি সাংবাদিক ভেবে পরে তাঁর পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছে।

কেলির বয়স আটাশ। মাথায় লাল চুল, ফ্যাকাশে চামড়া, নাকের ডগায় ফুটকি। তার সঙ্গে স্টারবাকস রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যা ছ'টায় দেখা করলেন আলেক্সিয়া। কেলিকে বলেছেন তিনি জেনির বান্ধবীর বান্ধবী। জেনি হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে নেমেছেন।

কেলি বলল, 'জেনিকে নিয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন? কিছু মনে করবেন না, তবে আপনাকে 'বান্ধবীর বান্ধবী' পরিচয় ঠিক মানাচ্ছে না। আপনার মতো মানুষের সঙ্গে জেনের খুব বেশি পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না।'

'আমি ওর বাবাকে চিনতাম, অনেকদিন আগে। মাঝখানে আর যোগাযোগ ছিল না। জেনিফারের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার মনে হয়েছে বিলির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সত্যটা উদ্‌ঘাটন করা উচিত। আমার ভুলও হতে পারে তবে মনে হয়েছে পুলিশ এ ব্যাপারে ঠিকমতো তদন্ত করেনি।'

তিক্ত হাসল কেলি। 'আপনি ভুল বলেননি। মিডিয়ার মতোই খারাপ পুলিশ। জেনের মার্ডার নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈচৈ চলল তারপর সব ঠাণ্ডা মেরে গেল। লোকে ভুলেই গেল জেনির কথা। পুলিশের তথাকথিত ইনভেস্টিগেশন একটা ঠাট্টা মাত্র। তারা যখন বুঝতে পারল এ জন্য লুকা দায়ী নয় তখন কেসটা ছেড়ে দিল।'

'লুকা মিনোত্তি? জেনির বয়ফ্রেন্ড?'

'ফিয়াসেঁ। রাইট। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ছেলে। লুকা জীবনে কোনোদিন একটা মাছি মেরেছে কিনা সন্দেহ। ওর ভাগ্যই বলতে হবে জেনি নিখোঁজ হওয়ার সময় ও ইটালি ছিল নইলে NYPD ওকে সোজা হাজতে নিয়ে যেত। মনেপ্রাণে চাইছিল দোষটা যেন লুকার ঘাড়েই চাপে। ওরা লুকার ব্যাপারেও আমাকে অনেক জেরা করেছে।'

আলেক্সিয়া তার আমেরিকানোতে চুমুক দিলেন। 'আর জিমি? ওকে কে হত্যা করতে পারে বলে তোমার কোনো ধারণা আছে?'

মাথা নাড়ল কেলি, 'নেই। হয়তো কোনো সাইকোর কাজ। ওর টাকাপয়সা কেউ কেড়ে নেয়নি। ওকে কেউ রেপ করেনি। কেন যে মেয়েটাকে খুন করা হলো ঈশ্বর জানেন।'

'মৃত্যুর আগে জেনির মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ করেছিলে?'

'ওর বাবাকে নিয়ে খুব কষ্ট পেত। জানেনইতো সে লন্ডনে খুন হয়ে যায়। জেনির মৃত্যুর বছরখানেক আগে।'

'জানি।' মৃদু গলায় বললেন আলেক্সিয়া, টেডির ছবিটা মন থেকে মুছে দিলেন। 'বাবা মেয়ের সম্পর্ক কি ঘনিষ্ঠ ছিল?'

'খুব। বিলি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল। জেনি ছিল তার একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে খুব ভালোবাসত বিলি। বাপকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকত মেয়ে।'

'ওর মানসিক সমস্যা নিয়ে নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল কেলি। 'হুঁ। এবং তার একাকিত্ব নিয়ে। জেনির জন্মের আগে ওর বাবা অনেকদিন জেল খেটেছে। আসল ঘটনাটা আমি জানি না তবে জেনি বলত তার বাবাকে বিনা অপরাধে জেল খাটতে হয়েছে। এর ফলে ওর বাবা পাগলের মতো হয়ে যায়। মনে আছে, মৃত্যুর কদিন আগে বিলি জেনিকে তার বাসায় ফোন করে বলেছিল তাকে নাকি ব্রিটিশ সরকার শেষ করে দিতে চাইছে। তারা তাকে নেশা খাইয়ে, প্লেনে চাপিয়ে নাকি কোথায় নিয়ে যাবে। এইসব হাবিজাবি কথা আরকী। খুব ভয় পেয়েছিল বিলি।'

কফির মগে শক্ত হলো আলেক্সিয়ার মুঠো। *বেচারী বিলি! ও আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল আর আমিও ওকে নিষ্ঠুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কেউ ওর কথা বিশ্বাস করতে চায়নি, এমনকি ওর পরিবারও নয়।*

কেলি ডুপ্রি বলে চলল, 'জেনির বাবা-মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকলেও সে ডিভোর্সের যন্ত্রণা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। তারপর ব্যবসাতেও ধস নেমেছিল। বিলির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি তাকে অকূল দরিয়ায় ফেলে দিয়ে চলে যায়।'

বিলিকে নিয়ে লেখা এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের ফাইলের কথা মনে পড়ল আলেক্সিয়ার। বিলির বিজনেস পার্টনারের নামটা আবছা মনে পড়ছে– টেস না কী যেন নাম। তবে এরা দুজন যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল জানতেন না আলেক্সিয়া।

'জেনি বলত তার বাবার ওপর অভিশাপ নেমে এসেছে। সে এদিকে তার বাবার জন্য চিন্তা করত, ওদিকে তার বাবা মেয়ের দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে থাকত। বারবারই বলত মেয়ের কোনো বিপদ হবে। আমরা এসব পাগলের প্রলাপ ভেবে পাত্তা দিতাম না। হয়তো সে সত্যি এমনকিছু জানত যা আমরা জানতাম না।'

'আমরা?' মানে?

'আমি। লুকা। জেনির বন্ধু-বান্ধব। তার মা।'

'জেনির মা বিশ্বাস করতেন না যে তার মেয়ে বিপদে আছে?'

'না। আমরা কেউই বিশ্বাস করতাম না। সে বিশ্বাস করবেই বা কেন? ভাবতাম বিলি প্রলাপ বকছে। হয়তো বা তাই করত। তবে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না বলুন– যে বছর লন্ডনে ছুরি খেয়ে মারা গেল বিলি, তার এক বছর বাদে এক সাইকোর হাতে নিহত হলো জেনি? হয়তো এমন কেউ আছে যে এ পরিবারটিকে পছন্দ করে না।'

সাতটার দিকে স্টারবাকস থেকে বেরিয়ে এলেন আলেক্সিয়া। কেলি ডুপ্রি তাঁকে জেনিফার হ্যামলিনের ফিয়াসেঁ লুকা এবং তার মা স্যাপির ঠিকানা দিয়েছে। তবে আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ আর ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া সম্ভব না। কাল সকালে যাবেন।

ইস্ট ভিলেজে, নিজের হোটেলে ফিরে এলেন আলেক্সিয়া। ভীষণ ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। শুয়ে শুয়ে মোবাইলে চেক করলেন মেসেজ। সামার মেয়ার প্রতিদিন লন্ডন থেকে তাঁকে নিয়মিত মেসেজ পাঠায়। জানায় মাইকেল কেমন আছে। সঙ্গে ছবিও দেয়। কিন্তু আজ মেসেজ কিংবা ছবি কোনোটাই নেই। সামারের মা লুসি তাঁকে দুইবার ফোন করেছিল। তবে কোনো মেসেজ দেয়নি।

আলেক্সিয়া ভাবলেন তিনি সামারকে ফোন করে খোঁজ-খবর নেবেন। তবে যখন মনে পড়ল ইংল্যান্ডে এখন ক'টা বাজে, ইচ্ছেটা উবে গেল। ক্লান্তি তাঁকে আরও পেয়ে বসল। তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল ফোন, তিনি স্বপ্নহীন, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

তেষট্টি

স্যালি হ্যামলিন সদ্য লাগানো হাইড্রেনজার চারার চারপাশের মাটি হাত দিয়ে চাপড়ে সমান করে দিল। বাগানের চারপাশে সন্তুষ্টি নিয়ে নজর বুলাল। টবাহোতে তার সমস্ত রং আর রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে বসন্ত, তিন বছর আগে ওয়েস্টচেস্টারের নিরি-বিলি শহরতলিতে এসেছে স্যালি। বাতাসে গ্রীষ্মের আগমনের গন্ধ। কুইন্সের বাড়িতে বাগান করার কোনো সুযোগই পায়নি স্যালি। যদিও বাড়ির সামনে এক চিলতে জমিতে একটি বাগান করার শখ তার চিরকালের। সে শখ এ বাড়িতে এসে খানিকটা হলেও পূরণ হয়েছে।

স্যালি দেখল এক ভদ্রমহিলা হেঁটে ওর বাড়ির দিকেই আসছেন। বেশ লম্বা তিনি, পরনে দামি ড্রেস, ঋজু হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ইনি স্থানীয় কেউ নন। স্যালির বাগানের সামনে এসে মহিলার চলার গতি মন্থর হলো। চেহারা দেখে অনুমান করা যায় ইনি কাউকে খুঁজছেন।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'আমি মিসেস স্যালি হ্যামলিন নামে একজনকে খুঁজছি।'

ব্রিটিশ উচ্চারণ শুনেই স্যালি বুঝে ফেলল রূপবতী নারীটি কে। সে নিজের প্যান্টে ধুলো-মাটি ঝেড়ে নিয়ে খাড়া হলো। বাড়িয়ে দিল হাত।

'আপনি তাকে পেয়ে গেছেন। আমিই স্যালি হ্যামলিন। ভেতরে আসুন মিসেস ডি ভিরি।'

স্যালি হ্যামলিনের বাড়িটি ঝকঝকে, তকতকে। কোথাও এক বিন্দু ময়লা নেই। আলেক্সিয়া জ্যাকেট খুলে কিচেন চেয়ারের পিঠে সাবধানে ঝুলিয়ে রাখলেন। স্যালি দুজনের জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে এলো। জেনিফারের ছবি সবখানে। রেফ্রিজারেটর, বুকশেলফ, এমনকি লিভিং রুমের টিভি সেটের ওপরেও। বিলির কোনো ছবি নেই।

বসল স্যালি। তার চোখের কোলে গভীর কালির ছাপ। মহিলা দেখতে মন্দ নয়, বয়সে আলেক্সিয়ার চেয়ে ছোটই হবে, চুলের রং চেস্টনাট-ব্রাউন, হালকা-পাতলা গড়ন, তবে শোক স্যালি হ্যামলিনের মুখে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে।

'আপনি বোধহয় বিলির ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছেন,' বলল স্যালি।

'শুনেছি সে মৃত্যুর আগে ইংল্যান্ডে গিয়ে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে খুব বিরক্ত করেছে। এজন্য আমি দুঃখিত।'

'আপনাকে এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে না।'

'সে সারাক্ষণ আপনার কথা বলত। আলেক্সিয়া ডি ভিরি এটা করেছে, আলেক্সিয়া ডি ভিরি ওটা করেছে। সে বলত সে আপনাকে খুব ভালোভাবে চেনে। কিন্তু আমার ধারণা বিলি ওর পুরনো কোনো গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আপনাকে গুলিয়ে ফেলেছিল। ও তো মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না।'

আলেক্সিয়া ভাবলেন, *এই মহিলাটি তাহলে আসল সত্য জানে না। আমার অতীত জানে না। বিলি আমাকে সবসময় রক্ষা করেছে।*

'আপনার স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে আমার এক ঝলক দেখা হয়েছিল,' বললেন আলেক্সিয়া। 'সে তখন লন্ডনে ছিল।'

'সাবেক স্বামী,' শুধরে দিল স্যালি। 'বিলির সঙ্গে আমার বহু আগে ডিভোর্স হয়ে যায়।'

'আমি আসলে সে জন্যেই এখানে এসেছি। ও ওইসময় আপনার মেয়ের সম্পর্কে কী যেন বলেছিল আমাকে। আপনার মেয়ে বিপদে আছে এইসব। কেউ তার ক্ষতি করতে পারে ইত্যাদি।'

জেনিফারের নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যালি হ্যামলিনের মুখের চেহারা বদলে গেল, চেয়ারের মধ্যে সে যেন ডুবে গেল, ঝুলে পড়ল কাঁধ। গোটা অবয়বে পরিস্ফুটিত হলো বেদনা।

'আমি সে সময় বিষয়টি তেমন সিরিয়াসভাবে নিইনি,' বললেন আলেক্সিয়া। 'তবে জেনিফারের ভাগ্যে কী ঘটেছে জানার পরে আমি... ওয়েল, আমি ভাবলাম আমার বোধহয় এ ব্যাপারে কিছু করার আছে।'

বিস্মিত দেখাল স্যালিকে। 'কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার স্বামীর ঝামেলাগুলো নিয়ে আপনি এত ভাবছেন কেন। আপনি তো বিলিকে চিনতেনই না।'

'না,' মিথ্যা বললেন আলেক্সিয়া। 'চিনতাম না। তবে ওর সঙ্গে সে সময় আমি খুব একটা ভালো ব্যবহার করিনি বলে বিবেকের দংশন একটা ছিলই। আমি এখন রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছি– আমার নিজেরও কিছু পারিবারিক সমস্যার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে– এখন বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করার সময় পেয়েছি।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। সে ভাবছিল তার মেয়ের কথা।

'জেনির বিষয়ে কিছু কথা জানতে চাই আমি, বলা যাবে?' নরম গলায় জানতে চাইলেন আলেক্সিয়া।

'নিশ্চয়।'

স্যালি একবার কথা শুরু করলে আর থামানো গেল না। আলেক্সিয়াকে সব কথা

বলল সে– জেনিফারের জন্ম থেকে ডিভোর্স পর্যন্ত। বলল ডিভোর্স জেনির ওপর কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বাপের সঙ্গে জেনির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাও বলল। বিলি সিজোফ্রেনিয়া রোগী হয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও স্বামীকে নিয়ে এখনও উষ্ণ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো আলেক্সিয়াকে অভিভূত করল।

থ্যাংক গড বিলি স্যালির মতো নিঃস্বার্থ এবং দয়ালু কাউকে বিয়ে করেছিল, আমার মতো স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে নয়। আশা করি ওরা অন্তত কিছুদিন সুখে ছিল। বিলির সেটা প্রাপ্য ছিল।

সকল কথা যখন শেষ হয়ে গেল স্যালি ওপর তলা থেকে একটা বক্স ফাইল নিয়ে এলো। তাতে বিলির পুরনো কাগজপত্র এবং ছবি বোঝাই। 'এখানে বেশিরভাগই ব্যবসায়িক কাগজপত্র। জানি না এ দিয়ে জেনির খুনের বিষয়ে আপনার কোনো সাহায্য হবে কিনা।'

ফাইলটি হাতে নিলেন আলেক্সিয়া। 'ধন্যবাদ।'

'আমার ধারণা বিলির পাগলামিগুলো শুরু হয় যখন মিলো ওকে ছেড়ে চলে যায়,' বলল স্যালি। 'মিলো বেটস ছিল ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি ছাড়া একমাত্র সত্যিকারের বন্ধু। ডিভোর্সে একটা ধাক্কা খেয়েছিল বিলি তবে মিলো যখন ওকে দেনার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যায় এবং ধসে পড়ে ব্যবসা, সেই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি আমার স্বামী। ও একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। তখন থেকেই সে কণ্ঠগুলো শুনতে শুরু করে। অদ্ভুত সব ফ্যান্টাসি তৈরি করে।'

'কী রকম ফ্যান্টাসি?'

মাথা বাড়াল স্যালি। 'সে মস্ত পাগলামি। প্রথমে বিলি বলত মিলোকে নাকি কারা ধরে নিয়ে গেছে। মিলো যে ওকে ছেড়ে চলে গেছে এটা ও বিশ্বাসই করেনি। তারপর বলতে থাকে খুন হয়েছে মিলো। অবশেষে বলতে শুরু করে ওকেও লোকে অপহরণ করেছিল কারণ ও নাকি মিলোকে খুন হতে দেখেছে। মিলোর খুনের সে প্রত্যক্ষদর্শী। তার এসব আজগুবি কথার পরিমাণ দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল। অসহ্য।'

'বিলি কি কখনো বলেছিল কারা মিলোকে ধরে নিয়ে গেছে?'

হাসল স্যালি। 'হ্যাঁ বলেছিল। 'কণ্ঠ।'

'কী?'

'কণ্ঠ। বিলি সবকিছুর জন্য ওই কণ্ঠকে দোষ দিত। আমরা সবাই জানতাম এ সবই স্রেফ ওর কল্পনা কিন্তু বিলির কাছে তা ছিল আমার আপনার মতোই বাস্তব। মিলো যেদিন শহর ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে বিলির এ পাগলামি শুরু। তারপর আর তা থামেনি। সে পুলিশকে বলেছে কণ্ঠটা নাকি ফোনে তাকে হুমকি দেয়।'

'কিন্তু সে লোকটাকে কখনো দেখেনি। শুধু গলাই শুনেছে?'

'ঠিক তাই। সিজোফ্রেনিক রোগীদের জন্য অডিটরি হ্যালুসিনেশন খুবই স্বাভাবিক বিষয়।'

'কণ্ঠটা শুনতে কী রকম সে আপনাকে কখনো বলেছে?'

আলেক্সিয়ার চোখে চোখ রাখল স্যালি। 'বলেছে কণ্ঠটি শুনতে রোবটের মতো। মেশিনের মতো। সিনথেসাইজড।'

আলেক্সিয়ার হাতের রোমগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। আরেকটি ফোন কলের কথা মনে পড়ে গেল। দু'বছর আগে চেইনি ওয়াকের বাড়িতে যে ফোনটি এসেছিল। সিনথেসাইজড একটি কণ্ঠ তাঁকে বাইবেলের বুলি শুনিয়ে হুমকি দিচ্ছিল।

আলেক্সিয়ার গলা শুকিয়ে গেল। 'কণ্ঠটি কি তাকে কখনো ধর্মীয় কোনো শ্লোক শুনিয়েছে?'

বড় বড় হয়ে গেল স্যালির চোখ। 'হ্যাঁ, শুনিয়েছে তো! আপনি কী করে জানলেন?'

আলেক্সিয়া জানেন না কী করে তিনি তাঁর ভাড়া করা গাড়ির কাছে হেঁটে পৌছালেন। ড্রাইভারের আসনে বসে নিশ্চল হয়ে রইলেন, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে।

কণ্ঠটি বিলির মাথার মধ্যে হচ্ছিল না। ওটা কাল্পনিক ছিল না। ওটা ছিল বাস্তব।

ওটা আমাকেও হুমকি দিয়েছিল।

'আর কি সম্ভব বা সত্য ছিল? মিলো বেটসের খুন? বিলি কি সত্যি তার বন্ধুকে খুন হতে দেখেছিল? আর তার মেয়েকে যেসব হুমকি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো?'

কণ্ঠটি আসলে কে খুঁজে করতে হবে আলেক্সিয়াকে। শুধু বিলি কিংবা জেনিফার হ্যামলিনের জন্য নয়, তার নিজের জন্যেও।

কারণ ওটা যে-ই হোক, তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

সে এখন আমার পেছনেও লেগেছে।

চৌষট্টি

রক্সি ডি ভিরি তার রুমের ফ্রেঞ্চ ডোর থেকে বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে দম নিল। বসন্তে সমারসেট প্রকৃত অর্থেই অপূর্ব হয়ে ওঠে। ফেয়ারমেন্ট হাউজ, যে বিলাসবহুল রিহ্যাব সেন্টারটিতে এ মুহূর্তে বসবাস করছে রক্সি এর বাগানটি দেশ সেরা। এখানে একটি কৃত্রিম দ্বীপও আছে, যেখানে রোগীরা পিকনিকে যায়, মেডিটেশনে বসে কিংবা ভোরবেলায় যোগ ব্যায়াম করে। এ যেন জেন অস্টিনের উপন্যাসের ছবির মতো বেঁচে থাকা শান্ত, সমাহিত এবং দারুণ রকম অপার্থিব।

দরজা খুলতেই উষ্ণ বাতাস ছুটে এলো ঘরে। রক্সি ক্ল্যাসিক এফএম রেডিও ধরল। এই প্রথম বাইরের জগতকে সে তার ঘরে প্রবেশ করে দিল। সামার মেয়ার ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। গত ছয় মাসে এই প্রথম কোনো বন্ধুকে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে রক্সি। সামার যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে। এজন্য ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে রক্সি।

ফেয়ারমেন্টে আসার পরে প্রথম কিছুদিন এন্ড্রুকে নিয়ে ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন দেখেছিল রক্সি। এ তথ্যাটি হজম করতে বেশ সময় লেগেছে যে তার প্রিয় বাবাটিই তার প্রেমিককে গুলি করে মেরে ফেলেছেন। রক্সি তার ভাইকে হারিয়েছে, বাবাকে হারিয়েছে, হারিয়েছে এন্ড্রুকে। গত দশ বছর ধরে সে যা যা ভালোবেসেছে সব কিছুই শেষতক মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফেয়ারমেন্টের বাইরের পৃথিবী রক্সির কাছে একটি ভীতিকর জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। এখন সামার মেয়ার এই পৃথিবী থেকে তার জন্য খবর নিয়ে আসছে। তাকে মনে করিয়ে দিতে যে একদিন তাকে ওখানেই ফিরে যেতে হবে।

'ওয়াও, রক্স, তুমি দেখছি একদম সুস্থ হয়ে গেছ।'

চুপিচুপি ঘরে ঢুকে পড়েছে সামার। সে রক্সিকে জড়িয়ে ধরল। সহজাত প্রবৃত্তিতে রক্সিও ওকে আলিঙ্গন করল।

স্বস্তিবোধ করছে রক্সি। সামারকে তার কল্পনার ভীতিকর ভিজিটর বলে মনে হচ্ছে না। ওকে পেয়ে তার বেশ ভালো লাগছে। হাসল রক্সি।

'বাইরে কী সুন্দর রোদ উঠেছে। চলো, একটু হেঁটে আসি?'

লেকের দিকে হাত পা ছড়িয়ে হাঁটছে সামার, পাশে হুইল চেয়ার নিয়ে রক্সি। ফেয়ারমেন্ট হাউসে সবাই যে যার কাজ নিজে নিজেই করে, ফলে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। রক্সির চেয়ার এখন আর কারও ঠেলে নিয়ে যেতে হয় না।

লন্ডন থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে সামার। লম্বা একটা সফর। বেশ গরম লাগছিল তখন। আর এখন ঝিরঝিরে হাওয়ায় প্রশান্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর-মন।

'এ জায়গাটা দারুণ,' বলল সামার। 'তুমি কেন এখান থেকে যেতে চাইছ না বুঝতে পারছি।'

'আমি এখানে ছুটি কাটাতে আসি নি,' একটু অসন্তুষ্ট সুরেই বলল রক্সি। 'এটা একটা হাসপাতাল। দরকার ছিল বলেই এখানে এসেছি।'

'জানি তো,' বলল সামার। 'আমি আসলে অন্য কিছু ভেবে কথাটা বলিনি।'

'সরি। আমি আসলে একটু টেন্স হয়ে আছি। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ এটা শান্তির জায়গা।'

'খুব ব্যয়বহুল বুঝি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রক্সি। 'হতে পারে। ড্যাডের ইনসিউরেন্স থেকে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। আমার কাছে এখনও কেউ কোনো বিল নিয়ে আসেনি।'

টেডির প্রসঙ্গ হঠাৎই উঠল। সামারের এখানে আসার খানিকটা উদ্দেশ্য আগামী সপ্তাহে টেডির বিচার শুরু হবে। মামলার শুনানি শুনতে আলেক্সিয়া লন্ডন আসছেন। তিনি সামারকে অনুরোধ করেছেন রক্সির সঙ্গে সে যেন একটু আগেভাগে দেখা করে। বুঝে নিতে যে রক্সি তার মার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে রাজি আছে কিনা।

সামার সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'টেডির সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ হয়েছে?'

রক্সি অন্যদিকে তাকাল। 'না।'

কিছুক্ষণ নিরবে হাঁটল ওরা। তারপর রক্সি বলল, 'আমি ওকে ক্ষমা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চাই। পারলে ভালোই হতো। কিন্তু পারব বলে মনে হয় না।' মাথা ঝাঁকাল সামার। 'বুঝতে পারছি।'

'না, তুমি বুঝতে পারনি,' বলল রক্সি। 'সে এতদিন শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেয়া আর যত্ন করার ভান করে গেছে।'

সামার সাবধানে এগোল। 'তোমার কি ধারণা উনি ভান করেছিলেন? আমার কিন্তু মনে হয় উনি তোমাকে ভালোবাসতেন, রক্সি।'

'হয়তো বা। তবে ভালোবাসাটাই যথেষ্ট নয়। সে জানত সে কী করেছে। সে আমার মার ব্যাপারে নিকৃষ্টতম বিষয়গুলো ভাবতে বাধ্য করিয়েছে, নিজের চামড়া বাঁচাতে বেচারী এন্ড্রু সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করিয়েছে। এ কেমন স্বার্থপরতা? অথচ আমি ভাবতাম আমি তাকে আমার নিজের মতোই চিনি,' ফাঁকা গলায় হাসল

রক্সি। 'থাক, এসব কথা। তোমার কথা বলো। তুমি কি আবার লেখালেখি শুরু করেছ?'

সামারের কাজকর্ম নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হলো দুজনে। তারপর অলিখিতভাবে চলে এলো মাইকেলের প্রসঙ্গ। মাইকেলের রক্ষিতা সম্পর্কে টমি লিয়ন সেদিন যে কথা বলেছিল সামারকে তা ও কাউকে বলতে পারেনি। সামার মাইকেলের হাসপাতালে গিয়ে, ওর বিছানার পাশে বসে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, ক্রুদ্ধ গলায় মাইকেলকে অভিযোগ করেছে সে কী করে তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল। কিন্তু বেচারী মাইকেল মরার মতোই পড়ে থেকেছে বিছানায়। কোনো জবাব দিতে পারেনি। সামার মাইকেলের গোপন প্রেমিকার কথা বলে রক্সির বেদনার ভার বাড়াতে চায় না। সে শুধু মাইকেলের হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা নিয়েই কথা বলল। তারপর আলেক্সিয়ার প্রসঙ্গ তুলল। জানালো গত কয়েক মাসে আলেক্সিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

'উনি আগামী সপ্তাহে এখানে আসছেন তোমার বাবার মামলার রায় শোনার জন্য,' বলল সামার। 'তোমার সঙ্গেও দেখা করবেন।'

শক্ত হয়ে গেল রক্সি। 'আই ডোন্ট থিংক দ্যাটস আ গুড আইডিয়া।'

'উনি তোমাকে খুব মিস করছেন,' বলল সামার। 'তোমার মাকে ওপরে দেখে যতটা কঠিন মনে হয় ভেতরে তিনি ততটাই নরম।'

'তুমি তো আগে কখনো এরকম ভাবতে না।'

'আমি ওনাকে ভুল বুঝেছিলাম। দেখো, রক্সি, আমি জানি উনি অনেক বড় বড় ভুল করেছেন। উনি এখন সেই ভুলগুলো শোধরাতে চান। তুমি কয়েক মিনিটের জন্যেও একটু দেখা করতে পারবে না?

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল রক্সি, 'না।'

'উনি কখনো তোমাকে আঘাত দিতে চান নি।'

'জানি আমি,' চোখে জল নিয়ে সামারের দিকে তাকাল রক্সি।

'কিন্তু সে তা করেছে। আমাকে আঘাত দিয়েছে। ঠিক আছে, মানছি সে এন্ড্রুকে তাড়িয়ে দেয়নি। তবে সে একেবারে নির্দোষ নয়, সামার। সে এখনও মিথ্যা কথা বলে চলেছে। সে সারাজীবন মিথ্যা কথা বলেছে আর আমার জীবন গড়ে উঠেছে সেই মিথ্যার ওপর। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না নিজের এবং পরিবারের সম্পর্কে যা ভাবছ শেষে যদি দেখ তা স্রেফ প্রতারণা আর কনফিউশন, তখন কেমন লাগবে!'

সামার মনে মনে বলে, আমি তোমার চেয়েও ভালো বুঝতে পারি। আমার এবং মাইকেলের সম্পর্ক নিয়ে যা ভাবতাম এখন তা দেখছি সব মিথ্যা। তবে আমি এখনও সেই মিথ্যা নিয়েই বসবাস করছি কারণ মাইকেলকে এতটাই ভালোবাসি যে ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি না।

'তোমাদের পরিবারটি কত সুন্দর, নির্ঝঞ্ঝাট,' বলে চলল রক্সি।

'লুসির মতো মা পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।'

'জানি আমি,' সায় দিল সামার।

ওরা ফিরে এলো বাড়িতে। স্টাফরা রক্সির ঘরে, ওদের জন্য চা আর ঘরে তৈরি কেক দিয়ে গেল। সামার রওনা হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলো সে রক্সিকে মাইকেলের ছবি পাঠাবে এবং ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

শহরে ফেরার পথে গাড়ি চালিয়ে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সামার। খিদেও পেয়েছে বেশ। গ্লাভ বক্সে ক্যান্ডি খুঁজতে গিয়ে সমস্ত কাগজপত্র ফেলে দিল। একটা কাগজ তুলে দেখে ওটা মাইকেলের ডুকাটির রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট। বছরখানেক আগে, টেডির সঙ্গে ডিনার করার সময় সে এই কাগজটি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিল।

যারা বাইক ডেলিভারি দিয়েছিল সেই ডিলারশিপের নাম লেখা আছে কাগজে ড্রেক মটরস। ঠিকানাও রয়েছে– সারে। যাওয়ার পথে রাস্তায় পড়বে দোকানটি।

টমি লিয়নের সঙ্গে স্যাভয় হোটেলে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে সামার রাগের চোটে মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে খোঁজ-খবর করা বাদ দিয়েছিল। তার একটা সময় মনে হচ্ছিল এ স্রেফই সময়ের অপচয়। মার অনুরোধে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেছে সামার। মাইকেল তো সামারের সঙ্গে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করেছে। সে কেন সারাক্ষণ মাইকেলের কথা ভাবতে যাবে? কী দায় পড়েছে?

টমি লিয়নের আচরণ সামারকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুললেও সে ওকে কিছু তথ্য হজম করতে বাধ্য করেছে। মাইকেল সাধু পুরুষ নয়। তবে মাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টের সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন করতে পারলেও মাইকেল তো আর ফিরে আসছে না তার জীবনে।

কিন্তু এখন যানজটের মধ্যে পড়ে, বিরক্ত হতে হতে, হাতের ডকুমেন্টের দিকে তাকিয়ে সামারের কৌতূহল আবার জেগে উঠল। যাওয়ার পথে একবার ড্রেক মোটরসে ঢুঁ মারাই যায়। কে জানে আবার কবে এদিকে আসা হবে।

পঁয়ষট্টি

আলেক্সিয়া ডি ভিরির কণ্ঠ শুনে যারপরনাই অবাক হলেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

মিসেস ডি ভিরি অফিস ত্যাগ করার কয়েক মাসের মধ্যে নিজের জীবনের দুঃস্বপ্নটির কথা বিস্মৃত হন ম্যানিং। সের্গেই মিলেস্কুর লাশ পাবার পরে পুলিশ হাউজ অব কমন্সের অন্যান্য ঝাড়ুদার এবং দারোয়ানদের জেরা করেছিল। মিলেস্কুকে রাশান মাফিয়ারা হত্যা করেছে এটি ছিল পরিষ্কার। তবে রোমানিয়ান মিলেস্কুর সঙ্গে রাশানদের কী সম্পর্ক ছিল সেটি কেউ জানতে পারেনি। আর স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের সঙ্গে তাঁকে কেউ জড়ায়ওনি।

হোম সেক্রেটারি হিসেবে কেভিন লোমাক্সের শক্তি এবং দুর্বলতা দুটিই রয়েছে। লোমাক্স এ পদটি পাবার পর পরই ট্যাক্স লেজিসলেশনটি তুলে দেন যেটি লন্ডনের ধনবান রাশান অভিজাত শ্রেণির জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি স্যার এডোয়ার্ড। হোম অফিসে লোমাক্সের আগমন তাঁকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দুটিই দিয়েছে।

আর টেলিফোনে আলেক্সিয়া ডি ভিরির কণ্ঠ সেই শান্তিটাকে ভেঙে চুরচুর করে দিল।

'ছুটির দিনে তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, এডোয়ার্ড। আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'নিশ্চয়,' বিড়বিড় করলেন স্যার এডোয়ার্ড।

'আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার। সংবেদনশীল কিছু তথ্য।'

'বলে যান।'

'মিলো বেটস নামে এক লোকের সম্পর্কে আমি সবকিছু জানতে চাই।'

রাশিয়া, লোমাক্স কিংবা মিলেস্কুর খুন সম্পর্কে আলেক্সিয়া কিছু জানতে চাইছেন না শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং।

'মিলো বেটস,' নামটা চেনা চেনা লাগছে। একটু পরেই মনে পড়ে গেল। 'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। উইলিয়াম হ্যামলিনের পার্টনার। যে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেই তো?'

আলেক্সিয়া প্রীত হলেন তবে বিস্মিত হলেন না। স্যার এডোয়ার্ড স্মৃতি ভাণ্ডার

ব্রিটিশ লাইব্রেরির চেয়েও বড়।

'ঠিক তাই। মিলো যে বছর নিখোঁজ হয় ওই বছর নিউইয়র্কে যেসব আন আইডেন্টিফায়েড বডি পাওয়া গিয়েছিল তাদেরও একটি তালিকা আমার দরকার।'

এবারে নীরবতা দীর্ঘতর হলো। আলেক্সিয়া শ্বাস চেপে রেখেছেন, অবশেষে স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিং বললেন, 'আচ্ছা দেখছি। আমি কী করতে পারি। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে?'

ওয়ানথামস্টের সেন্ট মার্টিন'স গ্যারেজের চেয়ে অনেক দৃষ্টিনন্দন ড্রেক মোটরস। ফ্রন্ট শো রুমটির মেঝে মার্বেল পাথরের, আছে ঝরনা, তলা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের মতো দেখতে রিসেপশনিস্ট এবং ঘর বোঝাই গাড়ি আর গাড়ি। সিলভার কালারের লেটেস্ট বুগাতি থেকে ওয়াইন রেড কিংবা ঝকঝকে সবুজ রঙের ভিনটেজ জাগুয়ার ও বেন্টলিরও কোনো অভাব নেই। ঘামে ভেজা টি-শার্ট, জিনস এবং স্নিকার্স পায়ে এমন ঝকঝকে শোরুমে নিজেকে বড়ই বেমানান লাগল সামারের।

'মে আই হেল্প য়ু?'

মধ্যবয়স্ক, সুদর্শন এক লোক নিখুঁত উচ্চারণে জানতে চাইল। রিসেপশনিস্টের মতো এ লোকও সামারের ক্যাজুয়াল ড্রেস দেখে নাক সিঁটকায়নি। এ বোধকরি এখানকার ম্যানেজার।

'আমার এক বন্ধুকে বছর দেড়েক আগে একটি মোটরবাইক উপহার দেওয়া হয়। আপনার গ্যারেজ থেকেই কেনা হয়েছিল। একটা ডুকাটি প্যানিগেল।'

'ওয়েল,' মসৃণ গলায় বলল ম্যানেজার। 'আমরা আসলে তেমন একটা বাইক বিক্রি করি না। ক্রেতার নাম বললে হয়তো আমি মনে করতে পারব।'

'সমস্যা ওখানেই আমার বন্ধুর নাম এবং মালিকানার সার্টিফিকেটটি আছে। তবে আমার বন্ধুকে যে কে বাইকের দাম চুকিয়েছিল ঠিক জানি না।'

সামার ম্যানেজারকে রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্টটি দিল।

'ডি ভিরি। সেই হোম সেক্রেটারির ছেলে নয়তো?'

'জ্বী। এ হোম সেক্রেটারিরই ছেলে।'

ম্যানেজারের মুখ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ছাপটা মুছে গেল। 'আপনি এটা পেলেন কী করে? আপনি কি সাংবাদিক? আপনি যদি এখানে স্ক্যান্ডাল খুঁজতে আসেন তো ভুল করেছেন। আমাদের সমস্ত পণ্য ডাবল চেক করা হয়, বুঝতে পেরেছেন?'

'আমি একজন সাংবাদিকই বটে,' লোকটার আচরণে ক্ষেপে গেল সামার। 'তবে এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। আমি মাইকেল ডি ভিরির গার্লফ্রেন্ড। এসেছিলাম কিছু তথ্য পেতে। বাইকটাতে হয়তো কোনো সমস্যা ছিল।'

'কেনার সময় কোনো সমস্যা ওতে ছিল না।'

'বাইকের দাম কে দিয়েছে সে রেকর্ড আপনাদের কাছে নেই?' ক্লান্ত গলায় বলল

সামার। 'আমি শুধু এটুকুই জানতে চাইছি।'

মেয়েটার জন্য মায়া লাগল ম্যানেজারের। এ যদি সত্যি ডি ভিরি ছোড়ার গার্লফ্রেন্ড হয়ে থাকে তাহলে বেচারী অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। 'ঠিক বলতে পারব না। থাকতেও পারে। আসুন আমার সঙ্গে।'

মার্বেল পাথরের আট্রিয়াম পার হয়ে, ভবনের এক পাশে, এক চিলতে অফিস কক্ষে প্রবেশ করল সামার ম্যানেজারের সঙ্গে। এখানে পলিয়েস্টার সুট পরা আরও বেশি গ্ল্যামারাস এক সেক্রেটারিকে দেখতে পেল কম্পিউটারের সামনে বসে আছে।

'কবে বাইকটি কেনা হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

'গত বছরের জুলাইয়ের প্রথম থেকে কুড়ি তারিখের মধ্যে,' জবাব দিল সামার।

ম্যানেজার তার সেক্রেটারির দিকে ফিরল। 'ক্যারেন, তারিখটা একটু চেক করে দেখবে? উনি পানিগেল ডুকাটি মোটর সাইকেল খুঁজছেন।'

খানিকক্ষণ কী বোর্ডে আঙুল ঠোকাঠুকি করার পরে সেক্রেটারি উজ্জ্বল মুখে বলল, 'পেয়ে গেছি। পঁচিশে জুলাই। ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে পুরো টাকা শোধ করা হয়েছে।'

আশা নিয়ে জানতে চাইল সামার। 'কে শোধ করেছে?'

আবার ঠোকাঠুকি। 'নাহ, কোনো নাম নেই। শুধু একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে আর সুইফট কোড। সিটি ব্যাংক জুরিখ।'

হতাশা দড়াম করে ঘুসি মারল সামারের পেটে।

'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

ম্যানেজার সামারকে মাইকেলের কাগজপত্রগুলো ফেরত দিল। নিচু গলায় বলল, 'খারাপ ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে।'

সামার অফিস থেকে বেরিয়ে ওর গাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো সেক্রেটারি।

'মিস! মিস!' হাঁপাচ্ছে সে। 'বাইকটা কি লাল রঙের ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল সামার, 'জ্বী।'

'মনে পড়েছে,' খুশি খুশি গলায় বলল সেক্রেটারি। 'এক মহিলা এসেছিল বাইকটি কিনতে।'

'কীরকম দেখতে?'

একটু ভেবে জবাব দিল মহিলা। 'আমেরিকান। কালো চুল। বেশ সুন্দরী।'

সামারের বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। 'বয়স কত বললেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সেক্রেটারি। 'মধ্যবয়স্কা। তরুণীও নন আবার প্রৌঢ়াও নন।'

'কিন্তু উনি নাম বলেননি?'

'না। শুধু বলেছিলেন বাইকটা উপহার দেবেন। ভেবেছিলাম তাঁর ছেলের জন্য

কিনছেন। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম, তাই না?'

সামারের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। 'একটা কলম দেবেন? আর এক টুকরো কাগজ?' সে নিজের সেলফোন নাম্বার আর ই-মেইল অ্যাড্রেস লিখে মহিলাকে দিল। 'কোন কথা মনে পড়লে, যে কোনো কিছু, দয়া করে কি আমাকে একটা ফোন দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব,' কৌতূহল নিয়ে সামারের দিকে তাকাল সেক্রেটারি।

'আচ্ছা, আপনাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো? মনে হচ্ছে কোথায় যেন আগে দেখেছি।'

'কী জানি?' কাঁধ ঝাঁকাল সামার।

'আপনি কি টিভিতে অভিনয় করেন? অভিনেত্রী?'

'আরে না না।'

'ও আচ্ছা,' হাসল মহিলা। 'গুড লাক, এনিওয়ে।' সে দ্রুত ফিরে গেল নিজের অফিসে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চাইল সামারের।

এখন বাড়ি ফেরা দরকার।

ছেষট্টি

স্টারবাকস-এ বসে এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের পাঠানো অতি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পড়ছিলেন আলেক্সিয়া।

মিলো জেমস বেটস, জন্ম ব্রন্ধসভিল নিউইয়র্ক। এলিজাবেথ (বেটসি) স্ত্রী, তিনটি সন্তান। তার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ প্রথমে দেয় তার বিজনেস পার্টনার, পরবর্তীতে তার পরিবার। অনেক দেনা রেখে গেছেন।

আচ্ছা, ভাবলেন আলেক্সিয়া, বিলিই শুধু মিলোকে নিয়ে চিন্তিত ছিল না। তার পরিবারও তার নিখোঁজ সংবাদ পুলিশে রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু চিফ ডুবলোভস্কি আমাকে সে কথা কেন বললেন না?

হ্যামলিনের দাবি মি. বেটসকে কেউ (বা কারা) অপহরণ করেছে এবং সে (হ্যামলিন) ও অপহৃত হয়েছিল এবং বেটসকে নির্যাতন করার একটি হোম মুভি দেখতে তাকে বাধ্য করা হয়। এজেন্ট ইয়োম্যান এবং রাইলি (এফবিআই) তদন্ত করেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পায়নি। বেটসের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী তাকে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে ডিভোর্স দেয় তাদেরকে একলা ফেলে রেখে চলে যাওয়ার অভিযোগে। তারপর আর পরিবারের সঙ্গে বেটসের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

আলেক্সিয়া ভাবছিলেন সুখী একজন স্বামী এবং নিবেদিত প্রাণ একজন পিতা হঠাৎ কী করে কোনো চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়ে গেল? মিলো বেটস কি তার ধারদেনা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিল? শুধুমাত্র এ কারণে সে সংসার, বন্ধু-বান্ধব, অনাত্মীয় পরিজন সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে যায়? নাকি তার জীবনে ভয়ানক কিছু ঘটেছিল?

এডোয়ার্ডের রিপোর্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি আরও সংক্ষিপ্ত।

মিলো বেটস নিখোঁজ হওয়ার বছরটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪,৫৮৭ জন অচেনা মানুষের লাশ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৯৮৫ জনের কোনো পরিচয় জানা যায়নি এক বছর পরেও। নিউইয়র্ক এলাকায় ১৯২টি লাশের কোনো পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে ১১১ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।

এই হৃদয়বিদারক তথ্যটি হজম করার জন্য এক মুহূর্ত সময় নিলেন আলেক্সিয়া। একটি শহরে শতাধিক মানুষ মারা গেছে অথবা খুন হয়েছে অথচ কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এরা প্রত্যেকেই কারও না কারও সন্তান ছিল। মাইকেলের মতো। তিনি জোর করে পড়ায় মন দিলেন।

১৭টি লাশের গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে তিনজন ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভুত।

এডোয়ার্ড তিন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মৃত্যুর কারণ লিখে দিয়েছেন। প্রথম দুজন গুলি খেয়ে মারা গেছে। তৃতীয় জন পানিতে ডুবে।

এই লোকটাই কি মিলো বেটস? বিলি যেভাবে বলেছিল, তাকে কি টর্চার করা হয়েছিল? তারপর বেচারী জেনিফারের মতো জ্যান্ত অবস্থায় হাডসন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে ডুবে মারা যায়। জেনিফারের হত্যাকারী শুধু যে মহিলাদেরকে টার্গেট করবে তা নাও হতে পারে। জেনিকে যৌন নির্যাতন করা হয়নি। অবশ্য ওই লাশটি মিলোর না-ও হতে পারে। অন্য কারোও হতে পারে। মিলো হয়তো বেঁচে আছে এবং বহালতবিয়তে বাস করছে মিয়ামিতে।

আলেক্সিয়া আজ সারাদিন আছেন নিউইয়র্কে। কাল রাতের প্লেনে তিনি লন্ডন চলে যাবেন টেডির হত্যা মামলার রায় শুনতে। তদন্ত করার জন্য তাঁর হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। স্যালি হ্যামলিন তাঁকে বিলির কিছু ব্যবসায়িক কাগজপত্র দিয়েছিল। বিলি কাদের সঙ্গে গাড়ির ব্যবসা করত তাদের নাম ঠিকানা লেখা আছে ওতে। এরা হঠাৎ করেই বিলির সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। কারণ কী? আলেক্সিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন তালিকা অনুসারে তিনি প্রথমে যাবেন কুইন্সে, জেফ উইলকসের কোম্পানিতে। এর সঙ্গেই সবচেয়ে বড় ব্যবসা ছিল বিলির। কিন্তু জেফ বিলির সঙ্গে কেন অকস্মাৎ ব্যবসা গুটিয়ে নিল সে কারণটা জানা দরকার।

কিন্তু ব্যবসা গোটানোর বিশেষ কোনো কারণ জানাল না জেফ উইলস। পঞ্চাশোর্ধ বিশাল বপুর লোকটা আলেক্সিয়া ডি ভিরির পরিচয় জানা সত্ত্বেও তাঁকে তেমন একটা পাত্তা দিল না। বলল বিলি হ্যামলিন তার স্রেফ একজন বিজনেস কনট্যাক্ট ছিল, বন্ধু নয়। তার মৃত্যুর ব্যাপারে জেফের কোনো আগ্রহ নেই এবং এ বিষয়ে সে কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলতে আরও বেশি অনাগ্রহী।

তবে লোকটার সঙ্গে কথা বলে আলেক্সিয়ার সন্দেহ হলো জেফ বাইরের কারও চাপে বিলির সঙ্গে তার চুক্তিপত্র বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু কে সেই লোক?

আলেক্সিয়া সেদিন বিলির আরও তিনজন সাবেক ক্লায়েন্ট এবং সাপ্লায়ারের সঙ্গে কথা

বললেন। তবে কারও কাছ থেকেই তেমন কোনো তথ্য পেলেন না। কেউ বলল তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বিলির সঙ্গে ব্যবসা না করার জন্য। কেউ বলল তারা ভালো অফার পাবার কারণে আর বিলির সঙ্গে ব্যবসা করেনি।

আলেক্সিয়া বিকেল পাঁচটায় ফিরে এলেন হোটেলে।

গোসল সেরে, পোশাক পরে কিছু খেয়ে নেয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছেন, এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

'তুমি কোথায়?' ভেসে এলো লুসি মেয়ারের আন্তরিক কণ্ঠস্বর। হাসলেন আলেক্সিয়া। 'তুমি জানো আমি কোথায়। নিউইয়র্কে, যে শহর কখনো নিদ্রা যায় না।'

'এখনও?'

'এখনও। কাল আমি ইংল্যান্ড যাচ্ছি।'

'আই সি। তা তোমার কেস সলভ করতে পারলে, শার্লক হোমস?'

'এখনও পারিনি। অনুসন্ধান চলছে। তোমার কী খবর?'

'তোমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখো।'

অবাক হলেন আলেক্সিয়া। 'আমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখব? এখন?'

'না, দুই সপ্তাহ পরে। ইয়েস, নাউ!'

'কিন্তু কেন?'

'আরে তাকাও না!'

আলেক্সিয়া জানালার ধারে হেঁটে গেলেন। খুললেন। নিচে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লুসি, হাসছে। এক হাতে সেল ফোন, অন্য হাতে শপিং ব্যাগ।

'ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'তুমি আমাকে কোথায় ডিনার খাওয়াবে?'

সাতষট্টি

লুসি আলেক্সিয়াকে ডিনার খেতে টেনে নিয়ে এলো ইলেন-এ।

'আমি নিউইয়র্কে কালেভদ্রে আসি। কাজেই ভালো জায়গায় না খেলে পোষায়?'

'আমার না তোমাকে ডিনার খাওয়ানোর কথা?'

'অবশ্যই। তুমিই খাওয়াচ্ছ। আমি ক্যাভিয়ার, লবস্টার, র‍্যাভিওলি আর এক বোতল পুরনো চ্যাবলিস নেব। এখন বলো এখানে তুমি কেন সারাদিন হেঁদিয়ে মরছ। তুমি না বলেছিলে মামলার রায় শুনতে যাবে না?'

'বলেছিলাম। তবে মত বদলেছি।'

'কারণ...?'

আলেক্সিয়া হোয়াইট ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিলেন। 'টেডি অনেক খারাপ কাজ করেছে। অতীতে আমিও কিছু কম করিনি। আর ও এখনও আমার স্বামী।'

'এতেই সব ঠিক হয়ে গেল?'

লুসির গলার তিক্ততার সুরটা আশা করেননি লুসি।

'না, অবশ্যই না। তবে অন্তত আমি ওকে ক্ষমা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

লুসি মেনু পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনও ওকে ভালোবাস?'

আলেক্সিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ। কথাটা হয়তো হাস্যকর শোনাবে তবে বিলি হ্যামলিনের সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নতুন করে অনেক কিছুই ভাবতে বাধ্য হয়েছি আমি।'

'তুমি বিলি হ্যামলিনের সাবেক স্ত্রী সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?' বিস্মিত দেখাল লুসিকে। 'তোমার এবং টেডির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'স্যালির সঙ্গে বিলির দশ বছর আগে ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু সে এখনও বিলিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। ইট ওয়াজ রিয়েলি টাচিং। স্যালির কথা শুনে মনে হচ্ছিল ওরা এক শরীরে দুটি মন।'

'প্লিজ,' নাটকীয় ভঙ্গিমায় চোখের মণি ঘোরাল লুসি, এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে আবার ভরে নিল।

'আমি সিরিয়াস,' বললেন আলেক্সিয়া। 'আমার তখন মনে হলো আমি আর টেডিও তো একই রকম। ও-ও আমার শরীরের একটা অংশ। আমি তো ওকে কেটে ফেলে দিতে পারি না। আর্নির জন্যেও নিশ্চয় তোমার একইরকম অনুভূতি হয়, হয় না?'

'ঠিক জানি না হয় কিনা,' উদাস গলায় বলল লুসি। 'আর্নি তো আর কোনো মানুষ খুন করে উঠোনে কবর দিয়ে রাখেনি।'

'কিন্তু যদি সে কাজটা করত? তোমার কি মনে হয় না ওকে তুমি ক্ষমা করে দিতে পারতে?'

'না,' নিষ্ঠুর শোনাল লুসির কণ্ঠ।

'এমনকি সে যদি সামারকে রক্ষার জন্য এমন কিছু করত তবুও না?'

'নো। নেভার।'

'তাই নাকি? কিন্তু তুমি কী করে জানো, লুসি? তুমি তো ওরকম পরিস্থিতিতে কখনো পড়নি।'

শ্রাগ করল লুসি। 'আমার বইতে কিছু বিষয় আছে, যা ক্ষমার বাইরে। ইটস সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এসো, খাই।

ওরা খাবারের অর্ডার দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে এলো মুড। আলেক্সিয়া নিজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানালেন লুসিকে। চিফ সেরি ডুবলোভস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ, জেনিফার হ্যামলিনের বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে কথা, যারা বিলিকে ব্যবসা থেকে বাদ দিয়েছিল সেই লোকগুলোর সঙ্গে বাতচিত ইত্যাদি কোনোকিছুই বাদ দিলেন না তিনি। অবশেষে বললেন, স্যার এডোয়ার্ড ম্যানিংয়ের মিলো বেটস সম্পর্কে তাঁকে দেওয়া তথ্যের কথা।

'বিলি সবসময়ই বলত তার পার্টনারকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটাকে সবাই তার আজগুবি কল্পনা ভেবে পাত্তা দেয়নি। পুলিশ, বিলির স্ত্রী, সকলেই।'

'কিন্তু তুমি ভিন্নরকম ভাবছ?' বরফ ঠাণ্ডা স্যাবলিসে চুমুক দিয়ে লবস্টার রেভিওলির সুস্বাদু একটি টুকরো চামচে গাঁথল লুসি।

'যে বছর মিলো বেটস অদৃশ্য হয়ে যায় সে বছর একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গের লাশ পাওয়া যায় নদীতে।'

হেসে উঠল লুসি। 'কিন্তু ওটা যে কারও লাশ হতে পারে? গৃহহীন কোনো মানুষ কিংবা ঘর পালানো কোনো ছেলে। এ শহরে প্রতি বছর কী পরিমাণ মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা আছে? এদের মধ্যে অনেকেই মারা যাচ্ছে।'

'ধারণা আছে,' বললেন আলেক্সিয়া। 'হাজারের কাছাকাছি। তবে এর অর্ধেক পুরুষ এবং মাত্র কয়েকজনের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখা গেছে। বিলি বলেছিল মিলোকে টর্চার করা হয়েছে। আর এই সাদা মানুষটাকে টর্চার করে জীবিত অবস্থায় নদীতে ফেলে দেওয়া হয় ডুবে মরার জন্য। জেনিফার হ্যামলিনের ভাগ্যেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল।'

লুসি জিজ্ঞেস করল, 'সেই লাশটা এখন কোথায়? তুমি কি ওটা পরীক্ষা করে দেখতে পারবে? DNA টেস্ট কিংবা অন্য কিছু?

'তা সম্ভব হবে না। কারণ লাশটাকে দু'বছর আগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত ওটা মিলো বেটসই ছিল, সেই একই সাইকোপ্যাথ ওকে হত্যা করেছে যার হাতে জেনিফার হ্যামলিন খুন হয়ে গিয়েছিল। বিলি যেসব কণ্ঠ শুনতে পেত তা কল্পনাপ্রসূত ছিল না। বাস্তব ছিল।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'কারণ একই লোক আমাকেও ফোন করেছিল তখন আমি হোম সেক্রেটারি ছিলাম। বিলি লন্ডনে আসার পর পরই। চেইনিওয়াকের বাড়িতে ফোন করে বাইবেল থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি করে হুমকি দিচ্ছিল। ওরা ভয়েস ডিসটর্চার ব্যবহার করেছিল। এটাকে কাকতালীয় ঘটনা বলবে?'

লুসির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে কখনো এই ফোনের কথা বলোনি।'

'বলিনি?'

'না। এ ছাড়া সবই বলেছ। এটা কেন চেপে গেলে?'

'হয়তো ব্যাপারটাকে তখন আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি,' ব্যাপারটা চুকেবুকে যাওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন আলেক্সিয়া। 'ছোটখাট সমস্ত হুমকি নিয়েও যদি রাতের ঘুম হারাম করতে হতো তাহলে আমি আর রাজনীতি করতে পারতাম না।'

'তাহলে ওই ফোনগুলো শুনে তুমি ভয় পাওনি!'

'না। হয়তো একটু পেয়েছিলাম। তবে সিরিয়াসলি নিইনি, অন্তত সেদিন পর্যন্ত নয়। যেদিন স্যালি হ্যামলিন বলল একটা কণ্ঠ নিয়ে খুব ভীত ছিল বিলি। তক্ষুণি আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ওই একই হারামজাদা আমাকেও ফোন করেছিল। বাজি ধরে বলতে পারি ওই কণ্ঠটাই আমাদের খুনীর গলা। সে এখনও আছে।'

'তোমার ধারণা সে মিলো বেটসকে হত্যা করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং জেনিফার হ্যামলিনকে?'

'ইয়েস।'

'আর বিলি? ও তো প্যাটার্নের সঙ্গে যায় না, যায় কি?'

'না,' অন্যদিকে তাকালেন আলেক্সিয়া। 'আমি জানি না বিলির কী ঘটেছিল?'

তাঁর মনের একটা অংশ চাইছে লুসিকে সত্যি কথাই বলে দিতে। যে টেডিই বিলিকে তার লন্ডনের ফ্ল্যাটে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন। লুসিকে তো তিনি সব কথাই বলেছেন।

আরেকটা ভয়ংকর সিক্রেট গোপন রেখে কী লাভ? কিন্তু লুসির কথা বলার ভঙ্গিটি ঠিক ভালো লাগছিল না আলেক্সিয়ার। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। তাছাড়া টেডিকে কথা দিয়েছিলেন বিলির ব্যাপারে কিছু বলবেন না। আর আলেক্সিয়া ডি ভিরি কথা দিলে কথা রাখেন।

লুসি প্লেটের লবস্টার সসটুকু চেটেপুটে খেল। 'তুমি কি এই নতুন তথ্যগুলো নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলে?'

আলেক্সিয়া চুপ করে রইলেন।

লুসি হাত থেকে চামচ ফেলে দিল। 'তার মানে যাওনি। আলেক্সিয়া! তুমি এইমাত্র বললে এই কণ্ঠধারী লোকটা তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। তাহলে পুলিশের কাছে গেলে না কেন?'

'কারণ আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। নো রেকর্ডিংস, নো রেকর্ডস। নাথিং। তাছাড়া পুলিশ বলেছে তারা বিলির টেস্টিমনি বিশ্বাস করে না। আর তাছাড়া কাল আমি লন্ডন চলে যাচ্ছি। আমার কাছে স্টেটমেন্ট জোগাড় এবং ইন্টারভ্যু নেওয়ার সময় নেই, বিশেষ করে যখন জানতে পারছি এসব দিয়ে আমি কোথাও এগোতে পারব না। আর আমি তো এখন চাকরি করি না। আমার কিছু হলে কারও কিছু আসবে যাবে না।'

'আমার আসবে যাবে,' রাগী গলায় বলল লুসি। 'এ ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

ওরা ডেজার্ট আনতে বলল– লুসির জন্য ঘন টফি পুডিং এবং আলেক্সিয়া চাইলেন সরবেট সিলেকশন। *ও পাখির মতো খায় বলেই এমন শুকনা,* মনে মনে বলল লুসি। কয়েক মিনিট পরে দুই বান্ধবী ঘরো আলাপে মেতে উঠল। আলেক্সিয়া বিল চুকিয়ে দিলেন। দুই নারী রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। ওরা আলাদা ট্যাক্সিতে যে যার গন্তব্যে চলে যাবে।

'একটা আশ্চর্য কথা কী জানো,' লুসিকে বললেন আলেক্সিয়া।

'আমি সবসময়ই নিজেকে বলে এসেছি টনি মারা গেছে এবং তাকে কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে এখানেই আছে।' নিজের বুকে হাত রাখলেন তিনি। 'সমস্যা ছিল। টেডি এটা জানত। সে ওকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। তারচেয়েও বড় ব্যাপার এতকিছু

জানার পরেও সে ওকে ভালোবাসত। হয়তো এ কারণেই আমি ওকে এখন ক্ষমা করে দিতে পারব। ও যা করেছে তার জন্য আমি ওকে মার্জনা করছি না। তবে আমি পাপকে ঘৃণা করার চেষ্টা করছি, পাপীকে নয়।'

একটি হলুদ ট্যাক্সি এসে থামল।

'তুমি এটায় উঠে পড়ো,' বলল লুসি, তাকে হঠাৎ করেই ভীষণ অন্যমনস্ক লাগছে, যেন বেজায় ক্লান্ত।

'কিন্তু তোমাকে তো অনেকটা পথ যেতে হবে,' বললেন আলেক্সিয়া।

'আর তোমাকে খুব ভোরের ফ্লাইট ধরতে হবে। তুমি এটা নিয়ে নাও। আমি আরেকটা নিচ্ছি।'

দুই নারী একে অন্যের গালে চুম্বন করে যে যার পথ ধরল।

আটষট্টি

লন্ডনের বিখ্যাত হাইকোর্টে টেডি ডি ভিরির বিচারের মামলার রায় ঘোষণা করলেন মাননীয় বিচারক। এন্ড্রু বিলিকে হত্যার দায়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। টেডিকে মোট কুড়ি বছর দণ্ড ভোগ করতে হবে। আলেক্সিয়া ডি ভিরির মনে পড়ল বিলিরও কুড়ি বছর দণ্ডাদেশ হয়েছিল। তিনি ভাবলেন টেডি কারাগারে বসেই মারা যাবে। *আমি আর ওর সঙ্গে একসঙ্গে ঘুমাতে পারব না। ওকে আর জড়িয়ে ধরতে পারব না।*

টেডিকে এজলাস থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আংগাস গ্রে কথা বলছেন। আলেক্সিয়া দেখতে পাচ্ছেন আইনজীবীর ঠোঁট নড়ছে তবে তিনি কী বলছেন বুঝতে পারছেন না। তিনি যেন পানির নিচে থেকে কথা বলছেন।

'মা,' রক্সির কণ্ঠে আলেক্সিয়ার সম্বিত ফিরল। 'মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি ঠিক আছ তো?'

বাবার মামলার রায় শোনার জন্য রক্সিও এসেছে। ওকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন আলেক্সিয়া। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছেন। ফটোগ্রাফাররা অবিরাম ছবি তুলছিল, সেদিকে একটুও পাত্তা দেননি। সাংবাদিকরা তাঁকে মাছির মতো ঘিরে ধরেছিল। হাজারও প্রশ্ন তাঁদের। কিন্তু কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি তিনি। শুধু আংগাস গ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন রায় ঘোষণার পরে টেডির সঙ্গে কিছুক্ষণ একাকী কথা বলার সুযোগ তিনি করে দিতে পারবেন কিনা। টেডির সঙ্গে তাঁর খুব জরুরি আলাপ আছে। আংগাস বলেছেন পারবেন।

মেয়ের কথায় মাথা দোলালেন আলেক্সিয়া। তিনি ঠিক আছেন, 'ড্যাডির সঙ্গে দেখা করতে হলে এখনই যাও,' বলল রক্সি। তার মাকে জড়িয়ে ধরল। 'যাও। আংগাস তোমাকে নিয়ে যাবে।'

সামার মেয়ার ফোন ধরল।

'হ্যালো।'

'ওহ, হাই দেয়ার। ক্যারেন বলছি।'

'ক্যারেন?'

'ক্যারেন ডেভিস। ড্রেক মোটরস থেকে। আপনি সপ্তাহখানেক আগে এখানে এসেছিলেন একটা ডুকাটির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে।'

সেই কর্কশ স্বভাবের গ্যারেজ ম্যানেজারের সেক্রেটারি। সামার ভুলেই গিয়েছিল মহিলাকে সে তার নাম্বার দিয়ে এসেছিল।

'ও, হ্যাঁ। ক্যারেন। মনে পড়েছে।'

'আপনি বলেছিলেন যে মহিলাটি বাইক কিনেছিলেন তার সম্পর্কে কোনো তথ্য পেলে আপনাকে জানাতে।'

'পেয়েছেন?' শ্বাস চাপল সামার।

'ব্যাপারটা আমার কিংবা ডেভিডের মাথায় আগে কেন এলো না বুঝতে পারছি না। সে আমার ম্যানেজার। একটু বেশিই বকর বকর করে। সে যাকগে– আমার যা মনে পড়েছিল তা বলি আমাদের শো-রুমে সিসিটিভি আছে।'

সামার বহু কষ্টে উল্লসিত চিৎকারটা গলা থেকে বেরুতে দিল না। বাহ, চমৎকার। ওই মহিলার ছবি ক্যামেরায় আছে বলছেন?'

'আছে,' বলল ক্যারেন ডেভিস। 'আমি টেপটা জোগাড় করেছি। আপনি এসে নিয়ে যেতে পারবেন?'

আদালতে মামলার রায় চলার সময় পুরো ব্যাপারটাই কেমন পরাবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল আলেক্সিয়ার কাছে। এখন টেডিকে সামনাসামনি দেখে আরও বেশি মনে হচ্ছে।

'আলেক্সিয়া, ডিয়ারেস্ট,' তিনি স্ত্রীর দুইগালে চুম্বন করলেন। 'কেমন আছ তুমি? জার্নি করে নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তবে তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।'

টেডি এমন আচরণ করছেন যেন ডিনার পার্টিতে হোস্ট তার কোনো পুরনো বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হয় না একটু আগেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তিনি।

'বসো, বসো, প্লিজ।' তিনি আলেক্সিয়ার পেছন দিকে তাকালেন আশা নিয়ে। 'রক্সি তোমার সঙ্গে আসে নি?'

'না। ও আংগাসের সাথে বাইরে আছে।' বললেন আলেক্সিয়া।

'তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ, টেডি।'

'আমি ভালোই আছি, ডার্লিং। এখন একদম ভুঁড়িটুড়ি নেই।' বললেন টেডি। 'আমার কথা ছাড়ো। তুমি কেমন আছ, মাই ডার্লিং? ভাইনইয়ার্ডের কী খবর?'

'ভাইনইয়ার্ড আগের মতোই আছে। শান্ত, সুন্দর।'

'আর নিউইয়র্কে কেমন কাটল দিন?'

আলেক্সিয়া চোখ সরু করে তাকালেন। 'আমি নিউইয়র্কে গেছিলাম তুমি কী করে জানলে?'

'আংগাস বলেছে,' বললেন টেডি। 'শুনে আমি অবাকই হয়েছিলাম। তুমি ওখানে গেছ চিঠিতে বলোনি তো কখনো। আমার ধারণা ছিল তুমি শহরটাকে পছন্দ কর না।'

'আমার একটু চেঞ্জ দরকার ছিল, 'মিথ্যা বললেন আলেক্সিয়া। জেনিফার হ্যামলিনের হত্যা তদন্তে তিনি নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন এ কথা টেডিকে জীবনেও বলবেন না তিনি। তবে যে জরুরি ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে এসেছেন সে প্রসঙ্গটি এবারে তুললেন।

'তুমি HM ক্যাপিটাল নামে কোনো কোম্পানির নাম শুনেছ?'

গতরাতে নিউইয়র্কের হোটেলে বসে কম্পিউটারে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এ কোম্পানির নামটি চোখে পড়ে যায় আলেক্সিয়ার। তিনি এটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন কারণ জানতে পারেন জেফ উইলকসসহ আরও যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিলি হ্যামলিনের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল তার সবকটির আংশিক মালিক এই HM ক্যাপিটাল। আলেক্সিয়ার মনে একটা সন্দেহ জাগে এবং তিনি খোঁজ নিয়ে এ কোম্পানির পরিচালকদের তালিকায় বিশেষ একটি নাম যখন জানতে পারেন, রীতিমতো চমকে ওঠেন। তবে এ কোম্পানির সঙ্গে বিলির গাড়ির ব্যবসায় পতনের পেছনে কী সম্পর্ক থাকতে পারে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। টেডির কাছে এসেছেন মূলত HM ক্যাপিটাল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এবং পরিষ্কার ধারণা নেয়ার জন্য।

আলেক্সিয়ার প্রশ্নে বিস্মিত দেখাল টেডিকে। 'তোমার এ প্রশ্নের মানে?'

'সে অনেক লম্বা গল্প,' ব্লাফ দিলেন আলেক্সিয়া। 'তবে জরুরি কিছু নয়। এমনি জানতে চাইছি।'

'এটি আসলে আর্নি মেয়ারের একটি শেল কোম্পানি। বলতে পার একটি ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেল।'

আলেক্সিয়ার পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। গত রাতে তিনি কোম্পানির পরিচালকদের তালিকায় আর্নি মেয়ারের নামটা দেখে ভেবেছিলেন কোথাও তাঁর একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু এখন জানা গেল শুধু পরিচালক নয়, HM ক্যাপিটালের সে প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাইমারি ইনভেস্টরও বটে। পরিচালকদের তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রফেশনাল ট্রাস্টি, লইয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, যারা ব্যবসায়ে শুল্ক বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে থাকে তাদের নামও ছিল। HM ক্যাপিটাল মানে আর্নি মেয়ার। এটি আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দিয়েছে বিলি হ্যামলিলেন ব্যবসা।

'এটা কী ইনভেস্ট করে?'

'বেড়ে ওঠা মার্কেটে ইনভেস্ট করে,' বললেন টেডি। 'তেল, গ্যাস ইত্যাদি।'

'অন্য কিছু নয়?'

'আমার জানা মতে নয়।'

'অটোমেটিভে ইনভেস্ট করে না? আমেরিকার?'

'না,' ভুরু কোঁচকালেন টেডি। 'এসব কেন জিজ্ঞেস করছ, ডার্লিং?'

'বললাম না এমনি,' হাসলেন আলেক্সিয়া। 'আমি একটা ইনভেস্ট করার চিন্তা করছিলাম, তাই। ভাবলাম তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই।'

হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন টেডি। 'আর্নিকে বোলো সে যদি এই পরিবার থেকে টাকা কামানোর ধান্ধা করে থাকে তবে আমার কাছে যেন আসে। এরকম একটা দুঃসময়ে সে তোমাকে এসব কথা বলার সাহস পায় কোত্থেকে? শুনেছি ও তারল্য সংকটে ভুগছে তাই বলে এত খারাপ অবস্থা চলছে জানতাম না।'

'প্লিজ, শান্ত হও, ডার্লিং। কেউ আমাকে কিছু চাপ দিয়ে করতে বলছে না। আসলে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত হয়নি।'

আলেক্সিয়াকে স্বস্তি দিয়ে দুজন প্রিজন গার্ড ঘরে ঢুকল। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে চলে যেতে বলল। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে আর্নি মেয়ারের কথা ভুলে গেলেন টেডি।

'আমাকে দেখতে এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

'আমি সুযোগ পেলেই তোমাকে দেখতে আসব। তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা আগে জানি।' আলেক্সিয়া আদর করে স্বামীর গালে চুমু খেলেন।

'রক্সির দিকে খেয়াল রেখো,' চলে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন টেডি।

'বলব।'

আলেক্সিয়া দেখলেন চল্লিশ বছর ধরে যে মানুষটার সঙ্গে তিনি ঘরসংসার করেছেন তাঁকে ওরা করিডোর ধরে নিয়ে গেল, চোখের আড়াল হয়ে গেলেন টেডি। কান্নার প্রবল একটা দমক এলো, বহু কষ্টে আবেগটাকে থামিয়ে রাখলেন আলেক্সিয়া। টেডির জন্য এখন তিনি কিছু করতে পারবেন না। তবে জেনিফার হ্যামলিনের খুনীকে আইনের হাতে তুলে দিতে পারবেন।

আর্নি মেয়ারের সঙ্গে বিলি হ্যামলিনের একটা যোগাযোগ ছিল। অদ্ভুত শোনালেও কথা সত্য। টেডি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আর্নি মেয়ার, আলেক্সিয়ার পড়শি এবং বন্ধু, তার শেল কোম্পানি HM ক্যাপিটালকে দিয়ে বিলির ব্যবসা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর ব্যবসার পতন ঘটলে সে ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি বিলি।

টেডি অবশ্য এ ব্যাপারটির কিছুই জানেন না। তবে একজন নিশ্চয় জানে।

লুসির সঙ্গে আমি কথা বলব।

সামার মেয়ার তাকিয়ে আছে ক্যারেন ডেভিসের কম্পিউটারের পর্দার দিকে। এমন

হতাশ লাগছে, ইচ্ছে করতে কেঁদে ফেলে।

'তাই? আপনার কাছে শুধু এই-ই আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যারেন। 'উনি খুব দ্রুত দোকানে ঢোকেন এবং বেরিয়ে যান। আপনার পরিচিত কেউ না তাহলে?'

ফুটেজ থেকে মহিলার চেহারা একদমই বোঝা যাচ্ছে না। ঝাপসা, খুবই কম রেজ্যুলেশন এবং সাদা কালো ছবি। তাও মহিলার শুধু পেছন দিকটা আর ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। সে যখন ফ্রন্ট ডেস্কে এলো তখন এক সেকেন্ডের জন্য তার মুখের একটা পাশ দেখা গেল। এছাড়া বাকি সময়টুকু তার চেহারা রইল ক্যামেরার আড়ালে।

'আমি কি ফুটেজের একটা কপি আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সামার। 'তাহলে আরও ভালো করে, খুঁটিয়ে দেখতে পেতাম।'

বাড়ির পিসিতে ছবিটা আরও পরিষ্কার দেখা যাবে বলে সামারের আশা। সেক্রেটারি ডিস্ক বের করে সামারের হাতে দেওয়ার আগে চকিতে একবার পেছন দিকটা দেখে নিল।

'আমার কাছে কোনো কপি নেই, অরিজিনালটাই আছে শুধু। এটা নিয়ে যান। কাজ শেষ হলে আবার দিয়ে যাবেন। তবে ঈশ্বরের দোহাই, এটা যেন হারিয়ে ফেলবেন না। ডেভিড জানতে পারলে আমার ছাল ছাড়াবে। সে তো চায়ইনি যে আপনাকে ফোন করি। প্রথমবার আপনার সঙ্গে কেমন বিশ্রী ব্যবহার করেছিল দেখেছেন তো?'

ডিস্কটা পকেটে পুরল সামার। 'ধন্যবাদ, ক্যারেন। চিন্তা করবেন না। আপনার জিনিস ঠিকমতো ফেরত পাবেন।'

সেই রাতে, মেস ওয়াটারের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কাউচের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে ক্যারেন ডেভিসের ফুটেজটি দেখছিল সামার। বারবারই মনে হচ্ছিল ক্রেতা মহিলাটিকে সে আগে যেন কোথায় দেখেছে। মহিলার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট এবং সুয়েটার। মাথায় স্কার্ফ। সে কি চেহারা লুকাতে স্কার্ফ পরেছে? সামার তীক্ষ্ণ চোখে চেহারাটা লক্ষ করতে লাগল। একটু পরে ও ভয়ানক চমকে উঠল।

ওহ মাই গড, আমি জানি।

একে আমি তো চিনি।

এ মাইকেলের লাভার। যে মহিলা মাইকেলকে বাইক কিনে দিয়েছিল।

যে মহিলা মাইকেল এবং সামারের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।

এক সেকেন্ডের জন্য সন্তুষ্টিবোধ করল সামার। সে ধাঁধাটির সমাধান করে ফেলেছে। কিন্তু সত্যটি এতটাই অপ্রত্যাশিত যে ওর কান্না এসে গেল। ও অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল।

টেডির শুনানির দু'দিন বাদে আলেক্সিয়া আমেরিকা ফিরে গেলেন। খুব ভোরে ফ্লাইট ছিল বলে এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের ভিড় ছিল না। শুধু রক্সি এসেছিল আলেক্সিয়াকে সি-অফ করতে। মায়ের সঙ্গে মেয়ের আবার সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

'আমি আবার ফিরে আসব, সোনা,' আলেক্সিয়া বললেন রক্সিকে।

'লুসির সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। তবে সেসব কথা সারতে বেশি সময় লাগবে না। তারপর তুমি আর আমি মিলে ভবিষ্যতের একটি প্ল্যান করব।'

বিমানে, প্রথম শ্রেণির আসনে বসে অবশেষে রিল্যাক্স বোধ করলেন আলক্সিয়া।

কাল লুসির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। আর্নি মেয়ারের আসল কথাটি লুসি জানে। লুসি আলেক্সিয়াকে প্রকাশ করবে সে সত্য। কারণ লুসি আলেক্সিয়াকে বিশ্বাস করে।

ওঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করেন।

উনসত্তর

এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমানটির জানালার কাছে মুখ ঠেসে ধরল সামার। নিচে মার্থা'স ভাইনইয়ার্ডের রেখা ফুটে উঠল। প্রায় নিখুঁত একটি ত্রিভুজ, পায়ের কাছে মাথা কুটে মরছে অতলান্ত আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ, দু'পাশে নানটুকেট এবং ভাইনইয়ার্ড সাউন্ডস নিয়ে অপূর্ব সুন্দর একটি দ্বীপ। শান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। প্লেন নিচে নামতে শুরু করেছে, দ্বীপ ঘিরে পুতুলের বাড়ির মতো সাদা ক্ল্যাপবোর্ডের বাড়িঘরগুলো ক্রমে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। নীল জল নিয়ে ঝলমলে সুইমিংপুল, যেন সবুজ উঠোনের মাঝখানে চৌকোনা নীলকান্তমণি। সবকিছুই সুবিন্যস্ত, গোছানো এবং নিরাপদ যেন সামারের ভেতরকার বিক্ষুব্ধ অবস্থাটাকে ব্যঙ্গ করছে।

ছেলেবেলা থেকেই সিঙ্গল ইঞ্জিনের এই প্লেনে বোস্টন থেকে এখানে যাতায়াতে অভ্যস্ত সামার। দ্বীপের প্রথম ঝলকটি সবসময়ই চমকপ্রদ এবং উত্তেজক, গরমের ছুটির অভিযানের শুরুর ইঙ্গিত দেয়। ওইসব দিনগুলোতে সামার ছিল ভীষণই লাজুক একটি মেয়ে হস্তিনী, কথা বলতে গেলে জড়িয়ে আসে জিভ, কারও সঙ্গে মিশতে পারে না। তবে তার মা তার জন্য শৈশবটি করে তুলেছিল স্বপ্নের মতো। সবসময় মাকে কাছে পেয়েছে সামার, মা তাকে উৎসাহ যুগিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, তার ভেতরে জাগিয়ে তুলেছে আত্মবিশ্বাস। লুসি মেয়ার ছিল সেইরকম একজন মা যেরকম মায়ের স্বপ্নই দেখে বাচ্চারা।

লন্ডন থেকে দীর্ঘ যাত্রায় এ নিয়ে শতাধিকবার ভিজে উঠল সামারের চোখ।

সে কী করে পারল? কী করে পারল এমন কাজ করতে?

ড্রেক মোটরের সিসিটিভির ফুটেজের মহিলাটিকে যখন প্রথম নিজের মা বলে চিনতে পেরেছিল সামার, স্বাভাবিকভাবেই নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়নি তার। কিন্তু মহিলার হাঁটার ভঙ্গি, বডি ল্যাংগুয়েজ এবং হাত নাড়ানো সবকিছুই লুসি মেয়ারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজের মা মাইকেলের সঙ্গে প্রেম করছিল, এ ব্যাপারটা কিছুতেই হজম করতে পারছিল না সামার। পরে ক্যারেন ডেভিস তাকে মাইকেলের ডুকাটি কেনার টাকা যে ব্যাংক থেকে শোধ করা হয়েছিল তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলে

এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়ে যায় সামার যে সত্যি তার মা মাইকেলকে বাইকটি কিনে দিয়েছিল।

লুসিই তাহলে মাইকেলের মিস্ট্রেস।

লুসি কি মাইকেলকে হত্যা করতে চেয়েছিল? সে কি প্যানিগেল বাইকের ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিল?

একটা জোর ঝাঁকুনি খেতে বাস্তবে ফিরে এলো সামার।

আমরা ল্যান্ড করেছি।

সিট বেল্ট খুলে, চোখ মুছে নিল সামার। তার ভীষণ রাগ হচ্ছে। তার মা এমন কাজ করার সাহস পেল কীভাবে? মাইকেলেরই বা এত সাহস কী করে হয়। মাইকেলের বিশ্বাসঘাতকতা সামারকে ভীষণ আহত করেছে তবে তার মায়ের আচরণ আরও বেশি। লুসি কি বুঝতে পারেনি সামার এখন সব হারিয়েছে? শুধু মাইকেল কিংবা তাকে নিয়ে নতুন পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্নই নয়, নিজের পুরনো পরিবারটিকেও হারিয়েছে সামার। তার শৈশবের সকল সুখস্মৃতি এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে, হয়ে গেছে নিঃশেষ। এরচেয়ে লুসি যদি সামারের একটি হাত কেটে ফেলত কিংবা মুখে এসিড ছুড়ে মারত তবু এতটা যন্ত্রণা পোহাতে হতো না ওকে।

সামার ঠিক করেছে প্রথমে বাবাকে বলবে সব কথা। আর্নিকে ফুটেজটা দেখাবে, দেখাবে লুসি কীভাবে তার টাকা ট্রান্সফার করেছে, জানাবে তার সতী সাধ্বী স্ত্রীটি একটি আস্ত মিথ্যাবাদী, একজন ব্যাভিচারিণী, একটা প্রতারক এবং একজন খুনী!

এখানে এসেই থেমে যেতে হয় সামারকে। লুসি মাইকেলের বাইক স্যাবোটাজ করে সত্যি তাকে খুন করতে চেয়েছিল কিনা এ নিয়ে নিজেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে ও। মাইকেলকে সে মারতে চাইবে কোন যুক্তিতে? সবকিছু বাদ থাক, মাইকেল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছেলে। লুসি মাইকেলকে ছোটবেলা থেকে জানে। তাছাড়া সেন্ট মার্টিনস গ্যারেজের মেকানিকও নিশ্চিত নয় ডুকার্টির ব্রেক টেম্পার করা হয়েছিল কিনা। ওটা সত্যি অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। সত্যটা কেবল জানে সামারের মা। কিন্তু তার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি কি আছে সামারের? গত বারো ঘণ্টা ধরে এ কথাটাই ভেবে আসছে ও। এখনও জানে না কথাটা কীভাবে শুরু করবে।

মা, আমি জানি তুমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে ফাকিং করছিলে।

মা, তুমি কি মাইকেলকে খুন করতে চেয়েছিলে?

এ সবই বড্ড পরাবাস্তব।

একটা ঘোরের মধ্যে টারমাক ধরে হেঁটে এলো সামার। চলে এলো আরাইভাল টার্মিনালে। বৈদ্যুতিক ডাবল ডোর হুউউশ শব্দে খুলে গেল এবং সামার নিজেকে আবিষ্কার করল শত শত হাসিখুশি মানুষের মাঝে। সকলের পরনে ভাইনইয়ার্ড ইউনিফর্ম অথবা খাকি শর্টস। তারা তাদের বন্ধু বান্ধব কিংবা আত্মীয়-পরিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। ভিড়ের ওপর চোখ বুলাল সামার। তার বাবাকে কোথাও দেখতে

পেল না। তবে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হেঁটে যেতেই চোখে পড়ল আর্নিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছেন টার্মিনালের দিকে। সামারের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর ছোটার গতি মন্থর হয়ে এলো, হেঁটে এসে ভল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে।

'সরি, বেবি।'

আর্নির গা দিয়ে আফটার শেভ, কফি এবং সিগারের গন্ধ আসছে– বাবার গন্ধ। চেষ্টা করেও চোখের জল ঠেকাতে পারল না সামার।

'তুমি এসেছ বলে বড্ড খুশি হয়েছি,' রুমাল দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছলেন আর্নি। 'তবে মাকে বোলো না যেন আমি আসতে দেরি করে ফেলেছি।'

সে মুহূর্তে সামার বুঝতে পারল *আমি বাবাকে কিছু বলতে পারব না। অন্তত মার সঙ্গে কথা বলার আগ পর্যন্ত নয়। আমি আসল সত্যটা না জানা পর্যন্ত নয়। নইলে বাবা আঘাত পেয়ে একদম শেষ হয়ে যাবে।*

'হাই ড্যাড, ইটস গুড টু সি ইউ টু।' সামারের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় ঝরছে অশ্রু।

আতঙ্কিত দেখাল আর্নিকে। 'কী হয়েছে রে, মা?'

'কিছু হয়নি। তোমাদেরকে খুব মিস করছিলাম।'

'সোনা আমার, মা এবং আমিও তোমাকে বড্ড মিস করছিলাম। যাকগে, এখন তো বাড়ি এসে পড়েছ। আর কান্নাকাটি করে না। এসো।' আর্নি একহাতে সামারের সুটকেস তুলে নিয়ে অন্য হাতে মেয়ের হাত ধরলেন। 'জীপটা বাইরে আছে। চলো, বাড়ি যাই।'

সত্তর

লুসির বড়সড় রুকস্যাকের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকালেন আলেক্সিয়া।

'ওর মধ্যে কী? উত্তর মেরুতে যাত্রা করছ নাকি?'

'পিকনিকে যাচ্ছি,' বলল লুসি।

'কার জন্য? হামলাকারী আর্মির বিরুদ্ধে?'

'খাওয়ার সময় কিছু জিনিসপত্র কিনে নেব। এ জন্যেই বড় রুকস্যাক নিয়েছি।'

আলেক্সিয়া গত রাতে দ্বীপে পৌঁছেছেন। এখনও জেটল্যাগে ভুগছেন। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। ইংল্যাণ্ডে বসে মনে হয়েছিল সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। তিনি ভাইনইয়ার্ডে এসে লুসিকে বলবেন নিউইয়র্কে কী আবিষ্কার করেছেন- আর্নির কোম্পানি, HM ক্যাপিটাল, বলবেন বিলিকে ব্যবসা গোটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। লুসিকে জিজ্ঞেস করলেন সে এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা। ব্যস।

না, ব্যস নয়। এখন, এখানে লুসির কাছে এসে মনে হচ্ছে কাজটা কঠিনই হবে। কারণ তিনি লুসির স্বামী আর্নিকে নিয়ে কথা বলবেন। যে মানুষটিকে লুসি ভালোবাসে। এ লোকটিকে আলেক্সিয়াও পছন্দ করেন। জানেন ব্যবসায়ী হিসেবে আর্নি বেশ কঠিন। তবে একে সাইকোপ্যাথ হিসেবে ভাবতে তাঁর কষ্ট হয়, তিনি এও ভাবতে চান না এ লোকটি কণ্ঠস্বর বিকৃত করে তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন, নিরীহ মানুষজন অপহরণ করার পরে তাঁদেরকে মেরে ফেলেছেন। কিন্তু গত বছর নিজের স্বামীর আসল চেহারাটি জানার পরে আর নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না আলেক্সিয়া।

আমি ওকে কোনো ব্যাপারে অভিযোগ করব না। শুধু ফ্যাক্টগুলো তুলে ধরব লুসির কাছে।

তিনি দেখলেন লুসি তার হাইকিং বুটের ফিতে বাঁধছে, গায়ে মুখে সানস্ক্রিন ঘষে ইনসেক্ট স্প্রে করল। তারপর চেক করে নিল জলের বোতলে জল ভরা আছে কিনা।

লুসি মেয়ারের খোলা গোল, মেকআপবিহীন সুশ্রী মুখখানার দিকে তাকিয়ে আলেক্সিয়ার মনে পড়ল তাঁর বন্ধুর পৃথিবী তাঁর থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। গত দুই বছর

ধরে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা এবং ট্রাজেডিতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আলেক্সিয়া যে আর কোনো কিছুই তাঁকে আঘাত করতে পারে না। কিন্তু লুসির জীবন আগের মতোই রয়ে গেছে; সহজ-সরল, নিরাপদ, স্বাভাবিক এবং প্রেডিক্টেবল।

হাসল লুসি, 'রেডি?'

'রেডি। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

আলেক্সিয়ার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসল লুসি, 'ইটস আ সারপ্রাইজ। গেলেই দেখতে পাবে।'

ওরা পিলগ্রিম রোডের বামে মোড় নিয়ে চলল দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে। এদিকে লবণাক্ত জলের জলা এবং ক্রানবেরি ফলের বিল রয়েছে। বালুর সীমাহীন ধাঁধার ট্রাকের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জলা আর বিলগুলো। ট্রাকের কোথাও সাইনবোর্ড লাগানো নেই। মাঝে মধ্যে অন্যান্য হাইকাররা উদয় হচ্ছে পথে কিংবা ফোর হুইল ড্রাইভের গাড়িগুলো অমসৃণ পথে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে। এছাড়া বাকি এলাকাটি একদম নীরব এবং জনশূন্য। শুধু হরিণ আর খরগোশ বাদে। ওগুলো দ্বীপের সবখানেই দেখা মেলে।

লুসি সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছে, কখনো ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে আবার জল খাওয়ার জন্য কদাচিৎ থেমে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে আলেক্সিয়াকে, হাসছে, লক্ষ করছে আলেক্সিয়া ঠিকঠাকমতো পেছন পেছন আসতে পারছেন কিনা। তবে কথা বলছেন না। আলেক্সিয়াই এ হাইকিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। বলছিলেন লুসির সঙ্গে তাঁর জরুরি কথা আছে। লুসি অনুমান করল আলেক্সিয়া রেডি হলেই কথা শুরু করবেন।

ঘণ্টা দুই চলে গেল। এখন দুপুর। সকালের মিষ্টি গরম উধাও হয়ে সূর্য রীতিমতো তাপ ছড়াতে শুরু করেছে দুই নারীর ওপর। আলেক্সিয়া দ্বীপের এ অংশে আগে কখনো আসেননি। সাগরের গর্জন ভেসে আসছে কানে, পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, ওরা উত্তর দিকের সৈকতে চলে এসেছে। দ্বীপের এ অংশে স্রোত ভয়ানক তীব্র এবং জোয়ার-ভাটা কখন আসে অনুমান করা মুশকিল। সাগর বরাবরের মতো আজও উৎকণ্ঠিত করে তুলল আলেক্সিয়াকে।

'একটু বিশ্রাম নিই না,' পেছন থেকে লুসিকে বললেন আলেক্সিয়া। 'ভীষণ গরম লাগছে।'

'নিশ্চয়,' বলল লুসি। 'এই জলাটা পার হলেই পাহাড় চূড়োয় পৌঁছে যাব। ওখানে বসার জন্য একটা বেঞ্চি আছে।'

'বেঞ্চি' বলতে চুড়োর পনেরো ফিট নিচে একটা কাঠের গুঁড়ি। খাড়া, পাথুরে একটা রাস্তা উঠে গেছে ওপর দিকে। দেখে মনে হয় মানুষ নয়, হরিণের দল চলাচল করতে গিয়েই এরকম একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। রাস্তার নিচে, আড়ালে একটা

খাড়িও আছে। এখান থেকে নান্টুকেট আইল্যান্ডের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়। ওদের পেছনে, যত দূর চোখ যায় ঘন হলুদ গুল্ম আর হিদার ফুলের ঝোপ নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পতিত জমি। আর সামনে সীমাহীন নীল জলের আহ্বান। আলেক্সিয়ার মনে হলো তিনি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে বোতল খুলে ঢকঢক করে অনেকখানি জল খেয়ে নিলেন আলেক্সিয়া। লুসিও তাই করল। এই শান্ত, নির্জন জায়গায় কথা বলার ইচ্ছেটা উদগ্র হয়ে উঠল আলেক্সিয়ার মনে।

'তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই আমি,' বললেন তিনি লুসিকে।

'সে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন লন্ডন থেকে ফোন করে বললে আমি তোমাকে অনেকটা সময় দিতে পারব কিনা তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তবে যা বলব অন্যভাবে কিন্তু নিতে পারবে না।'

লুসির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আলেক্সিয়া, তুমি গত কয়েক বছরে আমাকে যা বলেছ আমি কি তা অন্যভাবে নিয়েছি? আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করিনি? তোমার যা মন চায় আমাকে বলতে পার।'

'কথাটা আর্নিকে নিয়ে।'

নিজের বিস্ময় লুকাতে পারল না লুসি। 'আর্নি?'

'হ্যাঁ। নিউইয়র্কে থাকাকালীন আমি জেনিফার হ্যামলিনের মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বিলির এক্স-ওয়াইফ।'

'জানি। তুমি বলেছ। স্যালি। তার কারণেই তুমি টেডিকে ক্ষমা করে দিয়েছ।'

'হুঁ। স্যালি আমাকে বলেছে বিলি নাকি অভিযোগ করত তাকে কেউ হুমকি দিয়ে ফোন করত। সে আমাকে কিছু তথ্য দেয়, যাদের সঙ্গে বিলি ব্যবসা করত তাদের নাম এবং ফোন নাম্বার দেয়।'

'আচ্ছা?' স্যালিকে একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'বিলি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তাকে বাইবেলের শ্লোক বলা উন্মাদটা ফোনে হুমকি-ধামকি দিতে শুরু করে।' বললেন আলেক্সিয়া। 'স্যালির ধারণা এর মধ্যে একটা লিংক থাকতে পারে। পরে সেটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।'

লুসি চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

'লিংকটি হলো HM ক্যাপিটাল নামে একটি কোম্পানি। তুমি এটার কথা জানো?'

'নিশ্চয়। এটা আর্নির একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম।'

'ঠিক তাই। পরিচালকদের তালিকায় আমি তার নাম দেখতে পাই। পরে টেডিকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করি। টেডি বলে আর্নি এ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক।'

'ঠিকই বলেছে টেডি,' বলল লুসি।'

এখন পর্যন্ত লুসির মধ্যে ক্ষেপে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি বলে

উৎসাহিত হয়ে বলে চললেন আলেক্সিয়া।

'দুই বছরের একটি সময়ের মধ্যে HM ক্যাপিটাল সিস্টেমেটিকালি বিলি হ্যামলিনের ক্লায়েন্টদের মাঝে অনধিকার প্রবেশ করে এবং তার সাপ্লায়ারদেরকে কিনে ফেলতে থাকে। অনেক ঘটনাই ঘটে যেগুলোকে কাকতালীয় বলা যাবে না, বিশেষ করে ওই কোম্পানিটির অটোমোটিভ সেক্টরে কোনো ইনভলভমেন্টই ছিল না এর আগে বা পরে। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে আর্নি চেয়েছিল বিলিকে ধ্বংস করে দিতে। এবং সে তাতে সফল হয়েছে।'

লুসি নিশ্চুপ, বোধকরি তথ্যগুলো হজমের চেষ্টা করছে।

'আমার প্রশ্ন হলো, কেন? হ্যামলিনের পরিবারের সঙ্গে আর্নির কি কোনোরকম যোগাযোগ ছিল?

মাথা নাড়ল লুসি। 'না, আমি জানি না।'

'প্লিজ, মনে করার চেষ্টা করো,' আকুতি করলেন আলেক্সিয়া। 'কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। এটা খুব সিরিয়াস একটি বিষয়, লুসি। বিলির মেয়ে এবং তার বিজনেস পার্টনার মিলো বেটস, দুজনেই খুন হয়েছে।'

'জানি আমি,' শান্ত গলায় বলল লুসি।

'আমি যখন তোমাকে বললাম বিলি হ্যামলিন লন্ডন আসছে আমাকে খুঁজতে, সেই যেবার দ্বীপের এদিকটাতে আমরা বেড়াতে এসেছিলাম... যখন আমি তোমাকে আমার অতীতের কথা খুলে বলি... তার আগে তুমি বিলির নাম কি কখনো শুনেছ?'

লুসি হাসছে তবে বড়ই অদ্ভুত সে হাসি। এ হাসিটি আলেক্সিয়ার পরিচিত হাসি নয়।

'আর্নি কি ওর কথা বলেছিল তোমাকে?'

'আর্নি কখনো ওর কথা আমাকে বলেনি।'

খাড়া হলো লুসি। পাহাড় চুড়ো আর বেঞ্চির মাঝখানের জায়গাটায় ধীরপায়ে পায়চারি করতে লাগল।

আলেক্সিয়া ভাবছিলেন লুসি কি রেগে গেল? নাকি আর্নির নামটা বলাই তাঁর উচিত হয়নি! তিনি একটু পিছিয়ে আসার চেষ্টা করলেন।

'আমি কিন্তু আর্নিকে অভিযোগ করছি না। হয়তো ফোন কল কিংবা খুনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। আমি ঠিক জানি না।'

'তুমি ওকে অভিযোগ করছ না,' রোবটের গলায় বলল লুসি।

কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। অতিরিক্ত সূর্যতাপে লুসির মাথা বিগড়ে গেল নাকি?

'তবে আর্নির কোম্পানিকে আমি সব জায়গায় নাক গলাতে দেখেছি। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। কোনো না কোনো লিংক নিশ্চয় আছে।'

'অবশ্যই আছে!'

জোরে হেসে উঠল লুসি। তবে হাসিতে কোনো আনন্দ নেই। হিস্টিরিয়া রোগীর

মতো কর্কশ শব্দ। সে এখন উবু হয়ে তার ব্যাকপ্যাক খুলে হাতড়াচ্ছে। এবং খাড়া হয়ে ঘুরল লুসি। হাতে একটা বন্দুক। সোজা তাক করল আলেক্সিয়ার দুই চোখের মাঝখানে। তার হাসি থেমে গেছে। চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা।

'এটা তুমি, আলেক্সিয়া, বুঝতে পারছ না? তুমিই হলে লিংক। যদিও আমার উচিত তোমাকে তোমার আসল নাম ধরে ডাকা। টনি। আন্তোনিয়া লুইজি গিলেত্তি। মাগী! যা কিছু ঘটেছে, সমস্ত মৃত্যু– এসবের জন্য একমাত্র তুইই দায়ী।'

একাত্তর

সামার মেয়ার তার ব্যাগটি বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে শরীর। ছাদের দিকে তাকাল ও। মনে মনে বলল *মায়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।*

আর্নি গাড়িতে বসে বলেছেন লুসি আজ সকালে হাইকিংয়ে গেছে। বিকেলের আগে ফিরবে না। 'ওর সঙ্গে আলেক্সিয়াও আছে।'

শুনে চমকে গেছে সামার। 'মানে? আলেক্সিয়া তো ইংল্যান্ডে।'

'নাহ। সে এখন তোমার মায়ের সঙ্গে।'

'ড্যাড, আমি তাকে টিভি নিউজে দেখেছি। সে টেডির মামলার রায় শুনতে লন্ডন গেছে।'

'আলেক্সিয়া তোমার মাকে ফোন করে বলেছিল তার সঙ্গে নাকি আলেক্সিয়ার জরুরি কথা আছে। এতোটাই জরুরি যে ফোনে বলা যাবে না। গতরাতে সে উড়ে এসেছে এখানে।'

শুনে মোটেই খুশি হতে পারেনি সামার। মার সঙ্গে তার একান্ত কথা বলা দরকার। আলেক্সিয়াকেও সে ঘটনাটা বলবে। তবে পরে। তার ছেলের সঙ্গে তার তথাকথিত বেস্ট ফ্রেন্ডের সম্পর্কের কথা জানবার অধিকার অবশ্যই রয়েছে আলেক্সিয়ার। এখন আর কিছু করার মতো কাজ নেই বলে গোসল করল সামার। দাঁত মাজল, পোশাক বদলাল। পরল জিনস এবং জেমস পার্সের পাতলা সুতির শার্ট।

'তোমাকে খুব কিউট লাগছে, হানি,' সামার নিচে নেমে আসতে হেসে তাকে বললেন আর্নি। 'লিডিয়াকে বলব লাঞ্চ দিতে?'

'নো, থ্যাংকস, ড্যাড। আমি এখন কিছু খেতে পারব না।'

'খেতে পারবে না মানে কী? খেতে হবে, সামার। সত্যি কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

'আমি ঠিক আছি, ড্যাড। একটু বমি বমি লাগছে এই যা।'

'ঠিক আছে। চলো, বাইরে গিয়ে বসি। লিডিয়াকে বলছি কিছু চিজ আর ফ্রুটস দিতে। এটুকু অন্তত খেয়ে নাও।'

আপত্তি করেও লাভ হবে না জেনে সামার কিচেন ডোরের দিকে পা বাড়াল।

'ওহ, ভালো কথা। তোমার মা তোমার জন্য এটা রেখে গেছে,' আর্নি সামারকে

একটি খাম দিলেন। 'বলল তুমি প্লেন থেকে নামামাত্র যেন তোমাকে দিই। তবে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে যাওয়ার কথা মাকে আবার বোলো না, কেমন?'

'এটা কী?'

'কী জানি! খুলেই দ্যাখো না। গুপ্তধনের নকশা টকশা আছে বোধহয়।'

অন্যসময় হলে বাবার রসিকতায় হেসে উঠত সামার। কিন্তু আজ নিরবে খামখানা নিয়ে চলে গেল।

আর্নি মেয়ার ভাবলেন, *আমার মেয়ের কিছু একটা হয়েছে।*

'ওঠো।'

বন্দুকটা দৃঢ় হাতে ধরে আছে লুসি মেয়ার। তার গলার স্বর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ উধাও হয়ে গিয়ে সেখানে অস্বাভাবিক শান্ত একটা ভাব বিরাজ করছে।

আলেক্সিয়া সিধে হলেন।

লুসি বন্দুক দিয়ে আলেক্সিয়াকে ইশারা করল পাহাড় চুড়োর দিকে এগিয়ে যেতে। মন্থর পদক্ষেপে সেদিকে এগোলেন আলেক্সিয়া।

লুসির গলা শুনতে পেলেন, 'থামো।'

'তুমি আর্নিকে সন্দেহ করে ভুল করেছ,' বলল লুসি। 'যে নিজে একটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে হত্যা করতে পারে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার তার নেই। স্বার্থপর মহিলা কোথাকার!'

'তুমি কি নিকোলাস হ্যান্ডিমেয়ারের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলেন আলেক্সিয়া।

'হ্যাঁ।' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল লুসি। 'নিকোলাস হ্যান্ডিমেয়ার তোমার কারণে যে ছেলেটি সাগরে ডুবে মরেছিল। সে ছিল আমার ভাই।'

সামার একদৌড়ে ঢুকল বাড়িতে। হাতে ধরা সেই চিঠিটি।

'ওরা কোথায় গেছে, ড্যাড?'

আর্নি কিচেন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ব্রেড ফালি করছেন। 'কে কোথায় গেছে?'

'মা!' সামার চিৎকার করছে। 'মা এবং আলেক্সিয়া। ওরা কোথায়? ওদেরকে খুঁজে পাওয়া দরকার। এক্ষুণি!'

'শান্ত হও, হানি,' মেয়ের কাঁধের ওপর একটি হাত রাখলেন আর্নি।

'ওরা ঠিক কোথায় গেছে জানি না আমি; দ্বীপের উত্তর দিকে কোথাও। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

লুসির চিঠিটা বাপের হাতে দিল সামার। কয়েক সেকেন্ড পরে দেখল আর্নির মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত।

'যীশাস ক্রাইস্ট,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'পুলিশে খবর দাও।'

সামার ইতোমধ্যে ডায়াল করতে শুরু করেছে।

'কিন্তু... তোমার পদবি তো হ্যান্ডিমেয়ার নয়,' কিছু না ভেবেই বলে ফেললেন আলেক্সিয়া। তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন তবে সত্যটা জানার প্রবল আগ্রহও হচ্ছে। 'ওটা মিলার।'

'দ্যাটস রাইট। ভেরি গুড।' বলল লুসি। জলের বোতলটা এক চুমুকে খালি করে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। 'ববি মিলার ছিল আমার হাইস্কুল সুইটহার্ট। আমরা আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করি। তবে বিয়েটা টিকেছিল মাত্র ছয় মাস। যদিও পদবিটি আমি ত্যাগ করিনি। হ্যান্ডিমেয়ার নিয়ে তখন অনেক কষ্টের স্মৃতি ছিল আমার বুকে। ভয়ংকর সব স্মৃতি।' সে আবার বন্দুক তুলে নিল, ক্রুদ্ধ মুষ্ঠির মতো ব্যারেলটি নাড়াল আলেক্সিয়াকে লক্ষ করে।

'তোমার কোনো ধারণা আছে তুমি আমার পরিবারের কী ক্ষতি করেছ? তুমি এবং বিলি হ্যামলিন?'

আলেক্সিয়া কিছু বললেন না। তাঁর চোখ স্থির হয়ে আছে বন্দুকের ওপর।

'নিকো ছিল পৃথিবীর সুন্দরতম বাচ্চা। ওর মৃত্যুতে আমাদের সবার বুক খালি হয়ে যায়, আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। তবে মা...' লুসির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। 'আমার মা একদম শেষ হয়ে যান। তিনি আর শোকটা সামলে উঠতে পারেননি। আমার ভাইয়ের মৃত্যুর দুই বছর পরে, নিকোর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে আত্মহত্যা করেন তিনি। তুমি কি তা জানো? গোলাঘরে নিকের খেলার রশি গলায় পেঁচিয়ে তিনি ঝুলে পড়েছিলেন।'

আলেক্সিয়া নিরব আতঙ্কে মাথা নাড়লেন। বিলির ট্রায়ালের সময় মিসেস হ্যান্ডিমেয়ারকে কোর্টরুমে দেখেছিলেন তিনি। *রুথ!* খুব সুন্দরী আর অভিজাত চেহারার এক নারী। মৃত ছেলের সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল ছিল। লুসির কথা মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তেমন কিছুই মনে পড়ল না। শুধু মনে আছে একটি মেয়ে তার মায়ের হাত চেপে ধরে বসেছিল। আলেক্সিয়া ওই সময় মেয়েটির দিকে মোটেই মনোযোগ দেননি। তাই তার কথা মনেও পড়ছে না।

'এর বছর খানেক পরে আমার বাবাও মারা যান। হার্ট-অ্যাটাকে। তুমি আমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছ। এবং ভেবেছিলে আমি স্রেফ বসে থাকব আর তোমাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেব, তুমি সুখে জীবন যাপন করবে, নিজের অপরাধের দণ্ড পাবে না। তাও কি হয়? একথা ঠিক, দীর্ঘ একটা সময়, দশ বছরেরও বেশি সময় আমি জানতাম না এসবের জন্য তুমিই দায়ী। সবার মতো আমিও ভেবেছি বিলি হ্যামলিনই আমার ভাইকে হত্যা করেছে। ওকে আমি শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু বিলির তো শাস্তি হয়েছিল,' বললেন আলেক্সিয়া। 'ও জেল খেটেছে।'

'পনেরো বছর? আরামদায়ক, নিরাপদ সেলের মধ্যে তিন বেলা মজার মজার

খাবার খেয়ে? আমার সঙ্গে ফাজলামি কর? ওটা কোনো শাস্তির মধ্যেই পড়ে না।' লুসির চোখ দিয়ে যেন গলে গলে পড়ছে ঘৃণা।

'ভেবেছিলাম ও জেল থেকে বেরুনোমাত্র গুলি করে ওর খুলি উড়িয়ে দেব।' তার কণ্ঠ একদমই আবেগশূন্য। 'তাহলে সে মৃত্যুটা হতো খুবই দ্রুত এবং যন্ত্রণামুক্ত। তুমি জানো একজন মানুষের ডুবে মরতে কত সময় লাগে?'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া।

'জানো না? অ্যাভারেজ অনুমান করো।'

'আমি জানি না।'

'বাইশ মিনিট। এই বাইশ মিনিটের অন্ধ ভয়ের মাঝে ছিল ছোট্ট নিকো, সে প্রার্থনা করেছে, আকুতি করেছে যেন কেউ তাকে রক্ষা করে। তার হত্যাকারীকে তো নির্মল মৃত্যু দেয়া যায় না। তাকে ভুগতে হবে, যেভাবে সামার পরিবার সাফার করেছিল। যেভাবে আমি সাফার করেছি। তাকে জানতে হবে ভালোবাসার মানুষদের হারানোর যন্ত্রণা কী, একটি শিশুকে হারানোর বেদনা কাকে বলে। তো... কাঁধ ঝাঁকাল লুসি। 'আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম বিলি হ্যামলিন বিয়ে করবে, তার বাচ্চাকাচ্চা হবে, সে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। হারামজাদাকে একটা জীবন শুরু করার সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম যেটা আমি ধ্বংস করে দেব। যেভাবে সে আমারটা ধ্বংস করে দিয়েছিল।'

কিন্তু ও তোমার জীবন ধ্বংস করে দেয়নি, মনে মনে ভাবলেন আলেক্সিয়া। আমি দিয়েছি। বেচারী বিলি কোনোদিন তোমার *কিংবা তোমার পরিবারকে আঘাত করেনি। সে কোনোদিনই কাউকে আঘাত করেনি। সব আমিই করেছি!*

লুসি বলে চলল, 'আমি ওর ওপর বছরের পর বছর ধরে নজর রেখে চলছিলাম। ইতোমধ্যে আমি আর আর্নি বিয়ে করি। আমার মেয়ে সামারের জন্ম হয়। আমরা এখানে এস্টেট কিনে ফেলি। তবে বিলি হ্যামলিনের ওপর থেকে কখনো নজর সরাইনি। একদিনের জন্যেও নয়, এক ঘণ্টার জন্যেও নয়। আবিষ্কার করি শুধু আমিই বিলি হ্যামলিনের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছি না, টেডি ডি ভিরি নামে এক ইংরেজও তার পিছু লেগেছে। যখন জানতে পারি টেডি প্রাইভেট ইকুইটি বিজনেসে আছে, আমি আর্নি আর ওর সঙ্গে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিই। ভেবেছিলাম একটা বিজনেস কানেকশন ঘটলে আমি হয়তো জানতে পারব এ লোকটি নিকোর হত্যাকারীর ব্যাপারে আগ্রহী কেন। তবে তাতে কোনো কাজ হয়নি। শেষে আমি হাল ছেড়ে দিই। বাকিটা তুমি ভালোই জানো। আর্নি এবং টেডির মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। টেডি পিলগ্রিম বাড়ি কেনে। এবং তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এটাকে নিয়তিই বলতে পার।'

'তাহলে তুমিই বিলির ব্যবসা লাটে তুলেছিলে?'

'নিশ্চয়। ওটা মাত্র শুরু ছিল।'

'আর আর্নি এ ব্যাপারে কিছুই জানত না?'

'একদমই না। আমি HM ক্যাপিটালের প্রাইমারি শেয়ার হোল্ডার, আর্নি নয়। HM হলো 'হ্যান্ডিমেয়ার-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ইন্টারনেট সার্চ দিয়েও আসল নামটি উদ্ধার করতে পারনি, তাই না?'

না, পারেননি আলেক্সিয়া। তিনি এখন নিশ্চিত বিকৃত কণ্ঠে যে তাঁকে ধর্মীয় বাণী শুনিয়ে হুমকি দিত সে এই লুসি। ওদের পেছনে, পতিত জমিতে কোথাও একটা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলো। দুই নারীই জমে গেল। আলেক্সিয়ার ইচ্ছে করল গলা ছেড়ে চিৎকার করে ওঠেন 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে। কিন্তু লুসি তাহলে তাঁকে গুলি করে বসতে পারে। আর পুরো সত্যটা না জানার আগে তিনি মরতে চান না।

'নামো!' বন্দুক নেড়ে নুড়ি বেছানো সরু পথটার দিকে ইঙ্গিত করল লুসি ফিসফিসিয়ে। ভয়ানক ঢালু একটা রাস্তা এবং ভীষণ বিপজ্জনক।

'বিপজ্জনক রাস্তা,' আলেক্সিয়াও ফিসফিস করলেন, 'আমরা পড়ে যাব।'

ক্লিক শব্দে বন্দুকের সেফটি ক্যাচ রিলিজ করল লুসি। 'নামো!' পুনরাবৃত্তি করল সে।

আলেক্সিয়া হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন ক্লিফের দিকে।

চিঠিটি পড়ল অফিসার ব্রায়ান সুলিভান। সে সুইসাইড নোট আগেও দেখেছে। তবে এরকম নয়। লুসি মেয়ারের কনফেসন যদি সত্যি হয়ে থাকে, মার্থাস ভাইনইয়ার্ডের পুলিশ বিভাগের ক্ষমতা নেই তাকে ঠেকানোর।

সে আর্নি মেয়ারকে বলল, 'আমাদের সাহায্য দরকার। হেলিকপ্টার, কুকুর। বোস্টনে ফোন করতে হবে। ওরা কোথায় আছেন বলতে পারবেন না বোধহয়, না?'

আর্নি অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি এখনও শক সামলে উঠতে পারেননি।

'তবে দ্বীপের উত্তরে কোথাও?'

'ক্লিফ। লুসি ওই জায়গাটা নিজের হাতের তালুর মতো চেনে। কিন্তু ওটা একটা গোলক ধাঁধা। সামার ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে ওদেরকে খুঁজতে। ওর কাছ থেকে এখনও কোনো খবর পাইনি আমি।'

চমকে উঠল অফিসার ব্রায়ান সুলিভান। 'আপনার মেয়ে ওদেরকে খুঁজতে গেছে?'

'আমি ওকে বাধা দিতে পারিনি,' কাঁদতে শুরু করলেন আর্নি মেয়ার।

বাহাত্তর

আলগা নুড়িতে পা পিছলে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন আলেক্সিয়া, চট করে বাম পাশের একখণ্ড পাথর চেপে ধরলেন। তাঁর পেছনে লুসি মেয়ারও তাই করল।

'চলতে থাকো!'

এ উপদেশের কোনো প্রয়োজনই নেই। তাদের মাথার ওপরের রাস্তাটা পরতে পরতে খসে পড়ে যেন বিলীন হয়ে গেছে শূন্যে। আলেক্সিয়া কোনোভাবে লুসিকে কব্জা করতে পারলেও তিনি আর ক্লিফে ফিরে যেতে পারবেন না। জোয়ার এলে ডুবে যাবে খাড়ি। তখন সাঁতার কাটা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। আর দ্বীপের এদিকটাতে স্রোত বড়ই ভয়ংকর।

ঢাল বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামার সময় এ চিন্তাটা মাথায় ঠাঁই দিতে চাইলেন না আলেক্সিয়া। শেষের দশ ফুট তিনি তাল সামলাতে না পেরে সাঁ সাঁ করে নেমে যেতে থাকলেন। তাঁর গোড়ালি ঢুকে গেল বালুর মধ্যে। মচকে গেছে। ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠলেন।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল লুসি। সে-ও আলেক্সিয়ার পেছন পেছন হড়কে নেমে আসছিল। তবে তার অবতরণ ঘটল নিরাপদে। মাথার ওপর পাহাড় চুড়ো ওদেরকে লোকচক্ষুর সীমানা থেকে সম্পূর্ণই আড়াল করে রেখেছে। আলেক্সিয়া ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বালু থেকে তুলে নিলেন পা। সিধে হলেন। লুসি আবার একঘেয়ে কণ্ঠে শুরু করে দিল বকবক।

'আমি যখন বিলি হ্যামলিনের ওপর শোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিনে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে নিজেই নিজের দাম্পত্য জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। পরের কাজটি ছিল তার ব্যবসার বারোটা বাজানো।'

আলেক্সিয়া মসৃণ পাথরের গায়ে হেলান দিলেন। তাঁর গোড়ালি দপদপ করছে তবে নড়াচড়া না করলে ব্যথাটা সহ্য হয়ে যাবে। তিনি লুসির দিকে মনোযোগ ফেরালেন।

'সিদ্ধান্ত নিলাম আগে ছোটখাট জিনিস দিয়ে শুরু করব তারপর বিলির প্রিয় মানুষগুলোর ওপর হামলা চালাব।'

'যেমন মিলো বেটস?'

'মিলো বেটস।'

'তুমি তাহলে মিলোকে হত্যা করেছ?'

'নিজে নই,' হাসল লুসি। 'আমার ওজন একশো পাউণ্ড। মিলো তো ছিল বিশালদেহী। তবে হ্যাঁ, লোক ভাড়া করে আমি ওকে খুন করাই।'

যেন টেডি এড্রু বিসলির হত্যাকাণ্ডের গল্প বলছেন। লুসির আচরণে কোনো অনুতাপের ছোঁয়া নেই।

'কিন্তু মিলো বেটস তো নিরাপরাধ ছিল,' বললেন আলেক্সিয়া। 'তার নিজের পরিবার ছিল। স্ত্রী এবং তিনটা সন্তান।'

'আমাকে হিতোপদেশ দিতে এসো না!' গর্জে উঠল লুসি। 'বিলির কোনো বন্ধুই নিরাপদ ছিল না। বেটস বিলির অপরাধ সম্পর্কে জানত। জানত ওই হারামজাদা কী করেছে। তারপরও সে তার সঙ্গে ব্যবসা করতে গেছে।' ঘনঘন শ্বাস নিল লুসি, অবশেষে শান্ত হয়ে এলো মেজাজ। 'মিলো বেটসের মৃত্যু ছিল প্রথম আঘাত। পথটা খুব সহজ ছিল। পরে বিলিকে কিডন্যাপ করে ভিডিও টেপ দেখানো হয় তার বন্ধুর কী দশা করা হয়েছে... তখন হ্যামলিনের পাগলের মতো দশা। ফোন আসত তার কাছে, ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল। সব মিলে খুব খারাপ অবস্থা। আমরা মিলোর কী দশা করেছি বিলি বলেছিল পুলিশকে। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি।'

খুব গর্ব নিয়ে কথাগুলো বলল লুসি।

আলেক্সিয়া মনে মনে বললেন, *'তুমি আসলে পুরো উন্মাদ হয়ে গেছ।'*

'আর জেনিফার হ্যামলিন? তুমি তাকেও নিশ্চয় হত্যা করেছ?'

'আসছি সে প্রসঙ্গে,' বলল লুসি। 'তুমি বড্ড অধৈর্য হয়ে পড়েছ, টনি। তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।'

কুঁকড়ে গেলেন আলেক্সিয়া। এই নাম ধরে কেউ ডাকলে এখনও তাঁর গা শিউরে ওঠে ঘৃণায়।

'হ্যামলিন তার স্ত্রীকে হারায়। তার ব্যবসা লাটে ওঠে। এবং তার একমাত্র বন্ধুকেও সে হারিয়ে ফেলে। আমি চেয়েছিলাম ওর মেয়ে জেনিফারের মৃত্যু ঘটাব সবার শেষে। চেয়েছি হারামজাদার নিজের মৃত্যুর আগে ওর মেয়ের করুণ মৃত্যু দেখে নরক যন্ত্রণায় ভুগুক। জেনিফারের মৃত্যুটা হবে গ্রান্ড ফিনালে। তবে তার সময় তখনও আসেনি। আমার অন্য কাউকে দরকার ছিল।'

আলেক্সিয়া ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন কথার মোড় কোনদিকে ঘুরছে।

'এক মহিলা সম্পর্কে একটা গুজব শুনেছিলাম,' বলল লুসি। 'যাকে যৌবনে ভালোবাসত বিলি এবং এখনও বাসে। তখন ভীষণ মদের নেশা ধরেছে বিলিকে, সে ওই মেয়েটি মানে তোমাকে নিয়ে শুধু কথা বলত, টনি। অবশ্য আবছা একটা নাম মনে পড়ছিল আমার ট্রায়ালের সময় শুনেছিলাম। গিলেত্তি। তবে তোমার পুরনো একটা ছবি দেখার পরে আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিই। নিশ্চয় বুঝতে পারছ

কীরকম চমকে গিয়েছিলাম। তুমি আমার পড়শি, সম্ভবত পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তুমি আর হ্যামলিন লাভার ছিলে! নিকোর মৃত্যুর সময় তুমি ওখানে ছিলে! অবশেষে আমি বুঝতে পারি টেডি কেন বিলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তোমার কারণেই। বিলি ইংল্যান্ডে গিয়ে তোমাকে খুঁজছিল। অনুমান করি সে তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। হয়তো বুঝতে পেরেছিল এরপর তোমার পালা। ঠিক জানি না। তবে সত্য হলো আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।'

'কীসের সিদ্ধান্ত?' জিজ্ঞেস করল আলেক্সিয়া।

'তোমাকে খুন করব কী করব না। তবে তোমাকে আমি বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। তোমাকে ধর্মীয় শ্লোকের বয়ান শুনিয়ে ফোনে হুমকি দিয়েছি। তোমাদের কুকুরটাকেও আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলাম। তবে বিশ্বাস করো, বুঝতে পারছিলাম না তোমাকে হত্যা করব কিনা। সমস্যা হলো, তোমাকে আমি পছন্দ করতাম। ভালোওবাসতাম। আমাদের বাচ্চারা একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। তুমি আমার কাছে আমার বোনের মতো ছিলে।' একটু বিরতি দিল লুসি। 'তবে প্রভু আবার আমার চোখ খুলে দেন। তিনি তোমাকে এখানে, এই দ্বীপে নিয়ে আসেন। তুমি আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করেছিলে। বলেছিলে তোমার কারণেই আমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বিলি হ্যামলিন, যাকে ধ্বংস করার জন্য আমি আমার যৌবনের প্রায় পুরোটা সময় ব্যয় করেছি সে ছিল স্রেফ তোমার একজন সহযোগী।' বিতৃষ্ণা নিয়ে মাথা নাড়ল লুসি। 'ভাবতে পার তখন কেমন লেগেছিল আমার, টনি? তোমার সঙ্গে আমি ডিনার করেছি। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে হেসেছি। একসঙ্গে কেঁদেছি।'

'আমাকে ভয় দেখিয়েছ,' রাগত গলায় বললেন আলেক্সিয়া। 'আমার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছ। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট।'

'না। ওটা খুন ছিল। আদালত তাই বলেছে।'

'আদালত? কীসের আদালত? যে আদালত ভুল মানুষকে সাজা দেয় তার কথা বলছ?' ভর্ৎসনা আলেক্সিয়ার কণ্ঠে। 'ওই আদালত সত্য সম্পর্কে কোন্ ছাতা জানে? তাদের একটি বলির পাঁঠা দরকার ছিল এবং বিলি হ্যামলিন ছিল সেই বলির পাঁঠা। নিকোলাসের মৃত্যুর সময় আমি ওখানে ছিলাম, লুসি। কী ঘটেছে তা আমার কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। আমি জানি। ওটা ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড দ্যাটস আ ফ্যাক্ট।

'চুপ!' হুকুম দিল লুসি। সে আলেক্সিয়ার কাছে হেঁটে এলো, সজোরে লাথি কষাল গোড়ালি লক্ষ করে। মচকে যাওয়া গোড়ালিতে শক্ত হাইকিং বুটের লাথি ড্রোন মিসাইলের মতো আঘাত হানল। ভয়াবহ ব্যথায় চিৎকার দিলেন আলেক্সিয়া।

'তোমাকে কথা বলতে বারণ করেছি না?' সাপের মতো হিসহিস করছে লুসি। 'তুমি কোনো কথা বলবে না। তুমি শুধু শুনবে। তুমি এখন পার্লামেন্টে নেই। কেউ তোমার প্রতিটি শব্দ শোনার জন্য মুখিয়ে নেই। তুমি মরো কী বাঁচো তাতেও কারও

কিছু আসে যায় না। আমি এখন কথা বলব।'

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন আলেক্সিয়া। তিনি মৃদু স্বরে গোঙাতে লাগলেন। লুসি উন্মাদের বাণী বকে যেতে লাগল।

'এরপরে আমি জানতাম তোমাকে আমার হত্যা করতেই হবে। তবে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারটা তো তোমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। ও সফল হলে কী হতো বলতে পার? তবে প্রভু ওটা ঘটতে দেননি। তিনি চাননি তুমি যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যুবরণ কর। তিনি আমার জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি জানেন আগে আমি তোমাকে ভোগাব যেভাবে ভুগিয়েছিলাম বিলিকে। তবে তুমি যে পজিশনে ছিলে তাতে কাজটা আমার জন্য সহজ ছিল না।' *পজিশন* শব্দটি ব্যঙ্গ করে উচ্চারণ করল লুসি। 'আমি একবার এও ভেবেছিলাম বিলি হ্যামলিনের পিছু লেগে থাকাটা আমার ভুলই ছিল কিনা। পরে বুঝতে পারি, না। বিলি হ্যামলিন তোমার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। সে তোমাকে প্রটেক্ট করেছে। সে জানত নিকোর মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী তবু সে তোমাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের কাঁধে সমস্ত দায় চাপিয়ে নিয়েছিল। কাজেই তোমাদের দুজনকেই সমানভাবে সাফার করতে হবে। সন্তান হারানোর বেদনা কী জিনিস বিলি জানুক। এবং তুমিও।'

'মাইকেল,' মৃদু স্বরে বললেন আলেক্সিয়া।

'হ্যাঁ, মাইকেল,' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল লুসি।

'তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাইকেল বেঁচে যায়। যদিও সান্ত্বনা ওর অবস্থা এখন মরা মানুষের মতোই। বরং এটা আরও অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক।' হাসল সে।

লুসির ওপর এমন ঘৃণা হলো আলেক্সিয়ার, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে।

'তোমার ছেলে মারা যায়নি বলে আমি খুব হতাশ হইনি,' বলে চলল লুসি। 'হতাশ লেগেছে বিলি হ্যামলিন তার মেয়ের মৃত্যু দেখে যেতে পারেনি। কারণ লন্ডনের কোনো এক হতভাগা গুণ্ডা ওকে ছুরি মেরে হত্যা করে।'

'বিলি হ্যামলিনকে কোনো হতভাগা গুণ্ডা হত্যা করেনি,' বললেন আলেক্সিয়া। 'টেডি ওকে মেরেছে।'

'না। এ অসম্ভব।'

'খুবই সম্ভব। এটাই সত্য,' বললেন আলেক্সিয়া। 'এন্ড্রু বিসলিকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে টেডি আমাকে গোপনে কথাটা বলেছে। সে বিলিকে মেরেছিল আমাকে প্রটেক্ট করার জন্য, আমার ফ্যামিলিকে প্রটেক্ট করার জন্য। টেডি ভেবেছিল বিলি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে। সে সমস্ত সত্যটাই জানত এবং আমাকে ক্ষমাও করে দিয়েছে। বিলিকে হত্যা করার জন্য তোমার যে এত বছরের পরিশ্রম সবই জলে গেল দেখছি।'

'শাটআপ!' দাবড়ে উঠল লুসি। 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।'

হাসলেন আলেক্সিয়া। 'অবশ্যই তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছ।'

'অবশ্য এখন আর এতে কিছু আসে যায় না। কে তোয়াক্কা করে? হ্যামলিন মারা গেছে, তার মেয়ে মরেছে। এবং শীঘ্রি তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দেবে।' ব্যাকপ্যাক খুলে একজোড়া হাতকড়া বের করল লুসি। 'হাঁটু গেড়ে বসো।'

মাথা নাড়লেন আলেক্সিয়া।

'যা বলছি করো!' আলেক্সিয়ার চাঁদিতে বন্দুকের ব্যারেল ঠেসে ধরল লুসি।

আলেক্সিয়া শান্ত গলায় বললেন, 'আমি পারব না, লুসি। আমার গোড়ালি ভীষণ ব্যথা করছে। নড়াচড়া করতে পারছি না।'

'বেশ।' খেঁকিয়ে উঠল লুসি। সে বাম পা তুলে সজোরে নামিয়ে আনল আলেক্সিয়ার আহত গোড়ালির ওপর। আলেক্সিয়া শেষ যে শব্দ শুনতে পেলেন তা হলো তাঁর নিজের সুতীব্র আর্তনাদ এবং পায়ের হাত ভেঙে যাওয়ার মড়াৎ আওয়াজ। তারপর সবকিছু আঁধার হয়ে এলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সামার। কান পাতল।

গাংচিল চিৎকার করল? নাকি কোনো মানুষের আর্তনাদ?

স্থির দাঁড়িয়ে রইল ও। আশা করল আবার শব্দটা শুনতে পাবে। কিন্তু আর কিছুই শুনতে পেল না।

সে তার মায়ের সঙ্গে রাস্তায় আগেও এসেছে। তবে কৈশোরকালে। তারপর আর আসা হয়নি। এদিকে গোলক ধাঁধার মতো অনেক পথ আছে। তাছাড়া কড়া রোদ, নিজের শারীরিক ক্লান্তি এবং ভয়, সবমিলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা যাচ্ছে না।

সে তার মায়ের চিঠির কথা না ভাবার চেষ্টা করছে। চিঠিটি ছিল খানিকটা সুইসাইড নোট, খানিকটা স্বীকারোক্তি। মাইকেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও স্বীকার করেছে লুসি। লিখেছে– *আমি জানি এটি তোমাকে আঘাত করবে, ডার্লিং। কিন্তু কাজটা আমাকে করতে হয়েছিল। মা আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ। তাকে আমার সাহায্য করতে হবে, ভাবছে সামার। তাকে আমার আগে খুঁজে পেতে হবে। মা পুলিশ দেখলে ভয় পাবে।*

সামার এখন সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছে। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেতে থাকা ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পায়ের নিচে মট করে একটা শব্দ হতে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঝুঁকে প্লাস্টিকের একটি খালি জলের বোতল তুলে নিল। নান্টুকেট স্প্রিং। মা এই ব্রান্ডের জল খায়।

'মা' বাতাসে শব্দটা ছড়িয়ে দিল সামার।

কোনো সাড়া নেই।

'মা। আমি সামার। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কিন্তু ওর ডাক গিলে খেল, বাতাস বা ঢেউয়ের শব্দ নয়, অন্যরকম একটা আওয়াজ।

মাথার ওপর থেকে আসছে আওয়াজটা।

মুখ তুলে চাইল লুসি মেয়ার। হেলিকপ্টার।

হয়তো কোস্ট গার্ড রুটিন ফ্লাইটে বেরিয়েছে। তবে আলেক্সিয়া হয়তো এতক্ষণে তার চিঠিটি পড়ে ফেলেছে। সে কোনো ঝুঁকি নেবে না।

এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন আলেক্সিয়া। তাঁর হাতজোড়া পিছমোড়া করে এনে হাতকড়া পরিয়ে দিল লুসি। তারপর ওকে টেনে নিয়ে এলো পাহাড়ের ঢালের নিচে। আলেক্সিয়া এমন শুকিয়ে গেছেন, গায়ে ওজন নেই বললেই চলে। কোনো চপার তাদেরকে এখানে দেখতে পাবে না। কিন্তু এখানে তো সারাজীবন লুকিয়ে থাকা যাবে না। ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে জোয়ার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাড়ি পুরোপুরি ডুবে যাবে।

'ওঠো,' লুসি আলেক্সিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। সামান্য নড়ে উঠল ঠোঁট। জ্ঞান ফিরছে আলেক্সিয়ার।

আর্নি মেয়ার মাউথপিসে কথা বললেন।

'কিছু চোখে পড়ল?'

মাথা নাড়ল পুলিশ অফিসার। 'এখনও নয়।'

'পাইলটকে আরও নিচে দিয়ে যেতে বলেন না?'

'খুব নিচে নামা যাবে না। এখানে বাতাসের গতি যখন তখন পাল্টে যায়। আর এ পাহাড়গুলোতেও ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকি আছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার মেয়ে...'

পুলিশম্যান আর্নির কাঁধে একটি হাত রাখল। 'সে এখানে এসে থাকলে অবশ্যই তার খোঁজ পাব। ডগ, আরেকটু নিচে নামতে পারবে না?'

ওরা নিচে নামতে লাগল।

তিয়াত্তর

আলেক্সিয়া জ্ঞান ফিরে দেখেন তাঁর পা ডুবে গিয়েছে জলে। এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল– *আমি কোথায়?* পরক্ষণে গোড়ালিতে তীব্র ব্যথা তাঁকে সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিল।

লুসি।

খাড়ি।

বন্দুক।

'আমি চাই সেই দিনটির কথা তোমার মনে পড়ুক।'

পেছন থেকে ভেসে এলো লুসির গলা। সে নিশ্চয় ক্লিফের নিচে নিরাপদ কোনো জায়গায় বসে আছে। আলেক্সিয়াকে জলের মধ্যে টেনে এনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন একজন কয়েদিকে জবাই করা হবে।

'মেইনে তখন গরমের ছুটি। তুমি সাগর সৈকতে ছিলে– তুমি, বিলি এবং বাচ্চারা। তখন সময়টা ছিল লাঞ্চের ঠিক পরে।'

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আলেক্সিয়ার।

ও আমাকে গুলি করছে না।

আমাকে চুবিয়ে মারবে।

তিনি নড়ার চেষ্টা করলেন, গড়াগড়ি দিতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন। লুসি তাঁর হ্যান্ডকাফে কোনো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে। ওজনটা গেঁথে দেওয়া হয়েছে জমিনের সঙ্গে। তাই নড়াচড়ার জো নেই।

'বাচ্চাগুলোর কথা এখন ভাবার চেষ্টা করো,' বলল লুসি।

'ওদের মুখগুলো মনে করো। আমার ভাইয়ের চেহারা দেখতে পাচ্ছ? ওকে মনে পড়ছে?'

ওকে মনে পড়ছে কিনা? ওর মুখ আমাকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেরিয়েছে। প্রতিদিন, প্রতিরাত।

'ও কী করছে?'

'খেলছে।' আলেক্সিয়ার গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

'কী খেলছে?'

'জানি না।'

'বলো আমাকে।'

'ট্যাগ, সম্ভবত। আমি নিশ্চিত নই। ও বালুতে ছোটাছুটি করছে। খুব খুশি খুশি লাগছে।

'গুড। ভেরি গুড।' উৎসাহ যোগাল লুসি, 'বলে যাও। তারপর কী ঘটল?'

'জানি না।' ফুঁপিয়ে উঠলেন আলেক্সিয়া। বাড়ছে জল। কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে। উফ, কী ঠাণ্ডা!

'অবশ্যই তুমি জানো! আমাকে মিথ্যা বোলো না। গুলি করে একটা একটা করে তোমার হাতের আঙুল উড়িয়ে দেব। জেনি হ্যামলিনের যেরকম দশা করেছিলাম, সেরকম। কী ঘটছে?'

চোখ বুজলেন আলেক্সিয়া। 'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না। বিলি মুক্তো খুঁজতে ঝাঁপ দিয়েছে সাগরে। সে আর পানির ওপর ভেসে উঠছিল না বলে আমি ভেবেছিলাম–'

'বিলি হ্যামলিন নিপাত যাক!' খেঁকিয়ে উঠল লুসি। 'নিকোর কথা বলো। আমার ভাইয়ের কী হলো?'

'জানি না কী হলো!' আলেক্সিয়া পাল্টা ধমক দিলেন। 'সে অগভীর পানিতে খেলা করছিল। অন্যদের সঙ্গে ছিল। আমি পেছন ফিরে তাকাতে দেখি ও আর নেই।'

'না! হলো না। তুমি নিশ্চয় কিছু দেখেছিলে।'

'যীশাস, লুসি, আমি যদি কিছু দেখতামই তাহলে কি কিছু করতাম না? আমি কি ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম না?'

লুসির কণ্ঠের বেপরোয়াভাব ভীত করে তুলেছে আলেক্সিয়াকে। তিনি মরতে ভয় পান না। তবে ডুবে মরার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু হয় না। তিনি অসহায়ের মতো বসে আছেন, চারপাশে জল বাড়ছে, নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে জল, বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস...

এই ভয়ানক স্বপ্নটা যে কতবার দেখেছেন তিনি।

'তুমি? তুমি ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে?' হেসে উঠল লুসি।

'তুমি তো শুধু নিজের কথাই ভাবো। তোমার ভেতরে স্বার্থহীনতার ব্যাপারটিই নেই। যখন সাধারণ টনি গিলেত্তি ছিলে তখনও যেমন নিঃস্বার্থ ছিলে না এখন মিসেস হাই-অ্যান্ড সুইটি মিসেস ডি ভিরি হয়েও নেই। তুমি, তুমি এবং হ্যামলিন মিলে নিকোকে মরতে দিয়েছ!'

জল এখন আলেক্সিয়ার কাঁধ ছুঁইছুঁই।

'কথা সত্য নয়। তুমি ওখানে ছিলে না, লুসি। তুমি জানো না কী ঘটেছিল। আমি তোমার ভাইকে ভালোবাসতাম। ও খুব মিষ্টি একটা ছেলে ছিল।'

লুসির গলা দিয়ে জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো। সে কানে হাত চাপা দিল। 'এত সাহস! এত সাহস তোমার যে বলো আমার ভাইকে তুমি ভালোবাসতে।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি,' বিড়বিড় করলেন আলেক্সিয়া। 'ও আমার সবচেয়ে

প্রিয় ছিল। আমার সঙ্গে তাস খেলত।'

তিনি আর কিছু বলার আগেই অন্ধ আক্রোশে ছুটে এলো লুসি। পেছন থেকে চুল মুঠো করে চেপে ধরে আলেক্সিয়ার মাথা ঠেসে ধরল জলের নিচে।

ভীষণ আতঙ্কের একটি মুহূর্তের পরে ধস্তাধস্তি বন্ধ করে দিলেন আলেক্সিয়া।

এখানেই তাহলে সব শেষ।

সারফেসের নিচে সব অন্ধকার, নীরব এবং শান্তিময়। এখানে লুসি নেই, নেই চিৎকার-চেঁচামেচি, উন্মাদনা, ব্যথা। তাঁর সামনে একে একে মাইকেল, রক্সি, টেডি এবং বিলি হ্যামলিনের হাসিমুখ ভেসে উঠল। আলেক্সিয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন মাইকেল যেন ভালো থাকে। রক্সি যেন তার বাবাকে ক্ষমা করে দেয়। তবে নিজের জন্য তিনি কোনো প্রার্থনা করলেন না।

'কী ওটা?'

গ্লাসের ভেতর দিয়ে হাত তুলে দেখাল পাইলট।

আর্নি মেয়ার এবং সার্ভিলেন্স অফিসার দুজনেই তার আঙুল অনুসরণ করে তাকালেন।

'কী?' বললেন আর্নি। 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাহাড়ের নিচে,' বলল পাইলট। 'মাত্রই আমরা ওটা পার হয়ে এলাম। আমি আবার ওখানে যাচ্ছি। মনে হলো দেখলাম...

'মানুষ,' টেলিস্কোপিক বাইনোকুলার নামিয়ে রাখল সার্ভিলেন্স অফিসার। 'পানির কিনারে। নিশ্চয় ওরাই হবেন।'

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' আকুল গলায় বললেন আর্নি। চপারটি ডানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল, যেন একটা পাখি মাছ খুঁজছে। 'কোথায়? সামার কি ওদের সঙ্গে আছে? আপনারা কী দেখেছেন?'

সার্ভিলেন্স অফিসার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেডিওর ওপর ঝুঁকে পড়ল। 'কোস্ট গার্ড। আমাদের আর্জেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। দুইজন নারী, আ–হ্যাঁ। না, এখান থেকে যেতে পারব না।

'এখান থেকে যেতে পারব না মানে কী?' আতঙ্কের একটা ঢেউ শিরশির করে আর্নির শিরদাঁড়া বেয়ে বয়ে গেল। 'জোয়ার আসছে। ওরা তো ডুবে মরবে!'

সার্ভিলেন্স অফিসার সরাসরি তাঁর দিকে তাকাল।

'অত কাছে গেলে পাহাড়ের সঙ্গে বাড়ি খাবো।'

'কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে!'

'আমরা ক্রাশ করতে পারি মি. মেয়ার। আমরা ওদের কাছে যেতে পারব না। আমি দুঃখিত।'

চুয়াত্তর

আমি দুঃখিত।

এখনও প্রার্থনা করে চলেছেন আলেক্সিয়া ডি ভিরি।

প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিকোলাসের জন্য, বিলির জন্য। আমি মানুষকে যত কষ্ট দিয়েছি তার সবকিছুর জন্য।

লুসি মেয়ার একটু আগে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। সে এখনও পাথরের ওপর বসে আছে আলেক্সিয়ার মৃত্যুটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবে বলে।

একটা শব্দ শুনতে পেলেন আলেক্সিয়া। ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বনির মতো নিচু লয়ের আওয়াজ। পরক্ষণে জোরালো হয়ে উঠল শব্দ, যেন বিপুল গর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ। আলেক্সিয়া মুখ তুলে চাইলেন।

হেলিকপ্টার! রেসক্যু!

একটু আগেও মৃত্যুকে ভয় পাননি আলেক্সিয়া। যখন বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু অনিবার্য তখন একে গ্রহণ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন হেলিকপ্টারটি দেখে বাঁচার একটা সুযোগ আছে বুঝতে পেরে তার মন আকুল হয়ে উঠল পৈতৃক প্রাণটির জন্য।

আমি বাঁচতে চাই!

তাঁর মুখখানা এখন কোনোরকমে ওয়াটার লাইনের ওপর ভেসে আছে। সহজাত প্রবৃত্তিতে হাত নেড়ে সাহায্য পেতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর হাতজোড়া পিছমোড়া করে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। তিনি কেঁদে ফেললেন।

'আমি এখানে!' আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যর্থ চিৎকার দিলেন আলেক্সিয়া। 'আমি এখানে! প্লিজ, আমাকে বাঁচাও!'

হেলিকপ্টারটি ঠিক মাথার ওপর কয়েক সেকেন্ড ভেসে রইল, এত কাছে অথচ হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে না। আলেক্সিয়া চোখ টান টান করে কোনো মই কিংবা রশি খুঁজলেন। চপার অকস্মাৎ ঘুরে গেল এবং নীল আকাশে উড়ে গেল।

'না!' চিৎকার দিলেন আলেক্সিয়া। 'না, প্লিজ! আমাকে ফেলে চলে যেয়ো না!'

পাথরের ওপর বসে হাসল লুসি।'

এটা তোমার জন্য, নিকো, সোনা ভাই আমার।

শীঘ্র ওরা আবার একত্রিত হবে।

রাস্তা ধরে নেমে আসছে সামার। ভাবছে ওরা নিশ্চয় এখানে কোথাও আছে।

খাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটি ভীষণ ঢালু আর জোয়ার এতটাই ফুলেফেঁপে উঠেছে যে ক্লিফের ওপর থেকে কিছুই ঠাহর হয় না। তবে জলের বোতল দেখে সামার নিশ্চিত হয়েছে ওর মা আশপাশে কোথাও আছে।

হঠাৎ স্বপ্নের মতো দুটি মূর্তি ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। বাঁকের কাছে যেখানে রাস্তাটি নিজেই উল্টো দিকে ঘুরে গেছে, ওখানে, বালুকাময় রূপোলি সৈকতে একখণ্ড পাথরের ওপর ঝুঁকে বসে আছে তার মা। আলেক্সিয়াকে সামার দেখতে পেত না। যদি না লুসির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাত। লুসির কাছ থেকে কুড়ি ফুট দূরে একটা মাথা দেখা যাচ্ছে জলের ওপর বয়ার মতো ভাসছে।

'মা!'

পাঁই করে ঘুরল লুসি, 'যাও এখান থেকে!' সামারকে লক্ষ করে সে চেঁচিয়ে উঠল। *ও আমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেল কী করে।* 'পাহাড় চুড়োয় চলে যাও। এ জায়গাটা খুব বিপজ্জনক।'

'তোমাকে ছাড়া যাব না।'

'তোমাকে বললাম না চলে যেতে!' লুসি তার বন্দুক তুলল।

সামারের চোখ বড়বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। *ও গুলি করবে না। করবে কি? নিজের মেয়েকে নিশ্চয় গুলি করবে না।*

'ফিরে যাও!' আবার হুকুম করল লুসি।

ইতস্তত করছে সামার। এমন সময় তার পায়ের নিচের বালুময় নুড়ি পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

হেলিকপ্টার থেকে প্রথমে নেমে এলেন আর্নি মেয়ার। দুই পুলিশ অফিসারের চিৎকার অগ্রাহ্য করে পতিত জমি লক্ষ করে ছুটলেন তিনি। অন্ধের মতো ছুটে যাচ্ছেন ক্লিফের ধারে।

এমন সময় নারী কণ্ঠের একটি চিৎকার শুনতে পেলেন তিনি। প্রথমে একটি, তারপর আরেকটি।

ডিয়ার গড, আমার যেন দেরি হয়ে না যায়।

লুসি-- আতঙ্ক নিয়ে দেখছে তার মেয়ে ঢাল বেয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছে। ক্লিফের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা একটা খোলা পাথুরে তাকের ওপর দড়াম করে পড়ল সামার। তার মাথাটা পাথরে বাড়ি খেয়ে বিশ্রী থ্যাচ একটা শব্দ করল। পরক্ষণে সামারের চিৎকার থেমে গেল।

লুসি তাকাল সাগরের দিকে। আলেক্সিয়া এখন প্রায় ডুবে গেছেন। সে সামারের দিকে ফিরল। তাকটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো পড়ে আছে তার মেয়ে।

এটা তো ঠিক হচ্ছে না। এরকম তো ঘটার কথা ছিল না।

লুসি তার খুনীকে চোখের সামনে ডুবে মরে যেতে দেখতে চেয়েছিল। এ মুহূর্তটির জন্যেই সে এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে। সারাটা জীবন ধরে প্রতীক্ষা করেছে। কিন্তু সামার যদি এখনও বেঁচে থাকে? তার মেয়ের সাহায্য দরকার অথচ সে কিছুই না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে! হঠাৎ খুব রাগ হলো লুসির। *সামারের এখানে আসার দরকারটা কী ছিল? সে কেন সব নষ্ট করে দিল?*

'পুলিশ!'

মুখ তুলে চাইল লুসি। রাস্তার ওপর তিনজন লোক। একজন একটা বন্দুক তাক করে রেখেছে তার দিকে। দ্বিতীয়জন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামছে সামারের কাছে। লুসি ভুরু কুঁচকে তাকাল।

ওহ মাই গড। ওটা আর্নি?

'অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলুন!'

লুসি হুকুম অগ্রাহ্য করে তৃতীয় লোকটির দিকে তাকাল। কোমরে লাইফ রিং বেঁধে ওই মানুষটি এগিয়ে যাচ্ছে আলেক্সিয়ার দিকে।

'ম্যাম, আমি আপনার অস্ত্র ফেলে দিতে বলেছি!'

চোখ বুজল লুসি। বন্দুকে তার মুঠো আরও শক্ত হলো। মনোযোগ দিতে সমস্যা হচ্ছে।

ক্লিফের ওপরের লোকটা এখনও চেঁচাচ্ছে। 'অস্ত্র ফেলুন নয়তো গুলি করব!'

লুসি চোখ মেলল। দেখল তার বামে সামার পাথুরে তাকটার ওপর উঠে বসেছে। আর্নি তার কাছে পৌঁছে গেছে। তাকে জড়িয়ে ধরে কথা বলছে।

সেই তৃতীয় পুলিশটা ইতোমধ্যে নেমে এসেছে জমিনে। সে সেফটি রোপ খুলে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখন আলেক্সিয়ার চাঁদি শুধু দেখা যাচ্ছে, তবে ওর ডুবে মরতে বোধহয় আরও সময় লাগছে। লোকটা যদি আলেক্সিয়াকে সৈকতে টেনে নিয়ে আসতে পারে...

কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেলল লুসি।

লক্ষ্যস্থির করে আলেক্সিয়ার খুলি বরাবর গুলি চালিয়ে দিল সে।

চিৎকার দিলেন আর্নি মেয়ার।

'লুসি! না!'

কিন্তু এতক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাজ হয়ে গেছে।

আর্নির দিকে ফিরল লুসি, তাকে এবং ওদের মেয়ের উদ্দেশে ছুড়ে দিল উড়ন্ত চুমু। পাহাড়ের ওপরের পুলিশটি প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই সে বন্দুকের ব্যারেল নিজের মুখে পুরে নিয়ে টিপে দিল ট্রিগার।

বুম!

সৈকতের গায়ে এসে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউগুলো মৃদু ছন্দে। তবে জল লাল টকটকে হয়ে গেছে তাজা রক্তে।

উপসংহার

আলেক্সিয়া ডি ভিরির অতীত জীবন এবং গোপন কথাগুলো যখন প্রকাশিত হতে লাগল ব্রিটিশ প্রেসে, স্ক্যান্ডালের দিক থেকে এটি ষাটের দশকের প্রফুমো অ্যাফেয়ারকেও ছাড়িয়ে গেল। আলেক্সিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছিলেন কারণ লুসির ছোড়া গুলিটি তার কাঁধের সামান্য মাংস ছিলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি। পুলিশ রেসক্যু টিম সাগর থেকে তাঁকে উদ্ধার করে।

আলেক্সিয়া নিজেকে আরও সৌভাগ্যবতী মনে করেন কারণ রক্সির সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ পুনর্মিলন ঘটেছে। তিনি যখন লন্ডনের জেলে ৫০৬৭ নাম্বার কয়েদি হিসেবে কারাবাস করছেন ওইসময় রক্সি তাঁকে প্রায়ই দেখতে এলো। তবে দুঃখের বিষয় টেডি ডি ভিরি হার্ট অ্যাটাকে জেলখানাতেই বছর খানেক আগে মারা গেছেন। আলেক্সিয়া আরও সৌভাগ্যবতী এ কারণে যে তাঁর মামলার শুনানি হচ্ছিল আমেরিকায়।

বোস্টনে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পুলিশের কাছে সব কথা খুলে বলেন আলেক্সিয়া। স্বীকার করেন তাঁর অবহেলার কারণেই নিকোলাস হ্যান্ডিমেয়ারের মৃত্যু হয়েছিল। এবং তাঁর বদলে বিলি হ্যামলিনকে জেলে যেতে হয়েছিল। বিচারে আলেক্সিয়ার ছয় বছরের জেল হয়ে যায়।

আলেক্সিয়া কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন বিলি হ্যামলিনের মৃত্যুর জন্য টেডি দায়ী। আলেক্সিয়া ইংল্যান্ডে তাঁর কারাবাস করার জন্য আবেদন করেছিলেন। ইউকেতে দুটি প্রতিবন্ধী সন্তান এবং দেশটির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে মার্কিন আদালত এ আবেদন রক্ষায় রাজি হয়। তিন মাস আগে হলোওয়ে উওমেন্স প্রিজনে নিয়ে আসা হয় আলেক্সিয়াকে এবং তখন থেকে অন্তত তিনবার রক্সি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

রক্সি জানতে চেয়েছিল আলেক্সিয়ার সঙ্গে তাঁর পুরনো সহকর্মীদের কেউ দেখা করতে আসে কিনা। জবাবে ডানে বামে মাথা নেড়েছেন আলেক্সিয়া। এমনকি প্রধানমন্ত্রী হেনরী হুইটম্যানও একবারও খোঁজ নেননি তাঁর। আলেক্সিয়া এতে কিছু মনেও করেননি। কারণ তিনি জানেন হেনরী তাঁকে চাকরিচ্যুত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। হেনরী এক নারীর সঙ্গে পরকীয়া করতেন। এটা আলেক্সিয়া ঘটনাক্রমে জেনে ফেলেন। হেনরীর ভয় ছিল আলেক্সিয়া না জানি কখন ঘটনাটা ফাঁস করে দেন।

আলেক্সিয়ার মুখ বন্ধ রাখার জন্যেই তিনি তাঁকে হোম সেক্রেটারির পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যদিও গোপন রহস্যটি ফাঁস করার কোনো ইচ্ছেই আলেক্সিয়ার ছিল না। কিন্তু হেনরী তাঁকে ভুল বুঝে, তাঁর চাপ সহ্য করতে না পেরে মনেপ্রাণে চাইছিলেন হোম সেক্রেটারির পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে। তাঁর ষড়যন্ত্র অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফলও হয়।

রক্সি এখন এক এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে প্রেম করছে। এ কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছেন আলেক্সিয়া। আর রক্সির কাছ থেকেই আলেক্সিয়া খবর পেয়েছেন সামার প্রতিদিনই মাইকেলের কাছে যাচ্ছে। ওর বিছানার পাশে দিনের পর দিন বসে থাকছে। সামারের বিশ্বাস একদিন 'কোমা' থেকে ফিরে আসবে মাইকেল, আবার সুস্থ হয়ে উঠবে সে। একদিন সত্যি তার সে আশা পূর্ণ হলো। দেখল হাতের আঙুল নাড়াতে পারছে মাইকেল!

রক্সি যেদিন তার এস্টেট এজেন্ট প্রেমিক উইলিয়াম কারুআর্সের কথা তার মাকে আরও একবার বলে লাজুক চেহারা নিয়ে চলে গেল, সেদিন তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আলেক্সিয়া ভাবছিলেন এই ছেলেটি সত্যি কি রক্সিকে ভালোবাসে নাকি আগেরজনের মতো এ-ও তার মেয়েটার হৃদয় আবার ভেঙে দেবে? ভাবনাটা অসুস্থ করে তুলল তাঁকে। তিনি ফিরে এলেন নিজের কারা প্রকোষ্ঠে যেখানে আরও ছ'টা বছর তাঁকে কারাবন্দির জীবন কাটাতে হবে।

তুমি ওকে প্রটেক্ট করতে পারবে না, মনে মনে বললেন আলেক্সিয়া। আর সে চেষ্টা করতেও যেয়ো না। ভালোবাসা মানে তো ঝুঁকি নেওয়া। আর প্রেমহীন জীবন তো কোনো জীবনই নয়।

ভবিষ্যৎ এখন রক্সির হাতে।

সে-ই ভালো বুঝতে পারবে কীভাবে সে তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

সমাপ্ত